বাগবাজার রীডিং লাইব্রেরী

তারিখ নির্দ্দেশক পত্র

পনের দিনের মধ্যে বইখানি ফেরৎ দিতে হবে।

পত্রাঙ্ক	প্রদানের তারিখ	গ্রহণের তারিখ	পত্রাঙ্ক	প্রদানের তারিখ	গ্রহণের তারিখ
41	3/7	৬/৭			

পত্রাঙ্ক	প্রদানের তারিখ	গ্রহণের তারিখ	পত্রাঙ্ক	প্রদানের তারিখ	গ্রহণের তারিখ

শঙ্করাচার্য্যঃ শিষ্যমুপদিশতি।



" মা ভৈষ্ট বিদ্বংস্তব নাস্ত্যপায়ঃ
সংসারসিন্ধোস্তরণেঽস্ত্যপায়ঃ।
যেনৈব যাতা যতয়োঽস্য পারং
তমেব মার্গং তব নির্দ্দিশামি ॥ ৪৫ ॥"—

বিবেকচূড়ামণিঃ।

পঞ্চামৃত

অর্থাৎ

বিবেকচূড়ামণি, আত্মানাত্মবিবেক,

ব্রহ্মনামাবলিমালা, আত্মপূজা

ও কৌপীনপঞ্চক।

পরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্য শঙ্করভগবৎ-প্রণীত।

বরাহনগর ষষ্ঠীতলা হইতে

শ্রীনীলকমল বন্দ্যোপাধ্যায়-কর্তৃক

অনুবাদিত ও প্রকাশিত।

" ভোগে রোগভয়ং কুলে চ্যুতিভয়ং বিত্তে নৃপালাদ্ভয়ং।
মানে দৈন্যভয়ং বলে রিপুভয়ং রূপে তরুণ্যা-ভয়ম্।
শাস্ত্রে বাদিভয়ং গুণে খলভয়ং কায়ে কৃতান্তাদ্ভয়ং
সর্ব্বং বস্তু ভয়ান্বিতং ভুবি নৃণাং বৈরাগ্যমেবাভয়ম্॥ "—

বৈরাগ্যশতকম্।

কলিকাতা, শিবকৃষ্ণ দাঁর লেন, নং ৭ জ্যোতিষপ্রকাশ যন্ত্রে

শ্রীগোপালচন্দ্র ঘোষাল দ্বারা মুদ্রিত।

অগ্রহায়ণ—১২৮৯।

ভূমিকা।

—oo—

খপুষ্প, মরুমরীচিকা, ইন্দ্রজাল, বন্ধ্যাপুত্র, শশশৃঙ্গ, কূর্ম্মলোম, রজ্জুসর্প, শুক্তিকারজতাদিরূপ অবিদ্যা-কল্পিত অনাদি * অনন্ত † অসার সংসার-ক্ষেত্রে জন্ম পরিগ্রহ করিয়া জীব মাত্রেরই এরূপ বলবতী বাসনা সমুপস্থিতা হয় যে, কিসে আমি স্বজনসমাজে সম্যক্ সুখে সুখী হইব এবং দুঃখ-পথ কিসে কখন স্বপ্নেও অনুভূত হইবে না ; অপিচ মানবগণ দীর্ঘায়ুঃ অপেক্ষা দীর্ঘায়ুঃ, বলবান্ অপেক্ষা বলবান্, রূপবান্ অপেক্ষা রূপবান্, বিদ্বান্ অপেক্ষা বিদ্বান্ এবং যশস্বী অপেক্ষা অধিকতর যশস্বী হইয়া, চির দিন মনোবৃত্তির অনুরূপ স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, দাস, দাসী, উদ্যান, অট্টালিকা, যান, বাহনাদি যোগে, আনন্দিত অন্তঃকরণে অপূর্ব্ব উপভোগে উপরত থাকিতে অভিলাষ করেন ; কিন্তু এ সকল সংঘটন কাহার কপালে কতদূর সংঘটিত হইয়া উঠে, তাহা কেহই অবধারণ করিতে সক্ষম নহে। যাহা-হউক, যাহার যে পরিমাণে ঘটুক না কেন, সকলের সকলই স্বস্ব পূর্ব্বপূর্ব্ব জন্মার্জিত কর্ম্মসূত্রই মূলসূত্ররূপে অবগন্তব্য হইয়াছে। এ বিষয় অধ্যাত্ম-রামায়ণে কথিত হইয়াছে, যথা—

"স্বপূর্ব্বার্জ্জিত কর্ম্মৈব কারণং সুখদুঃখয়োঃ।"—

অপিচ, "স্বকর্ম্মসূত্রগ্রথিতো হি লোকঃ।"—

তন্ত্রে ব্যক্ত আছে,—

"দেহে বিনষ্টে তৎ কর্ম্ম পুনর্দ্দেহে প্রলভ্যতে।
যথা ধেনুসহস্রেষু বৎসো বিন্দতি মাতরং।
তথা শুভাশুভং কর্ম্ম কর্ত্তারমনুগচ্ছতি ॥

---

* যাহার উৎপত্তি অবধারণ অসাধ্য।

† অপার, অর্থাৎ যাহা দুস্তরণীয়।

মা ভুক্তং ক্ষীয়তে কর্ম্ম কল্পকোটিশতৈরপি।
অবশ্যমেব ভোক্তব্যং কৃতং কর্ম্ম শুভাশুভম্ ॥”—

আপনার পূর্ব্বপূর্ব্ব জন্মকৃত কর্ম্মই ইহ জন্মের সুখ দুঃখের কারণ; কারণ লোকসকল কর্ম্মসূত্রে গ্রথিত রহিয়াছে, দেহ নষ্ট হইলেও সেই দেহকৃত শুভাশুভ কর্ম্ম পরদেহপ্রাপ্ত হয়; যেরূপ সহস্র গাভিমধ্যে বৎস স্বকীয় মাতার অনুগত হয়, সেইরূপ শুভাশুভ কর্ম্মও কর্ত্তার অনুগামী হয়। কর্ম্ম ভোগব্যতীত শত কোটি কল্প কালেও ক্ষয় পায় না; আপনার কৃত শুভাশুভ কর্ম্ম অবশ্যই আপনাকে ভোগ করিতে হয়; অতএব অবশ্যম্ভাবী এই কর্ম্মসূত্র এক জন্মকৃত হইয়াও শতশত জন্ম দুঃখভাগী করে এবং শতশত জন্মকৃত কর্ম্মসূত্রও কদাচিৎ এক জন্মকৃত কর্ম্মসূত্রে নাশ পায়। ইহা যোগোপনিষতে * প্রকাশ আছে; যথা—

“একস্য নহি জন্মার্থে শতজন্মনি বিভ্রমঃ।
শতজন্মকৃতং পাপং শুদ্ধত্যেকেন জন্মনা ॥”—

ফলতঃ কর্ম্মসমূহের গতি অতিগহন। তাহা ভগবদ্গীতার চতুর্থাধ্যায়ে উক্ত আছে; যথা—

“গহনা কর্ম্মনোগতিঃ।”—

কর্ম্ম [বিহিত ব্যাপার], অকর্ম্ম [অবিহিত ব্যাপার] ও বিকর্ম্ম [নিষিদ্ধ ব্যাপার], ইহাদিগের তত্ত্ব অত্যন্ত দুর্জ্ঞেয়। যাহা হউক, এই কর্ম্মসূত্র নাশের এক অদ্বিতীয় উপায় জ্ঞানাগ্নি মাত্র। তাহা ঐ গীতাতে ঐ অধ্যায়ে সপ্তত্রিংশ শ্লোকে কথিত হইয়াছে; যথা—

“যথৈধাংসি সমিদ্ধোঽগ্নির্ভস্মসাৎ কুরুতেঽর্জ্জুন।
জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা ॥”—

শ্রীকৃষ্ণ কহিতেছেন,—“হে অর্জ্জুন! যেরূপ প্রজ্বলিত অগ্নি কাষ্ঠরাশিকে ভস্মকরে, সেইরূপ জ্ঞানাগ্নি সমস্ত কর্ম্মসূত্রকে ভস্মকরে।” অতএব এমন

* এই যোগোপনিষৎ পূর্ব্বে আমা কর্ত্তৃক অনুবাদিত হইয়া প্রকাশিত হয়।

অসাধারণ অনির্ব্বচনীয় কর্ম্মসূত্রাবদ্ধতারূপ দুঃখের নাশ চেষ্টায় যত্নপর হওয়া আমাদিগের যথোচিত কর্ত্তব্য বোধ হইতেছে। পরন্তু ইহার প্রধান উপায়ভূত অদ্ভুত অধ্যাত্মজ্ঞান প্রতিপাদক শাস্ত্রসমূহ সমালোচনাকরা ব্যতীত এই অপরিহার্য্য সংসারাসক্তি বিবর্জ্জন করণ, বিবেক লাভ করণ, বা কর্ম্মসূত্রচ্ছেদন, অথবা আধ্যাত্মিক বোধাধিকারে স্থিত হওন, অর্থাৎ পরমাত্মজ্ঞান সাধনদ্বারা ভববন্ধন বিমোচন ইত্যাদি সমাধান অত্যন্ত সুদূর পরাহত হইয়া উঠে; একারণ অশেষ শাস্ত্রের বিশেষ ভাবজ্ঞ ভাষ্যকার পরমহংস পরিব্রাজককুলাবতংস ভবরূপ ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য জীবের শিবের নিমিত্ত বিবিধ শাস্ত্রের সারগ্রহণ করিয়া যে সকল প্রবন্ধ রচনা করিয়া গিয়াছেন, তাহার মধ্যে বিবেকচূড়ামণি, আত্মানাত্ম-বিবেক, ব্রহ্মনামাবলিমালা, আত্মপূজা এবং কৌপীনপঞ্চক, এই পঞ্চ পুস্তক বঙ্গভাষায় অনুবাদ করিয়া একত্রে "পঞ্চামৃত" নামে এক পুস্তকাকারে প্রকাশিত করিলাম। পরন্তু দেশীয় বা বিদেশীয় যুবক বা বৃদ্ধগণ, অনেকেই প্রায় বিবেক বাক্যটি শ্রবণেন্দ্রিয়গোলকে প্রবিষ্ট হইবা মাত্র সংসারিক সুখের অনুন্নতি আশঙ্কায় অনাদর প্রকাশ করেন; করুন, সেটি তাঁহাদিগের ভয়ানক ভ্রম; কেননা, যোগবাশিষ্ঠে বশিষ্ঠদেব কহিয়াছেন; যথা—

"একং বিবেকসুহৃদমেকাং প্রৌঢ়াং সখীং ধিয়ং।
আদায় বিহরন্নেবং সঙ্কটেষু ন মুহ্যতি॥"—

বিবেক এক অদ্বিতীয় সুহৃৎ এবং সর্ব্বসংত্যক্ত ধৈর্য্যসম্পন্ন বুদ্ধি এক অদ্বিতীয় বন্ধু, এই উভয়কে আশ্রয় করিয়া যিনি সংসারে বিহার করেন, তিনি মহাসঙ্কটেও মুগ্ধ হন না। আরও কহিয়াছেন; যথা—

"বিবেকিনো জগৎপূজ্যাঃ সেব্যামন্যে ভবাদৃশাঃ।
মহতামেব সংসর্গাৎ পুনর্দুঃখং ন বাধতে॥"—

বিবেকিগণ জগৎপূজ্য এবং সম্যক্ সেব্য; যেহেতু বিবেকিগণ-

সংসর্গে পুনর্জন্মরূপ দুঃখের অবসান হয়। অপিচ কুলার্ণবতন্ত্রেও কথিত হইয়াছে ; যথা—

"আগমোত্থং বিবেকোত্থং দ্বিধা জ্ঞানং প্রচক্ষতে।
শব্দব্রহ্মাগমময়ং পরংব্রহ্ম বিবেকজম্ ॥"—

জ্ঞান দ্বিবিধ,—আগমোত্থিত এবং বিবেকোত্থিত। আগমোত্থিত জ্ঞান শব্দব্রহ্ম, অর্থাৎ নামরূপাদিবিশিষ্ট এবং বিবেকোত্থিত জ্ঞান পরব্রহ্ম, অর্থাৎ নামরূপাদিরহিত। প্রশ্নোত্তরমালাতেও ব্যক্ত আছে ; যথা—

"মূর্খোঽস্তি কো যস্তু বিবেকহীনঃ।"—

বিবেকবিহীন ব্যক্তিই মূর্খ ইত্যাদি ভূরিভূরি প্রমাণ প্রয়োগদ্বারা প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে যে, এক বিবেক ব্যতিরেকে পরিত্রাণের দ্বিতীয় পথ নাই। বস্তুতস্তু জীবগণ জগতে যত যন্ত্রণাভোগ করে, সে সমস্ত যন্ত্রণার প্রধান কারণই কেবল বিষয়-বাসনা ; সেই বিষয়বাসনার বিনাশ এক বিবেক ব্যতীত উপায়ান্তর বিরহ। যাহা হউক, বিবেকচূড়ামণি প্রভৃতি পঞ্চ অমৃতোপম এই পঞ্চামৃত পুস্তকে ভ্রম প্রমাদাদি থাকিবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা ; একারণ প্রার্থনা করি, পণ্ডিত মহোদয়গণ ইহা কৃপাবলোকনে সংশোধন করিয়া স্বীকার করিলে, শ্রম সফল জ্ঞানকরি। বস্তুতঃ এই পঞ্চামৃত পুস্তক যদি তত্ত্বজ্ঞানানুসন্ধায়িমহোদয়গণের তত্ত্ববোধোপযোগী পুস্তকবৃন্দমধ্যে পরিগণিত হয় এবং যদি কেহ ইহার প্রকাশপক্ষে উপহাসাদি না করিয়া উৎসাহ বর্দ্ধন করেন, তাহা হইলে মহাত্মা শঙ্করাচার্য্যের অন্যান্য যে সকল গ্রন্থ লোকে দুর্ল্লভ প্রায় অপ্রকাশিত আছে, সে সমস্ত ক্রমশঃ অনুবাদ করিয়া প্রকাশিত করিতে সাহস করি।

পরিশেষে ইহাও বক্তব্য যে, এই গ্রামনিবাসী সংস্কৃত শাস্ত্রের ব্যুৎপন্ন-কেশরী ধর্ম্মশাস্ত্রাধ্যাপক ৺পীতাম্বর শিরোমণি মহাশয়ের পুত্র শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন ন্যায়রত্ন মহাশয় আমার অনুবাদ বিষয়ে মূল ব্যাখ্যা সম্বন্ধে অশেষ সাহায্য প্রদান করিয়াছেন ; অতএব তাঁহার সাহায্যসূত্রই আমার অনুবাদের প্রধান অবলম্বনস্বরূপ। অপরঞ্চ এই অনুবাদিত পুস্তক শান্তি-

পুর নিবাসী ৺আনন্দচন্দ্র রায় মহাশয়ের পুত্র শ্রীযুক্ত বাবু কেদারনাথ রায় মহাশয়কে আমি নিঃস্বত্ব হইয়া প্রদান করিলাম ; অতএব অদ্যাবধি ইহার সম্পূর্ণ স্বত্বাধিকারী তিনিই হইলেন, ইহা বিজ্ঞাপন করিলাম।

অনুবাদকের আত্মপরিচয় পাঠে পাঠক মহোদয়গণের যদিও প্রীতির পরিবর্ত্তে বিরাগ আসিয়া উপস্থিত হয়, সত্য ; তথাচ অঘটঘটনপটীয়সী ঐশী শক্তি মায়ার এমনি অনির্ব্বচনীয় বিশ্ববিমোহিনী মহিমা যে, জীব যথা-সর্ব্বস্ব বিষয়সুখে বঞ্চিত, সম্যগ্রূপ স্বজনগণবিহীন এবং কণ্ঠাগত প্রাণ-প্রায় অপদস্থ হইলেও আপনার স্থূল শরীর সম্বন্ধীয় উপাধিরূপ অভিমান পরিত্যাগ করিতে বাসনা করে না ; সুতরাং এ অকিঞ্চনও সেই বলবৎ অভিমানমার্গের বশবর্ত্তী হইয়া পুস্তকৈকপার্শ্বে পূর্ব্বপুরুষমহোদয়গণের নাম সমুল্লেখ করা, যেন একটি মঙ্গলাচরণস্বরূপ জ্ঞান করিয়া তাহা প্রকটন করিতে প্রবৃত্ত হইল। অধুনা অনেকে মহদ্বংশজাত হইয়াও স্বধর্ম্ম, স্বকর্ম্ম, স্ববর্ণ, স্বভাষা, স্বপরিচ্ছদ, স্বচিহ্ন সূত্রাদি সমস্ত অনায়াসে পরিহার করিয়া জ্ঞানহীনপরমহংসেরন্যায় আদিপুরুষগণের নাম অক্লেশে জলাঞ্জলি দেন। লোকে স্বনাম, স্বধাম, স্বমান এবং স্বকীর্ত্তি রক্ষার কারণ কতই কষ্ট ও কতই প্রযত্ন প্রকাশ না করিতেছে ? কিন্তু আমরা সেই পিতৃপুরুষগণের কীর্ত্তি, যশঃ, নামাদি সমস্ত অনায়াসে বিসর্জ্জন দিয়া যে কি গৌরব পদে অধিরোহণ করিতেছি, তাহা বলিতে পারি না। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার তৃতীয়াধ্যায়ে পঞ্চত্রিংশশ্লোকে ভগবান্ কহিয়াছেন,—

"শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মো বিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মোভয়াবহঃ ॥"—

উত্তম অনুষ্ঠিত পরধর্ম্ম অপেক্ষা অঙ্গবিহীন স্বধর্ম্মও অধিকতর শ্রেয় ; কারণ স্বধর্ম্মে মরণও মঙ্গল, কিন্তু পরধর্ম্ম ভয়জনক। অপিচ রামগীতায় প্রথম শ্লোকেও ব্যক্ত আছে ; যথা—শ্রীমহাদেব উবাচ।—

"ততোজগন্মঙ্গলমঙ্গলাত্মনা বিধায় রামায়ণকীর্ত্তিমুত্তমাং।
চচার পূর্ব্বাচরিতং রঘূত্তমোরাজর্ষিবর্য্যৈরপি সেবিতং যথা ॥"—

মহাদেব কহিতেছেন,—জগতের মঙ্গলের মঙ্গলাত্মা রামচন্দ্র কর্ত্তৃক উত্তম রামায়ণ কীর্ত্তির বিধান দ্বারা, অর্থাৎ রাবণাদি বধ করিয়া আপনার কীর্ত্তি বিস্তার পূর্ব্বক, পূর্ব্বপুরুষ ককুৎস্থাদি রাজর্ষিগণের সেবিত পূর্ব্ব আচরিত ধর্ম্ম সকল সেবা করিয়াছেন। ফলতঃ—

"মহাজনো যেন গতঃ স পন্থা।"—

পূর্ব্বপুরুষ মহোদয়গণ যে পথ অবলম্বন করিয়া গিয়াছেন, সেই পথ; অন্য পথ কুপথমাত্র। যাহা হউক, আমার অদূর আত্মীয় জ্ঞাতিবর্গের কথঞ্চিৎ উপকারের অভিপ্রায়ে নিম্ন লিখিত বংশাবলী প্রকাশ করিলাম; অতএব তাঁহাদিগের মধ্যে যাঁহার যখন সংশয় সমুপস্থিত হইবে, তিনি তখন ইহা পাঠ করিয়া সংশয় অপনয়ন করিবেন; অপরে পাঠ করিতে ইচ্ছা করেন, করিবেন; কিন্তু তাঁহাদিগের নিমিত্ত ইহা নিবেশিত হয় নাই।

" শাণ্ডিল্যগোত্রজঃ শ্রেষ্ঠো ভট্টনারায়ণঃ কবিঃ।"—

শাণ্ডিল্যগোত্রমধ্যে অতিপ্রধান ক্ষিতীশবংশধর কবি ভট্টনারায়ণ গোভিল * ভাষ্য, বেণীসংহারনাটক, প্রয়োগরত্ন [ধর্ম্মশাস্ত্র] প্রভৃতি গ্রন্থ সকল রচনা করেন। ইনিই আদিশূর মহারাজার যজ্ঞে কান্যকুব্জ হইতে সমাগত পঞ্চ †

* গোভিল মুনি সামবেদী সন্ধ্যার সূত্রকার। ভট্টনারায়ণ ইহাঁর কৃত গ্রন্থের ভাষ্য প্রণয়ন করেন। এই গ্রন্থ গোভিলগৃহ্যসূত্র নামে বিখ্যাত। ভট্টনারায়ণ পাণ্ডিত্য কবিত্বাদি গুণ হেতু সিংহ, কবি প্রভৃতি উপাধি সকল নৃপাদিকর্ত্তৃক লাভ করিয়াছিলেন। ইনি জীবনের চতুর্থ ভাগ, কাশীক্ষেত্রে থাকিয়া অশেষ ছাত্রগণকে বিবিধ বিদ্যাদানদ্বারা, অতিবাহিত করেন।

† কান্যকুব্জ হইতে বঙ্গে শাণ্ডিল্যগোত্র ভট্টনারায়ণ, কাশ্যপগোত্র দক্ষ, সাবর্ণগোত্র বেদগর্ভ, বাৎস্যগোত্র ছান্দড় এবং ভরদ্বাজগোত্র শ্রীহর্ষ, এই পঞ্চজন ব্রাহ্মণ আগমন করেন। ইহাঁদিগের সহিত মকরন্দ ঘোষ, দশরথ বসু, দশরথ গুহ, পুরুষোত্তম দত্ত এবং কালিদাস মিত্র (যথাক্রমে) ভৃত্যরূপ ভক্ত পঞ্চ কায়স্থ আগমন করেন। ইহাঁরা সকলেই সস্ত্রীক আসিয়াছিলেন। পঞ্চালরাজ্যের অন্তর্গত কান্যকুব্জে কবিবর ভট্টনারায়ণ জন্মপরিগ্রহ করিয়া, তথায় বেদাদি বহুবিধ শাস্ত্রে অসামান্য ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। অনন্তর নবনবতি অধিক নবশত শাকে (৯৯৯ শকাব্দাতে) কান্যকুব্জ পরিত্যাগ করিয়া

দেবোপম ব্রাহ্মণ * মধ্যে একজন অসামান্য ছিলেন। ভট্টনারায়ণের পিতার নাম ভট্টরামেশ্বর। ইহাঁর আদিবরাহপ্রভৃতি ষোড়শ পুত্র ছিল †। এই আদিবরাহই বন্দ্যবংশের মূলপুরুষ। আদিবরাহের পুত্রের নাম বৈনতেয়, তাঁহার পুত্র সুবুদ্ধি, তাঁহার পুত্র বিবুধেয়, তাঁহার পুত্র গুঁই (গুহ), তাঁহার পুত্র গঙ্গাধর, তাঁহার পুত্র সুহাস, তাঁহার পুত্র শকুনি, তাঁহার পুত্র মহেশ্বর। তিনিই কৌলীন্যমর্য্যাদা লাভ করেন। মহেশ্বরের পুত্র মহাদেব, তাঁহার পুত্র দুর্ব্বলী, তাঁহার পুত্র হরি, তাঁহার পুত্র বিষ্ণুমিশ্র, তাঁহার দুই পুত্র,—

এই বঙ্গরাজ্যে সমাগমন করেন। বর্ত্তমান শক ১৮০৪, সুতরাং অদ্যতন গণনাতে তাঁহার বঙ্গে আগমনকাল ৮০৫ বৎসর গত হইতেছে। এই সময়ে ভট্টনারায়ণের (আনুমানিক) ৭০, দক্ষের ৬০, বেদগর্ভের ৫০, ছান্দড়ের ৩০ ও শ্রীহর্ষের ৯০ বর্ষ বয়ঃক্রম ছিল।

"ইতি শ্রুত্বা তেন ব্রাহ্মণেন সার্দ্ধং দূতান্ প্রেষ্য বহুমানপুরঃসরং ভট্টনারায়ণ-দক্ষ-শ্রীহর্ষ-ছান্দড়-বেদগর্ভ-সংজ্ঞকান্ পত্নীভিঃ সহিতান্ সাগ্নিকান্ যজ্ঞোপকরণসামগ্রী-সংভৃত্যানানীয় নবনবত্যধিকনবশতীশকাব্দে প্রাগুপকল্পিতবাসে নিবেসয়ামাস।"—

ক্ষিতীশবংশাবলিচরিতম্।

* " সারস্বতাঃ কান্যকুব্জা গৌড়া উৎকলমৈথিলাঃ।
পঞ্চগৌড়াঃ সমাখ্যাতা বিন্ধ্যস্যোত্তরবাসিনঃ॥
কর্ণাটাশ্চৈব তৈলঙ্গা গুর্জ্জরারাষ্ট্রবাসিনঃ।
আন্ধ্রাশ্চ দ্রাবিড়াঃ পঞ্চ বিন্ধ্যদক্ষিণবাসিনঃ॥ "—

বিন্ধ্যাচলের উত্তরভাগে সারস্বত, কান্যকুব্জ, মৈথিল, গৌড় ও উৎকল [পঞ্চগৌড়] এবং দক্ষিণভাগে গুর্জ্জর, কর্ণাট, তৈলঙ্গ, আন্ধ্র ও দ্রাবিড় [পঞ্চদ্রাবিড়] এই দশবিধ ব্রাহ্মণ। ভট্টনারায়ণপ্রভৃতি এই পঞ্চজন কান্যকুব্জ ব্রাহ্মণ ছিলেন। ফলতঃ ভৃগুভারতসংহিতাতে ব্যক্ত আছে যে,—

"সর্ব্বে দ্বিজাঃ কান্যকুব্জামাথুরং মাগধং বিনা।"—

মথুরা ও গয়াবাসিবিপ্র ব্যতীত সকল ব্রাহ্মণই প্রথমে কান্যকুব্জ ছিলেন, শেষে তাঁহাদিগের ক্রমশঃ নানাদেশে বাসবশতঃ নানা উপাধি উপস্থিত হয়।

† দক্ষের ১৬, বেদগর্ভের ১২, ছান্দড়ের ৮ এবং শ্রীহর্ষের ৪ পুত্র ছিল। সর্ব্বসমেত ৫৬ পুত্র। এই ৫৬ জনের, ৫৬ গ্রামে বাস জন্য, ৫৬ গাঁই বলিয়া বিখ্যাত হয়। পশ্চাৎ, বোধ হয়, নানাগ্রামে বাসবশতঃ রাঢ়ী ও বারেন্দ্র প্রভৃতি শ্রেণীবদ্ধ হইয়া নানা গাঁইরূপে বিভক্ত হয়।

পৃথ্বীধর ও ধ্রুবানন্দ। এই ধ্রুবানন্দই মিশ্রগ্রন্থের প্রণেতা। পৃথ্বীধরের পুত্র গঙ্গাধর, তাঁহার পুত্র ভগীরথ, তাঁহার পুত্র শ্রীপতি। শ্রীপতির দুই পুত্র,—দুর্গাদাস এবং জগন্নাথ। দুর্গাদাস ভট্টনারায়ণ হইতে অধস্তন উনবিংশ পুরুষ। দুর্গাদাসের চারি পুত্র,—রামকৃষ্ণ, রাঘব, রামেশ্বর এবং রমাকান্ত। রাঘবের পুত্র জয়রাম। জয়রামের তিন পুত্র,—রুদ্ররাম, রঘুরাম এবং কেশবরাম। বঙ্গরাজ্যে ইহাঁদিগের তুল্য কুলীন তৎকালীন না থাকায়

"বঙ্গে রুদ্ররাম-রঘুরাম-কেশবাঃ।"—

এই খ্যাতি হয়। কেশব চক্রবর্ত্তির * শুকদেব, হরিনারায়ণ প্রভৃতি ত্রয়োদশ পুত্র হন। তাঁহাদের মধ্যে হরিনারায়ণের বংশেই আমাদের উদ্ভব হইয়াছে। হরিনারায়ণের পুত্র শচীনন্দন, তাঁহার পুত্র কৃষ্ণকিঙ্কর। কৃষ্ণকিঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় কলিকাতার পূর্ব্ব ধুলিয়াপুর গ্রামে রামচন্দ্র রায়ের কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়া কুলভঙ্গ হন এবং এই বরাহনগর গ্রামের অনতিদূর পূর্ব্ব ঘোলা গ্রামের রামচরণ চট্টোপাধ্যায়ের কন্যা আনন্দময়ী দেবীকে বিবাহ করিয়া পুনর্ভঙ্গ হন। সেই উপলক্ষে তাঁহার পুত্র পৌত্রাদিক্রমে ঘোলাগ্রামে বাস হয়। তাঁহার পৈতৃক বাস প্রতাপকাটী। তাঁহার পুত্র ধর্ম্মদাস। ধর্ম্মদাসের দুই পুত্র,—জ্যেষ্ঠ মহেশচন্দ্র এবং কনিষ্ঠ শ্রীকালিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। ইনিই আমার পিতা।

মাতামহগণ ভরদ্বাজ গোত্রতিলক শ্রীহর্ষ বংশোদ্ভব ফুলের মুখটি গঙ্গানন্দ † কুলজাত কেশব মুখোপাধ্যায়ের সন্তান। কেশবের পুত্র রঘুনাথ।

---

* চক্রবর্ত্তী উপাধিটি শ্রেষ্ঠত্ববাচক। ইহা গৌরবজন্য কেশবের পিতামহগণ কুলসমাজ হইতে প্রাপ্ত হন। তদ্ভিন্ন ফুলে, সাগরদিয়া, বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি উপাধি সকলও পিতৃপিতামহাদিপুরুষগণ যথাসময়ে লব্ধ হইয়াছিলেন। কেশবচক্রবর্ত্তী ভট্টনারায়ণ হইতে অধস্তন দ্বাবিংশ পুরুষ।

† "সুষেণো জগদানন্দো গঙ্গানন্দঃ কুলে কৃতী।"—

গঙ্গানন্দের বংশে বিষ্ণুঠাকুর, শ্রীধরঠাকুর প্রভৃতি মহোদয়গণ জন্মগ্রহণ করেন; একারণ গঙ্গানন্দ, সুষেণ প্রভৃতি তিনের মধ্যে প্রধানরূপে পরিগণিত হন। বিষ্ণুঠাকুর কেশবচক্রবর্ত্তির

তিনি স্বকৃতভঙ্গ। তাঁহার পুত্র নন্দরাম, তাঁহার পুত্র রামশঙ্কর। রামশঙ্কর অনতিদূর পূর্ব্ব বাদুগ্রামে মাতামহাশ্রয়ে বাস করিতেন। তাঁহার পৈতৃক বাস গোবরা। তিনি এই বরাহনগর গ্রামের রামভদ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের কন্যা (বিখ্যাত নামা চন্দ্র বাঁড়িয্যার কনিষ্ঠা সহোদরা) গঙ্গামণি দেবীকে বিবাহ করেন। সেই উপলক্ষে তাঁহার সন্তানগণের এই বরাহনগর গ্রামে বাস হয়। তাঁহার তিন পুত্র,—জ্যেষ্ঠ রামরত্ন, মধ্যম রামমোহন এবং কনিষ্ঠ হলধর। রামরত্ন মুখোপাধ্যায়ের পুত্র নবকুমার, তাঁহার পুত্র শ্রীরমানাথ। ইনি প্রয়াগে বাস করিতেছেন। রামমোহন * মুখোপাধ্যায় নিঃসন্তান। ইহাঁর দৌহিত্র মাত্র আমি, মাতামহদিগের আশ্রয়ে অবস্থিত আছি। হলধর মুখোপাধ্যায়ের পুত্রের নাম শ্রীগোলোকচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। অলং বিস্তরেণেতি।

১২৮৯ বঙ্গাব্দ, অগ্রহায়ণ।
ষষ্ঠীতলা,
বরাহনগর।

শ্রীনীলকমল বন্দ্যোপাধ্যায়।

সহিত আদান প্রদান করিয়াছিলেন, এজন্য তিনি সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতম গৌরবপদ লাভ করেন।

* ইনি বাণিজ্যোপলক্ষে বহুদিন পশ্চিমপ্রদেশে বাস করেন ; একারণ কানপুর আদি স্থানেও তাঁহার নাম অদ্যাপি সজীব রহিয়াছে।

নির্ঘণ্ট।

ভ্রমসংশোধন।

বিবেকচূড়ামণির ১০৭,১২৬,১৩৪,৩৬৭ শ্লোকের অনুবাদে সুবুপ্তাবস্থা, পরামাত্মা, অব্যভিচারিত, চিদ্বহ্মস্থলে যথাক্রমে সুষুপ্ত্যবস্থা, পরমাত্মা, অব্যভিচরিত, চিদ্ব্রহ্ম হইবে এবং ১২০ শ্লোকীয় অনুবাদের পাদটীকাতে আচার্য্য, উপাসনা স্থলে আচার্য্যের উপাসনা হইবে।

আত্মানাত্মবিবেকের ১৩ পৃষ্ঠায় ৫ পংক্তির মূলে প্রাগ্গমনবান্ স্থলে প্রাগ্‌গমনবান্ এবং ২৩ পৃষ্ঠায় ৩ পংক্তিতে মদ্রূপত্বং স্থলে সদ্রূপত্বং ও ২৩ পৃষ্ঠায় ৪ পংক্তির অনুবাদে হই শ্রুতিতে স্থলে ইহা শ্রুতিতে হইবে।

ব্রহ্মণে নমঃ।

বিবেকচূড়ামণিঃ।

সর্ব্ববেদান্তসিদ্ধান্তগোচরং তমগোচরম্।
গোবিন্দং পরমানন্দং সদ্গুরুং প্রণতোঽস্ম্যহম্॥ ১ ॥
জন্তূনাং নরজন্ম দুর্ল্লভমতঃ পুংস্ত্বং ততোবিপ্রতা
তস্মাদ্বৈদিকধর্ম্মমার্গপরতা বিদ্বত্ত্বমস্মাৎ পরম্।

নিখিল-বেদান্তনিষ্পন্ন ভাব যাঁহার বিষয়ীভূত, অথচ যিনি কোন ইন্দ্রিয়ের বিষয়ীভূত নহেন, সেই পরমানন্দরূপ সদ্গুরু গোবিন্দকে প্রণাম করি॥ ১ ॥ *

প্রাণিগণ মধ্যে মনুষ্যজন্ম দুর্ল্লভ, মনুষ্যমধ্যে পুরুষ, পুরুষে ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণে বেদোপদিষ্টধর্ম্মরত এবং তাহার মধ্যে বেদধর্ম্মমর্ম্মজ্ঞ শ্রেষ্ঠ। তাহা-অপেক্ষা যাঁহার বুদ্ধি চিন্ময় আত্মার ও জড়ময় অনাত্মার ভেদবিচারে

* মহাত্মা পরমহংস পরিব্রাজকচূড়ামণি শঙ্করাচার্য্য পরমাত্মার সহিত সদ্গুরুর অভেদ প্রদর্শন প্রকটনপূর্ব্বক কহিতেছেন, সদ্গুরুর অর্থ,—যে গুরু মহানুভব ব্রহ্মকে জানেন। ব্রহ্মকে যিনি জানেন, তিনি নিশ্চয় ব্রহ্মই হন, এই বেদবাক্য। সুতরাং সদ্গুরুই ব্রহ্ম অভেদরূপে প্রতিপন্ন হইল। এই জগতে বেদবেদান্তাদি সমুদায় শাস্ত্রদ্বারা যাহা কিছু জানিবার যোগ্য বিষয় আছে, সে সমস্ত পরমপুরুষ পরমাত্মা জানিতেছেন; যেহেতু তিনি সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান্ ও সর্ব্বনিয়ন্তা; কিন্তু তাঁহাকে জগৎ বা জগৎস্থ জনগণের জানিবার যোগ্যতা নাই, কারণ তিনি মনঃ-বুদ্ধি ইন্দ্রিয়াদি-জন্য জ্ঞানের অবিষয়, শুদ্ধ নির্ম্মল বুদ্ধিতে আছেন, এই অনুভবদ্বারা সিদ্ধান্ত মাত্র।

আত্মানাত্মবিবেচনং স্বনুভবোব্রহ্মাত্মনা সংস্থিতি-
র্মুক্তির্নো শতজন্মকোটিসুকৃতৈঃ পুণ্যৈর্ব্বিনা লভ্যতে ॥ ২ ॥
দুর্ল্লভং ত্রয়মেবৈতদ্দেবানুগ্রহহেতুকম্।
মনুষ্যত্বং মুমুক্ষুত্বং মহাপুরুষসংশ্রয়ঃ ॥ ৩ ॥
লব্ধ্বা কথঞ্চিন্নরজন্ম দুর্ল্লভং তত্রাপি পুংস্ত্বং শ্রুতিপারদর্শনম্।
যস্ত্বাত্মমুক্তৌ ন যতেত মূঢ়ধীঃ স হ্যাত্মহা স্বং বিনিহন্ত্যসদ্গ্রহাৎ ॥ ৪ ॥

সমর্থ হইয়াছে, তিনি শ্রেষ্ঠতর; অপর বিচারবিদ্গণমধ্যে যিনি আত্মানুভব-দ্বারা ব্রহ্মৈকত্বভাবে সংস্থিত হইযাছেন, তিনিই শ্রেষ্ঠতম। সেই স্থিতিই মুক্তি, যে মুক্তি জীবের কোটিশতজন্মকৃত-পুণ্যব্যতীত লাভ হয় না * ॥ ২ ॥ পুংস্ত্ব, মুমুক্ষুত্ব এবং মহাপুরুষের আশ্রয়প্রাপ্তি, লোকে এই তিনটি অতি-দুর্ল্লভ। ঈশ্বরের অনুগ্রহ-হেতু ইহাদিগকে লাভকরা যায় ॥ ৩ ॥ কোন পুণ্য-গতিকে এই দুর্ল্লভ নরযোনি লাভকরিয়া, তাহাতে পুরুষত্ব, বিপ্রত্ব ও বেদবেদিত্ব প্রাপ্তিসত্ত্বেও যে পুরুষ সংসারসঙ্কটহইতে আত্মোদ্ধারে যত্নবান না হয়, সে মূঢ়বুদ্ধি অসদ্ † গ্রহণজন্য নিজ আত্মাকে নাশকরে; অতএব তাহাকে আত্মঘাতী বলিয়া জানিবে ॥ ৪ ॥ তদপেক্ষা মূঢ়বুদ্ধি কে আছে,

* শাস্ত্রে প্রকাশ আছে যে, অশীতিলক্ষ যোনি ভ্রমণকরিয়া শেষে মনুষ্যজন্ম প্রাপ্তি হয়, অর্থাৎ বিংশতিলক্ষ বৃক্ষাদি স্থাবর, ত্রিংশৎলক্ষ কৃমি, একাদশলক্ষ পক্ষী, নবলক্ষ জলচর, ষড়্লক্ষ অশ্বাদি, চতুর্লক্ষ বানরাদি, এই অশীতি লক্ষ যোনি ভ্রমণান্তে মনুষ্য-জন্ম হয়; কিন্তু তাহাতে দুই লক্ষ জন্ম কুৎসিত ও হীন জাতিরূপে অতিক্রম করিতে হয়, পরে বৈশ্য-ক্ষত্রিয়াদিতে লক্ষজন্ম বিগত করিয়া, পরিশেষে বহুপুণ্যফলে ব্রাহ্মণবংশে জন্ম লাভ হয়। অতএব এতাদৃশ অসামান্য কুলে জন্মিয়া উত্তরোত্তর শ্রেষ্ঠতাকে সংপ্রাপ্ত হইয়া আত্ম-আত্মাকে যে উদ্ধার না করে, সে আত্মঘাতী নরাধম পুরুষ; সে পুনশ্চ কর্ম্মসূত্রানু-রূপ উক্ত যোনিগত যাতনাসকলকে প্রাপ্ত হয়।

† সদ্বস্তু ব্রহ্মমাত্র; সুতরাং তদ্ভিন্ন সমস্ত জগৎ অসৎ।

ইতঃ কোন্বস্তি মূঢ়াত্মা যস্তু স্বার্থে প্রমাদ্যতি।
দুর্ল্লভং মানুষং দেহং প্রাপ্য তত্রাপি পৌরুষম্॥ ৫॥
বদন্তু শাস্ত্রাণি যজন্তু দেবান্ কুর্ব্বন্তু কর্ম্মাণি ভজন্তু দেবতাঃ।
আত্মৈক্যবোধেন বিনাপি মুক্তির্ন সিধ্যতি ব্রহ্মশতান্তরেঽপি॥৬॥
অমৃতত্বস্য নাশাস্তি বিত্তেনেত্যেব হি শ্রুতিঃ।
ব্রবীতি কর্ম্মণোমুক্তেরহেতুত্বং স্ফুটং যতঃ॥ ৭॥
অতোবিমুক্ত্যৈ প্রযতেত বিদ্বান্ সংন্যস্তবাহ্যার্থসুখস্পৃহঃ সন্।
সন্তং মহান্তং সমুপেত্য দৈশিকং তেনোপদিষ্টার্থসমাহিতাত্মা॥৮॥

যে এই দুষ্প্রাপ্য মনুষ্য-জন্ম এবং পুরুষ-শরীর প্রাপ্ত হইয়াও স্বকীয় ইষ্ট-সাধনজন্য প্রমত্ত হয়, অর্থাৎ মুক্তিরূপ জ্ঞানপথ পরিত্যাগপূর্ব্বক মৃত্যুরূপ সংসারপথে প্রধাবিত হয়?॥ ৫॥ শাস্ত্রসকল সুব্যাখ্যা করুন, বা যজ্ঞাদি-দ্বারা দেবগণের তৃপ্তি সাধনকরুন, অথবা কর্ম্মকাণ্ডসকল যথাযোগ্য অনুষ্ঠানকরুন, কিম্বা দেবতাগণের উপাসনা করুন, কিন্তু জীবাত্মা ও পরমাত্মার অভেদ-বোধ বিনা শত ব্রাহ্মকল্প গত হইলেও জীবের মুক্তিসিদ্ধি হয় না॥ ৬॥ ধনদ্বারা মুক্তির আশা নাই এবং কর্ম্মকাণ্ডাদিতে * যে মুক্তি-হেতুত্ব আছে, এমত নহে; ইহা নিশ্চয় শ্রুতিবাক্য॥৭॥ একারণ বিবেকি-ব্যক্তি ইন্দ্রিয়-ভোগ্য বাহ্যবিষয়সুখ-স্পৃহাতে বিরত হইয়া সুমহৎ সাধু সদ্গুরুর † সঙ্গকরতঃ তাঁহার উপদিষ্ট অর্থ অবহিত অন্তঃকরণে গ্রহণপূর্ব্বক মুক্তির নিমিত্ত যত্নকরিবেন (৮) এবং সম্যগ্দর্শন-নিষ্ঠারূপ আত্মতত্ত্বানু-

* কর্ম্ম মুক্তির সাক্ষাৎকারণ নহে, পরম্পরাকারণরূপে অবধারিত আছে; মুক্তির সাক্ষাৎকারণ তত্ত্বজ্ঞান; সুতরাং এই স্থলে অপরাপর কারণসকল নিরাকৃত হইল।

† বিত্তাপহারক গুরু সর্ব্বত্র সুলভ, কিন্তু সন্তাপহারক গুরু অতিবিরল। অধুনা অনেকে অনেকের বক্তৃতাবাক্যে বিমুগ্ধ হইয়া বক্তাকে গুরুত্বে গ্রহণকরেন। পরন্তু এই স্থলে সাধুগুরুর সহিত সভ্যগণের গুরুর গুরুত্ব বিচার কর্ত্তব্য।

উদ্ধরেদাত্মনাত্মানং মগ্নং সংসারবারিধৌ।
যোগারূঢ়ত্বমাসাদ্য সম্যগ্‌দর্শননিষ্ঠয়া ॥ ৯ ॥
সংন্যস্য সর্ব্বকর্ম্মাণি ভববন্ধবিমুক্তয়ে।
যত্যতাং পণ্ডিতৈর্ধীরৈরাত্মাভ্যাস উপস্থিতৈঃ ॥ ১০ ॥
চিত্তস্য শুদ্ধয়ে কর্ম্ম ন তু বস্তূপলব্ধয়ে।
বস্তুসিদ্ধির্ব্বিচারেণ ন কিঞ্চিৎ কর্ম্মকোটিভিঃ ॥ ১১ ॥
সম্যগ্বিচারতঃ সিদ্ধা রজ্জুতত্ত্বাবধারণা।
ভ্রান্তোদিতমহাসর্পভয়দুঃখবিনাশিনী ॥ ১২ ॥

ষ্ঠানদ্বারা যোগপথারূঢ় হইয়া সংসারসিন্ধুসুমগ্ন আত্মাকে * আত্মা † দ্বারা উদ্ধারকরিবেন ॥ ৯ ॥ আত্মজ্ঞানাভ্যাসে প্রবর্ত্তমান ধীর পণ্ডিত ব্যক্তি সর্ব্বকর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক ভববন্ধনবিমোচনার্থ তত্ত্বাভ্যাসে যত্নকরিবেন ॥ ১০ ॥ চিত্তশুদ্ধির নিমিত্ত কর্ম্মানুষ্ঠানকরা ‡ কর্ত্তব্য। বস্তুতঃ বস্তু § ব্রহ্ম-উপলব্ধির হেতু কর্ম্ম নহে, কারণ, ব্রহ্মপদার্থের নিশ্চয় সুবিচারদ্বারা সিদ্ধ হয়, কোটি কোটি কর্ম্মহইতে হয় না ॥ ১১ ॥ রজ্জুতত্ত্ব অনবধারণে রজ্জুতে ভ্রান্তিদ্বারা উদিত মহাসর্পজন্য ভয়রূপ দুঃখ কেবল সম্যগ্‌বিচার কর্ত্তৃক রজ্জুর যথার্থত্বজ্ঞানেই নাশ পায় ¶ ॥ ১২ ॥ সদসদ্বস্তুবিচার

* জীবকে।

† বিবেকবুদ্ধি।

‡ ভগবদগীতায় পঞ্চমাধ্যায়ে লিখিত আছে যে, যোগিগণ কায়মনোবুদ্ধি ইন্দ্রিয়াদি দ্বারা চিত্তশুদ্ধির নিমিত্ত কর্ম্মানুষ্ঠান করেন।

§ বেদান্তসারে সচ্চিদানন্দ অদ্বয় ব্রহ্মকে বস্তু বলিয়াছেন।

¶ ভ্রমবশতঃ রজ্জুতে সর্পবোধ হয়, পরে ঐ ভ্রম যখন চেষ্টাদ্বারা অপনীত হয়, তখন রজ্জুর স্বরূপরূপ প্রকাশ পাইয়া সর্পজ্ঞানজন্য শঙ্কাদি কিছুই থাকে না সেইরূপ জীবের স্বরূপরূপ অবিদ্যাজন্য উপলব্ধি না হওয়ায় আমি পুণ্যাত্মা, আমি পাপাত্মা, আমি সুখী, আমি দুঃখী, আমি কর্ত্তা, আমি ভোক্তা ইত্যাদি নানারূপ কল্পনাদ্বারা অনুক্ষণ সুখ ও দুঃখের ভোগকর্ত্তারূপে আত্মানুভূতি হয়। অবশেষে যখন উপদেশক্রমে আত্মনিষ্ঠাবশতঃ ধ্যানযোগে অখিল উপাধিরহিত হইয়া একাত্মমাত্র অনুভূত হয়, তখন সে আত্মার আর সুখ দুঃখ কর্ত্তা ভোক্তা ইত্যাদি জন্য সংসার থাকে না, অর্থাৎ সে আত্মাকে ব্রহ্মাত্মক বলা যায়।

অর্থস্য নিশ্চয়োদৃষ্টোবিচারেণ হিতোক্তিতঃ।
ন স্নানেন ন দানেন প্রাণায়ামশতেন বা ॥ ১৩ ॥
অধিকারিণমাশাস্তে ফলসিদ্ধির্ব্বিশেষতঃ।
উপায়াদেশকালাদ্যাঃ সন্ত্যস্মিন্ সহকারিণঃ ॥ ১৪ ॥
অতোবিচারঃ কর্ত্তব্যোজিজ্ঞাসোরাত্মবস্তুনঃ।
সমাসাদ্য দয়াসিন্ধুং গুরুং ব্রহ্মবিদুত্তমম্ ॥ ১৫ ॥
মেধাবী পুরুষোবিদ্বানূহাপোহবিচক্ষণঃ।
অধিকার্য্যাত্মবিদ্যায়ামুক্তলক্ষণলক্ষিতঃ ॥ ১৬ ॥
বিবেকিনোবিরক্তস্য শমাদিগুণশালিনঃ।

* এবং হিতোক্তি (অর্থাৎ গুরুবাক্য) দ্বারা পদার্থের নিশ্চযদর্শন লাভ হইয়া থাকে, কিন্তু স্নান, দান এবং শত শত প্রাণাযামদ্বারা উহা কখন সিদ্ধ হয না ॥ ১৩ ॥ ফলসিদ্ধি বিশেষরূপে অধিকারিকে আকাঙ্ক্ষা করে; কারণ, সহকারী যে দেশ কালাদি উপায়সমূহ তৎসমস্ত অধিকারিকেই আশ্রয করিয়া থাকে, প্রত্যুত অধিকারির অভাবে কেবল দেশ-কালাদি উপায বিদ্যমানে কি ফল হইতে পরে? ॥ ১৪ ॥ অতএব দযা সিন্ধু ব্রহ্মবিৎ উত্তম গুরুকে প্রাপ্ত হইযা জিজ্ঞাসু জনের আত্ম-পদার্থের বিচার করা কর্ত্তব্য ॥ ১৫ ॥ মেধাবী †, বিদ্বান্, তর্কাতর্ক-বিশারদ এবং কথিত আত্মজ্ঞান-লক্ষণলক্ষিত পুরুষই ব্রহ্ম বিদ্যাতে অধিকারী হন ॥ ১৬ ॥ বিবেকী ‡, বিরক্ত § এবং শমদমাদি ¶ গুণ-সম্পন্ন মুমুক্ষু ব্যক্তিই

* যোগবাশিষ্ঠে বশিষ্ঠদেব কহিযাছেন যে, আমি কে এবং এই সংসার কাহার, এইরূপ বিচারই সংসাররূপ দীর্ঘ রোগের মহৌষধ হইযাছে।

† স্মৃতিশক্তিসম্পন্ন।

‡ "বিবেকঃ পৃথগাত্মতা", অর্থাৎ বিষয়হইতে আপনার পার্থক্যবোধকে বিবেক কহে, অতএব তদ্বিশিষ্ট ব্যক্তিই বিবেকী।

§ বৈরাগ্যসম্পন্ন।

¶ মনঃ এবং ইন্দ্রিয়গণের নিগ্রহ।

মুমুক্ষোরেব হি ব্রহ্মজিজ্ঞাসাযোগ্যতা মতা ॥ ১৭ ॥
সাধনান্যত্র চত্বারি কথিতানি মনীষিভিঃ।
যেষু সৎস্বেব সন্নিষ্ঠা যদভাবে ন সিধ্যতি ॥ ১৮ ॥
আদৌ নিত্যানিত্যবস্তুবিবেকঃ পরিগণ্যতে।
ইহামুত্রফলভোগবিরাগস্তদনন্তরম্ ॥ ১৯ ॥
শমাদিষট্‌কসম্পত্তির্ম্মুমুক্ষুত্বমিতি স্ফুটম্।
ব্রহ্ম সত্যং জগন্মিথ্যেত্যেবং রূপোবিনিশ্চয়ঃ ॥ ২০ ॥
সোঽয়ং নিত্যানিত্যবস্তুবিবেকঃ সমুদাহৃতঃ।
তদ্বৈরাগ্যং জিহাসা যা দর্শনশ্রবণাদিভিঃ ॥ ২১ ॥
দেহাদিব্রহ্মপর্য্যন্তে হ্যনিত্যে ভোগবস্তুনি।
বিরজ্য বিষয়ব্রাতাদ্দোষদৃষ্ট্যা মুহুর্ম্মুহুঃ ॥ ২২ ॥
স্বলক্ষ্যে নিয়তাবস্থা মনসঃ শম-উচ্যতে।

ব্রহ্মজিজ্ঞাসুর যোগ্যপাত্র, অন্যে নহে ॥ ১৭ ॥ এই ব্রহ্মজিজ্ঞাসা-বিষয়ে চতুর্ব্বিধ সাধন পণ্ডিতগণ কহিয়াছেন। এই সকল সাধন সাধকের শরীরে থাকিলে, ব্রহ্মনিষ্ঠা লাভহয় এবং ইহাদের অভাবে সিদ্ধির অভাবও হইয়া থাকে ॥ ১৮ ॥ এই চতুর্ব্বিধ সাধন, যাহা অন্যত্র সাধনচতুষ্টয়রূপে ব্যক্ত হইয়াছে, তাহার আদিতে নিত্যানিত্যবস্তুর বিচার পরিগণনা হয়; অনন্তর ইহলোকে ও পরলোকে ফলভোগেচ্ছায় বিরক্তিভাব কথিত হয় (১৯); পরে শম-দমাদি ষট্‌সংখ্যক সম্পত্তি কথিত হইয়া মুমুক্ষুত্ব ব্যক্ত হইয়াছে। ব্রহ্ম সত্য ও জগৎ মিথ্যা, এই রূপ নিশ্চয় সিদ্ধান্তই নিত্যা-নিত্য বস্তুবিচাররূপে উক্ত হইয়াছে। দর্শন-শ্রবণাদি-দ্বারা বিষয়ের ত্যাগেচ্ছাকেই বৈরাগ্য বলা যায় ॥ ২০ ॥ ২১ ॥ অনিত্যভোগ্যবস্তুস্বরূপ সকল শরীর ব্রহ্মা-পর্য্যন্ত পর্য্যালোচনাপূর্ব্বক সেই সকল শরীরে পুনঃ পুনঃ দোষ দর্শন করিয়া (অর্থাৎ নশ্বরত্ব অনুভবকরতঃ) বিষয়জালে যে বিরাগভাব, তাহার নামই বিরক্তি ॥ ২২ ॥ আপনার লক্ষ্যবস্তুতে মনের সংযতাবস্থার

বিষয়েভ্যঃ পরাবর্ত্ত্য স্থাপনং স্বস্বগোলকে ॥ ২৩ ॥
উভয়েষামিন্দ্রিয়াণাং স দমঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।
বাহ্যানালম্বনং বৃত্তেরেষোপরতিরুত্তমা ॥ ২৪ ॥
সহনং সর্ব্বদুঃখানামপ্রতীকারপূর্ব্বকম্।
চিন্তাবিলাপরহিতং সা তিতিক্ষা নিগদ্যতে ॥ ২৫ ॥
শাস্ত্রস্য গুরুবাক্যস্য সত্যবুদ্ধ্যবধারণম্।
সা শ্রদ্ধা কথিতা সদ্ভির্যয়া বস্তূপলভ্যতে ॥ ২৬ ॥
সর্ব্বদা স্থাপনং বুদ্ধেঃ শুদ্ধে ব্রহ্মণি নির্ম্মলে (১)।
তৎ সমাধানমিত্যুক্তং ন তু চিত্তস্য চালনম্ (২) ॥ ২৭ ॥
অহঙ্কারাদিদেহান্তান্ বন্ধানজ্ঞানকল্পিতান্।
স্বস্বরূপাববোধেন মোক্তুমিচ্ছা মুমুক্ষুতা ॥ ২৮ ॥
মন্দমধ্যমরূপাপি বৈরাগ্যেণ শমাদিনা।

নাম শম ; জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয়-সকল বিষয়পদার্থহইতে পরাবর্ত্তনপূর্ব্বক স্বস্ব-আধারে সংস্থাপনকরার নাম দম; বাহ্যবস্তুতে চিত্তবৃত্তির অনালম্বন-কেই উত্তম উপরতি কহে (২৩-২৪) ; চিন্তা বিলাপরহিত হইয়া অপ্রতি-কারপূর্ব্বক সকল দুঃখের যে সহন, তাহাকে তিতিক্ষা বলা যায় (২৫) ; শাস্ত্র ও গুরুবাক্য সত্যবোধে যে অবধারণ, তাহাকেই পণ্ডিতেরা শ্রদ্ধা বলিয়া থাকেন; এই শ্রদ্ধাকে লাভকরিলে, জীব পরমবস্তু ব্রহ্মকে লাভ-করিতে পারে ॥২৬॥ নির্ম্মল ব্রহ্মে সর্ব্বদা বুদ্ধির যে সংস্থাপন, সেই সমাধান, কিন্তু সর্ব্বদা চিত্তের যে চালনা, তাহা সমাধান নহে, অর্থাৎ ঈপ্সিত উপভোগে চিত্তবৃত্তি বৃদ্ধি পাইলে, সমাধানসিদ্ধি হয় না ॥ ২৭ ॥ আপনার স্বরূপ (অর্থাৎ আপনি যে কে, ইহা) জ্ঞানদ্বারা অবধারণকরতঃ দেহ এবং সেই দেহে অহঙ্কারাদিজন্য যে বন্ধন, তাহার মোচনের ইচ্ছার নাম মুমুক্ষুতা ॥২৮॥ এই.

(১) "শুদ্ধে ব্রহ্মণি সর্ব্বদা"—ইতি পাঠান্তরম্।
(২) "চিত্তস্য লালনম্"—ইত্যপি পাঠো দৃশ্যতে।

প্রসাদেন গুরোঃ সেয়ং প্রবৃদ্ধা সূয়তে ফলম্ ॥ ২৯ ॥
বৈরাগ্যঞ্চ মুমুক্ষুত্বং তীব্রং যস্য তু বিদ্যতে।
তস্মিন্নেবার্থবন্তঃ স্যুঃ ফলবন্তঃ শমাদয়ঃ ॥ ৩০ ॥
এতয়োর্ম্মন্দতা যত্র বিরক্তত্বমুমুক্ষয়োঃ।
মরৌ সলিলবৎ তত্র শমাদের্ভানমাত্রতা ॥ ৩১ ॥
মোক্ষকারণসামগ্র্যাং ভক্তিরেব গরীয়সী।
স্বস্বরূপানুসন্ধানং ভক্তিরিত্যভিধীয়তে ॥ ৩২ ॥
স্বাত্মতত্ত্বানুসন্ধানং ভক্তিরিত্যপরে জগুঃ।
উক্তসাধনসম্পন্নস্তত্ত্বজিজ্ঞাসুরাত্মনঃ ॥ ৩৩ ॥

মুমুক্ষুতা অধম এবং মধ্যমরূপে অধিকৃত হইলেও বৈরাগ্য ও শমদমাদি-সম্পত্তিসহযোগে এবং গুরুর প্রসন্নতাদ্বারা প্রবৃদ্ধা হইয়া উত্তমরূপে ফলোৎপাদন করে ॥ ২৯ ॥ যে ব্যক্তির অত্যন্ত বৈরাগ্য ও মুমুক্ষুতা উপস্থিত হইয়াছে, সেই ব্যক্তি শমাদিদ্বারা অর্থবান্ ও ফলবান্ হন, অর্থাৎ তিনি বৈরাগ্যজন্য শমাদিগুণে অণিমাদি * অর্থ লাভকরেন এবং মুমুক্ষুতাজন্য শমাদি গুণে মোক্ষফল লাভকরেন ॥ ৩ ॥ বিষয়বৈরাগ্য ও মুমুক্ষুত্ব, এই উভয়ের মন্দতা যে পুরুষে বিদ্যমান আছে, সেই পুরুষে শমাদিসম্বন্ধ-কথা মরুভূমিতে জলের ন্যায় অলীককল্পনা মাত্র ॥ ৩১ ॥ মুক্তির কারণ-ভূত পদার্থমধ্যে একা ভক্তিই গুরুতরা এবং স্বস্বরূপের সুসন্ধানই ভক্তির রূপ, ইহা পণ্ডিতেরা ব্যক্ত করিয়াছেন ॥ ৩২ ॥ অপর পণ্ডি-তেরা বলেন যে, আপনাতে যে আত্মতত্ত্বের অনুসন্ধান, সেই ভক্তি। যাহা হউক, আত্মতত্ত্বজিজ্ঞাসুজনের সাধনচতুষ্টয়সম্পন্ন হওয়া অতীব কর্ত্তব্য; যেহেতু সাধনচতুষ্টয়ব্যতিরেকে মুক্তিপথের চেষ্টা বৃথা মাত্র ॥ ৩৩ ॥

* এই অণিমাদি অষ্টৈশ্বর্য্য মহাপুরুষদিগের যোগসিদ্ধিদ্বারা লাভ হয়; যথা— অণিমা [শরীরকে সূক্ষ্মীকরণশক্তি], লঘিমা [লঘূকরণশক্তি], ব্যাপ্তি [সর্ব্বত্রগামিনীশক্তি], প্রাকাম্য [ইচ্ছানুরূপভোগপূর্ণীকরণশক্তি], মহিমা [শরীরস্থূলীকরণশক্তি], ঈশিত্ব [শাসনী-শক্তি], বশিত্ব [বশীকরণশক্তি] এবং কামাবসায়িত্ব [স্বকীয়সর্ব্বকামনাপূর্ণীকরণশক্তি]।

উপসীদেৎ গুরুং প্রাজ্ঞং যস্মাদ্বন্ধবিমোক্ষণম্।
শ্রোত্রিয়োঽবৃজিনোঽকামহতো যো ব্রহ্মবিত্তমঃ ॥ ৩৪ ॥
ব্রহ্মণ্যুপরতঃ শান্তোনিরিন্ধন-ইবানলঃ।
অহেতুকদয়াসিন্ধুর্বন্ধুরানমতাং সতাম্ ॥ ৩৫ ॥
তমারাধ্য গুরুং ভক্ত্যা প্রাহ্বপ্রশ্রয়সেবনৈঃ।
প্রসন্নং তমনুপ্রাপ্য পৃচ্ছেজ্জ্ঞাতব্যমাত্মনঃ ॥ ৩৬ ॥
স্বামিন্নমস্তে নতলোকবন্ধো। কারুণ্যসিন্ধো! পতিতং ভবাব্ধৌ।
মামুদ্ধরামোঘকটাক্ষদৃষ্ট্যা (১) ঋজ্বাতিকারুণ্যসুধাভিবৃষ্ট্যা ॥৩৭॥
দুর্ব্বারসংসারদবাগ্নিতপ্তং দোধূয়মানং দুরদৃষ্টবাতৈঃ।
ভীতং প্রপন্নং পরিপাহি মৃত্যোঃ শরণ্যমন্যদ্‌যদহং ন জানে ॥৩৮॥
শান্তামহান্তোনিবসন্তি সন্তোবসন্তবল্লোকহিতং চরন্তঃ।

প্রাজ্ঞ, বেদজ্ঞ, নিষ্পাপ, কামরহিত, ব্রহ্মজ্ঞশ্রেষ্ঠ এবং ভববন্ধনবিমোচনকর্ত্তাগুরুর সমীপে শিষ্য সমাগত হইয়া উপাসনাদ্বারা তাঁহার প্রসন্নতা লাভকরিবে ॥ ৩৪ ॥ অনন্তর শিষ্য পরব্রহ্মে উপরতচিত্ত, শান্তিগুণযুক্ত, কাষ্ঠবর্জ্জিতবিমলবহ্নিতুল্য, প্রয়োজনবিহীন, দয়াসিন্ধু ও ভক্তসজ্জনগণের মিত্রস্বরূপ গুরুকে ভক্তিপূর্ব্বক আরাধনাকরতঃ নম্রতা-বিনয়-শুশ্রূষাদি-গুণে প্রসন্ন গুরুর অনুগত হইয়া স্বীয় জ্ঞাতব্য আত্মজ্ঞান জিজ্ঞাসাকরিবে ॥ ৩৫ ॥ ৩৬ ॥ হে প্রভো। আপনাকে প্রণামকরি। হে প্রণতলোকমিত্র! হে করুণাসাগর। আমি সংসারসাগরে পতিত হইয়াছি, আপনার সরল-করুণাপূর্ণসুধাবর্ষিণী অমোঘকটাক্ষদৃষ্টিদ্বারা আমাকে উদ্ধারকরুন ॥ ৩৭ ॥ আমি অনিবার্য্য সংসাররূপ দাবানলে দগ্ধ এবং দুরদৃষ্টবাতে পুনঃ পুনঃ কম্পিত ও ভীত হইয়া আপনার শরণাগত হইয়াছি। আমাকে মৃত্যুমুখ-হইতে পরিত্রাণকরুন। আপনিই আমার অদ্বিতীয় রক্ষক; আপনাকে ভিন্ন দ্বিতীয় অবগত নহি ॥ ৩৮ ॥ শান্ত মহৎ সাধুগণ বসন্তঋতুর ন্যায় জন-

(১) "মামুদ্ধরাত্মীয়কটাক্ষদৃষ্ট্যা"—ইতি পাঠান্তরম্।

তীর্ণাঃ স্বয়ং ভীমভবার্ণবং জনা-ন হেতুনাঽন্যানপি তারয়ন্তঃ ॥৩৯॥
অয়ং স্বভাবঃ স্বত-এব যৎ পরশ্রমাপনোদপ্রবণং মহাত্মনাম্।
সুধাংশুরেষ স্বয়মর্ককর্কশপ্রভাভিতপ্তামবতি ক্ষিতিং কিল ॥৪০॥

ব্রহ্মানন্দরসানুভূতিকলিতৈঃ পূতৈঃ সুশীতৈর্যুতৈ-
র্যুষ্মৎবাক্কলসোজ্ঝিতৈঃ শ্রুতিসুখৈর্ব্বাক্যামৃতৈঃ সেচয়।
সন্তপ্তং ভবতাপদাবদহনজ্বালাভিরেনং প্রভো!
ধন্যাস্তে ভবদীক্ষণক্ষণগতেঃ পাত্রীকৃতাঃ স্বীকৃতাঃ ॥ ৪১ ॥

কথং তরেয়ং ভবসিন্ধুমেতং? কা বা গতির্ম্মে? কতমোঽস্ত্যুপায়ঃ?।
জানে ন কিঞ্চিৎ কৃপয়াব মাং প্রভো! সংসারদুঃখক্ষতিমাতনুষ্ব॥৪২॥
তথা বদন্তং শরণাগতং স্বং সংসারদাবানলতাপতপ্তম্।

সকলের হিতসাধন করেন। তাঁহারা স্বয়ং ভয়ানক ভবসাগর পার হইয়াছেন এবং অপরপারেচ্ছু জনগণকেও বিনা কারণে, অর্থাৎ নিষ্কামস্বভাবে, পার করেন ॥ ৩৯ ॥ যাদৃশ চন্দ্রের স্বভাবসিদ্ধ শীতলতাশক্তিগুণে সূর্য্যের প্রচণ্ড-প্রভাপরিতপ্তা পৃথিবী স্বভাবতঃ শীতলতা প্রাপ্ত হয়, তাদৃশ পরের কষ্ট নষ্ট-করা মহাত্মাদিগের স্বতঃসিদ্ধ স্বভাব, অর্থাৎ মহাপুরুষগণ যে স্থলে উপস্থিত হন, তথাকার অহিত আপনাহইতেই অন্তর্হিত হয় ॥৪০॥ হে প্রভো! ভব-তাপরূপ দাবানলজ্বালাতে জ্বলিত এই ভক্তজনকে আপনি ব্রহ্মানন্দরসের অনুভবজন্য প্রকাশিত পবিত্র সুশীতল সদ্‌গুণযুক্ত শ্রীমুখরূপ কলসোৎসৃষ্ট শ্রবণেন্দ্রিয়ের সুখকর আপনার বচনরূপ অমৃতবারিসেচনদ্বারা রক্ষা-করুন। অপিচ যাঁহারা আপনার ক্ষণিক কটাক্ষপাত লাভকরিয়া সৎ-পাত্ররূপে পরিগণিত হন, তাঁহারা ধন্য। ॥ ৪১ ॥ হে প্রভো! এই সংসার-পারাবার কি প্রকারে পার হইব, আমার গতি কি হইবে এবং যাহাতে ভবদুঃখবিমোচন হয়, তাহার উপায় কি? তাহা আমি কিছুমাত্র অবগত নহি; অতএব আপনি আমাকে কৃপাকরিয়া রক্ষাকরুন ॥ ৪২ ॥

মহাত্মা গুরু উক্ত প্রকার জিজ্ঞাসু, শরণাগত এবং সংসারদাবানল-

নিরীক্ষ্য কারুণ্যরসার্দ্রদৃষ্ট্যা দত্যাদভীতিং সহসা মহাত্মা ॥ ৪৩ ॥
বিদ্বান্ স তস্মা-উপসত্তিমীয়ুষে মুমুক্ষবে সাধু যথোক্তকারিণে।
প্রশান্তচিত্তায় শমান্বিতায় তত্ত্বোপদেশং কৃপয়ৈব কুর্য্যাৎ ॥৪৪॥
মা ভৈষ্ট বিদ্বংস্তব নাস্ত্যপায়ঃ সংসারসিন্ধোস্তরণেঽস্ত্যপায়ঃ।
যেনৈব যাতাযতয়োঽস্য পারং তমেব মার্গং তব নির্দ্দিশামি ॥৪৫॥

অস্ত্যপায়োমহান্ কশ্চিৎ সংসারভয়নাশনঃ।
তেন তীর্ত্বা ভবাম্ভোধিং পরমানন্দমাপ্স্যসি ॥ ৪৬ ॥
বেদান্তার্থবিচারেণ জায়তে জ্ঞানমুত্তমম্।
তেনাত্যন্তিকসংসারদুঃখনাশোভবত্যনু ॥ ৪৭ ॥

শ্রদ্ধাভক্তিধ্যানযোগান্মুমুক্ষোর্ম্মুক্তের্হেতূন্ বক্তি সাক্ষাচ্ছ্রুতের্গীঃ।
যো-বা এতেষ্বেব তিষ্ঠত্যমুষ্য মোক্ষোঽবিদ্যাকল্পিতাদ্দেহবন্ধাৎ ॥৪৮॥

তাপে পরিতপ্ত স্বকীয় শিষ্যকে কারুণ্যরসাভিষিক্ত-দৃষ্টিদ্বারা নিরীক্ষণকরিয়া তৎক্ষণাৎ অভয় প্রদানকরেন ॥ ৪৩ ॥ সেই বিদ্বান্ মহাত্মা গুরু নম্রতাদিগুণযুক্ত, মুমুক্ষু, উত্তমরূপ মুক্তির সাধনোচিতকার্য্যকারী, প্রশান্তচিত্ত, শমগুণান্বিত ও সুপাত্র শিষ্যকে কৃপাকরিয়া তত্ত্বোপদেশ করেন ॥৪৪॥ হে বিদ্বন্! তুমি ভীত হইও না। তোমার বিনাশ নাই। সংসারসাগরতরণের উপায় আছে। যোগিগণ যে পথ অবলম্বনপূর্ব্বক ইহার পার প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহা তোমার নিকট ব্যক্ত করিব ॥ ৪৫ ॥ ভবভয়নাশক কোন অসামান্য উপায় উপস্থিত আছে, সেই উপায়াশ্রয়ে তুমি সংসারসিন্ধু উত্তীর্ণ হইয়া ব্রহ্মানন্দ উপভোগকরিবে ॥ ৪৬ ॥ বেদান্তের তাৎপর্য্য পর্য্যালোচনাক্রমে সমীচীন জ্ঞান জন্মে; সেই জ্ঞানদ্বারা আত্যন্তিক সংসারদুঃখের অবসান হয় ॥ ৪৭ ॥ শ্রদ্ধা-ভক্তি-ধ্যান-যোগাদিই মুমুক্ষু ব্যক্তির মুক্তির হেতু; অতএব যে ব্যক্তি এই শ্রদ্ধা-ভক্তি-ধ্যান-যোগাদি, অর্থাৎ আসন, প্রাণসংরোধ, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি, এই ষড়ঙ্গ যোগাবলম্বন করেন, তিনি অবিদ্যাকল্পিত দেহবন্ধনহইতে মুক্ত হন,

অজ্ঞানযোগাৎ পরমাত্মনস্তব হ্যনাত্মবন্ধস্তত-এব সংসৃতিঃ।
তয়োর্ব্বিবেকোদিতবোধবহ্নিরজ্ঞানকার্য্যং প্রদহেৎ সমূলম্ ॥ ৪৯॥

শিষ্য-উবাচ।

কৃপয়া শ্রূয়তাং স্বামিন্! প্রশ্নোঽয়ং ক্রিয়তে ময়া।
যদুত্তরমহং শ্রুত্বা কৃতার্থঃ স্যাং ভবন্মুখাৎ ॥ ৫০ ॥
কো নাম বন্ধঃ? কথমেষ-আগতঃ?
কথং প্রতিষ্ঠাস্য? কথং বিমোক্ষঃ?।
কোঽসাবনাত্মা? পরমঃ ক-আত্মা?
তয়োর্ব্বিবেকঃ কথমেতদুচ্যতাম্ ॥ ৫১ ॥

শ্রীগুরুরুবাচ।

ধন্যোঽসি কৃতকৃত্যোঽসি পাবিতং তে কুলং ত্বয়া।
যদবিদ্যাবন্ধমুক্ত্যা ব্রহ্মীভবিতুমিচ্ছসি ॥ ৫২ ॥

ইহা সাক্ষাৎ শ্রুতিবাক্য ॥ ৪৮ ॥ তুমি পরমাত্মস্বরূপ। তোমার অজ্ঞান সংযোগজন্য অনাত্মবস্তুতে আত্মবন্ধন হইয়াছে এবং সেই বন্ধনজন্য সংসারসন্তাপ সংঘটন হইয়াছে। অতএব আত্মা কি? অনাত্মা কি? এই উভয়ের বিচারদ্বারা উদিত জ্ঞানরূপ অগ্নিই সেই অজ্ঞানকার্য্যকে মূলের সহিত দগ্ধ করে ॥ ৪৯ ॥

শিষ্য কহিলেন, হে স্বামিন্! আমি যে প্রশ্নকরিতেছি, কৃপাকরিয়া শ্রবণকরুন। আপনার মুখবিনির্গত উত্তর শ্রবণে আমি কৃতার্থ হইব ॥৫০॥ বন্ধন কি? বন্ধন কি প্রকারে সমাগত হয় ও কি প্রকারে স্থিত হয়? আর সেই বন্ধনবিমুক্তিই বা কি প্রকারে হয়? অনাত্মা কি? জীবাত্মা কি? পরমাত্মা কি? এবং জীবাত্মা ও পরমাত্মার ভেদবিচার কি? তাহা আমাকে কৃপাকরিয়া বলুন ॥ ৫১ ॥ গুরু কহিলেন, তুমি ধন্য ও কৃতার্থ। অদ্য তোমাহইতে তোমার কুল পবিত্র হইল; যেহেতু অবিদ্যাজন্য যে জীবের বন্ধন উপস্থিত হয়, সেই বন্ধনবিমোচনদ্বারা ব্রহ্মভাব লাভ-করিতে তুমি ইচ্ছাকরিতেছ ॥ ৫২ ॥ পুত্রগণ শ্রাদ্ধ ও তর্পণ-দ্বারা পিতৃ-

ঋণমোচনকর্ত্তারঃ পিতুঃ সন্তি সুতাদয়ঃ।
বন্ধমোচনকর্ত্তা তু স্বস্মাদন্যো-ন কশ্চন ॥ ৫৩ ॥
মস্তকন্যস্তভারাদে-র্দুঃখ-মন্যৈ-র্নিবার্য্যতে।
ক্ষুধাদিকৃতদুঃখ-স্তু বিনা স্বেন ন কেনচিৎ ॥ ৫৪ ॥
পথ্য মৌষধসেবা চ ক্রিয়তে যেন রোগিণা।
আরোগ্যসিদ্ধি-র্দৃষ্টাস্য নান্যানুষ্ঠিতকর্ম্মণা ॥ ৫৫ ॥
বস্তুস্বরূপং স্ফুটবোধচক্ষুষা স্বেনৈব বেদ্যং ন তু পণ্ডিতেন।
চন্দ্রস্বরূপং নিজচক্ষুষৈব জ্ঞাতব্য-মন্যৈ-রবগম্যতে কিম্? ॥৫৬॥
অবিদ্যাকামকর্ম্মাদি পাশবন্ধং বিমোচিতুম্।
কঃ শক্নুয়া-দ্বিনাত্মানং কল্পকোটিশতৈ-রপি? ॥ ৫৭ ॥

ঋণমোচনকর্ত্তা হন; কিন্তু আপনার বন্ধনমোচনকর্ত্তা আপনিভিন্ন অন্য কোনজন হয় না ॥ ৫৩ ॥ মস্তকে অর্পিত ভারাদিজন্যদুঃখ অপরজনকর্তৃক নিবারিত হয়; কিন্তু ক্ষুৎপিপাসাদিজনিত দুঃখ স্বকীয় চেষ্টাদ্বারা ভোজনাদিব্যতীত অন্য কোন উপায়ে নিবারিত হয় না ॥ ৫৪ ॥ যে রোগিকর্তৃক পথ্য-ঔষধাদি সেবিত হয়, তাহার আরোগ্যসিদ্ধি দৃষ্ট হয়, কিন্তু তদ্বিপরীত কোন কর্ম্মানুষ্ঠান করিলে, হয় না ॥ ৫৫ ॥ যেমন চন্দ্রের স্বরূপদর্শন নিজ চক্ষুঃ-ভিন্ন অন্য ইন্দ্রিয়দ্বারা সম্ভব হয় না, তেমন বস্তুর স্বরূপবোধ, অর্থাৎ ব্রহ্মপদার্থের উপলব্ধি করা, স্বকীয় স্ফুটিত * জ্ঞানরূপ চক্ষুর্দ্বারা হয়, শুদ্ধ শাস্ত্রজ্ঞ হইলে, হয় না ॥ ৫৬ ॥ আত্মযত্নব্যতিরেকে শতকোটিকল্পকালেও কেহ অবিদ্যাকামকর্ম্মাদিরূপ পাশ-বন্ধন

* মার্জ্জারাদি পশুপক্ষিগণের চক্ষুঃ যেপর্য্যন্ত স্ফুটিত না হয়, সেপর্য্যন্ত তাহারা যেমন জগৎ দর্শনে সক্ষম হয় না, সেইরূপ জনগণের জ্ঞানচক্ষুঃ যেপর্য্যন্ত স্ফুটিত না হয়, সেপর্য্যন্ত এ চক্ষুর্দ্বারা কোটি কোটি বৎসর কোটি কোটি শাস্ত্রে সুপণ্ডিত হইলেও ব্রহ্মদর্শন হয় না।

ন যোগেন ন সাংখ্যেন কর্ম্মণা নো-ন বিদ্যয়া।
ব্রহ্মাত্মৈকত্ববোধেন মোক্ষঃ সিধ্যতি নান্যথা ॥ ৫৮ ॥
বীণায়া-রূপসৌন্দর্য্যং তন্ত্রীবাদনসৌষ্ঠবম্‌।
প্রজারঞ্জনমাত্রং ত-ন্ন সাম্রাজ্যায় কল্পতে ॥ ৫৯ ॥

ছেদনকরিতে সমর্থ হয় না ॥ ৫৭ ॥ মোক্ষসিদ্ধি যোগ * দ্বারা হয় না, সাংখ্যদ্বারা হয় না, কর্ম্মদ্বারা হয় না, শাস্ত্রজ্ঞানদ্বারা হয় না, কেবল ব্রহ্ম ও জীব, এই উভয়ের একত্বজ্ঞানদ্বারা মুক্তি লাভ হয়, ইহাতে সন্দেহ নাই ॥ ৫৮ ॥ বীণাযন্ত্রের আকৃতি ও মনোহর তারের লয় তান-বাদনক্রমে জনগণ প্রজাররঞ্জনদ্বারা প্রশংসামাত্র ফল পায়, কিন্তু তাহাতে রাজচক্র-বর্ত্তিত্বজননের হেতুত্ব কথন সম্ভব হয় না † ॥ ৫৯ ॥ যেরূপ বাগ্বৈখরী ‡ ও

* যোগশব্দে এইস্থলে হটযোগাদি, অর্থাৎ মন্ত্রযোগ, হটযোগ, লয়যোগ এবং রাজযোগ। এই চতুর্ব্বিধ যোগ শিবসংহিতাতে ব্যক্ত আছে। রাজযোগ সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান। অপিচ সাংখ্যযোগ, কর্ম্মযোগ, সংন্যাসযোগ, ধ্যানযোগ, বিজ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ ইত্যাদি বহুবিধযোগ ভগবদ্‌গীতাতে কথিত আছে। অপর অষ্টাঙ্গ ষড়ঙ্গ প্রভৃতি যোগ যোগশাস্ত্রে বিশেষ বিশেষরূপে বর্ণিত আছে। ফলতঃ এ সকল যতই বলা হউক না কেন, কিন্তু যে যোগদ্বারা জীবাত্মা ও পরমাত্মার ভেদরহিত সাধন সঙ্গত হইয়াছে, সেই যোগই মুক্তিপ্রদ, তদ্‌ব্যতিরিক্ত সমস্ত যোগ কর্ম্মভোগমাত্র।

† বীণাযন্ত্রের ন্যায় এই ঘটযন্ত্রদ্বারা লোকের যে কোন গুণ ও গুণকার্য্য প্রকাশ পায়, সেইসমস্ত পরমার্থহীন সংসারসম্বন্ধীয় মায়িকমাত্র; কিন্তু যিনি যোগাবলম্বনপূর্ব্বক গুণ ও গুণকার্য্য অতিক্রমকরেন, তিনি সেই ব্রহ্মপদপ্রাপ্তির যোগ্যতা লাভ করেন।

‡ " বৈখরী শব্দনিষ্পত্তির্ম্মধ্যমা শ্রুতিগোচরা।
দ্যোতিতার্থা চ পশ্যন্তী সূক্ষ্মা বাগনপায়িনী ॥ "—

অর্থাৎ বৈখরীহইতে শব্দের উৎপত্তি হয়; পরে ঐ শব্দ যখন শ্রুতিগোচর হয়, তখন তাহাকে মধ্যমা বলে; আর যৎকালে ঐ শব্দের অর্থবোধ হয়, তখন পশ্যন্তী নাম হয়; শেষে যখন ঐ শব্দের সারার্থ প্রকাশ পায়, তখন তাহাকে অনপায়িনী বলিয়া থাকে। এইরূপ শব্দঝরী-প্রভৃতি শব্দশাস্ত্র কাব্যালঙ্কাররূপকাদি নানাবিধ যে বাক্যকৌশল, তাহাতে তত্ত্বজ্ঞানের জনকত্ব নাই।

বাগ্-বৈখরী শব্দঝরী শাস্ত্রব্যাখ্যানকৌশলম্।
বৈদুষ্যং বিদুষাং তদ্বদ্ভুক্তয়ে ন তু মুক্তয়ে॥ ৬০ ॥
অবিজ্ঞাতে পরে তত্ত্বে শাস্ত্রাধীতি-স্তু নিষ্ফলা।
বিজ্ঞাতেঽপি পরে তত্ত্বে শাস্ত্রাধীতি-স্তু নিষ্ফলা॥ ৬১ ॥
শব্দজালং মহারণ্যং চিত্তভ্রমণকারণম্।
অতঃ প্রযত্নাজ্-জ্ঞাতব্যং তত্ত্বজ্ঞাৎ তত্ত্ব-মাত্মনঃ॥ ৬২ ॥
অজ্ঞানসর্পদষ্টস্য ব্রহ্মজ্ঞানৌষধং বিনা।
কিমু বেদৈ-শ্চ? শাস্ত্রৈ-শ্চ? কিমু মন্ত্রৈঃ? কিমৌষধৈঃ?॥৬৩॥

শব্দঝরী প্রভৃতি বাক্যবৃন্দ শাস্ত্রব্যাখ্যাবিষয়ে কৌশলমাত্র, সেইরূপ পণ্ডিতগণের পাণ্ডিত্যপ্রকাশ ভোগের নিমিত্ত, কিন্তু মুক্তির নিমিত্ত নহে॥ ৬০ ॥ পরমতত্ত্ব জ্ঞাত হইতে না পারিলে শাস্ত্রাধ্যয়ন বিফলমাত্র এবং পরমতত্ত্ববোধ নিশ্চয় হইলে পর আর অধ্যয়নে কি ফল? অর্থাৎ ব্রহ্মকে বিশেষরূপ জানিতে পারিলে আর বেদাদিশাস্ত্র জানিবার আবশ্যকতা থাকে না *॥ ৬১ ॥ শাস্ত্রসমূহ চিত্তভ্রমণের কারণ বৃহদ্বনস্বরূপ, এইকারণ তত্ত্বজ্ঞহইতে যত্নপূর্ব্বক কেবল আত্মতত্ত্ব অবগত হওয়া নিতান্ত উচিত হইয়াছে॥ ৬২ ॥ অজ্ঞানরূপসর্পদষ্টব্যক্তি ব্রহ্মজ্ঞানরূপভেষজ বিনা কি বৈদ্য, কি শাস্ত্র, কি মন্ত্র, কি ঔষধ, কিছুতেই রক্ষা পায় না॥ ৬৩ ॥

---

* উত্তরগীতাতে ভগবান্ কহিয়াছেন, যেরূপ দর্ব্বী সর্ব্বদা পাকরসে মগ্ন থাকিয়াও জড়ত্বপ্রযুক্ত রসাস্বাদনে সমর্থ হয় না এবং চন্দনভারবাহী গর্দ্দভ চন্দনের ভারত্বজ্ঞান-ভিন্ন তাহার সদ্গন্ধত্বাদি সুখজ্ঞান পায় না, সেইরূপ বেদচতুষ্টয়ের সহিত সমস্ত শাস্ত্র সর্ব্বদা সমালোচনা করিয়াও যেপর্য্যন্ত আত্ম-আত্মাতে আত্মবোধোদয় না হয়, সেপর্য্যন্ত ব্রহ্মকে জানিতে পারে না; আর যেরূপ অন্ধকারে কোন বস্তু যেপর্য্যন্ত প্রাপ্ত না হওয়া যায়, সে-পর্য্যন্ত দীপের প্রয়োজন থাকে, বস্তুপ্রাপ্তির পর দীপে প্রয়োজন থাকে না, সেইরূপ তত্ত্বসুনিশ্চয়সম্বন্ধে তত্ত্বশাস্ত্রের ফল যে তত্ত্বজ্ঞান, তাহা যখন লাভ হইয়াছে, তখন শাস্ত্রে প্রয়োজন কি?

ন গচ্ছতি বিনা পানং ব্যাধি-রৌষধশব্দতঃ ।
বিনা পরোহক্ষানুভবং ব্রহ্মশব্দৈ-র্ন মুচ্যতে ॥ ৬৪ ॥
অকৃত্বা দৃশ্যবিলয়-মজ্ঞাত্বা তত্ত্বমাত্মনঃ ।
বাহ্যশব্দৈঃ কুতো-মুক্তি-রুক্তিমাত্রফলৈ র্নৃণাম্ ॥ ৬৫ ॥
অকৃত্বা শত্রুসংহার-মগত্বাখিলভূশ্রিয়ম্ ।
রাজাহমিতি শব্দান্নো রাজা ভবিতু-মর্হতি ॥ ৬৬ ॥
আপ্তোক্তিং খননং তথোপরি শিলাদ্যুৎকর্ষণং স্বীকৃতং
নিঃক্ষেপঃ সমপেক্ষতে ন হি বহিঃ শব্দৈ-স্তু নির্গচ্ছতি ।
তদ্বদ্‌-ব্রহ্মবিদোপদেশমননধ্যানাদিভি-র্লভ্যতে
মায়াকার্য্যতিরোহিতং স্বমমলং তত্ত্বং ন দুর্যুক্তিভিঃ ॥ ৬৭ ॥

যেরূপ ব্যাধি ঔষধসেবনব্যতিরেকে কেবল 'ঔষধ, ঔষধ' ইত্যাকার উচ্চারণদ্বারা নাশ পায় না, সেইরূপ আত্মতত্ত্বানুভবরূপ-ব্রহ্মভাবব্যতিরেকে কেবল 'ব্রহ্ম, ব্রহ্ম,' বা 'অহং ব্রহ্ম' ইত্যাদি বাক্যকথনদ্বারা মুক্তভাব হয় না ॥৬৪॥ দৃশ্য পাঞ্চভৌতিক পদার্থের বিলয়ব্যতিরেকে এবং আত্মতত্ত্বের অনুভবব্যতিরেকে কেবল কথামাত্র ফল, অথচ কোন কার্য্যকর নহে, এমন যে বাহ্যশব্দাড়ম্বর, তদ্দ্বারা কি মনুষ্যদিগের মুক্তিলাভ হয়? অর্থাৎ কখনই হয় না ॥ ৬৫ ॥ শত্রুসংহার না করিয়া ও সমস্ত পৃথিবীর ধনরত্নাদি ঐশ্বর্য্যলাভ না করিয়া স্বয়ং আপনাকে রাজা বলিলে, কি রাজা হওয়া সম্ভব হয়? ॥৬৬॥ গুপ্তধন-আবিষ্কারবিষয়ে বিশ্বস্ত ব্যক্তির বচন, মৃত্তিকাখনন, শিলাদি ভেদন ও উৎক্ষেপণ ইত্যাদি যেরূপ অপেক্ষা করে, কিন্তু অনভিজ্ঞ জনের বৃথা বাগাড়ম্বর অবলম্বনকরিয়া কার্য্য করিলে, কোন ফল হয় না, সেইরূপ ব্রহ্মজ্ঞ জ্ঞানী ব্যক্তির উপদেশ-মনন-ধ্যানাদি যোগানুষ্ঠানদ্বারা মায়াকার্য্যরহিত স্বকীয় বিমল আত্মতত্ত্ব লাভ হয়, কিন্তু কুৎসিতজনের কুযুক্তি আশ্রয়করিয়া কার্য্য করিলে, কস্মিন্‌কালেও কোন ফল ফলে না, অর্থাৎ জীব-ব্রহ্ম-ভেদ-অভেদ-বোধ বোধগম্য হয় না ॥ ৬৭ ॥ অতএব

তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন ভববন্ধবিমুক্তয়ে।
স্বৈ-রেব যত্নঃ কর্ত্তব্যো-রোগাদাবিব পণ্ডিতৈঃ ॥ ৬৮ ॥
য স্ত্বয়াদ্য কৃতঃ প্রশ্নো-বরীয়া-ঞ্ছাস্ত্রবিন্মতঃ।
সূত্রপ্রায়ো-নিগূঢ়ার্থো-জ্ঞাতব্য-শ্চ মুমুক্ষুভিঃ ॥ ৬৯ ॥
শৃণুষ্বাবহিতো-বিদ্বন্! যন্ময়া সমুদীর্য্যতে।
তদেত-চ্ছ্রবণাৎ সদ্যো-ভববন্ধা-দ্বিমোক্ষ্যসে ॥ ৭০ ॥
মোক্ষস্য হেতুঃ প্রথমো-নিগদ্যতে বৈরাগ্য-মত্যন্ত-মনিত্যবস্তুষু।
ততঃ শম-শ্চাপি দম-স্তিতিক্ষা ন্যাসঃ প্রসক্তাখিলকর্ম্মণাং ভৃশম্ ॥ ৭১ ॥
ততঃ শ্রুতি-স্তন্মননং স তত্ত্বধ্যানং চিরং নিত্যনিরন্তরং মুনেঃ।
ততো-বিকল্পং পরমেত্য বিদ্বানিহৈব নির্ব্বাণসুখং সমৃচ্ছতি ॥ ৭২ ॥

পণ্ডিতগণ যেরূপ উৎকট রোগের উপশমজন্য যত্নপূর্ব্বক ঔষধ সেবন-করেন, সেইরূপ ভববন্ধনরূপ ভয়ানক রোগের নিবারণজন্য স্বস্ব-প্রযত্ন-দ্বারা পরমতত্ত্বরূপ মহৌষধ সেবনকরা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য ॥৬৮॥ শাস্ত্রজ্ঞ-দিগের সম্মত সূত্রের ন্যায়, অর্থাৎ অনেকার্থবোধক সংক্ষিপ্তবাক্যপ্রায়, নিগূঢ় তাৎপর্য্যযুক্ত যে মনোহর প্রশ্ন তুমি অদ্য করিতেছ, তাহা মোক্ষেচ্ছু-গণের জানিবার যোগ্য বিষয় ॥ ৬৯ ॥ হে বিদ্বন্! আমি যাহা কহি-তেছি, তাহা অবধানপূর্ব্বক শ্রবণকর। ইহা শ্রবণকরিলে অবিলম্বে ভব-বন্ধনহইতে বিমুক্ত হইবে ॥ ৭০ ॥ অনিত্য বস্তুতে যে অত্যন্ত বৈরাগ্য, সেই মোক্ষের প্রথম কারণরূপে কথিত হয়; পরে শম, দম, তিতিক্ষা এবং অখিলকর্ম্মের অত্যর্থ আসক্তিত্যাগ, ইহারাও যথাক্রমে মুক্তির হেতুরূপে নির্দ্দিষ্ট হয় ॥ ৭১ ॥ পরমার্থপরায়ণ পুরুষ প্রথমতঃ তত্ত্ব শ্রবণকরিবেন; পরে তাহা মননকরিবেন; তৎপরে প্রতিদিন দীর্ঘকাল বিচ্ছেদরহিত হইয়া ধ্যানাদিদ্বারা তত্ত্ব অভ্যাসকরিবেন; পরিশেষে যখন বিকল্পাভাব, অর্থাৎ-সর্ব্বসংকল্পশূন্য হইবেন, তখন তিনি ইহলোকেই নির্ব্বাণসুখ লাভকরি-

যদ্‌-বোদ্ধব্যং তবেদানী-মাত্মানাত্মবিবেচনম্‌।
ত-দুচ্যতে ময়া সম্যক্‌ শ্রুত্বাত্মন্য-বধারয় ॥ ৭৩ ॥
মজ্জাস্থিমেদঃপলরক্তচর্ম্মত্বগাহ্বয়ৈ-র্ধাতুভি-রভি-রন্বিতম্‌।
পাদোরুবক্ষোভুজপৃষ্ঠমস্তকৈ-রঙ্গৈ-রুপাঙ্গৈ-রুপযুক্ত-মেতৎ ॥ ৭৪॥
অহং মমেতি প্রথিতং শরীরং মোহাস্পদং স্থূল-মিতীর্য্যতে বুধৈঃ।
নভোনভস্বদ্দহনাম্বুভূময়ঃ সূক্ষ্মাণি ভূতানি ভবন্তি তানি ॥ ৭৫ ॥
পরস্পরাংশৈ-র্ম্মিলিতানি ভূত্বা স্থূলানি চ স্থূলশরীরহেতবঃ।
মাত্রাস্তদীয়া বিষয়া-ভবন্তি শব্দাদয়ঃ পঞ্চ সুখায় ভোক্তুঃ ॥ ৭৬ ॥
য-এষু মূঢ়া-বিষয়েষু বদ্ধা-রাগোরুপাশেন সুদুর্দ্দমেন।

বেন ॥৭২॥ এক্ষণে আত্মা এবং অনাত্মা, এই উভয়ের নিত্যানিত্য বিচার, যাহা তুমি জানিতে ইচ্ছা করিতেছ, তাহা আমি সম্যক্‌প্রকারে বলি, শ্রবণ করিয়া আপনাতে আত্মতত্ত্ব নিশ্চয় কর ॥ ৭৩ ॥ মজ্জা *, অস্থি, মেদঃ †, মাংস, রক্ত, চর্ম্ম এবং ত্বক্‌ ‡, এই সকল নামধেয় ধাতু-সংযুক্ত, তথা পাদ, ঊরু, বক্ষঃ, বাহু, পৃষ্ঠ, মস্তক ইত্যাদি অঙ্গপ্রত্যঙ্গযুক্ত আমি ও আমার এইরূপে বিখ্যাত মোহের আধারস্বরূপ যে শরীর, তাহাকে পণ্ডিতেরা স্থূল-শরীর বলেন। অপর আকাশ, বায়ু, তেজঃ, জল ও ক্ষিতি, এসমস্ত সূক্ষ্মভূত হয় ॥ ৭৪ ॥ ৭৫ ॥ ক্ষিত্যাদি পঞ্চভূত পরস্পরাংশে পরস্পর মিলিত হইয়া স্থূলরূপ গ্রহণকরতঃ স্থূলশরীরের কারণ হয় এবং তৎসম্বন্ধীয় অংশস্বরূপ শব্দাদি পঞ্চবিষয় ভোক্তার সুখের নিমিত্ত হয় ॥ ৭৬ ॥ যে সকল মূঢ়মতি মনুষ্য দুশ্ছেদ্য বিষয়ানুরাগরূপ মহাপাশদ্বারা বিষয়ে বদ্ধ হয়, তাহারা স্বকীয় কর্ম্মস্বরূপ দূতকর্ত্তৃক বলপূর্ব্বক গৃহীত হইয়া কখন ঊর্দ্ধলোক স্বর্গে,

---

* অস্থিমধ্যস্থ ধাতু।

† মাংসপ্রভব ধাতু।

‡ চর্ম্ম এবং ত্বক্‌স্থলে মতান্তরে রস ও শুক্র কহিয়াছেন।

আয়ান্তি নির্য্যান্ত্যধ-ঊর্দ্ধ-মুচ্চৈঃ স্বকর্ম্মদূতেন জবেন নীতাঃ ॥৭৭॥
শব্দাদিভিঃ পঞ্চভি-রেব পঞ্চ পঞ্চত্ব-মাপুঃ স্বগুণেন বদ্ধাঃ।
কুরঙ্গমাতঙ্গপতঙ্গমীনভৃঙ্গা-নরঃ পঞ্চভি-রঞ্জিতঃ কিম্‌ ? ॥ ৭৮ ॥
দোষেণ তীব্রো-বিষয়ঃ কৃষ্ণসর্পবিষা-দপি।
বিষং নিহন্তি ভোক্তারং দ্রষ্টারং চক্ষুষা-প্যয়ম্‌ ॥ ৭৯ ॥
বিষয়াশামহাপাশাদ্‌-যো-বিমুক্তঃ সুদুস্ত্যজাৎ।
স-এব কল্পতে মুক্ত্যৈ নান্যঃ ষট্‌শাস্ত্রবেদ্যপি ॥ ৮০ ॥
আপাতবৈরাগ্যবতো-মুমুক্ষূন্‌ ভবাব্ধিপারং প্রতিয়াতু-মুদ্যতান্‌।
আশাগ্রহো-মজ্জয়তে-ঽন্তরালে নিগৃহ্য কণ্ঠে বিনিবর্ত্ত্য বেগাৎ ॥৮১॥

কখন অধোলোক নরকে, কখন মর্ত্ত্যলোক পৃথিবীতে পতিত হওতঃ বারম্বার জন্ম-মরণ-গতাগত-গতিগত হইয়া চঙ্ক্রমণ করে ॥ ৭৭ ॥ হরিণ, হস্তী, পতঙ্গ, মৎস্য এবং ভ্রমর, ইহাদের, শব্দাদি পঞ্চবিষয়কর্ত্তৃক স্বগুণদ্বারা বদ্ধ হইয়া, যথন, প্রত্যেকে এক এক গুণগ্রহণপ্রযুক্ত, প্রত্যেকের প্রাণ নষ্ট হইতেছে, অর্থাৎ হরিণ শব্দগুণে, হস্তী স্পর্শগুণে, পতঙ্গ রূপগুণে, মৎস্য রসগুণে এবং মধুকর গন্ধগুণে বদ্ধ হইয়া মৃত্যু প্রাপ্ত হইতেছে, তথন মনুষ্যগণ একাধারে উক্ত পঞ্চগুণে অনুরক্ত হইয়া যে, পঞ্চত্বহইতে নিষ্কৃতি পাইবেন, এমত কথনই বোধ হয় না ॥ ৭৮ ॥ বিষয়পদার্থ দোষাংশে কালসর্পবিষাপেক্ষাও তীক্ষ্ণতর ; কারণ, বিষ যে ভক্ষণ করে, সেই বিনাশকে পায়, কিন্তু বিষয়রূপ যে বিষ, তাহা কেবল দর্শনদ্বারা দর্শনকর্ত্তার ধ্বংসসাধনে সমর্থ হয় ॥ ৭৯ ॥ যে ব্যক্তি অত্যন্তদুস্ত্যজবিষয়বাসনারূপ মহাপাশহইতে মুক্ত হইয়াছেন, তিনিই ব্রহ্মসাযুজ্যলাভে সমর্থ হন, অপর ব্যক্তি ষড়্‌দর্শনবেত্তা হইলেও বাসনাসত্ত্বে মোক্ষাধিকারে অধিকারী হন না ॥ ৮০ ॥ আপাততঃ বৈরাগ্যশালী ও সংসারপাবাবারপারগমনোদ্যত মুমুক্ষুগণকে আশারূপ জলজন্তুগণ তাহাদিগের কণ্ঠধারণপূর্ব্বক বেগে প্রত্যাবৃত্তকরতঃ ভবজলধিজলমধ্যে মগ্ন করে ॥ ৮১ ॥ যিনি সুন্দর বৈরাগ্যরূপ খড়্গাদ্বারা

বিষয়াখ্যগ্রহো-যেন সুবিরক্ত্যসিনা হতঃ।
স গচ্ছতি ভবাম্ভোধেঃ পারং প্রত্যূহবর্জ্জিতঃ ॥ ৮২ ॥

বিষমবিষয়মার্গৈ-র্গচ্ছতোঽনচ্ছবুদ্ধেঃ (১)
প্রতিপদ-মভিযাতো-মৃত্যু-রপ্যেষ সিদ্ধিঃ।
হিতসুজনগুরূক্ত্যা গচ্ছতঃ স্বস্য যুক্ত্যা
প্রভবতি ফলসিদ্ধিঃ সত্য-মিত্যেব বিদ্ধি ॥ ৮৩ ॥

মোক্ষস্য কাঙ্ক্ষা যদি বৈ তবাস্তি ত্যজাতিদূরা-দ্বিষয়ান্ বিষং যথা।
পীযূষবত্তোষদয়াক্ষমার্জবপ্রশান্তিদান্তী-র্ভজ নিত্য-মাদরাৎ ॥ ৮৪ ॥

অনুক্ষণং যৎ পরিহৃত্য কৃত্য-মনাদ্যবিদ্যাকৃতবন্ধমোক্ষণম্ !।
দেহঃ পরার্থো-ঽয়-মমুষ্য পোষণে যঃ সজ্জতে স স্বমনেন হন্তি ॥৮৫॥

বিষয়নামক হিংস্রক জলচরকে বিনাশকরিয়াছেন, তিনিই নির্ব্বিঘ্নে সংসারসাগরপার উত্তীর্ণ হইতে সমর্থ হইয়াছেন ॥ ৮২ ॥ বিষমবিষয়-পথগমনশীল অপরিণামদর্শিব্যক্তির প্রতিপদার্পণে লোকবিখ্যাত মৃত্যু আসিয়া সংমুখে উপস্থিত হন, কিন্তু যিনি সদ্গুরুর হিতকর বাক্য গ্রহণকরতঃ স্বকীয় আত্মযোগাবলম্বনপূর্ব্বক ধর্ম্মপথে পদ নিক্ষেপকরেন, তাঁহার নিশ্চয় ফলসিদ্ধি লাভ হয়, অর্থাৎ তিনিই মুক্ত হন, ইহাতে সংশয় নাই ॥ ৮৩ ॥ যদি তোমার মোক্ষপদে অভিলাষ থাকে, তাহা হইলে অতিদূর † হইতে বিষের ন্যায় বিষয়পদার্থসকল ত্যাগকর এবং সন্তোষ, দয়া, ক্ষমা, সরলতা, শান্তি ও দান্তি এই সমস্ত আদরপূর্ব্বক অমৃতের ন্যায় সেবাকর ॥ ৮৪ ॥ অনুক্ষণ বিষয়বিষবাসনাবিবর্জ্জিত হইয়া অনাদি অবিদ্যা-কৃত দেহবন্ধন বিমোচনকরা কর্ত্তব্য হইয়াছে। অপর এই পরার্থসাধন শরীর, অর্থাৎ স্বার্থশূন্য, কেবল পরের নিমিত্ত বৃথা বহনকরতঃ যে ব্যক্তি

---

(১) "গচ্ছতো-নষ্টবুদ্ধেঃ" ইতি পাঠান্তরম্।

† বিষয়চর্চ্চামধ্যে থাকিয়া নির্ব্বিষয়ভাব উদয় হয় না, সুতরাং উপস্থিত বিষয়ত্যাগ-ব্যতিরেকে মানসিক ত্যাগ সুলভসাধ্য সম্ভব নহে।

শরীরপোষণার্থী সন্ য-আত্মানং দিদৃক্ষতি।
গ্রাহং দারুধিয়া ধৃত্বা নদীং তর্ত্তুং স গচ্ছতি ॥ ৮৬ ॥
মোহ-এব মহামৃত্যু-র্ম্মুমুক্ষো-র্ব্বপুরাদিষু।
মোহো-বিনির্জ্জিতো-যেন স মুক্তিপদ-মর্হতি ॥ ৮৭ ॥
মোহং জহি মহামৃত্যুং দেহদারসুতাদিষু।
যং জিত্বা মুনয়ো-যান্তি তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্ ॥ ৮৮ ॥
ত্বগ্মাংসরুধিরস্নায়ুমেদোমজ্জাস্থিসংকুলম্।
পূর্ণং মূত্রপুরীষাভ্যাং স্থূলং নিন্দ্য-মিদং বপুঃ ॥ ৮৯ ॥
পঞ্চীকৃতেভ্যো-ভূতেভ্যঃ স্থূলেভ্যঃ পূর্ব্বকর্ম্মণা।

আমি কর্ত্তা, আমি ভোক্তা, আমি দ্রষ্টা ইত্যাকারভাবে পোষণাদিকার্য্যদ্বারা এই শরীরে কর্ত্তৃত্বাভিমান করে, সে পুরুষ পোষণাদিকার্য্যাসক্তিবশতঃ আপনাকে আপনি নাশকরে ॥ ৮৫ ॥ যে ব্যক্তি শরীরপোষণপ্রত্যাশাকে আশ্রয়করিয়া আত্মাকে দর্শনকরিতে বাসনাকরে, সে বক্তি কাষ্ঠবুদ্ধিক্রমে কুম্ভীর ধারণকরতঃ নদী পার হইতে অভিলাষকরে ॥ ৮৬ ॥ মুমুক্ষুদিগের শরীরাদিতে যে মোহ, অর্থাৎ আমি শরীব, ইত্যাকার যে বুদ্ধি, সেই বুদ্ধিই মহামৃত্যু; অতএব ঐ মোহকে যিনি বিশেষরূপে জয়করিয়াছেন, অর্থাৎ আমি শরীরাদি নহি, চিদাত্মাস্বরূপ, এই বোধে যিনি স্থিত হইয়াছেন, তিনিই মুক্তিপদপ্রাপ্ত হইতে যোগ্য হন ॥ ৮৭ ॥ আমি শরীর, আমার স্ত্রী, আমাব পুত্রাদি, এই সংস্কারগত মহামৃত্যুরূপ যে আত্মমোহ, তাহা জয়কর, যে মোহকে জয়করিয়া মুনিগণ সেই বিষ্ণুর পরমপদকে প্রাপ্ত হন ॥ ৮৮ ॥ চর্ম্ম-মাংস-রক্ত-নাড়ী-মেদ-মজ্জা-অস্থি ইত্যাদি সমস্তসঙ্কলিত বিষ্ঠামূত্রপরিপূর্ণ এই যে স্থূলশরীর, ইহা অতি-অপবিত্র ॥ ৮৯ ॥ পূর্ব্বজন্মীয় কর্ম্মসূত্রদ্বারা পঞ্চীকৃত * স্থূলপঞ্চভূতহইতে সমুৎপন্ন সুখদুঃখভোগের আধার-

* পঞ্চীকরণব্যতীত সূক্ষ্ম ভূত স্থূল হয় না, সুতরাং সমস্ত স্থূল পদার্থ পঞ্চীকৃতভূত বলিয়া জ্ঞাতব্য। পঞ্চভূত প্রত্যেকেই পঞ্চপঞ্চাত্মক, অর্থাৎ সকলভূতেই সকলভূতের যোগ আছে।

সমুৎপন্ন-মিদং স্থূলং ভোগায়তন-মাত্মনঃ।
অবস্থা জাগর-স্তস্য স্থূলার্থানুভবো-যতঃ॥ ৯০॥
বাহ্যেন্দ্রিয়ৈঃ স্থূলপদার্থসেবাং
স্রকচন্দনস্ত্র্যাদিবিচিত্ররূপাম্।
করোতি জীবঃ স্বয়-মেতদাত্মনা
তস্মাৎ প্রশস্তি-র্ব্বপুষো-ঽস্য জাগরে॥ ৯১॥
সর্ব্বো-ঽপি বাহ্যসংসারঃ পুরুষস্য যদাশ্রয়ঃ।
বিদ্ধি দেহ-মিদং স্থূলং গৃহবদ্-গৃহমেধিনঃ॥ ৯২॥
স্থূলস্য সম্ভবজরামরণানি ধর্ম্মাঃ
স্থৌল্যাদয়ো-বহুবিধাঃ শিশুতাদ্যবস্থাঃ।

স্বরূপ যে এই আত্মশরীর, ইহাই স্থূলশরীরনামে খ্যাত। এই শরীরের জাগরণ-অবস্থা, যে অবস্থাতে স্থূলপদার্থের অনুভব হয়॥ ৯০॥ জীব স্বয়ং স্থূলশরীরাভিমানী হইয়া বাহ্যেন্দ্রিয়াদিদ্বারা মাল্যচন্দনবনিতাদি নানা আশ্চর্য্যরূপ যে স্থূলপদার্থসকল, তাহার সেবা করেন, অতএব এই স্থূলশরীরের জাগ্রৎ-অবস্থাই প্রশংসনীয়॥ ৯১॥ পুরুষের * সমস্ত বাহ্যসংসার যাহাকে আশ্রয়করিয়া থাকে, তাহাকেই গৃহির গৃহরূপ স্থূলদেহ বলিয়া জান॥৯২॥ জন্মমৃত্যুজরাস্থূলতাদি † এবং বহুবিধ শৈশবাদি অবস্থা ‡, তথা

যথা—ক্ষিতাপ্‌তেজোমরুদ্ব্যোম, এই পঞ্চভূতের প্রত্যেক ভূতকে দ্বিধা বিভাগকরতঃ প্রত্যেকের অর্দ্ধভাগকে চারিভাগে বিভক্ত করিয়া, অপর ভূতচতুষ্টয়ের যে মিশ্রিত করণ, ইহাকেই পঞ্চীকরণ বলে, অর্থাৎ পঞ্চীকৃতভূতে সকলভূতের স্বীয় অর্দ্ধাংশ এবং অপর চারিভূতের দুই দুই আনা রূপ থাকে। অতএব অস্মদাদিসকলের এই যে স্থূল শরীর, ইহা পঞ্চীকৃত পঞ্চভূতোৎপন্ন; এইরূপ সকলের যে সূক্ষ্মশরীর, তাহা অপঞ্চীকৃত পঞ্চভূতসম্ভব; ইহা রামগীতা ও পঞ্চদশ্যাদি গ্রন্থে প্রকাশিত আছে।

* পুরশব্দে শরীর, শরীরে যিনি অধিষ্ঠানকরেন, তিনিই পুরুষ, অর্থাৎ আত্মা।

† স্থূলশরীরের ষড়্‌বিধ বিকার, যথা—"জায়তে অস্তি বর্দ্ধতে পরিণমতে ক্ষীয়তে নশ্যতি", অর্থাৎ জন্ম, জন্মানন্তর স্থিতি, বৃদ্ধি, পরিণাম, ক্ষীণতা ও বিনাশ।

‡ পুরাণে প্রকাশ আছে যে, পঞ্চমবর্ষপর্য্যন্ত শিশুকাল, তৎপরে দশমবর্ষপর্য্যন্ত কৌমার,

বর্ণাশ্রমাদিনিয়মা-বহুধাময়াঃ স্যুঃ
পূজাবমানবহুমানমুখা-বিশেষাঃ ॥ ৯৩ ॥
বুদ্ধীন্দ্রিয়াণি শ্রবণং ত্বগক্ষিঘ্রাণ-ঞ্চ জিহ্বাবিষয়াববোধনাৎ।
বাক্‌পাণিপাদা-গুদ-মপ্যুপস্থঃ কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি প্রবণেন কর্ম্মসু ॥৯৪॥
নিগদ্যতেঽন্তঃকরণং মনো-ধী-রহংকৃতি-শ্চিত্ত-মিতি স্ববৃত্তিভিঃ।
মন-স্তু সংকল্পবিকল্পনাদিভি-র্বুদ্ধিঃ পদার্থাধ্যবসায়ধর্ম্মতঃ ॥ ৯৫ ॥
অত্রাভিমানা-দহমিত্য-হংকৃতিঃ। স্বার্থানুসন্ধানগুণেন চিত্তম্ ॥৯৬॥
প্রাণাপানব্যানোদানসমানা-ভবত্যসৌ প্রাণঃ।
স্বয়-মেব বৃত্তিভেদাদ্বিকৃতিভেদাৎ সুবর্ণসলিলাদিবৎ ॥৯৭॥

বিবিধ রোগাদিযুক্ত, বর্ণ [ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র], আশ্রমাদি, নিয়ম [ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও ভৈক্ষ] ও পূজা, অপমান, বহুমান, সুখাদি স্থূলদেহের ধর্ম্ম ॥৯৩॥ শ্রোত্র, ত্বক্, চক্ষুঃ, নাসিকা ও জিহ্বা—এই পঞ্চ, পঞ্চ-বিষয়-জ্ঞানজন্য ইহারা জ্ঞানেন্দ্রিয়পদবাচ্য এবং বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ—এই পঞ্চ, পঞ্চ কর্ম্মে প্রবর্ত্তনহেতু ইহারা কর্ম্মেন্দ্রিয়পদবাচ্য হয় ॥৯৪॥ মনঃ, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও চিত্ত, ইহারা স্বস্ববৃত্তির সহিত অন্তঃকরণ বলিয়া অভিহিত হয়। তন্মধ্যে সংকল্পবিকল্পময় যাহা, তাহার নাম মনঃ এবং পদার্থের নিশ্চয়জ্ঞানসাধনময় যাহা, তাহার নাম বুদ্ধি ॥৯৫॥ এই শরীর আমি, এইরূপ যে অভিমান, তাহার নাম অহঙ্কার এবং স্বকীয় বিষয়ে অনুসন্ধানাত্মক যে অন্তঃকরণবৃত্তি, তাহার নাম চিত্ত ॥ ৯৬ ॥ যেরূপ এক সুবর্ণ বিকারভেদবশতঃ নানা আকার এবং এক সলিল বিকারভেদবশতঃ নানা বর্ণ ধারণ করে, তাহার ন্যায় এক প্রাণবায়ু * স্বীয়বৃত্তিভেদবশতঃ প্রাণ, অপান, ব্যান, উদান ও সমান, এই পঞ্চ সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয় ॥ ৯৭ ॥ বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু

পরে পঞ্চদশবর্ষপর্য্যন্ত কৈশোর, পরে দ্বাত্রিংশদ্বর্ষপর্য্যন্ত যৌবন, তৎপরে অষ্টচত্বারিংশদ্বর্ষ-পর্য্যন্ত প্রৌঢ়ত্ব, শেষে বৃদ্ধকাল, অন্তে জরাগ্রস্ততা, পরে মৃত্যু।

* এই প্রাণাদি পঞ্চবায়ুর অন্তর্ভূত অপর নাগাদি পঞ্চবায়ু আছে, যথা—নাগ, কূর্ম্ম, কৃকর, দেবদত্ত ও ধনঞ্জয়।

বাগাদিপঞ্চ শ্রবণাদিপঞ্চ প্রাণাদিপঞ্চাব্ভ্রমুখানি পঞ্চ।
বুদ্ধ্যাদ্যবিদ্যাপি চ কামকর্ম্মণী পূর্য্যষ্টকং সূক্ষ্মশরীর-মাহুঃ ॥ ৯৮ ॥
ইদং শরীরং শৃণু সূক্ষ্মসংজ্ঞিতং লিঙ্গ-ন্ত্ব-পঞ্চীকৃতভূতসম্ভবম্।
সবাসনং কর্ম্মফলানুভাবকং স্বাজ্ঞানতো-ঽনাদিরুপাধি-রাত্মনঃ॥৯৯॥
স্বপ্নো-ভবত্যস্য বিভক্ত্যবস্থা স্বমাত্রশেষেণ বিভাতি যত্র।
স্বপ্নে তু বুদ্ধিঃ স্বয়-মেব জাগ্রৎকালীননানাবিধবাসনাভিঃ ॥১০০॥
কর্ত্ত্রাদিভাবং প্রতিপদ্য রাজতে যত্র স্বয়ং ভাতি অয়ং পরাত্মা।
ধীমাত্রকোপাধি-রশেষসাক্ষী ন লিপ্যতে তৎকৃতকর্ম্মলেশৈঃ ॥১০১॥
যস্মাদসঙ্গ-স্তত-এব কর্ম্মভি-র্ন লিপ্যতে কিঞ্চিদুপাধিনা কৃতৈঃ।
সর্ব্বব্যাপৃতিকরণং লিঙ্গ-মিদং স্যা-চ্চিদাত্মনঃ পুংসঃ।

ও উপস্থ—এই পঞ্চ; শ্রোত্র, ত্বক্, চক্ষুঃ, নাসিকা ও জিহ্বা—এই পঞ্চ; প্রাণ, অপান, ব্যান, উদান ও সমান—এই পঞ্চ; আকাশ, বায়ু, অগ্নি, অপ্ ও পৃথ্বী—এই পঞ্চ; বুদ্ধি, মনঃ, অহঙ্কার ও চিত্ত—এই চতুষ্টয়; এবং অবিদ্যা, কাম ও কর্ম্ম;—এই অষ্টগৃহরূপকে পণ্ডিতেবা সূক্ষ্মশবীর বলিয়া থাকেন॥৯৮॥ এই যে সূক্ষ্মশরীব, যাহা চর্ম্মচক্ষুব অগোচর আত্মার সূক্ষ্ম উপাধি-বিশেষ, ইহাকেই লিঙ্গদেহ কহে; ইহা অপঞ্চীকৃত পঞ্চভূতহইতে উদ্ভূত। এই লিঙ্গশরীর বাসনাবিশিষ্টহইয়া আত্মাকে কর্ম্মফল অনুভব করায় এবং আত্মস্বরূপ অজ্ঞানহেতু অনাদি উপাধিভুক্ত হয় ॥ ৯৯ ॥ এই সূক্ষ্মশরীরের বিভাগাবস্থার নাম স্বপ্ন, যাহাতে আপনিমাত্র অবশিষ্ট প্রকাশ পায় এবং জাগ্রৎকালীন যে সকল নানাবিধ বাসনা জন্মে, স্বপ্নকালেও বুদ্ধি সেইরূপ বাসনাময়ী হয় ॥ ১০০ ॥ এই লিঙ্গদেহ কর্ত্ত্রাদিভাব প্রাপ্ত হইয়া শোভা পায়, যে লিঙ্গদেহে বুদ্ধিমাত্র উপাধিবিশিষ্ট ও সকলের সাক্ষীভূত পরমাত্মা স্বয়ং দীপ্তি পান, কিন্তু তিনি তৎশরীরকৃত কিঞ্চিন্মাত্র কর্ম্মফলে লিপ্ত হন না ॥১০১॥ যে হেতু এই আত্মা অসঙ্গ, তজ্জন্য উপাধিকৃতকর্ম্মদ্বারা কোনপ্রকারে লিপ্ত হন না, চিৎস্বরূপ পুরুষের এই লিঙ্গশরীর সমগ্র ব্যাপারের

বাশ্যাদিকমিব তক্ষ-স্তেনৈবাত্মা ভবত্যসঙ্গো-হয়ম্ ॥ ১০২ ॥
অন্ধত্বমন্দত্বপটুত্বধর্ম্মাঃ সৌগুণ্যবৈগুণ্যবশাদ্ধি চক্ষুষঃ।
বাধির্য্যমূকত্বমুখা-স্তথৈব শ্রোত্রাদিধর্ম্মা-ন তু বেত্তু-রাত্মনঃ ॥১০৩॥
উচ্ছ্বাসনিশ্বাসবিজৃম্ভণক্ষুৎপ্রস্পন্দনাদ্যুৎক্রমণাদিকাঃ ক্রিয়াঃ।
প্রাণাদিকর্ম্মাণি বদন্তি তজ্জ্ঞাঃ প্রাণস্য ধর্ম্মাবশনাপিপাসে ॥১০৪॥

সাধনস্বরূপ ; যেরূপ সূত্রধবের তক্ষণীপ্রভৃতি অস্ত্র সমুদয় কার্য্য সাধনকবে, অথচ তাহাতে লিপ্ত হয না, সেইরূপ আত্মা লিঙ্গদেহস্থ হইয়াও তৎকৃত কর্ম্মে লিপ্ত হন না * ॥ ১০২ ॥ অন্ধতা-মন্দতা-পটুতা-প্রভৃতি ধর্ম্ম চক্ষুর সুগুণতা ও বিগুণতা-বশতঃই হয এবং বধিবতা-মূকতা-প্রভৃতি ধর্ম্ম শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিযেব হয, কিন্তু সেই সেই সমস্ত ধর্ম্ম জ্ঞাতাব প্রকৃত আত্মধর্ম্ম নহে ॥১০৩॥ উচ্ছ্বাস [অন্তর্মুখবায়ু], নিশ্বাস [বহির্মুখবায়ু], বিজৃম্ভণ [হাই], ক্ষুৎ [হাঁচি], প্রস্পন্দন [বেগগমন], উৎক্রমণ [ঊর্দ্ধগমন] ইত্যাদি ক্রিযা-সকল প্রাণাদিব ধর্ম্ম, তন্মধ্যে ক্ষুধা এবং তৃষ্ণা, এতদ্দ্বয় সাক্ষাৎ প্রাণবায়ুর ধর্ম্ম, ইহা তত্ত্ববেত্তাবা বলিযা থাকেন † ॥ ১০৪ ॥ অহং, এই অভিমান-

---

* ভাগবতে ব্যক্ত আছে, যেরূপ পুষ্পেব ধর্ম্ম গন্ধ বায়ুসংযোগে বায়ুধর্ম্ম বলিয়া বোধ হয়, সেইরূপ মনোধর্ম্মাদিসমূহ অবিদ্যাবশতঃ আত্মধর্ম্ম বলিয়া প্রতীয়মান হয। অপিচ যোগবাশিষ্ঠেও কহিয়াছেন, মনঃই কর্ত্তা ও মনঃই পুরুষ, মনেব কৃতই কৃত, শরীরকৃত কৃত নহে। অপিচ হস্তামলকের তৃতীয় ও চতুর্থ শ্লোকে ব্যক্ত আছে, যেরূপ মুখের আভাস, অর্থাৎ প্রতিবিম্ব, দর্পণে দৃষ্ট হয়, কিন্তু সে আভাস মুখহইতে ভিন্ন বস্তু নহে, সেইরূপ চিদ্বিম্ব বুদ্ধিতে বিম্বিত হইয়া জীবোপাধি হইলেও জীব ব্রহ্মহইতে ভিন্ন বস্তু নহে। যেরূপ ঐ দর্পণেব অভাবে আভাসেব অভাব হইয়া কেবল এক মুখমাত্র থাকে, সেইরূপ বুদ্ধিবিয়োগ হইলে এক চিদ্ব্রহ্মমাত্র থাকেন।

† প্রাণবিশিষ্ট বলিয়া জীবকে প্রাণী বলা যায় এবং প্রাণেব নাশকে মৃত্যু বলে; অতএব এক প্রাণবায়ুই সর্ব্বপ্রধান, কেবল কার্য্যভেদে নানা উপাধিভেদমাত্র। যোগস্বরো-দয়ে হরপার্ব্বতীসংবাদে ব্যক্ত আছে যে, কায়নগরমধ্যে এক প্রাণবায়ুই রাজাস্বরূপ।

অন্তঃকরণ-মেতেষু চক্ষুরাদিষু বর্ষ্মনি।
অহ-মিত্যভিমানেন তিষ্ঠত্যাভাসতেজসা ॥ ১০৫ ॥
অহঙ্কারঃ স বিজ্ঞেয়ঃ কর্ত্তা ভোক্তাভিমান্যয়ম্।
সত্ত্বাদিগুণযোগেন চাবস্থাত্রয়-মশ্নুতে ॥ ১০৬ ॥
বিষয়াণা-মানুকূল্যে সুখী দুঃখী বিপর্য্যয়ে।
সুখং দুঃখ-ঞ্চ তদ্ধর্ম্মঃ সদানন্দস্য নাত্মনঃ ॥ ১০৭ ॥
আত্মার্থত্বেন হি প্রেয়ান্ বিষয়ো ন স্বতঃ প্রিয়ঃ।

জন্য যে আভাস *, তাহাব বলে অন্তঃকরণ চক্ষুবাদি ইন্দ্রিযপথে অবস্থিতি কবে ॥ ১০৫ ॥ এই আভাস, যখন কর্ত্তা ভোক্তা অভিমানী হন, তখন তাহাকে অহঙ্কাব বলিযা জানিবে এবং সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ, এই গুণত্রয যোগেতে অবস্থাত্রয প্রাপ্ত হয † ॥ ১০৬ ॥ বিষযেব অনুকূলতাতে সুখী ও প্রতিকূলতাতে দুঃখী, এই হেতু সুখ ও দুঃখ অন্তঃকবণেব ধর্ম্ম, অত এব নিত্য-আনন্দস্বরূপ আত্মাব ধর্ম্ম এ সকল নহে ॥ ১০৭ ॥ বিষযপদার্থ আত্মাব প্রযোজকতাবশতঃই প্রিয, স্বযং প্রিয নহে, কাবণ আত্মা স্বতঃ

* অধ্যাত্মবামাযণে প্রকাশ আছে, যেরূপ এক আকাশেব ত্রিবিধভেদ, অর্থাৎ মহাকাশ, জলাশয়াবচ্ছিন্নাকাশ ও প্রতিবিম্বাকাশ, সেইরূপ এক আত্মাতেই আত্মা, অনাত্মা, পবমাত্মাদি উপাধি হয। আত্মা ঈশ্বব, অনাত্মা জীব, পবাত্মা ব্রহ্ম, অর্থাৎ এক যে চৈতন্য তিনি বুদ্ধ্যাবচ্ছিন্ন, মায়াবচ্ছিন্ন এবং আভাস-উপাধিগত হন। বুদ্ধিসমষ্টিতে উপহিত চৈতন্য অর্থাৎ যে চৈতন্যকে আশ্রযকবিযা বুদ্ধিমণ্ডলের বোধশক্তি জন্মে, সেই চৈতন্যই পূর্ণব্রহ্ম, অপব মায়াবচ্ছিন্ন যে চৈতন্য, তিনি নিয়ন্তা ঈশ্বর, আর আভাস, অর্থাৎ শুদ্ধচৈতন্যের প্রতিবিম্বস্বরূপ যিনি, তিনিই জীব। আভাসের নাম মৃষাবুদ্ধি অবিদ্যাকায্য, যখন মহাবাক্য-দ্বাবা শুদ্ধচৈতন্য আভাসচৈতন্য ঐক্যজ্ঞান সমুৎপন্ন হয়, তখন অবিদ্যা স্বকার্য্যসহ বিনাশকে পান।

† সত্ত্বপ্রধান ব্যক্তিব ঊর্দ্ধলোক, অর্থাৎ স্বর্গাদি ব্রহ্মলোকপর্য্যন্ত, রজঃপ্রধান ব্যক্তির মধ্যলোক, অর্থাৎ মনুষ্যলোক এবং তমঃপ্রধান ব্যক্তিব অধোলোক, অর্থাৎ নিবয়াদিলোক ভোগ হয—ইত্যাদি ভগবদ্গীতাব চতুর্দ্দশ-সপ্তদশাদি অধ্যায়ে ব্যক্ত আছে।

স্বত এব হি সর্ব্বেষা-মাত্মা প্রিয়তমো-যতঃ ॥ ১০৮ ॥
তত আত্মা সদানন্দো-নাস্য দুঃখং কদাচন।
যৎ সুষুপ্তৌ নির্ব্বিষয়-আত্মানন্দো-ঽনুভূয়তে।
শ্রুতিঃ প্রত্যক্ষ-মৈতিহ্য-মনুমান-ঞ্চ জাগ্রতি ॥ ১০৯ ॥
অব্যক্তনাম্নী পরমেশশক্তি রনাদ্যবিদ্যা ত্রিগুণাত্মিকা পরা।
কার্য্যানুমেয়া সুধিয়ৈব মায়া যয়া জগৎ সর্ব্বমিদং প্রসূয়তে ॥১১০॥
সন্নাপ্য-সন্নাপ্যু-ভয়াত্মিকা নো ভিন্নাপ্য-ভিন্নাপ্যু-ভয়াত্মিকা নো।
সাঙ্গাপ্য-নঙ্গা হ্যুভয়াত্মিকা নো মহাদ্ভুতা-নির্ব্বচনীয়রূপা ॥ ১১১ ॥
শুদ্ধাদ্বয়ব্রহ্মবিবোধনাশ্যা সর্পভ্রমো-রজ্জুবিবেকতো-যথা।

সিদ্ধস্বভাবগুণেই সকলের প্রিয়তম হন * ॥১০৮॥ যেহেতু সুষুপ্তাবস্থায় যে নির্ব্বিষয় আত্মানন্দ, তাহা জাগ্রদবস্থায় অনুভব হয় এবং শ্রবণ, চাক্ষুষদর্শন, ঐতিহ্য, অর্থাৎ পারম্পর্য্যোপদেশ ও অনুমান, এ সকলও জাগ্রদবস্থায় হয়; সেই হেতু আত্মা সদানন্দ, আত্মার দুঃখ কোন কালেই নাই ॥ ১০৯ ॥ অব্যক্তা পরমেশ্বরশক্তি অনাদি অবিদ্যা ত্রিগুণময়ী পরমা মায়া কার্য্যদ্বারা পণ্ডিতগণকর্ত্তৃক অনুমেয়া হন। সেই মায়াদ্বারাই এই সমস্ত জগৎ উৎপন্ন হয় ॥ ১১০ ॥ সেই মায়া সৎ বা অসৎ—এ উভয়ের অন্তর্গত নহেন, ভিন্ন বা অভিন্ন—এ উভয়ের অন্তর্গত নহেন, সঙ্গ বা অসঙ্গ—এ উভয়ের স্বরূপও নহেন; তিনি অত্যন্ত অদ্ভুত এবং অনির্ব্বচনীয়রূপা ॥১১১॥ যেরূপ রজ্জুর স্বরূপ বিজ্ঞানদ্বারা সর্পভ্রম নাশ পায়, সেইরূপ সেই মায়া কেবল শুদ্ধ-অদ্বয়-ব্রহ্মবিজ্ঞানানুভবদ্বারা নাশ পান। প্রসিদ্ধ সত্ত্ব, রজঃ ও

* গায়ত্রীতে ব্যক্ত আছে, আমরা তাঁহাকে ধ্যানকরি, যিনি আমাদিগের বুদ্ধিবৃত্তিকে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষে প্রেরণকরিতেছেন এবং শ্রুতিতেও কথিত আছে যে, যদি আকাশে আনন্দরূপ আত্মা না থাকিতেন, তবে কে শরীর চেষ্টা করিত? কেই বা প্রাণ-ধারণ করিত? অতএব বিষয় জড়বর্গ আত্মচৈতন্য আশ্রয়ব্যতীত কিছুমাত্র করণে সক্ষম নহে।

রজস্তমঃসত্ত্ব-মিতি প্রসিদ্ধা-গুণা-স্তদীয়াঃ প্রথিতৈঃ স্বকার্য্যৈঃ ॥১১২॥

বিক্ষেপশক্তী-রজসঃ ক্রিয়াত্মিকা
যতঃ প্রবৃত্তিঃ প্রসৃতা পুরাণী ।
রাগাদয়োঽস্যাঃ প্রভবন্তি নিত্যং
দুঃখাদয়ো-যে মনসো-বিকারাঃ ॥ ১১৩ ॥

কামঃ ক্রোধোলোভদম্ভাভ্যসূয়াঽহঙ্কারের্ষ্যামৎসরাদ্যাস্তু ঘোরাঃ ।
ধর্ম্মাএতে রাজসাঃ পুম্প্রবৃত্তির্যস্মাদেষা তদ্রজোবন্ধহেতুঃ ॥ ১১৪ ॥

এষা বৃতির্নাম তমোগুণস্য
শক্তির্যয়াবস্ত্ববভাসতেঽন্যথা ।
সৈষা নিদানং পুরুষস্য সংসৃতে-
র্ব্বিক্ষেপশক্তেঃ প্রবণস্য হেতুঃ ॥ ১১৫ ॥

তমঃ, এই ত্রিগুণ যে মায়াহইতে উদ্ভব হয়, তিনি স্বকার্য্যদ্বারা সর্ব্বত্র বিখ্যাত আছেন ॥ ১১২ ॥ রজোগুণের কার্য্যস্বরূপা বিক্ষেপশক্তি, যাহা-হইতে প্রাচীনা সংসারপ্রবৃত্তি বিস্তৃত হইয়াছে ; অপর বিষয়ানুরাগ-প্রভৃতি যে সকল মনের বিকাররূপ দুঃখাদি, সে সকলও নিত্য ঐ মায়াহইতে উদ্ভূত হয় ॥ ১১৩ ॥ কাম-ক্রোধ-লোভ-দম্ভাদি ও অসূয়া [গুণেতে দোষারোপ], অহঙ্কার, ঈর্ষ্যা [পরশ্রী-কাতর্য্য], মৎসরাদি, ইহারা অতিভয়ঙ্কর রজোগুণের ধর্ম্ম । এই রজোগুণ-হইতেই পুরুষের সংসারপ্রবৃত্তি জন্মে এবং রজোগুণই বন্ধনের কাবণ ॥ ১১৪ ॥ অতঃপর আবৃতি-নামে যে তমোগুণের শক্তিদ্বারা এক বস্তু অন্য বস্তুরূপে ভাসমান হয়, সেই আবৃতিশক্তিও পুরুষের সংসারের কারণ এবং উৎকট বিক্ষেপ-শক্তির কারণ * ॥ ১১৫ ॥ বুদ্ধিমান্, পণ্ডিত, চতুর ও অত্যন্ত সূক্ষ্মদর্শী

* ফলতঃ রজ্জুর স্বরূপে প্রথমতঃ আবরণব্যতিরেকে সর্পরূপ বিক্ষেপ উপস্থিত হয় না । আবৃতিজন্যই বিক্ষেপ উপস্থিত হয় ; সুতরাং আবৃতিকে বিক্ষেপের একমাত্র কাবণ বলিয়া স্বীকারকরিতে হয় ।

প্রজ্ঞাবানপি পণ্ডিতোঽপি চতুরোঽপ্যত্যন্তসূক্ষ্মাত্মদৃক্
ব্যালীঢ়স্তমসা ন বেত্তি বহুধা সংবোধিতোঽপি স্ফুটম্।
ভ্রান্ত্যারোপিতমেব সাধু কলয়ত্যালম্বতে তদ্‌গুণান্
হন্তাসৌ প্রবলা দুরন্ততমসঃ শক্তির্ম্মহত্যাবৃতিঃ ॥ ১১৬ ॥
অভাবনা বা বিপরীতভাবনা সম্ভাবনা বিপ্রতিপত্তি-রস্যাঃ।
সংসর্গযুক্তং ন বিমুঞ্চতি ধ্রুবং বিক্ষেপশক্তিঃ ক্ষপয়ত্যজস্রম্ ॥ ১১৭॥
অজ্ঞানমালস্যজড়ত্বনিদ্রা-
প্রমাদমূঢ়ত্বমুখা-স্তমোগুণাঃ।
এতৈঃ প্রযুক্তো ন হি বেত্তি কিঞ্চি-
ন্নিদ্রালুবৎ স্তম্ভবদেব তিষ্ঠতি ॥ ১১৮ ॥
স্বত্বং বিশুদ্ধং জলবৎ তথাপি তাভ্যাং মিলিত্বা শরণায় কল্পতে।

ব্যক্তি সম্যক্‌প্রকারে উপদিষ্ট হইলেও তমোগুণে আবৃতবশতঃ স্পষ্টরূপে প্রকৃত পদার্থ উপলব্ধিকরিতে পারে না, কেবল ভ্রান্তিদ্বারা আরোপিত পদার্থসকল সত্যের ন্যায় জ্ঞানকরতঃ তাহার গুণাদিগ্রহণ করে। হায়! এই দুর্দমনীয় তমোগুণের প্রবল আবরণশক্তির কি মহীয়সী শক্তি! ॥ ১১৬ ॥ অভাবনা [অকর্ম্মণ্যচিন্তা], বিপরীতভাবনা, সম্ভাবনা [উপযুক্ততা], বিপ্রতিপত্তি [অবস্তুতে বস্তুবোধ], এই চতুষ্টয় তমোগুণের বিক্ষেপশক্তি। ইনি তমোগুণসংসর্গী লোককে কদাচ ত্যাগকরেন না, কেবল নিয়ত ভ্রম উৎপাদনকরেন ॥ ১১৭ ॥ অজ্ঞান, অলসতা, অনবধানতা, জড়তা, মূঢ়তা, নিদ্রা প্রভৃতি তমোগুণ। এই তমোগুণাবলম্বী জন কিছুই জানিতে পারে না, কেবল নিদ্রাশীলের ন্যায় ও স্তম্ভের ন্যায় অবস্থিতিকরে ॥ ১১৮ ॥ বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণ রজোগুণ ও তমোগুণের সহিত জলের ন্যায় মিলিত হইয়া (অর্থাৎ জল যেরূপ অন্য জলে মিলিত হইলে, অভেদরূপ এক জলমাত্র থাকে, সেইরূপ) এবং রজঃ ও তমঃ বিশুদ্ধ সত্ত্বে মিলিত হইয়া যখন শুদ্ধ বিশুদ্ধ সত্ত্বমাত্র থাকে, তখন পরিত্রাণনিমিত্ত

যত্রাত্মবিম্বঃ প্রতিবিম্বিতঃ সন্ প্রকাশয়ত্যর্কইবাখিলং জড়ম্ ॥১১৯॥
মিশ্রস্থ সত্ত্বস্থ ভবন্তি ধর্ম্মাঃ স্বমানিতাদ্যা-নিয়মা-যমাদ্যাঃ।
শ্রদ্ধা চ ভক্তিশ্চ মুমুক্ষুতা চ দৈবী চ সম্পত্তি-রসন্নিবৃত্তিঃ॥ ১২০॥
বিশুদ্ধসত্ত্বস্থ গুণাঃ প্রসাদঃ স্বাত্মানুভূতিঃ পরমা প্রশান্তিঃ।
তৃপ্তিঃ প্রহর্ষঃ পরমাত্মনিষ্ঠা যয়া সদানন্দরসং সমৃচ্ছতি॥ ১২১॥
অব্যক্তমেতত্ত্রিগুণৈর্নিরুক্তং তৎকারণং নাম শরীরমাত্মনঃ।
সুষুপ্তি-রেতস্থ বিমুক্ত্যবস্থা প্রলীনসর্ব্বেন্দ্রিয়বুদ্ধিবৃত্তিঃ॥ ১২২॥

সমর্থ হয়। যেরূপ সূর্য্যকিবণপ্রকাশে জগৎ প্রকাশ পায়, সেইরূপ এই বিশুদ্ধ সত্ত্বে আত্মার প্রতিরূপ প্রতিবিম্বিত হইযা সমস্ত জড়পদার্থকে প্রকাশকরে॥ ১১৯॥ অমানিতাদি *, যমাদি †, নিয়ম, শ্রদ্ধা, মুমুক্ষুতা, দৈবীসম্পত্তি ‡ ও অসৎকার্য্যে নিবৃত্তি, এই সমস্ত মিশ্রসত্ত্বগুণেব ধর্ম্ম॥ ১২০॥ প্রসন্নতা, আপনাতে আত্মাব অনুভব, পরমপ্রশান্তি, তৃপ্তি, প্রহর্ষ এবং পরমাত্মাতে নিষ্ঠা (অর্থাৎ একাগ্রতা, যে নিষ্ঠাদ্বাবা নিয়ত নিত্যানন্দ-রস লাভকরা যায়), এই সকল বিশুদ্ধসত্ত্বের গুণ॥১২১॥ আত্মাব কারণনামক শরীর অব্যক্ত (অর্থাৎ অনির্ব্বাচ্য) এবং সত্ত্বাদিগুণত্রয়যুক্ত। এই শবী-রের বিভাগাবস্থার নাম সুষুপ্তি; এই সুষুপ্তিতে সমস্ত ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধিবৃত্তি লয়প্রাপ্ত হয়॥ ১২২॥ প্রসিদ্ধ জগতীয়ভাব কিছুই জানিতে পারি নাই,

* অমানিতা, অর্থাৎ স্বগুণেব শ্লাঘারাহিত্য; এইরূপ অদম্ভিত্ব, অহিংসা, ক্ষান্তি, আর্জ্জব, আচার্য্য, উপাসনা, শৌচ, স্থৈর্য্য, আত্মবিনিগ্রহ (অর্থাৎ শরীরসংযম) ইত্যাদি ভগবদ্-গীতার ত্রয়োদশোঽধ্যায়ে ব্যক্ত আছে।

† যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি, এই অষ্টাঙ্গযোগ। তন্মধ্যে অহিংসা, সত্য, আস্তেয়, ব্রহ্মচর্য্য, কৃপা, আর্জ্জব, ক্ষমা, ধৃতি, মিতাহার ও শৌচ, এই দশের নাম যম; এবং তপস্যা, সন্তোষ, আস্তিক্য, দান, দেবপূজা, সিদ্ধান্তশ্রবণ, লজ্জা, নতি, জপ ও হোম, এই দশের নাম নিয়ম, ইহা যোগশাস্ত্রে কথিত হইয়াছে।

‡ ভগবদ্গীতার ষোডশাধ্যায়েব পঞ্চম শ্লোকে প্রকাশ আছে, দৈবীসম্পৎ মুক্তির কারণ এবং আসুরী সম্পৎ বন্ধনের কাবণ হয়।

সর্ব্বপ্রকারপ্রমিতিপ্রশান্তি-
বীজাত্মনাবস্থিতি-রেব বুদ্ধেঃ।
সুষুপ্তি-রেতস্য কিল প্রতীতিঃ
কিঞ্চি-ন্ন বেদ্মীতি জগৎপ্রসিদ্ধেঃ ॥ ১২৩ ॥

দেহেন্দ্রিয়প্রাণমনোঽহমাদয়ঃ
সর্ব্বে বিকারা-বিষয়াঃ সুখাদয়ঃ।
ব্যোমাদিভূতান্যখিলঞ্চ বিশ্ব-
মব্যক্তপর্য্যন্ত-মিদং হ্য-নাত্মা ॥ ১২৪ ॥

মায়া মায়াকার্য্যং সর্ব্বং মহদাদিদেহপর্য্যন্তম্।
অসদিদমনাত্মত্বং বিদ্ধি ত্বং মরুমরীচিকাকল্পম্ ॥ ১২৫ ॥

অথ তে সংপ্রবক্ষ্যামি স্বরূপং পরমাত্মনঃ।
যদ্বিজ্ঞায় নরো বন্ধা-মুক্তঃ কৈবল্যমশ্নুতে ॥ ১২৬ ॥

ইত্যাকার-বোধই কারণশরীরের সুষুপ্তিকাল। এই কালে সর্ব্বপ্রকার প্রমাণাদি বিধি নিবৃত্তি পাইয়া বুদ্ধির বীজরূপে অবস্থিত হয় ॥১২৩॥ দেহ-ইন্দ্রিয়-প্রাণ-মনঃ-অহঙ্কার-প্রভৃতি বিকারসকল এবং ইহাদিগের বিষযবর্গ, সুখ, দুঃখ ও আকাশাদি পঞ্চভূত, অব্যক্তপর্য্যন্ত অখিলবিশ্বসংসার অনাত্মা, অর্থাৎ আত্মা-ভিন্ন পদার্থ জড়মাত্র ॥ ১২৪ ॥ যেরূপ মরুভূমিতে মৃগতৃষ্ণা * কল্পিত হয়, তাহার ন্যায় মায়া, মায়াকার্য্য এবং মহৎ আদি দেহপর্য্যন্ত সমস্ত বস্তুকে অনিত্য এবং জড় বলিয়া জান ॥ ১২৫ ॥ অতঃপর হে শিষ্য! তোমাকে পরমাত্মার স্বরূপ বলিতেছি। এই স্বরূপ বিজ্ঞাত হইলে, পুরুষ বন্ধনহইতে মুক্ত হইযা কৈবল্যসুখ ভোগকরেন ॥১২৬॥ অহং—এই শব্দকে অবলম্বন-

* প্রবল রবিকিরণে ভূভাগহইতে উৎপন্ন বাষ্পবৃন্দে যে জলভ্রম হয়, তাহাকেই মৃগতৃষ্ণা কহে।

অস্তি কশ্চিৎ স্বয়ং নত্য-মহংপ্রত্যয়লম্বনঃ।
অবস্থাত্রয়সাক্ষী সন্ পঞ্চকোষবিলক্ষণঃ ॥ ১২৭ ॥
যো-বিজানাতি সকলং জাগ্রৎস্বপ্নসুষুপ্তিষু।
বুদ্ধিতদ্বৃত্তিসদ্ভাবমভাবমহমিত্যয়ম্ ॥ ১২৮ ॥
যঃ পশ্যতি স্বয়ং সর্ব্বং যং ন পশ্যতি কশ্চন।
য-শ্চেতযতি বুদ্ধ্যাদি ন তদ্-যং চেতযত্যয়ম্ ॥ ১২৯ ॥
যেন বিশ্ব-মিদং ব্যাপ্তং য ন্ন ব্যাপ্নোতি কিঞ্চন।
আভারূপ-মিদং সর্ব্বং যং ভান্ত-মনুভাত্যয়ম্ ॥ ১৩০ ॥
যস্য সন্নিধিমাত্রেণ দেহেন্দ্রিয়মনোধিয়ঃ।
বিষযেষু স্বকীয়েষু বর্ত্তন্তে প্রেরিতা-ইব ॥ ১৩১ ॥
অহঙ্কারাদিদেহান্তা-বিষয়া-শ্চ সুখাদয়ঃ।
বেদ্যন্তে ঘটবদ্যেন নিত্যবোধস্বরূপিণা ॥ ১৩২ ॥

করিয়া, অর্থাৎ অহং শব্দের বাচ্য অবস্থাত্রযের সাক্ষী পঞ্চকোষভিন্ন কোন পুরুষ স্বযং নিত্যরূপ আছেন ॥১২৭॥ যে পুরুষ জাগ্রৎ-স্বপ্ন সুষুপ্ত্যাদি কালে বুদ্ধি ও বুদ্ধিবৃত্তির সত্তা অসত্তাদি সমস্ত জানিতেছেন, তিনিই অহং শব্দের বাচ্য ॥ ১২৮ ॥ যিনি স্বযং সকলকে দর্শনকরিতেছেন, অথচ যাঁহার কেহই দর্শন পায না, যিনি বুদ্ধ্যাদির চৈতন্য বিধানকরিতেছেন, কিন্তু বুদ্ধ্যাদি যাঁহাকে চেতনাদানে সক্ষম নহে, তিনিই অহং-পদের বাচ্য পুরুষ ॥১২৯॥ যিনি এই বিশ্বকে ব্যাপিযা আছেন ও যাঁহাকে কোন বস্তুই ব্যাপিতে পারে না এবং প্রকাশরূপ এই সমস্ত সংসার যাঁহার প্রকাশে প্রকাশিত হইযা আছে, তিনিই অহং-পদের বাচ্য পুরুষ ॥১৩০॥ যাঁহার অধিষ্ঠানমাত্র-হেতুদ্বারা দেহ, ইন্দ্রিয, মনঃ ও বুদ্ধি প্রেরিতের ন্যায় স্বস্ব বিষযে প্রবৃত্ত হইতেছে, তিনিই অহং পদের বাচ্য পুরুষ ॥ ১৩১ ॥ যে নিত্যজ্ঞানস্বরূপ পুরুষ-কর্ত্তৃক অহঙ্কারাদি দেহপর্য্যন্ত অখিল বিষযাদি এবং সুখদুঃখাদি-সমূহ অসার ঘটতুল্য বোধহয, তিনিই অহং-পদের বাচ্য পুরুষ ॥ ১৩২ ॥

এষোঽন্তরাত্মা পুরুষঃ পুরাণো-নিরন্তরাখণ্ডসুখানুভূতিঃ।
সদৈকরূপঃ প্রতিবোধমাত্রো-যেনেষিতা-বাগসবশ্চরন্তি ॥ ১৩৩ ॥

অত্রৈব সত্ত্বাত্মনি ধীগুহায়া-
মব্যাকৃতাকাশ-উরুপ্রকাশঃ।
আকাশ-উচ্চৈ-রবিবৎ প্রকাশতে
স্বতেজসা বিশ্ব-মিদং প্রকাশয়ন্ ॥ ১৩৪ ॥

জ্ঞাতা মনোঽহঙ্কৃতিবিক্রিয়াণাং
দেহেন্দ্রিয়প্রাণকৃতক্রিয়াণাম্।
অয়োঽগ্নিব-ত্তাননুবর্ত্তমানো-
ন চেষ্টতে নো বিকরোতি কিঞ্চন ॥ ১৩৫ ॥

ন জায়তে নো ম্রিয়তে ন বর্দ্ধতে
ন ক্ষীয়তে নো বিকরোতি নিত্যঃ।

বাক্যপ্রাণাদি যাঁহা-কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া স্বকীয় অর্থে প্রবৃত্ত হইতেছে, তিনিই পুরাণপুরুষ অন্তরাত্মা; তিনি নিরন্তর অখণ্ডসুখের অনুভবরূপ, সর্ব্বদা একরূপ ও বিশুদ্ধবিজ্ঞানস্বরূপ ॥ ১৩৩ ॥ এই সত্ত্বময় বুদ্ধিগুহারূপ হৃদয়াকাশে অব্যভিচারিতদীপ্তি ও সর্ব্বারম্ভে প্রকাশশীল পরমাত্মা রবির ন্যায় স্বকীয় তেজোদ্বারা এই বিশ্বকে প্রকাশকরতঃ প্রকাশ পাইতেছেন ॥ ১৩৪ ॥ হে শিষ্য! মনঃ-অহঙ্কারাদির বিকারসকল দেহ-ইন্দ্রিয়-প্রাণাদি-কর্ত্তৃক নিষ্পন্ন হইতেছে, ইহা যিনি অয়োঽগ্নিবৎ, অর্থাৎ অগ্নিতপ্ত লৌহপিণ্ডতুল্য, জ্ঞাত আছেন *, তিনি নিষ্ক্রিয় ও নির্ব্বিকার পুরুষ ॥ ১৩৫ ॥ তিনি জন্মগ্রহণ করেন না, বিনাশপ্রাপ্ত হন না,

* অগ্নির ধর্ম্ম দাহকত্ব এবং লৌহের ধর্ম্ম বর্ত্তুলত্ব, এই উভয়ের সংযোগে উভয়ের ধর্ম্ম যেরূপ উভয়ে উপহিত হয়, সেইরূপ দেহেন্দ্রিয়মনঃপ্রাণাদির ধর্ম্ম জড়ত্ব এবং চিদ্-ধর্ম্ম অজড়ত্ব, এই উভয়ের ধর্ম্ম উভয়ে আরোপিত হয়, ইহাকেই অধ্যাস কহে।

বিলীয়মানেঽপি বপুষ্য-মুষ্মিন্
ন লীয়তে কুম্ভ-ইবাম্বরং স্বয়ম্ ॥ ১৩৬ ॥
প্রকৃতিবিকৃতিভিন্নঃ শুদ্ধবোধস্বভাবঃ
সদসদিদমশেষং ভাসয়-ন্নির্ব্বিশেষঃ।
বিলসতি পরমাত্মা জাগ্রদাদি-ষ্ববস্থা-
স্বহমহমিতি সাক্ষাৎ সাক্ষিরূপেণ বুদ্ধেঃ ॥ ১৩৭ ॥
নিয়মিতমনসামুং ত্বং স্বমাত্মানমাত্ম-
ন্যয়মহমিতি সাক্ষাদ্বিদ্ধি বুদ্ধিপ্রসাদাৎ।
জনিমরণতরঙ্গাপারসংসারসিন্ধুং
প্রতর ভবকৃতার্থো-ব্রহ্মরূপেণ সংস্থঃ ॥ ১৩৮ ॥
অত্রানাত্মন্যহমিতি মতির্ব্বন্ধ-এষোঽস্য পুংসঃ
প্রাপ্তোঽজ্ঞানাজ্জননমরণক্লেশসংপাতহেতুঃ।
যেনৈবায়ং বপু-রিদ-মসৎসত্যমিত্যাত্মবুদ্ধ্যা
পুষ্যত্যুক্ষত্যবতি বিষয়ৈ-স্তন্তুভিঃ কোষকৃদ্বৎ ॥ ১৩৯ ॥

বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হন না, ক্ষয়প্রাপ্ত হন না ও বিকারপ্রাপ্ত হন না; তিনি নিত্য ও স্বয়ং এই শরীর লয়প্রাপ্ত হইলেও ঘটাকাশের ন্যায় লয়প্রাপ্ত হন না ॥১৩৬॥ প্রকৃতিবিকারবিহীন, শুদ্ধবোধস্বরূপ ও বিভেদরহিত যে পরমাত্মা, তিনি এই চরাচর সমস্ত বিশ্ব প্রকাশকরতঃ 'অহং অহং' এই প্রত্যক্ষপদেব বাচ্য, অর্থাৎ 'আমি আমি' এই যে বাক্য, ইহার প্রকৃত বচনার্হ, বুদ্ধিব সাক্ষি-স্বরূপ জাগ্রতাদি অবস্থাতে প্রকাশ পাইতেছেন ॥ ১৩৭ ॥ হে শিষ্য! তুমি সংযত অন্তঃকরণে স্বকীয় আত্মাকে আত্মশরীরে, আমিই ব্রহ্ম, এই বিমল-বুদ্ধিদ্বাবা সাক্ষাৎ উপলব্ধিকর এবং জন্মমৃত্যুরূপ-তরঙ্গযুক্ত অপাব ভব-সাগবহইতে উত্তীর্ণ হও ও ব্রহ্মস্বরূপে সংস্থিত হইয়া কৃতকার্য্য হও ॥ ১৩৮ ॥ এই অনাত্মাতে, অর্থাৎ স্থূলদেহাদি জড়বস্তুতে, অহং-বুদ্ধিবিশিষ্ট পুরুষেব জননমরণ-যন্ত্রণাব কারণরূপ বন্ধন অজ্ঞানজন্যই হয়। যেরূপ তন্তুকীট স্বকীয়

অতস্মিং-স্তদ্‌বুদ্ধিঃ প্রভবতি বিমূঢ়স্য তমসা
বিবেকাভাবাদ্বৈ স্ফুরতি ভুজগে রজ্জুধিষণা।
ততোঽনর্থব্রাতো-নিপততি সমাদাতু-রধিক-
স্ততো-যোঽসদ্‌গ্রাহঃ স হি ভবতি বন্ধঃ শৃণু সখে! ॥১৪০॥

অখণ্ডনিত্যাদ্বয়বোধশক্ত্যা স্ফুরন্ত-মাত্মান-মনন্তবৈভবম্।
সমাবৃণোত্যাবৃতিশক্তি-রেষা তমোময়ী রাহু-রিবার্কবিম্বম্॥১৪১॥

তিরোভূতে স্বাত্মন্যমলতরতেজোবতি পুমা-
ননাত্মানং মোহা-দহ-মিতি শরীরং কলয়তি।
ততঃ কামক্রোধপ্রভৃতিভি-রমুং বন্ধনগুণৈঃ
পরং বিক্ষেপাখ্যা রজস-উরুশক্তি-র্ব্যথয়তি ॥ ১৪২ ॥

মহামোহগ্রাহগ্রসনগলিতাত্মাবগমনো-
ধিয়ো-নানাবস্থাং স্বয়-মভিনয়ং-স্তদ্‌গুণতয়া।

তন্তুকর্ত্তৃক পোষণাদিদ্বারা স্বয়ং বদ্ধ হয়, সেইরূপ এই বন্ধন-কর্ত্তৃক পুরুষ এই অনিত্য দেহকে আত্মবুদ্ধিদ্বারা সত্য বোধকরতঃ বিষয়দ্বারা পোষণ, অনুলেপন ও পালন করেন, ॥ ১৩৯ ॥ হে সখে! শ্রবণ কর,—তমোগুণে বিমূঢ় ব্যক্তির অনাত্মাতে আত্মবুদ্ধি হয়। যিনি সর্পকে রজ্জুবুদ্ধি-ক্রমে গ্রহণকরেন, তাঁহাব অত্যর্থ অনর্থসকল উপস্থিত হয়; অতএব অসতের যে পরিগ্রহ, সেই বন্ধনের কারণ হয়॥ ১৪০ ॥ যেরূপ রাহু সূর্য্যমণ্ডলকে আবরণকবিয়া রাখে, সেইরূপ এই তমোময়ী আবৃতিশক্তি অখণ্ড, নিত্য ও অদ্বয়জ্ঞানশক্তিদ্বারা দেদীপ্যমান ও অনন্তবিভববিশিষ্ট আত্মাকে আবরণকবিয়া রাখে ॥ ১৪১ ॥ সুনির্ম্মল তেজোময় স্বকীয় আত্ম-ভাব তীরোভূত হইলে, পুরুষ অনিত্য দেহকে অজ্ঞানবশতঃ অহং-পদের বাচ্য স্থিরকরেন। অনন্তর বিক্ষেপনাম্নী রজোগুণের মহতী শক্তি কাম-ক্রোধাদিরূপ রজ্জু হইয়া পুরুষকে বন্ধনকরতঃ অতিমাত্র ব্যথা দেয় ॥ ১৪২ ॥ মহামোহরূপ কুম্ভীর-কর্ত্তৃক কবলিত-কারণ আত্মজ্ঞানহত যে পুরুষ,

অপারে সংসারে বিষয়বিষপূরে জলনিধৌ
নিমজ্জ্যোন্মজ্জ্যায়ং ভ্রমতি কুমতিঃ কুৎসিতগতিঃ ॥১৪৩॥
ভানুপ্রভাসঞ্জনিতাভ্রপঙ্‌ক্তি-
র্ভানুং তিরোধায় বিজৃম্ভতে যথা।
আত্মোদিতাহঙ্কৃতি রাত্মতত্ত্বং
তথা তিরোধায় বিজৃম্ভতে স্বয়ম্ ॥ ১৪৪ ॥
কবলিতদিননাথে দুর্দ্দিনে সান্দ্রমেঘৈ-
র্ব্যথয়তি হিমঝঞ্ঝাবায়ু-রুগ্রো-যথৈতান্।
অবিরততমসাত্মন্যাবৃতে মূঢবুদ্ধিং
ক্ষপয়তি বহুদুঃখৈস্তীব্রবিক্ষেপশক্তিঃ ॥ ১৪৫ ॥
এতাভ্যা মেব শক্তিভ্যাং বন্ধঃ পুংসঃ সমাগতঃ।
যাভ্যাং বিমোহিতো-দেহং মত্বাত্মানং ভ্রমত্যয়ম্ ॥ ১৪৬ ॥
বীজং সংসৃতিভূমিজস্য তু তমোদেহাত্মধী-রঙ্কুরো-

তাহার বুদ্ধি নানাবস্থা প্রকাশকরতঃ বিষয়রূপ বিষপূর্ণ অপার সংসার-সাগরে নিমগ্ন ও উন্মগ্ন হইয়া ভ্রমণকরে ; অতএব তাহাকে কুমতি-ও-কুৎসিতগতি-বিশিষ্ট বলা যায় ॥ ১৪৩ ॥ প্রভাকরের প্রভাহইতে উৎপন্ন অভ্র-শ্রেণী যেমন প্রভাকরকে আচ্ছাদনকরিয়া প্রকাশ পায়, সেইরূপ আত্মা-হইতে উদিত অহঙ্কার আত্মতত্ত্বকে তিরোহিত করিয়া স্বয়ং প্রকাশ পায় ॥ ১৪৪ ॥ দিনমণি নিবিড়মেঘে সমাচ্ছন্ন হইলে, সেই দিনে অতিপ্রবল বায়ু যেরূপ মেঘসমূহকে ছিন্ন ভিন্ন করে, সেইরূপ আত্মা তমোগুণে আসক্ত হইয়া আবৃত হইলে, উগ্র বিক্ষেপশক্তি মূঢবুদ্ধি জনকে বহুদুঃখদ্বারা ক্লেশিত করে ॥ ১৪৫ ॥ আবরণ-ও-বিক্ষেপ-নামক মায়িকশক্তিদ্বারা পুরুষের বন্ধন উপস্থিত হয়। পুরুষ ঐ শক্তিদ্বয়-কর্ত্তৃক বিমুগ্ধ হইয়া দেহকে আত্মা বোধকরতঃ (অর্থাৎ আমি এই শরীর, এই বুদ্ধিক্রমে) সংসারে ভ্রমণ-করে ॥ ১৪৬ ॥ সংসাররূপ যে বৃক্ষ, তাহার বীজ তমঃ, দেহে অহং-বুদ্ধি

রাগঃ পল্লব-মম্বু কর্ম্ম তু বপুঃ স্কন্ধোঽসবঃ শাখিকাঃ।
অগ্রাণীন্দ্রিয়সংহতি-শ্চ বিষয়াঃ পুষ্পাণি দুঃখং ফলং
নানাকর্ম্মসমুদ্ভবং বহুবিধং ভোক্তাঽত্র জীবঃ খগঃ॥ ১৪৭॥
অজ্ঞানমূলোঽয়মনাত্মবন্ধো-নৈসর্গিকোঽনাদিরনন্ত-ঈরিতঃ।
জন্মাত্যয়(১)ব্যাধিজরাদিদুঃখপ্রবাহপাতং জনয়ত্যমুষ্য॥ ১৪৮
নাস্ত্রৈ-র্ন শাস্ত্রৈ-রনিলেন বহ্নিনা
ছেত্তুং ন শক্যো-ন চ কর্ম্মকোটিভিঃ।
বিবেকবিজ্ঞানমহাসিনা বিনা
ধাতুঃ প্রসাদেন শিতেন মঞ্জুনা॥ ১৪৯॥
শ্রুতিপ্রমাণৈকমতেঃ স্বধর্ম্মনিষ্ঠা তয়ৈবাত্মবিশুদ্ধি-রস্য।
বিশুদ্ধবুদ্ধেঃ পরমাত্মবেদনং তেনৈব সংসারসমূলনাশঃ॥ ১৫০॥

তাহার অঙ্কুর, অনুরাগ তাহার পল্লব, কর্ম্ম তাহার জলসেক, শরীর তাহার স্কন্ধ, প্রাণ-অপানাদি বায়ুসকল তাহার শাখা-প্রশাখা, ইন্দ্রিয়গণ তাহার অগ্রভাগ, বিষয়সমূহ তাহার পুষ্প, নানাকর্ম্মজন্য নানা দুঃখ তাহার ফল এবং ভোক্তা জীব তাহার পক্ষী॥ ১৪৭॥ এই অনাত্মবন্ধ, অর্থাৎ দেহাদি জড়পদার্থে অহং-বুদ্ধিরূপ যে বন্ধন, তাহার মূল অজ্ঞান। আত্মা স্বভাবসিদ্ধ অনাদি ও অনন্ত। শুদ্ধ অনাত্মবন্ধই আত্মার জন্ম, মৃত্যু, জরা, ব্যাধি প্রভৃতি দুঃখাদিপ্রবাহ প্রকাশকরে॥ ১৪৮॥ অনাত্ম জড়পদার্থে আত্মবুদ্ধিরূপ বন্ধন অস্ত্রাদি বা শাস্ত্রাদিদ্বারা ছেদন, বায়ু বা বহ্নিদ্বারা খণ্ডন, কিম্বা কোটি কোটি কর্ম্মদ্বারা নিবারণ করা যায় না; কেবল পরমেশ্বরের প্রসন্নতাজনিত সুন্দর সুতীক্ষ্ণ বিবেকবিজ্ঞানরূপ-মহাখড়্গদ্বারা ছেদকরা যায়॥ ১৪৯॥ বেদশাস্ত্রাদিপ্রমাণে বিশ্বাসশীল ব্যক্তির প্রথমে স্বজাতীয় ধর্ম্ম-নিষ্ঠা উপস্থিত হয়; তদ্দ্বারা চিত্তের শুদ্ধি হইলে শেষে পরমাত্মজ্ঞান-লাভ হয়। এই জ্ঞানদ্বারা সংসাররূপ বৃক্ষ মূলের সহিত নাশ পায়॥ ১৫০॥

(১) "জন্মাপ্যয়"—ইতি পাঠান্তরম্।

কোষৈ-রন্নময়াদ্যৈঃ পঞ্চভি-রাত্মা ন সংবৃতো-ভাতি।
নিজশক্তিসমুৎপন্নৈঃ শৈবালপটলৈ-রিবাম্বু বাপীস্থম্ ॥১৫১॥
তচ্ছৈবালাপনয়ে সম্যক্ সলিলং প্রতীয়তে শুদ্ধম্।
তৃষ্ণাসন্তাপহরং সদ্যঃসৌখ্যপ্রদং পরং পুংসঃ॥ ১৫২ ॥
পঞ্চানামপি কোষাণামপবাদে বিভাত্যয়ং শুদ্ধঃ।
নিত্যানন্দৈকরসঃ প্রত্যগ্রূপঃ পরং স্বয়ং জ্যোতিঃ ॥১৫৩॥
আত্মানাত্মবিবেকঃ কর্ত্তব্যো-বন্ধমুক্তয়ে বিদুষা।
তেনৈবানন্দীভবতি স্বং বিজ্ঞায় সচ্চিদানন্দম্ ॥ ১৫৪ ॥
মুঞ্জাদিষীকামিব দৃশ্যবর্গাৎ
প্রত্যঞ্চ-মাত্মান-মসঙ্গ-মক্রিয়ম্।
বিবিচ্য তত্র প্রবিলাপ্য সর্ব্বং
তদাত্মনা তিষ্ঠতি যঃ স মুক্তঃ ॥ ১৫৫ ॥

যেরূপ জলাশয়াদিস্থিত জলরাশি শৈবালসমূহদ্বারা সমাবৃত হইয়া প্রকাশ পায় না, সেইরূপ স্বকীয় শক্তিহইতে সমুৎপন্ন অন্নময়াদি পঞ্চকোষ-কর্ত্তৃক আত্মা আবৃত হইয়া প্রকাশ পান না॥ ১৫১ ॥ সেই শৈবাল সম্যগ্‌রূপে অপনয়নকরিলে যেরূপ তৃষ্ণা-ও-সন্তাপনাশকর সুনির্ম্মল সলিল প্রকাশমান হইয়া তৎক্ষণাৎ পুরুষকে অত্যর্থ সুখ প্রদানকরে (১৫২), সেইরূপ আত্মা পঞ্চকোষাবরণরহিত হইলে নিত্যানন্দ একরস সর্ব্বভূতগত স্বতঃসিদ্ধ পরমজ্যোতিঃস্বরূপ বিশুদ্ধভাবে প্রকাশ পাইয়া পুরুষকে পরম-সুখ প্রদানকরেন ॥ ১৫৩ ॥ পণ্ডিত-কর্ত্তৃক বন্ধনবিমোচননিমিত্ত আত্মা ও অনাত্মা, অর্থাৎ নিত্য ও অনিত্যরূপ যে চিৎ ও জড়, এই উভয়ের বিচার-করা কর্ত্তব্য। এই বিচারদ্বারা সচ্চিদানন্দরূপ আত্মাকে অভিজ্ঞাত হইলে লোকে অমানুষিক আনন্দ অনুভবকরেন ॥ ১৫৪ ॥ মৌঞ্জীতৃণমধ্যগতশলাকা যেরূপ তাহাহইতে পৃথক্ থাকে, সেইরূপ যিনি দৃশ্যদেহাদি জড়বর্গহইতে সর্ব্বভূতগত অসঙ্গ অক্রিয় আত্মাকে পৃথগ্রূপ অবগত হইয়া ঐ আত্মাতে

দেহোঽয়মন্নভবনোঽন্নময়স্তু কোষ-
শ্চান্নেন জীবতি বিনশ্যতি তদ্বিহীনঃ।
ত্বকচর্ম্মমাংসরুধিরাস্থিপুরীষরাশি-
নায়ং স্বয়ং ভবিতুমর্হতি নিত্যশুদ্ধঃ ॥ ১৫৬ ॥
পূর্ব্বং জনেরপি মৃতেরধুনায়মস্তি
জাতক্ষণঃ ক্ষণগুণোঽনিয়তস্বভাবঃ।
নৈকোজড়শ্চ ঘটবৎ পরিদৃশ্যমানঃ
স্বাত্মা কথং ভবতি ভাববিকারবেত্তা ॥ ১৫৭ ॥
পাণিপাদাদিমান্ দেহো নাত্মা ব্যঙ্গ্যোঽপি জীবনাৎ।
তত্তচ্ছক্তেরনাশাচ্চ ন নিয়ম্যো-নিয়ামকঃ ॥ ১৫৮ ॥
দেহতদ্ধর্ম্মতৎকর্ম্মতদবস্থাদিসাক্ষিণঃ।

সমস্ত লয়করতঃ তন্ময় হইয়া অবস্থানকরেন, তিনিই মুক্ত ॥১৫৫॥ এই দেহ অন্নরসহইতে উদ্ভূত, অন্নরসদ্বারা জীবিত এবং অন্নরসবিহীন হইলে বিনষ্ট হয; এজন্য ইহাকে অন্নময়কোষ বলা যায়। অতএব ত্বক্-চর্ম্ম-রক্ত-মাংস-অস্থি-বিষ্ঠাদি-পরিপূর্ণ এই অন্নময়কোষ কখনই অবিনাশী ব্রহ্মপদের বাচ্য হইতে পারে না ॥ ১৫৬ ॥ এই অন্নময়কোষ জনন ও মরণের পূর্ব্বেও ছিল, অধুনাও আছে। ইহাতে ক্ষণে ক্ষণে বিশেষ বিশেষ গুণসকল জাত হইতেছে। ইহাব স্বভাব অতি-অস্থাযী। অতএব অশেষরূপ জড় ও ঘটের ন্যায় দৃশ্যমান কোষ স্বভাব ও বিকারাদিব বেত্তা কি রূপে হইতে পাবে? ॥১৫৭॥ দেহ পাণিপাদাদিবিশিষ্ট; আত্মা তদ্বিশিষ্ট নহেন। তিনি অঙ্গরহিত হইলেও যাবৎকাল সত্তাহেতু সেই সেই শক্তির অনাশজন্য কাহারও শিক্ষণীয় হন না। আত্মা সকলের নিয়ামক, অর্থাৎ প্রভু ॥ ১৫৮ ॥ দেহ ও দেহের ধর্ম্ম [জন্ম ও মৃত্যু], দেহের কর্ম্ম [পুণ্য ও পাপ] এবং দেহের অবস্থা [বাল্য-যৌবনাদি] লক্ষণ বিভিন্ন সকলের সাক্ষিস্বরূপ আত্মা

স্বত-এব স্বতঃসিদ্ধং তদ্বৈলক্ষণ্যমাত্মনঃ ॥ ১৫৯ ॥
শল্যরাশির্মাংসলিপ্তো-মলপূর্ণোঽতিকশ্মলঃ।
কথং ভবেদয়ং বেত্তা স্বয়মেতদ্বিলক্ষণঃ ॥ ১৬০ ॥
ত্বঙ্মাংসমেদোঽস্থিপুরীষরাশা-বহংমতিং মূঢ়জনঃ করোতি।
বলক্ষণং বেত্তি বিচারশীলো-নিজস্বরূপং পরমার্থভূতম্ ॥ ১৬১ ॥

দেহোঽহমিত্যেব জড়স্য বুদ্ধি-
র্দেহে চ জীবে বিদুষস্ত্বহংধীঃ।
বিবেকবিজ্ঞানবতো মহাত্মনো-
ব্রহ্মাহমিত্যেব মতিঃ সদাত্মনি ॥ ১৬২ ॥
অত্রাত্মবুদ্ধিং ত্যজ মূঢ়বুদ্ধে!
ত্বঙ্মাংসমেদোঽস্থিপুরীষরাশৌ।
সর্ব্বাত্মনি ব্রহ্মণি নির্ব্বিকল্পে
কুরুষ্ব শান্তিং পরমাং ভজস্ব ॥ ১৬৩ ॥

আপনাহইতেই নিত্যপ্রসিদ্ধ ॥ ১৫৯ ॥ মাংসমিলিত, কতকগুলি অস্থি ও মলপূর্ণ, অতিমোহাস্পদ ও বিশেষ-বৈলক্ষণ্যবিশিষ্ট এই শরীর স্বয়ং জ্ঞাতা কি প্রকারে হইতে পারে? ॥ ১৬০ ॥ মূঢ় ব্যক্তি ত্বক্-মাংস-মেদঃ-অস্থি-পুরীষ-সমূহ-সংযুক্ত এই শরীরে অহং-বুদ্ধি করিয়া থাকে; কিন্তু ব্রহ্ম-বিচারবান্ ব্যক্তি দেহাদি অখিল পদার্থহইতে পরমার্থভূত স্বকীয় যে স্বরূপ, তাহা উপায়দ্বারা জ্ঞাত হন ॥ ১৬১ ॥ অনভিজ্ঞ জন আমি দেহ, এইরূপ বুদ্ধি কল্পনাকরে এবং শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি দেহেতে ও জীবেতে অহং-বুদ্ধি আরোপকরে; কিন্তু আত্মানাত্মবিচারদ্বারা আত্মানুভবকারী মহাত্মা পুরুষ আপনাতে আপনি ব্রহ্মরূপ বুদ্ধি নিশ্চয় করেন ॥ ১৬২ ॥ হে মূঢ়-বুদ্ধে! তুমি ত্বক্-মাংস-মেদঃ-অস্থি-পুরীষপুঞ্জে আত্মবুদ্ধি ত্যাগকর এবং বিকল্পশূন্য সর্ব্বাত্মা পরব্রহ্মে পরমশান্তি অর্থাৎ মুক্তি লাভকর; অতএব উপাসনায় রত হও ॥ ১৬৩ ॥ বিদ্বান্ ব্যক্তি অনিত্য দেহেন্দ্রিয়াদিতে

দেহেন্দ্রিয়াদাবসতি ভ্রমোদিতাং
বিদ্বানহন্তাং ন জহাতি যাবৎ।
তাবন্ন তস্যাস্তি বিমুক্তিবার্ত্তা-
প্যস্ত্বেষ বেদান্তলয়ান্তদর্শী (১) ॥ ১৬৪ ॥
ছায়াশরীরে প্রতিবিম্বগাত্রে
যৎস্বপ্নদেহে হৃদি কল্পিতাঙ্গে।
যথাত্মবুদ্ধিস্তব নাস্তি কাচিজ্-
জীবচ্ছরীরে চ তথৈব মাস্তু ॥ ১৬৫ ॥
দেহাত্মধীরেব নৃণামসদ্ধিয়াং
জন্মাদিদুঃখপ্রভবস্য বীজম্।
যতস্ততস্ত্বং জহি তাং প্রযত্নাৎ
ত্যক্তে তু চিত্তে ন পুনর্ভবাশা ॥ ১৬৬ ॥
কর্ম্মেন্দ্রিয়ৈঃ পঞ্চভিরঞ্চিতোঽয়ং প্রাণো-ভবেৎ প্রাণময়স্তু কোষঃ।
যেনাত্মবানন্নময়োঽনুপূর্ণঃ প্রবর্ত্ততেঽসৌ সকলক্রিয়াসু ॥ ১৬৭ ॥

ভ্রমজনিত অহন্তাব যেপর্য্যন্ত পরিত্যাগ না কবেন, সেপর্য্যন্ত তিনি, বেদান্তদর্শীই হউন, বা প্রলয়ান্তদর্শীই হউন, মুক্তিপথের দূরে অবস্থান করেন ॥১৬৪॥ হে বৎস! ছায়াশরীর, প্রতিবিম্বশরীর, স্বপ্নদৃষ্টশরীর ও হৃদি-কল্পিতশরীর, এই সকল শরীরে যেরূপ তোমার আত্মবুদ্ধি হয় না, সেই-রূপ এই জীবিত শরীরেও তোমার আত্মবুদ্ধি না হউক ॥ ১৬৫ ॥ অসদ্‌বুদ্ধি-জন্য মনুষ্যদিগের দেহে জন্ম-মরণ-দুঃখোৎপত্তির কাবণ-স্বরূপ যে অহন্তাব, তাহা উপস্থিত হয়; একারণ, হেপুত্র! তুমি যত্নসহকারে অহং ত্যাগকর; যেহেতু অহং ত্যাগেই পুনর্জন্ম ত্যাগ পায় ॥১৬৬॥ পঞ্চপ্রাণ পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয়-সহ মিলিত হইয়া প্রাণময়কোষনামে বিখ্যাত হয় এবং অন্নময়কোষ এই প্রাণময়কোষকর্ত্তৃক পূরিত হইয়া কার্য্যসকল সাধনকরে॥ ১৬৭ ॥ বায়ু-

(১) "নয়ান্তদর্শী"—ইতি পাঠান্তরম্।

নৈবাত্মাপি প্রাণময়ো-বায়ুবিকারো-
গন্তাগন্তা বায়ুবদন্তর্ব্বহিরেষঃ।
যস্মাৎ কিঞ্চিৎ ক্বাপি ন বেত্তীষ্টমনিষ্টং
স্বং বান্যং বা কিঞ্চন নিত্যং পরতন্ত্রঃ॥ ১৬৮॥
জ্ঞানেন্দ্রিয়াণি চ মনশ্চ মনোময়ঃ স্যাৎ
কোষোমমাহমিতি বস্তুবিকল্পহেতুঃ।
সংজ্ঞাদিভেদকলনাকলিতো-বলীয়াং-
স্তৎপূর্ব্বকোষমভিপূর্য্য বিজৃম্ভতে যঃ॥ ১৬৯॥
পঞ্চেন্দ্রিয়ৈঃ পঞ্চভিরেব হোতৃভিঃ প্রচীয়মানোবিষয়াজ্যধারয়া।
জাজ্বল্যমানো-বহুবাসনেন্ধনৈর্ম্মনোময়াগ্নির্দহতি প্রপঞ্চম্॥১৭০॥
ন হ্যস্ত্যবিদ্যা মনসোঽতিরিক্তা
মনোহ্যবিদ্যা ভববন্ধহেতুঃ।

বিকারবিশিষ্ট ও অস্থায়ী প্রাণময়কোষ আত্মা নহে। আত্মা বায়ুব ন্যায সকল ভূতের অন্তরে ও বহির্ভাগে বিচবণকরেন। এই প্রাণময়কোষ আত্মাব অধীন। ইনি ইষ্ট বা অনিষ্ট এবং আপনাকে বা অন্যকে চিরদিন কিছুই জানিতে পারেন না॥ ১৬৮॥ মনঃ পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়সহ মিলিত হইলে মনোময়কোষ হয়। এই মনোময়কোষহইতে "মম, অহং", অর্থাৎ "আমি, আমার", এই সকল বিকল্প উত্থিত হয় এবং নামাদি প্রভেদ প্রকাশদ্বারা প্রকাশিত প্রবল প্রাণময়কোষকে অভিপূর্ণ করতঃ স্বয়ং প্রকাশ পায়॥১৬৯॥ পঞ্চ-ইন্দ্রিয়-রূপ পঞ্চহোতাকর্ত্তৃক পঞ্চবিষয়রূপ ঘৃতদ্বারা পরিবর্দ্ধিত ও বিবিধবাসনারূপ সমিধ্দ্বাবা জাজ্বল্যমান এই মনোময় অগ্নি প্রপঞ্চরূপ দেহকে দাহকরে, অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গণদ্বাবা বিষয়বাসনা বর্দ্ধিত হইলে মনোরূপ অনল অতিপ্রবল হইয়া প্রপঞ্চরূপ পঞ্চভূতময় দেহকে অবিরত দগ্ধ করে, কোনরূপে নির্ব্বাপিত হয় না॥ ১৭০॥ অবিদ্যা মনঃহইতে ভিন্ন পদার্থ নহে; যেহেতু ভববন্ধনের হেতুভূত অবিদ্যা মনের প্রকা-

তস্মিন্ বিনষ্টে সকলং বিনষ্টং
বিজৃম্ভিতেঽস্মিন্ সকলং বিজৃম্ভতে ॥ ১৭১ ॥
স্বপ্নেঽর্থশূন্যে সৃজতি স্বশক্ত্যা ভোক্ত্রাদি বিশ্বং মন-এব সর্ব্বম্।
তথৈব জাগ্রত্যপি নো বিশেষস্তৎসর্ব্বমেতন্মনসো-বিজৃম্ভণম্ ॥১৭২॥
সুষুপ্তিকালে মনসি প্রলীনে
নৈবাস্তি কিঞ্চিৎ সকলপ্রসিদ্ধেঃ।
অতো মনঃকল্পিত এব পুংসঃ
সংসার এতস্য ন বস্তুতোঽস্তি ॥ ১৭৩ ॥
বায়ুনা লীয়তে মেঘঃ পুনস্তেনৈব লীয়তে।
মনসা কল্প্যতে বন্ধো মোক্ষস্তেনৈব কল্প্যতে ॥ ১৭৪ ॥

শেই প্রকাশপায়। অতএব এক মনের বিকাশেই সকল বিকাশ এবং এক মনের বিনাশেই সকল বিনাশপায় ॥ ১৭১ ॥ স্বপ্নাবস্থাতে মনঃ যেরূপ নিজশক্তিদ্বারা অসত্য বস্তুসকল, অর্থাৎ ভোজ্যভোক্ত্রাদি বিশ্ব-সংসার সৃষ্টিকরে, সেইরূপ এই জাগ্রদ্দশাতেও অভ্যাস কল্পনাদ্বারা বিশ্ব-ভাব প্রকাশকরে; ইহাতে কিছুমাত্র ভেদ নাই। অতএব এই সমস্ত এক মনেরই বিলাসমাত্র * ॥১৭২॥ সুষুপ্তিকালে মনঃ বিলীন হইলে, নাম রূপাদি-দ্বারা বিখ্যাত পদার্থসকল কিছুই থাকে না; অতএব এই সংসার পুরুষের মনঃকল্পিত মাত্র, বস্তুতঃ এ কিছুই পরমার্থ নহে ॥ ১৭৩ ॥ মেঘসকল যেরূপ বায়ুদ্বারা উদিত হয়, পুনর্ব্বার বায়ুদ্বারাই লয়পায়, সেইরূপ বন্ধন মনঃদ্বারা কল্পিত হয় এবং মোক্ষও মনঃদ্বারা সিদ্ধ হয় ॥ ১৭৪ ॥ সেই মনঃ

---

* শিবসংহিতার প্রথমপটলে প্রকাশিত আছে, যেরূপ ভেকরসের অঞ্জনদ্বারা বংশে সর্পভ্রান্তি হয়, সেইরূপ অভ্যাসকল্পনারূপ অঞ্জনদ্বারা ব্রহ্মে জগদ্ভ্রান্তি হয়, সুতরাং মনের অভ্যাস ও মনের কল্পনাই সংসারপ্রকাশের প্রধান কারণ।

দেহাদিসর্ব্ববিষয়ে পরিকল্প্য রাগং
বধ্নাতি তেন পুরুষং পশুবদ্‌গুণেন।
বৈরস্যমত্র বিষবৎ সুবিধায় পশ্চা-
দেনং বিমোচয়তি তন্মন এব বন্ধাৎ॥ ১৭৫॥

তস্মান্মনঃ কারণমস্য জন্তোর্ব্বন্ধস্য মোক্ষস্য চ বা বিধানে।
বন্ধস্য হেতুর্ম্মলিনং রজোগুণৈর্ম্মোক্ষস্য শুদ্ধং বিরজস্তমস্কম্॥১৭৬॥

বিবেকবৈরাগ্যগুণাতিরেকাচ্ছুদ্ধত্বমাসাদ্য মনোবিমুক্ত্যৈ।
ভবত্যতোবুদ্ধিমতোমুমুক্ষোস্তাভ্যাং দৃঢ়াভ্যাংভবিতব্যমগ্রে॥১৭৭॥

মনো নাম মহাব্যাঘ্রো বিষয়ারণ্যভূমিষু।
চরত্যত্র ন গচ্ছন্তু সাধবো যে মুমুক্ষবঃ॥ ১৭৮॥

মনঃ প্রসূতে বিষয়ানশেষান্
স্থূলাত্মনা সূক্ষ্মতয়া চ ভোক্তুঃ।

দেহাদি সমস্ত বিষয়ে আসক্তি প্রকাশকবতঃ অনুবাগরূপ বজ্জুদ্বাবা পশুবৎ পুরুষকে বন্ধনকবে; পবে যখন দেহাদি বিষয়সুখ বিষবৎ বিবসভাব বোধহয, তখন সেই মনঃ পুরুষেব বন্ধনবজ্জু ছেদনকরিয়া মুক্তি প্রদানকরে॥ ১৭৫॥ অতএব জীবের বন্ধন ও মুক্তিব প্রতি কাবণ কেবল মনঃ। ঐ মনঃ রজোগুণাদিদ্বারা মলিন হইলে, বন্ধনেব কাবণ হয় এবং রজস্তমোরহিত হইয়া শুদ্ধসত্ত্ব হইলে, মোক্ষের কারণ হয়॥ ১৭৬॥ বিবেক অর্থাৎ নিত্যানিত্যবস্তুবিচার এবং বৈবাগ্য অর্থাৎ ঔদাস্য-ইত্যাদি গুণাধিক্যবশতঃ পরিশুদ্ধ মনঃ মুক্তিব নিমিত্ত হয়; অত-এব বুদ্ধিমান্ মুমুক্ষু ব্যক্তির অগ্রে বিবেক ও বৈরাগ্য অভ্যাসে দৃঢ়ব্রত হওয়া উচিত॥ ১৭৭॥ মনো-নামে মহাব্যাঘ্র বিষয়রূপ অরণ্যভূমিতে ভ্রমণ-করিতেছে; অতএব যাঁহাবা মোক্ষাকাঙ্ক্ষী সাধুপুরুষ, তাঁহারা যেন এই অরণ্যমুখে অভিগমন না করেন॥ ১৭৮॥ মনঃ স্থূলশরীর সূক্ষ্মশরীরাদি-দ্বারা ভোক্তা জীবের অশেষবিধ ভোগ্যবস্তুসকল, শরীরসকল, বর্ণ-

শরীরবর্ণাশ্রমজাতিভেদান্
গুণক্রিয়াহেতুফলানি নিত্যম্ ॥ ১৭৯ ॥
অসঙ্গচিদ্রূপমমুং বিমোহ্য দেহেন্দ্রিয়প্রাণগুণৈর্নিবধ্য।
অহং মমেতি ভ্রময়ত্যজস্রং মনঃ স্বকৃত্যেষু ফলোপভুক্তিষু ॥১৮০॥
অধ্যাসদোষাৎ পুরুষস্য সংসৃতি-
রধ্যাসবন্ধস্ত্বমুনৈব কল্পিতঃ।
রজস্তমোদোষবতোঽবিবেকিনো-
জন্মাদিদুঃখস্য নিদানমেতৎ ॥ ১৮১ ॥
অতঃ প্রাহুর্ম্মনোঽবিদ্যাং পণ্ডিতাস্তত্ত্বদর্শিনঃ।
যেনৈব ভ্রাম্যতে বিশ্বং বায়ুনেবাভ্রমণ্ডলম্ ॥ ১৮২ ॥
তন্মনঃশোধনং কার্য্যং প্রযত্নেন মুমুক্ষুণা।
বিশুদ্ধে সতি চৈতস্মিন্ মুক্তিঃ করফলায়তে ॥ ১৮৩ ॥

সকল, আশ্রমসকল, জাতিভেদসকল এবং গুণকার্য্যকারণফলসকল নিত্য প্রসবকরেন ॥ ১৭৯ ॥ "অহং, মম", অর্থাৎ "আমি, আমার", এই জ্ঞান অসঙ্গ চিদ্রূপ আত্মাকে মোহিত করতঃ দেহ-ইন্দ্রিয়-প্রাণরূপ রজ্জুদ্বারা আবদ্ধ করিয়া স্বকর্ম্মফলভোগরূপ বিষয়পথে অনবরত ভ্রমণকরাইতেছে ॥ ১৮০ ॥ অধ্যাসদোষে পুরুষের সংসার হয় এবং অধ্যাসবন্ধন "অহং, মম", এই জ্ঞানদ্বারা কল্পিত হয়; অতএব রজস্তমোদোষাদিবিশিষ্ট অবিবেকী ব্যক্তির জন্ম-মরণাদি সংসারদুঃখের আদিকারণ কেবল এই অহংমমজ্ঞান ॥ ১৮১ ॥ যেমন বায়ুদ্বারা গগণমণ্ডলে মেঘমণ্ডল ভ্রমণকরে, তাহার ন্যায় যে মনঃদ্বারা এই বিশ্বসংসারে প্রাণিমণ্ডল পরিভ্রমণকরে, তত্ত্বদর্শী পণ্ডিতেরা সেই মনঃকেই অবিদ্যা বলিয়া থাকেন ॥ ১৮২ ॥ অতএব মুমুক্ষু ব্যক্তি প্রযত্নসহকারে প্রথমে মনের শুদ্ধি করিবেন; যেহেতু মনঃ পরিশুদ্ধ হইলে, মুক্তি করতলগত ফলের ন্যায় প্রাপ্য হয় ॥ ১৮৩ ॥ মুক্তি-

মোক্ষৈকশক্ত্যা বিষয়েষু রাগং
নির্ম্মূল্য সংন্যস্য চ সর্ব্বকর্ম্ম।
সচ্ছ্রদ্ধয়া যঃ শ্রবণাদিনিষ্ঠো
রজঃস্বভাবং স ধুনোতি বুদ্ধেঃ ॥ ১৮৪ ॥
মনোময়ো নাপি ভবেৎ পরাত্মা
হ্যাদ্যন্তবত্ত্বাৎ পরিণামিভাবাৎ।
দুঃখাত্মকত্বাদ্বিষয়ত্বহেতো-
র্দ্রষ্টা হি দৃশ্যাত্মতয়া ন দৃষ্টঃ ॥ ১৮৫ ॥
বুদ্ধির্ব্বুদ্ধীন্দ্রিয়ৈঃ সার্দ্ধং সবৃত্তিঃ কর্ত্তৃলক্ষণঃ।
বিজ্ঞানময়কোষঃ স্যাৎ পুংসঃ সংসারকারণম্ ॥ ১৮৬ ॥

বিষয়ে ঐকান্তিক আসক্তিদ্বারা বিষয়পদার্থে অনুরাগ নির্ম্মূল হইলে, সর্ব্বকর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক সৎসম্বন্ধীয় শ্রদ্ধাদ্বারা যে ব্যক্তি শ্রবণ*, মনন ও নিদিধ্যাসনে নিষ্ঠাবান্ হন, তিনি বুদ্ধির রজঃস্বভাবকে অনায়াসে অভিভব করেন ॥১৮৪॥ মনোময় পদার্থ † পরমাত্মা নহে; কারণ আদ্যন্তবিশিষ্টতা-বিকারবিশিষ্টতা-দুঃখস্বরূপতা-ও-বিষয়াদিগুণযুক্ততা-জন্য দ্রষ্টা আত্মা কখন দৃশ্যবস্তুস্বরূপে দৃশ্য হন না, অর্থাৎ সাক্ষিস্বরূপ থাকেন ॥ ১৮৫ ॥ স্ব স্ব-বৃত্তিসহ পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় এবং বুদ্ধি মিলিত হইয়া কর্ত্তৃরূপে বিজ্ঞানময়কোষ হয়। এই বিজ্ঞানময়কোষও পুরুষের সংসারের কারণ ॥ ১৮৬ ॥ মায়াধীন

* শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন হইলে পশ্চাৎ পরমাত্মা সাক্ষাৎকার হন, এই শ্রুতিবাক্য আছে।

† বশিষ্ঠদেব চরাচর বিশ্বসংসারকে মনোময় কহিয়াছেন; সুতরাং যে স্থলে মনঃ আছে, সে স্থলে আত্মা নাই; কিন্তু সেই মনঃ যখন স্ববৃত্তি পরিত্যাগপূর্ব্বক শুদ্ধসত্ব অবলম্বন করেন, তখন তিনিই ব্রহ্মরূপে পরিভাষিত হন।

অনুব্রজচ্চিৎপ্রতিবিম্বশক্তি-
র্বিজ্ঞানসংজ্ঞঃ প্রকৃতের্বিকারঃ।
জ্ঞানক্রিয়াবানহমিত্যজস্রং
দেহেন্দ্রিয়াদিষ্বভিমন্যতে ভৃশম্ ॥ ১৮৭ ॥
অনাদিকালোঽয়মহং স্বভাবো
জীবঃ সমস্তব্যবহারবোঢ়া।
করোতি কর্ম্মাণ্যনুপূর্ব্ববাসনঃ
পুণ্যান্যপুণ্যানি চ তৎফলানি ॥ ১৮৮ ॥
ভুঙ্‌ক্তে বিচিত্রাস্বপি যোনিষু ব্রজন্নায়াতি নির্যাত্যধ ঊর্দ্ধমেষঃ।
অস্যৈব বিজ্ঞানময়স্য জাগ্রৎস্বপ্নাদ্যবস্থাঃ সুখদুঃখভোগঃ ॥ ১৮৯ ॥
দেহাদিনিষ্ঠাশ্রমধর্ম্মকর্ম্মগুণাভিমানং সততং মমেতি।

চিৎপ্রতিবিম্বশক্তি * ও প্রকৃতির বিকার এবং আমি-জ্ঞানশক্তিবিশিষ্ট ও ক্রিয়াশক্তিবিশিষ্ট ইত্যাকার বোধের আস্পদস্বরূপ এই বিজ্ঞানময়কোষ নিয়ত দেহ-ইন্দ্রিয়াদিতে অত্যভিমান প্রকাশকরেন ॥ ১৮৭ ॥ অনাদি-কালাবচ্ছিন্ন যে অহং-ভাব, তাহাকেই জীব কহে; সেই জীব কর্ত্তব্যা-কর্ত্তব্য কার্য্যসমূহ বহনকরতঃ পূর্ব্ববাসনানুরূপ পুণ্যপাপকর্ম্মাদি করিয়া তাহার ফলসকল ভোগকরেন ॥ ১৮৮ ॥ এই জীব বিজ্ঞানময়কোষসম্বন্ধীয় জাগ্রৎস্বপ্নাদি-অবস্থাগত সুখদুঃখভোগী হইয়া বিবিধ যোনিতে ভ্রমণকরতঃ কখন স্বর্গে, কখন নরকে ও কখন সংসারে, এই গতিক্রমে পূর্ব্ববাসনার অনুগত হইয়া কর্ম্মানুরূপ পুণ্য ও পাপ-ফলসমূহ ভোগকরিয়া থাকেন ॥ ১৮৯ ॥ পরমাত্মার প্রকৃষ্টসামীপ্যবশতঃ অতিশয়প্রকাশশালী এই বিজ্ঞান-ময়কোষ নিরন্তর "মম" অর্থাৎ "আমার আমার" এই বোধে দেহাদিতে

* চিৎ মায়ার অধীন নহে, কিন্তু চিৎপ্রতিবিম্ব মায়াগতপ্রযুক্ত মায়াধীন; সুতরাং বিজ্ঞানময়কোষ চৈতন্যপ্রতিবিম্ব শক্তিবিশেষ জ্ঞাতব্য।

বিজ্ঞানকোষোঽয়মতিপ্রকাশঃ প্রকৃষ্টসান্নিধ্যবশাৎ পরাত্মনঃ।
অতোভবত্যেষ উপাধিরস্য যদাত্মধীঃ সংসরতি ভ্রমেণ ॥ ১৯০ ॥
যোঽয়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেষু হৃদি স্ফুরত্যয়ং জ্যোতিঃ।
কূটস্থঃ সন্নাত্মা কর্ত্তা ভোক্তা ভবত্যুপাধিস্থঃ ॥ ১৯১ ॥
স্বয়ং পরিচ্ছেদমুপেত্য বুদ্ধে স্তাদাত্ম্যদোষেণ পরং মৃষাত্মনঃ।
সর্ব্বাত্মকঃ সন্নপি বীক্ষতে স্বং স্বতঃ পৃথক্ত্বেন মৃদোঘটানিব ॥ ১৯২

উপাধিসম্বন্ধবশাৎ পরাত্মা
হ্যুপাধিধর্ম্মাননুভাতি তদ্গুণঃ।
অয়োবিকারানবিকারিবহ্নিবৎ
সদৈকরূপোঽপি পরঃ স্বভাবাৎ ॥ ১৯৩ ॥

শিষ্য উবাচ।

ভ্রমেণাপ্যন্যথা বাস্তু জীবভাবঃ পরাত্মনঃ।

বিশ্বাস এবং আশ্রম ধর্ম্ম কর্ম্ম গুণ এই সমস্তজন্য অভিমানাস্পদারূঢ় হইয়া আত্মবুদ্ধানুসারে ভ্রমেতে সংসারী হন; এই হেতু ইহাঁর "জীব" উপাধি হয় ॥ ১৯০ ॥ এই বিজ্ঞানময়কোষ হৃদয়মধ্যে প্রাণবায়ুতে স্ফুর্ত্তি পাইতেছে এবং আত্মা জ্যোতিঃস্বরূপ সর্ব্বভূতগত নির্ব্বিকার হইয়াও উপাধিবশতঃ এই কোষে কর্ত্তা-ভোক্তা-রূপে প্রকাশযুক্ত আছেন ॥১৯১॥ যেমন মৃত্তিকানির্ম্মিত ঘট মৃত্তিকাহইতে পৃথক্ত্বরূপ প্রদর্শন করে, তাহার ন্যায় আত্মা সর্ব্বস্বরূপ হইয়াও বুদ্ধির তাদাত্ম্যদোষে স্বয়ং ইয়ত্তাবিশিষ্ট হওতঃ অলীক দেহহইতে ভিন্ন নিজ স্বরূপকে আপনাহইতে পৃথক্ত্বরূপ দর্শনকরেন ॥ ১৯২ ॥ যেমন অবিকারী অগ্নি বিকারবিশিষ্ট লৌহকে লক্ষ্য-করিয়া শোভাপায়, তাহার ন্যায় উপাধিসম্বন্ধহেতু পরমাত্মা স্বভাবতঃ সর্ব্বদা একরূপ হইয়াও উপাধিগুণবিশিষ্টতাবশতঃ উপাধিধর্ম্মকে লক্ষ্য-করিয়া শোভাপান ॥ ১৯৩ ॥

শিষ্য কহিলেন,—ভ্রমবশতঃ, অথবা অন্য কোন কারণবশতঃ পর-

তদুপাধেরনাদিত্বান্নানাদের্নাশ ইষ্যতে ॥ ১৯৪ ॥
অতোঽস্য জীবভাবোঽপি নিত্যা ভবতি সংসৃতিঃ।
ন নিবর্ত্তেত তন্মোক্ষঃ কথং? মে শ্রীগুরো! বদ ॥ ১৯৫ ॥

শ্রীগুরুরুবাচ।

সম্যক্ পৃষ্টং ত্বয়া বিদ্বন্! সাবধানেন তচ্ছৃণু।
প্রামাণিকী ন ভবতি ভ্রান্ত্যা মোহিতকল্পনা ॥ ১৯৬ ॥
ভ্রান্তিং বিনা ত্বসঙ্গস্য নিষ্ক্রিয়স্য নিরাকৃতেঃ।
ন ঘটেতার্থসম্বন্ধো নভসো নীলতাদিবৎ ॥ ১৯৭ ॥
স্বস্য দ্রষ্টুর্নির্গুণস্যাক্রিয়স্য
প্রত্যগ্‌বোধানন্দরূপস্য বুদ্ধেঃ।
ভ্রান্ত্যা প্রাপ্তো জীবভাবো ন সত্যো
মোহাপায়ে নাস্ত্যবস্তু স্বভাবাৎ ॥ ১৯৮ ॥

মাত্মার জীবভাব ক্ষয় হউক, কিন্তু সেই জীব উপাধির অনাদিত্বহেতু অনাদির নাশ কি প্রকারে সম্ভব হয়? ॥ ১৯৪ ॥ হে গুরো! পরমাত্মার জীবভাবে নিত্য সংসারভাব হয়, অতএব জীবোপাধি যদি নিবৃত্ত না হইল, তবে মুক্তি কি প্রকারে হইবে? কহিতে আজ্ঞা হয় ॥ ১৯৫ ॥

গুরু কহিলেন,—হে বিদ্বন্! তুমি সুতর্কযুক্ত হইয়া সুন্দর প্রশ্ন করিয়াছ, তাহার উত্তর শ্রবণকর। ভ্রান্তিদ্বারা মোহকল্পনা কখন প্রমাণসিদ্ধ হইতে পারে না ॥ ১৯৬ ॥ যেরূপ নির্ম্মল আকাশে ভ্রান্তিবশতঃ নীলাদি বর্ণ লক্ষ্য হয়, সেইরূপ নিঃসঙ্গ নিষ্ক্রিয় ও নিরাকার পরমাত্মার সম্বন্ধে বিষয়সম্বন্ধ সংঘটন হওয়া এক ভ্রান্তিব্যতিরেকে কখন সম্ভবযোগ্য হয় না ॥ ১৯৭ ॥ নির্গুণ, নিষ্ক্রিয়, সর্ব্বভূতগত, সাক্ষী, জ্ঞানস্বরূপ ও আনন্দস্বরূপ আত্মার জীবভাব কেবল বুদ্ধির ভ্রান্তিবশতঃ কল্পিত হয়; বস্তুতস্তু তাহা সত্য নহে; কারণ মোহ নাশ হইলে, অবস্তু * স্বরূপ জীবভাবেরও

* বেদান্তসারে অজ্ঞানাদি জড়সমূহকে অবস্তু বলিয়াছেন।

যাবদ্‌ভ্রান্তিস্তাবদেবাস্য সত্তা
মিথ্যাজ্ঞানোজ্জৃম্ভিতস্য প্রমাদাৎ।
রজ্জ্বাং সর্পোভ্রান্তিকালীনএব
ভ্রান্তের্নাশে নৈব সর্পোঽপি তদ্বৎ॥ ১৯৯॥
অনাদিত্বমবিদ্যায়াঃ কার্য্যস্যাপি তথেষ্যতে।
উৎপন্নায়ান্তু বিদ্যায়ামাবিদ্যকমনাদ্যপি॥ ২০০॥
প্রবোধে স্বপ্নবৎ সর্ব্বং সহ মূলং বিনশ্যতি।
অনাদ্যপীদং নো নিত্যং প্রাগভাব ইব স্ফুটম্॥ ২০১॥
অনাদেরপি বিধ্বংসঃ প্রাগভাবস্য বীক্ষিতঃ।
যদ্বুদ্ধ্যুপাধিসম্বন্ধাৎ পরিকল্পিতমাত্মনি॥ ২০২॥
জীবত্বং ন ততোঽন্যস্তু স্বরূপেণ বিলক্ষণঃ।

নাশ হয়॥ ১৯৮॥ যেরূপ রজ্জুতে সর্পজ্ঞান ভ্রমবশতঃ হয়, কিন্তু ভ্রম নাশ পাইলে, সর্পজ্ঞানেরও নাশ পায়, সেইরূপ যেপর্য্যন্ত ভ্রম থাকে, সেপর্য্যন্ত ভ্রমবশতঃ মিথ্যাজ্ঞানদ্বারা প্রকাশিত যে জীবভাব, তাহা থাকে; কিন্তু ভ্রম নাশ পাইলে, জীবভাবেরও নাশ পায়॥ ১৯৯॥ যেরূপ স্বপ্নকালে দৃষ্ট বস্তুসকল জাগ্রৎকালে বিনাশকে পায়, সেইরূপ অবিদ্যা অনাদি এবং অবিদ্যার কার্য্যও অনাদি; কিন্তু বিদ্যা উৎপন্ন হইলে অবিদ্যা অনাদি হইলেও স্বকার্য্যের সহিত বিনাশকে পান। এই অবিদ্যা ও অবিদ্যা-কার্য্যসকল অনাদি হইলেও আমাদিগের সম্বন্ধে প্রাগভাবের ন্যায়, অর্থাৎ বিনাশভাবত্ববৎ ব্যক্ত হইতেছে॥ ২০০॥ ২০১॥ অনাদি হইলেও প্রাগ-ভাবের * ধ্বংস দৃষ্ট হয়, কিন্তু অনাদি অনন্ত যে আত্মা তাঁহার কেবল বুদ্ধির সহিত উপাধিসম্বন্ধপ্রযুক্ত জীবত্ব কল্পিত হয়। এতদ্ভিন্ন অপর কারণ কিছুই নাই, আত্মা স্বভাবতঃ সর্ব্বপদার্থ হইতে বিশেষলক্ষণাক্রান্ত;

* প্রাগভাব অনাদি, কিন্তু অনন্ত নহে। ইহা সান্ত, অর্থাৎ আদিহীন ও অন্তবিশিষ্ট।

সম্বন্ধঃ স্বাত্মনো বুদ্ধ্যা মিথ্যাজ্ঞানপুরঃসরঃ ॥ ২০৩ ॥
বিনিবৃত্তির্ভবেত্তস্য সম্যগ্ জ্ঞানেন নান্যথা।
ব্রহ্মাত্মৈকত্ববিজ্ঞানং সম্যগ্ জ্ঞানং শ্রুতের্ম্মতম্ ॥ ২০৪ ॥
তদাত্মানাত্মনোঃ সম্যগ্বিবেকেনৈব সিধ্যতি।
ততোবিবেকঃ কর্ত্তব্যঃ প্রত্যগাত্মসদাত্মনোঃ ॥ ২০৫ ॥
জলং পঙ্কবদত্যন্তং পঙ্কাপায়ে জলং স্ফুটম্।
যথা ভাতি তথাত্মাপি দোষাভাবে স্ফুটপ্রভঃ ॥ ২০৬ ॥
অসন্নিবৃত্তৌ তু সদাত্মনা স্ফুটং
প্রতীতিরেতস্য ভবেৎ প্রতীচঃ।
ততো নিরাসঃ করণীয় এব
সদাত্মনঃ সাধ্বহমাদিবস্তুনঃ ॥ ২০৭ ॥
অতো নায়ং পরাত্মা স্যাদ্বিজ্ঞানময়শব্দভাক্।

অতএব আত্মার বুদ্ধি সহ যে সম্বন্ধ তাহা শুদ্ধ মিথ্যাজ্ঞানজন্য উপস্থিত হয় ॥ ২০২ ॥ ২০৩ ॥ সম্যগ্জ্ঞানদ্বারা মিথ্যাজ্ঞান নিবৃত্তি হয়; ইহার অন্যথা নাই। অতএব পরমাত্মা ও জীবাত্মার যে একত্ব জ্ঞান তাহাকেই সম্যগ্ জ্ঞান কহে, ইহা বেদে বিধিবৎ ব্যক্ত আছে ॥ ২০৪ ॥ সেই সম্যগ জ্ঞান বুদ্ধিকর্ত্তৃক পরমাত্মা ও জীবাত্মার অনন্য বিচারদ্বারাই সিদ্ধ হয়, এ হেতু জীবাত্মা ও পরমাত্মার সুবিচার কর্ত্তব্য ॥২০৫॥ যেরূপ জল ও পঙ্ক পৃথক পদার্থ হইলেও একত্রিত থাকা প্রযুক্ত পঙ্কই প্রকাশ পায়, পরে পঙ্কবিশ্লেষ হইলে সেই স্থলেই পুনশ্চ যেমন জলের প্রকাশ হয়, তাহার ন্যায় আত্মাও অনাত্মসংসর্গদোষের অভাবে শুদ্ধ সচ্চিদ্ভাবে প্রকাশ পান। সদ্বুদ্ধিদ্বারা মিথ্যা জ্ঞান তিরোহিত হইলে সর্ব্বভূতগত পরমাত্মজ্ঞান প্রকাশ পায়, অতএব আত্মসম্বন্ধে অহং ইত্যাকার যে অবস্তুগত জ্ঞান তাহা সর্ব্বদা সুন্দররূপে পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য ॥ ২০৬॥ ॥ ২০৭ ॥ পরম পুরুষ পরমাত্মা বিজ্ঞানময়কোষ শব্দে কথিত হন না,

বিকারিত্বাজ্জড়ত্বাচ্চ পরিচ্ছিন্নত্বহেতুতঃ।
দৃশ্যত্বাদ্ ব্যভিচারিত্বা-ন্নানিত্যোনিত্য ইষ্যতে ॥ ২০৮ ॥
আনন্দপ্রতিবিম্বচুম্বিততনু র্বৃত্তিস্তমোজৃম্ভিতা
স্যাদানন্দময়ঃ প্রিয়াদিগুণকঃ স্বেষ্টার্থলাভোদয়ঃ।
পুণ্যস্যানুভবে বিভাতি কৃতিনামানন্দরূপঃ স্বয়ং
ভূত্বানন্দতি যত্র সাধুতনুভৃন্মাত্রঃ প্রযত্নং বিনা ॥ ২০৯ ॥
আনন্দময়কোষস্য সুষুপ্তৌ স্ফূর্ত্তিরুৎকটা।
স্বপ্নজাগরয়োরীষদিষ্টসন্দর্শনাদিনা ॥ ২১০ ॥
নৈবায়মানন্দময়ঃ পরাত্মা
সোপাধিকত্বাৎ প্রকৃতের্ব্বিকারাৎ।
কার্য্যত্বহেতোঃ সুকৃতক্রিয়ায়া
বিকারসঙ্ঘাতসমাহিতত্বাৎ ॥ ২১১ ॥

কারণ বিজ্ঞানময়কোষে বিকারিত্ব জড়ত্ব পরিচ্ছিন্নত্ব দৃশ্যত্ব ব্যভিচারিত্ব প্রভৃতি প্রচুর দোষসকল দৃশ্য হয়, অতএব অতি অনিত্য এই বিজ্ঞানময়-কোষকে পণ্ডিতেরা নিত্য বস্তু বলিয়া স্বীকার করেন না ॥ ২০৮ ॥ আনন্দপ্রতিবিম্বযুক্ত তমোবৃত্তিদ্বারা ব্যক্ত প্রিয় অপ্রিয় গুণবিশিষ্ট ও স্বীয় ইষ্টার্থ লাভদ্বারা উদয়প্রাপ্ত যে শরীর, সেই শরীরে পুণ্যবান্-দিগের পুণ্যানুভব হইলে স্বয়ং আনন্দরূপে প্রকাশ পান এবং যাহাতে শরীরিমাত্রেই বিনা যত্নে উত্তমরূপ আনন্দ অনুভব করেন, তাহাকেই আনন্দময়কোষ-রূপে কহা যায় ॥ ২০৯ ॥ এই যে আনন্দময় কোষ ইনি সুষুপ্তিকালে আত্যন্তিক স্ফূর্ত্তি পান, স্বপ্ন ও জাগ্রৎ কালে অভিলষিত সন্দর্শনজন্য ইহাঁর যে প্রকাশ সে ঈষন্মাত্র ॥ ২১০ ॥ উপাধিবিশিষ্টত্ব প্রকৃতির বিকারত্ব কার্য্যত্ব এবং পুণ্যক্রিয়াসম্বন্ধীয় বিকারসমূহের একত্রী-ভূতত্বহেতু এই আনন্দময়কোষ পরমাত্মা হইতে পারে না ॥ ২১১ ॥ এই

পঞ্চানামপি কোষাণাং নিষেধে যুক্তিতঃ শ্রুতেঃ।
তন্নিষেধাবধিঃ সাক্ষী বোধরূপোঽবশিষ্যতে ॥ ২১২ ॥
যোঽয়মাত্মা স্বয়ংজ্যোতিঃ পঞ্চকোষবিলক্ষণঃ।
অবস্থাত্রয়সাক্ষী সন্ নির্ব্বিকারো নিরঞ্জনঃ।
সদানন্দঃ স বিজ্ঞেয়ঃ স্বাত্মত্বেন বিপশ্চিতা ॥ ২১৩ ॥

শিষ্য উবাচ।

মিথ্যাত্বেন নিষিদ্ধেষু কোষেষ্বেতেষু পঞ্চসু।
সর্ব্বাভাবং বিনা কিঞ্চিন্ন পশ্যাম্যত্র হে গুরো।।
বিজ্ঞেযং কিমু বস্ত্বস্তি স্বাত্মনাত্মবিপশ্চিতা ॥ ২১৪ ॥

শ্রীগুরুরুবাচ।

সত্যমুক্তং ত্বয়া বিদ্বন্। নিপুণোঽসি বিচারণে।

পঞ্চ কোষ বেদপ্রমাণদ্বারা পরমাত্মা হইতে প্রতিষেধ হইলে পর, সেই প্রতিষেধের শেষসীমাস্বরূপ সাক্ষিস্বরূপ জ্ঞানস্বরূপ যিনি অবশিষ্ট থাকেন তিনিই আত্মা ॥ ২১২ ॥ আত্মা স্বয়ং জ্যোতিঃস্বরূপ পঞ্চ কোষ হইতে বিশেষলক্ষণবিশিষ্ট অবস্থাত্রয়ের সাক্ষী নিত্য নির্ব্বিকার নিরঞ্জন সদানন্দ এমন যে পরমাত্মা তিনি পণ্ডিতকর্ত্তৃক আপনার আত্মারূপে জ্ঞানগম্য হন ॥ ২১৩ ॥

শিষ্য কহিলেন, হে গুরো। মিথ্যাত্বহেতু প্রতিষেধিত এই পঞ্চ কোষ-মধ্যে সর্ব্বাভাবব্যতিরেকে অপর কিছুই দেখি না, অতএব হে প্রভো! আত্মা ও অনাত্মা এই উভয়ের বিচারেচ্ছু বিবেকিব্যক্তিসম্বন্ধে কি বস্তু রহিল? যাহা তিনি জানিবেন ॥ ২১৪ ॥

শ্রীগুরু কহিলেন, হে বিদ্বন্। তুমি আত্মানাত্মবিচারে যোগ্যপাত্র, যাহা বলিতেছ সত্য, কিন্তু সেই অহঙ্কৃতিপ্রভৃতি প্রকৃতির বিকার-

অহমাদিবিকারাস্তে তদভাবোঽয়মপ্যনু ॥ ২১৫ ॥
সর্ব্বে যেনানুভূয়ন্তে যঃ স্বয়ং নানুভূয়তে।
তমাত্মানং বেদিতারং বিদ্ধি বুদ্ধ্যা সুসূক্ষ্ময়া ॥ ২১৬ ॥
তৎসাক্ষিকং ভবেত্তত্তদ্‌যদ্‌যদ্‌যেনানুভূয়তে।
কস্যাপ্যননুভূতার্থে সাক্ষিত্বং নোপযুজ্যতে ॥ ২১৭ ॥
অসৌ স্বসাক্ষিকো ভাবো যতঃ স্বেনানুভূয়তে।
অতঃপরং স্বয়ং সাক্ষাৎ প্রত্যগাত্মা ন চেতরঃ ॥ ২১৮ ॥
জাগ্রৎস্বপ্নসুষুপ্তিষু স্ফুটতরং যোঽসৌ সমুজ্জৃম্ভতে
প্রত্যগ্রূপতয়া সদাহমহমিত্যন্তঃ স্ফুরন্নেকধা।

ভাবের অভাববান্ আত্মা হন অর্থাৎ অবিদ্যা ও অবিদ্যাকার্য্যসকল শূন্য * না হইলে পরমাত্মা প্রকাশ পান না ॥ ২১৫ ॥ যাঁহা-কর্ত্তৃক সকল পদার্থ অনুভূত হয়, কিন্তু যিনি কোন জনকর্ত্তৃক অনুভূত হন না, তাঁহাকে অতিসূক্ষ্ম বুদ্ধিদ্বারা অখিলবিজ্ঞাতা আত্মা বলিয়া অবগত হও ॥ ২১৬ ॥ যে যে বস্তু যে যে জনকর্ত্তৃক অনুভূত হয় সেই সেই ব্যক্তি তত্তৎ বস্তুর সাক্ষিস্বরূপ হয়, কিন্তু অবিজ্ঞাত অর্থে কোন জন-সম্বন্ধে সাক্ষিত্বসম্ভব যুক্তিযুক্ত হয় না † ॥ ২১৭ ॥ অতএব এই যে আত্মাব সাক্ষি-স্বরূপ ভাব এ ভাব সেই আত্মভাবদ্বারাই অনুভব হয়, যেহেতু পরম প্রধান যে পরমাত্মা তিনি সাক্ষাৎ স্বয়ং মাত্র আছেন, অপর দ্বিতীয় বস্তু নাই ॥ ২১৮ ॥ যে পরমাত্মা নানাপ্রকারে প্রতিভূতগত আত্মাস্বরূপে সর্ব্বদা "আমি আমি" ইত্যাকাররূপে অন্তঃকরণে স্ফূর্ত্তি পাইয়া, জাগ্রৎ-

* উত্তরগীতাতে ভগবান্ কহিয়াছেন, সর্ব্বশূন্যই আত্মা এবং সর্ব্বশূন্যই সমাধি।

† আত্মা সকলের সাক্ষী, কিন্তু আত্মার সাক্ষী কেহ নাই; কারণ তিনি সকল জানেন, কিন্তু তাঁহাকে কেহ জানে না। ইহা ভগবদ্গীতাব সপ্তমাধ্যায়ে ষড়্‌বিংশ শ্লোকে ব্যক্ত আছে; যথা,—আমি অতীত অনাগত বর্ত্তমানাদি সমস্ত ভূত অবগত আছি, কিন্তু আমাকে কেহ অবগত নহে।

নানাকারবিকারভাগিন ইমান্ পশ্যন্নহং ধীমুখান্
নিত্যানন্দচিদাত্মনা স্ফুরতি তং বিদ্ধি স্বমেতং হৃদি ॥২১৯॥

ঘটোদকে বিম্বিতমর্কবিম্ব-
মালোক্য মূঢ়ো রবিমেব মন্যতে।
তথা চিদাভাসমুপাধিসংস্থং
ভ্রান্ত্যাঽহমিত্যেব জড়োঽভিমন্যতে ॥ ২২০ ॥

ঘটং জলং তদ্গতমর্কবিম্বং
বিহায সর্ব্বং বিনিরীক্ষ্যতেঽর্কঃ।
তটস্থএতত্ত্রিতয়াবভাসকঃ
স্বয়ংপ্রকাশো বিদুষা যথা তথা ॥ ২২১ ॥

দেহং ধিয়ং চিৎপ্রতিবিম্বমেবং বিসৃজ্য বুদ্ধৌ নিহিতং গুহায়াম্।
দ্রষ্টারমাত্মানমখণ্ডবোধং সর্ব্বপ্রকাশং সদসদ্বিলক্ষণম্ ॥২২২॥

স্বপ্নসুষুপ্ত্যাদিকালে অতিমাত্র স্পষ্টরূপে প্রকাশ পান এবং যিনি নানা-বিধবিকারভাগী অহংবুদ্ধিপ্রভৃতি পদার্থচয়কে দর্শনকরতঃ নিত্যানন্দ চিৎ-স্বরূপ আপনার দ্বারা দীপ্তি পান, তিনিই আত্মা, তাঁহাকে আপনার স্বরূপ রূপ জানিয়া হৃদয়ে দর্শন কর ॥ ২১৯ ॥ যদ্রূপ মূঢ়ব্যক্তি ঘটস্থ জলে সূর্য্যের প্রতিবিম্ব দর্শন করিয়া তাহাকে সূর্য্য বলিয়া বোধকরে, তদ্রূপ জড়বুদ্ধি জন উপাধিগত চিদাভাসে ভ্রান্তিবশতঃ অহং এতদ্রূপ অভিমান বোধকরে ॥ ২২০ ॥ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি যেমন ঘট, জল এবং তদ্গত প্রতিবিম্ব পরিত্যাগ-পূর্ব্বক প্রকৃত প্রভাকরকে দর্শন করে, সেইরূপ পণ্ডিতব্যক্তি অভ্যন্তরস্থ ত্রিতয়ের আভাসক অর্থাৎ দেহ ইন্দ্রিয় এবং মায়া এই তিনের প্রকাশক স্ব-প্রকাশস্বরূপ স্ব-আত্মাকে সন্দর্শন করেন ॥ ২২১ ॥ এইরূপে দেহ, বুদ্ধি এবং চিৎপ্রতিবিম্বকে পরিত্যাগ-পূর্ব্বক বুদ্ধিরূপ গুহাতে অবস্থিত সাক্ষিস্বরূপ অখণ্ডবোধস্বরূপ সর্ব্বপ্রকাশস্বরূপ সদসদ্বিলক্ষণ নিত্য প্রভু

নিত্যং বিভুং সর্ব্বগতং সুসূক্ষ্ম
মন্তর্ব্বহিঃশূন্যমনন্যমাত্মনঃ।
বিজ্ঞায় সম্যঙ্ নিজরূপমেতৎ
পুমান্ বিপাপ্মা বিরজাবিমৃত্যুঃ ॥ ২২৩ ॥
বিশোক আনন্দঘনো বিপশ্চিৎ স্বয়ং কুতশ্চিন্ন বিভেতি কশ্চিৎ।
নান্যোঽস্তি পন্থা ভববন্ধমুক্তের্ব্বিনা স্বতত্ত্বাবগমং মুমুক্ষোঃ ॥২২৪॥
ব্রহ্মাভিন্নত্ববিজ্ঞানং ভবমোক্ষস্য কারণম্।
যেনাদ্বিতীয়মানন্দং ব্রহ্ম সম্পদ্যতে বুধৈঃ ॥ ২২৫ ॥
ব্রহ্মভূতস্তু সংসৃত্যৈ বিদ্বান্নাবর্ত্ততে পুনঃ।
বিজ্ঞাতব্যমতঃ সম্যগ্ ব্রহ্মাভিন্নত্বমাত্মনঃ ॥ ২২৬ ॥
সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম বিশুদ্ধং পরং স্বতঃসিদ্ধম্।
নিত্যানন্দৈকরসং প্রত্যগভিন্নং নিরন্তরং জয়তি ॥ ২২৭ ॥

সর্ব্বগত অতিসূক্ষ্ম অন্তর্ব্বহিঃশূন্য ও আপনা হইতে অভিন্ন আত্মাকে নিজস্বরূপে সম্যক্ সবিজ্ঞাত হইয়া, পুরুষ পাপরহিত রজোরহিত মৃত্যুরহিত হন ॥ ২২২ ॥ ২২৩ ॥ শোকরহিত নিবিড় আনন্দস্বরূপ সর্ব্বজ্ঞ স্বয়ং যে পরমাত্মা তিনি কোন স্থান হইতে কিঞ্চিন্মাত্র ভীত হন না, অতএব মুমুক্ষু ব্যক্তির সেই পরমাত্মরূপ আত্মতত্ত্বজ্ঞানব্যতিরেকে ভববন্ধনবিমোচনের অন্য উপায় নাই ॥ ২২৪ ॥ ব্রহ্মের সহিত আপনার অভিন্নতা জ্ঞানই ভবমুক্তির কারণ, যে জ্ঞানদ্বারা পণ্ডিতেরা অদ্বিতীয় আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মকে লাভকরেন ॥ ২২৫ ॥ ব্রহ্মস্বরূপ বিদ্বান্ ব্যক্তি সংসারের নিমিত্ত পুনর্ব্বার আগমন করেন না, অর্থাৎ তাঁহার আর পুনর্জ্জন্ম হয় না, অতএব আপনা হইতে ব্রহ্মের অভিন্নতা মম্যগ্রূপে বিজ্ঞাত হওয়া অতীব কর্ত্তব্য ॥ ২২৬ ॥ সত্যস্বরূপ জ্ঞানস্বরূপ আনন্দস্বরূপ বিশুদ্ধস্বরূপ স্বতঃসিদ্ধ নিত্য আনন্দ একরসস্বরূপ প্রত্যগভিন্ন অর্থাৎ প্রতিভূতগত আত্মা হইতে অভিন্নরূপ যে পরব্রহ্ম তিনি নিরন্তর উৎকৃষ্টরূপে বর্ত্তমান আছেন ॥ ২২৭ ॥

সদিদং পরমাদ্বৈতং স্বস্মাদন্যস্য বস্তুনোঽভাবাৎ।
ন হ্যন্যদস্তি কিঞ্চিৎ সম্যক্ পরমার্থতত্ত্ববোধদশায়াম্ ॥ ২২৮ ॥
যদিদং সকলং বিশ্বং নানারূপং প্রতীতমজ্ঞানাৎ।
তৎ সর্ব্বং ব্রহ্মৈব প্রত্যস্তাশেষভাবনাদোষম্ ॥ ২২৯ ॥
মৃৎকার্য্যভূতোঽপি মৃদো ন ভিন্নঃ
কুম্ভোঽস্তি সর্ব্বত্র তু মৃৎস্বরূপাৎ।
ন কুম্ভরূপং পৃথগস্তি কুম্ভঃ
কুতো মৃষাকল্পিতনামমাত্রঃ ॥ ২৩০ ॥
কেনাপি মৃদ্ভিন্নতয়া স্বরূপং ঘটস্য সন্দর্শয়িতুং ন শক্যতে।
অতো ঘটঃ কল্পিতএব মোহান্মৃদেব সত্যং পরমার্থভূতা ॥২৩১॥

আত্মা ভিন্ন অপর বস্তুর অভাবহেতু এই পরমাত্মা সৎস্বরূপ এবং পরম অদ্বৈতস্বরূপ, উৎকৃষ্ট পরমার্থতত্ত্বের জ্ঞানদশাতে কেবল একমাত্র ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য কিছুই থাকে না ।। ২২৮ ।। এই সমুদায় চরাচর বিশ্বসংসার যাহা অজ্ঞানহেতু নানারূপে প্রতীয়মান হয় তাহা সমস্ত অশেষ ভাবনা-রূপ দোষের বিনাশক এক ব্রহ্মমাত্র ।। ২২৯ ।। মৃত্তিকার কার্য্যরূপে পরি-ণত পদার্থসকল মৃত্তিকাহইতে ভিন্ন হয় না, সর্ব্বএই মৃৎস্বরূপ-পদার্থ হইতে কুম্ভ উদ্ভব হয়, কিন্তু কুম্ভের রূপ পৃথক্ নাই *, কুম্ভনাম মিথ্যা কল্পিত-মাত্র ।। ২৩০ ।। মৃত্তিকা হইতে বিভিন্ন বস্তুরূপ যে ঘটের স্বরূপ, এরূপ কোন ব্যক্তি দর্শাইতে সক্ষম হয় না, অতএব “ঘট” এই যে অভিধান এ শুদ্ধ মোহপ্রযুক্ত কল্পিত হয়, বস্তুতঃ মৃত্তিকাই সত্য ।। ২৩১ ।। সৎ ব্রহ্মের

* মৃত্তিকা ভিন্ন কুম্ভনামে কোন পৃথক্ পদার্থ নাই, সে মৃত্তিকাই, কেবল একটি উপাধিমাত্র ; ইহা যোগবাশিষ্ঠেও কহিয়াছেন। আত্মা হইতে উদ্ভব বিশ্ব আত্মাতেই লয় পায়, যে রূপ মৃত্তিকাতে কুম্ভ, জলে বীচি ও কনকে কুণ্ডল।

সদ্ব্রহ্মকার্য্যং সকলং সদেব
তন্মাত্রমেতন্ন ততোঽন্যদস্তি।
অস্তীতি যো বক্তি ন তস্য মোহো
বিনির্গতো নিদ্রিতবৎ প্রজল্পঃ॥ ২৩২॥

ব্রহ্মৈবেদং বিশ্বমিত্যেব বাণী শ্রৌতী ব্রূতেঽথর্ব্বনিষ্ঠা বরিষ্ঠা।
তস্মাদেতদ্ব্রহ্মমাত্রং হি বিশ্বং নাধিষ্ঠানাদ্ভিন্নতারোপিতাস্য॥২৩৩॥

সত্যং যদি স্যাজ্জগদেতদাত্মনোঽনন্তত্বহানি র্নিগমা প্রমাণতা।
অসত্যবাদিত্বমপীশিতুঃ স্যান্নৈতত্ত্রয়ং সাধুহিতং মহাত্মনাম্॥২৩৪॥

ঈশ্বরো বস্তুতত্ত্বজ্ঞো ন চাহং তেষ্ববস্থিতঃ।
ন চ মৎস্থানি ভূতানীত্যেবমেব ব্যচিক্লৃপৎ॥ ২৩৫॥

যে কার্য্যসকল সে সকলও সৎ-স্বরূপ, এই চরাচর সমস্ত ব্রহ্মমাত্র, ব্রহ্ম ভিন্ন কিছুই নাই, ব্রহ্ম ভিন্ন বস্তু আছে, যে ব্যক্তি বলে তাহার মোহ অপনীত হয় নাই এবং সে ব্যক্তির বাক্য সকল নিদ্রিত ব্যক্তির প্রলপনের ন্যায়॥ ২৩২॥ এই বিশ্বসংসার এ সমস্ত ব্রহ্মই, ইহা অথর্ব্ববেদোক্ত প্রধান শ্রুতিবাক্য সকল স্বয়ং ব্যক্ত করিতেছেন, অতএব সেই কারণ এই সচরাচর বিশ্বসংসারকে ব্রহ্মমাত্র বলা যায় এবং বিশ্বাধার ব্রহ্ম হইতে আধেয় বিশ্বের বিভিন্নতা পরিকল্পিত হয় না॥ ২৩৩॥ এই জগৎ যদি সত্য হয় তাহা হইলে আত্মার অনন্তত্বের হানি, বেদপ্রমাণের বিরোধ এবং ঈশ্বরের অসত্যবাদিতা ঘটে, অতএব এতৎত্রয় মহাত্মাদিগের সম্মত নহে*॥২৩৪॥ সর্ব্ববস্তুর তত্ত্ববেত্তা ঈশ্বর এইরূপ কহিয়াছেন যে, আমি বস্তুরূপ ভূতসকলে অবস্থিতি করি না এবং ভূতরূপ বস্তুসকলও আমাতে অবস্থিতি করে

* ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা, ব্রহ্ম অনন্ত জগৎ সান্ত, সুতরাং উভয় তুল্য হইতে পারে না। অপিচ ব্রহ্মা সৃষ্টিকর্ত্তা, বিষ্ণু পালনকর্ত্তা, মহেশ সংহারকর্ত্তা ইত্যাদি বাক্যসকল অলীক এবং শ্রুতির অসঙ্গত হয়।

যদি সত্যং ভবেদ্বিশ্বং সুষুপ্তাবুপলভ্যতাম্।
*যন্নোপলভ্যতে কিঞ্চিদতোঽসৎ স্বপ্নবন্মৃষা ॥ ২৩৬ ॥

অতঃ পৃথঙ্‌ নাস্তি জগৎ পরাত্মনঃ
পৃথকপ্রতীতিস্তু মৃষা গুণাহিবৎ।
আরোপিতস্যাস্তি কিমর্থবত্তা-
ধিষ্ঠানমাভাতি তথা ভ্রমেণ ॥ ২৩৭ ॥

ভ্রান্তস্য যদ্যদ্ ভ্রমতঃ প্রতীতং
ব্রহ্মৈব তত্তদ্রজতং হি শুক্তিঃ।
ইদন্তয়া ব্রহ্ম সদৈব রূপ্যতে
ত্বারোপিতং ব্রহ্মণি নামমাত্রম্ ॥ ২৩৮ ॥

না * ॥ ২৩৫ ॥ যদি বিশ্ব সত্য হয় তাহাহইলে সুষুপ্তিকালে তাহা উপলব্ধি হউক, অতএব যখন সুষুপ্ত্যবস্থায় কোন পদার্থের উপলব্ধি হয় না, তখন বিশ্ব সত্য কি প্রকারে হইতে পারে, এ কারণ কেবল জাগ্রৎ দশাতে দৃশ্যমান যে বিশ্ব সে স্বপ্নবৎ মিথ্যা ইহা প্রমাণসিদ্ধ হইল॥ ২৩৬ ॥ এই জগৎ পরমাত্মা হইতে পৃথক্ নহে, শুদ্ধ ভ্রমবশতঃ সত্যরূপ আত্মা হইতে মিথ্যা রূপ জগতের পৃথক্ জ্ঞান উপস্থিত হয়, যেরূপ সত্যরূপ রজ্জু হইতে মিথ্যারূপ সর্প-জ্ঞান উপস্থিত হয় তাহার ন্যায়; অতএব অনিত্য জগতের আলোচনা অনর্থক, ইহাতে কেবল এক বিশ্বাধার ব্রহ্মমাত্র দীপ্তি পাইতেছেন॥ ২৩৭ ॥ ভ্রমযুক্ত ব্যক্তির ভ্রমাধীন যে যে বস্তু প্রতীত হয়, তত্তৎ বস্তু ব্রহ্মই, যথা শুক্তিকা এবং রজত অর্থাৎ ভ্রমদ্বারা যেরূপ শুক্তিকাতে রজত আরোপিত হয়, সেইরূপ ব্রহ্মেতে সর্ব্বদা জগৎ আরোপিত হয়, অতএব ব্রহ্মেতে এই বিশ্বনাম কল্পিত মাত্র॥ ২৩৮ ॥ অতএব সৎস্বরূপ অদ্বিতীয় বিশুদ্ধ বিজ্ঞান-

* ভগবদ্গীতার নবমাধ্যায়ে চতুর্থ ও পঞ্চম শ্লোকে ভগবান্ কহিয়াছেন, আমি অব্যক্তরূপে সর্ব্বত্র থাকায় আমাতে সমস্ত ভূত থাকিলেও আমি সমস্ত ভূতে স্থিত নহি এবং সমস্ত ভূতও আমাতে স্থিত নহে; কারণ আমি আকাশবৎ সঙ্গরহিত অসঙ্গস্বরূপ।

অতঃপরং ব্রহ্ম সদদ্বিতীয়ং বিশুদ্ধবিজ্ঞানঘনং (১) নিরঞ্জনম্।
প্রশান্তমাদ্যন্তবিহীনমক্রিয়ং নিরন্তরানন্দরসস্বরূপম্॥ ২৩৯॥

নিরস্তমায়াকৃতসর্ব্বভেদং
নিত্যং ধ্রুবং নিষ্কলমপ্রমেয়ম্।
অরূপমব্যক্তমনাখ্যমব্যয়ং
জ্যোতিঃ স্বয়ং কিঞ্চিদিদঞ্চকাস্তি॥ ২৪০॥

জ্ঞাতৃজ্ঞেয়জ্ঞানশূন্যমনন্তং নির্ব্বিকল্পকম্।
কেবলাখণ্ডচিন্মাত্রং পরং তত্ত্বং বিদুর্ব্বুধাঃ॥ ২৪১॥

অহেয়মনুপাদেয়ং মনোবাচামগোচরম্।
অপ্রমেয়মনাদ্যন্তং ব্রহ্ম পূর্ণমহং মহঃ॥ ২৪২॥

তত্ত্বম্পদাভ্যামভিধীয়মানয়ো-
র্ব্রহ্মাত্মনোঃ শোধিতয়োর্যদিত্থম্।

ঘন নিবঞ্জন প্রশান্ত আদ্যন্তহীন অক্রিয নিবন্তব আনন্দবসস্বরূপ এক পবব্রহ্ম মাত্র আছেন॥ ২৩৯॥ মাযাকৃত সমস্ত ভেদজ্ঞানেব বিনাশকারী নিত্য নিশ্চিত পবিচ্ছেদশূন্য অরূপ অব্যক্ত নামবহিত অব্যয জ্যোতিঃ-স্বরূপ আত্মা স্বয়ং অর্থাৎ আপনা হইতে আপনি মাত্র প্রকাশ পাইতেছেন॥ ২৪০॥ জ্ঞাতা জ্ঞেয় জ্ঞান, অর্থাৎ যে ব্যক্তি জানে সেই জ্ঞাতা, যাহাকে জানে সেই জ্ঞেয় এবং যাহাদ্বারা জানা যায় সেই জ্ঞান, এতৎ ত্রিতয়-শূন্য অনন্ত নির্বিকল্পক অদ্বিতীয় অখণ্ড চিন্মাত্র পদার্থকে পণ্ডিতেরা পরম তত্ত্ব বলিয়া অবগত হন॥ ২৪১॥ অত্যাজ্য অতীন্দ্রিয় বাক্যমনের অগোচর অপরিমেয় অনাদি অনন্ত তেজঃস্বরূপ যে পূর্ণ ব্রহ্ম তাহা আমি॥ ২৪২॥ তৎ ও ত্বং এতৎ পদদ্বয়দ্বারা কথ্যমান এই রূপ পরিশোধিত *

(১) "বিশুদ্ধবিজ্ঞানময়ং"—ইতি দ্বিপাঠঃ।

* অধ্যারোপ, অপবাদ ন্যায়াদিদ্বারা তৎ ও ত্বং পদ শোধিত হয়, অবস্তুতে যে বস্তুজ্ঞান যথা অসর্প-রজ্জুতে সর্পজ্ঞান, সেইরূপ ব্রহ্মে জগৎ জ্ঞান, ইহাকে অধ্যারোপ কহে এবং

শ্রুত্যা তয়োস্তত্ত্বমসীতি সম্যক্
একত্বমেব প্রতিপাদ্যতে মুহুঃ ॥ ২৪৩ ॥
ঐক্যং তযোর্লক্ষিতযোর্ন বাচ্যয়ো-
র্নিগদ্যতেঽন্যোঽন্যবিরুদ্ধধর্ম্মিণোঃ।
খদ্যোতভান্বোরিব রাজভৃত্যয়োঃ
কূপাম্বুরাশ্যোঃ পরমাণুমের্ব্বোঃ ॥ ২৪৪ ॥
তযোর্ব্বিরোধোঽয়মুপাধিকল্পিতো-
ন বাস্তবঃ কশ্চিদুপাধিরেষঃ।

যে পবমাত্মা ও জীবাত্মা তদুভযেব সম্যক্ প্রকাবে একত্ব তত্ত্বমসি * এই শ্রুতিবাক্যদ্বাবা পুনঃ পুনঃ প্রতিপাদিত হয় ॥ ২৪৩ ॥ লক্ষণা † শক্তিদ্বাবা লক্ষিত ও তত্ত্বং পদেব বাচ্য এবং পবস্পব বিরুদ্ধধর্ম্মবিশিষ্ট যে পবমাত্মা ও জীবাত্মা এতদুভয়েব একত্ব সম্ভাবিত হয না, যেরূপ খদ্যোতসহ সূর্য্যেব, ভূপতিসহ ভৃত্যেব, কূপসহ সমুদ্রেব এবং পরমাণুসহ সুমেরুর ঐক্য সঙ্গত হয না সেইরূপ ॥ ২৪৪ ॥ হে বৎস! শ্রবণ কব, পবমাত্মা ও জীবাত্মা এই যে বিবোধ তাহা শুদ্ধ উপাধিদ্বাবা কল্পিতমাত্র, বাস্তবিক

রজ্জুতে যে সর্পভ্রম হয় সে ভ্রম নাশ হইলে যেরূপ সে সর্পজ্ঞানেরও নাশ হয়, শুদ্ধ রজ্জুমাত্র প্রকাশ পায়, সেইরূপ অজ্ঞানজন্য অবস্তুরূপ জগৎ ভ্রম নাশ হইলে শুদ্ধ ব্রহ্মমাত্র প্রকাশ পান। অপিচ অদ্বৈত চৈতন্যভাব পূর্ব্বাপবই আছে। তথাচ কণ্ঠচামীকবন্যায়দ্বাবা অর্থাৎ যেরূপ কোন ব্যক্তিব গলদেশে স্বর্ণহাব আছে, তথাপি ভ্রমবশতঃ সে যেমন তাহার অনুসন্ধান করে, পশ্চাৎ কোন সজ্জনকর্ত্তৃক কথিত হইলে সুস্থিব হয়, সেইরূপ তত্ত্বং পদ শোধিত হইলে এক চৈতন্যমাত্র রূপ লক্ষিত হয। ইহাকেই অপবাদ ন্যায়াদি কহে। বেদান্তসারে ইহাব বিস্তাব আছে।

* তত্ত্বমসি অর্থাৎ তৎ পদে পরমাত্মা ত্বং পদে জীবাত্মা এবং অসি এই পদ উভয় পদেব ঐক্যবোধক। ইহা রামগীতাতে ব্যক্ত আছে।

† জহৎ্যজহৎ্যাদি লক্ষণা।

ঈশস্য মায়া মহদাদিকারণং
জীবস্য কার্য্যং শৃণু পঞ্চকোষম্ ॥ ২৪৫ ॥
এতাবুপাধী পরজীবয়োস্তয়োঃ
সম্যঙ্ নিরাসে ন পরো ন জীবঃ।
রাজ্যং নরেন্দ্রস্য ভটস্য খেটক-
স্তয়োরপোহে ন ভটো ন রাজা ॥ ২৪৬ ॥
অথাত-আদেশ-ইতি শ্রুতিঃ স্বয়ং
নিষেধতি ব্রহ্মণি কল্পিতং দ্বয়ম্।
শ্রুতিপ্রমাণানুগৃহীতবোধা-
স্তয়োর্নিরাসঃ করণীয়এবং ॥ ২৪৭ ॥
নেদং নেদং কল্পিতত্বান্ন সত্যং
রজ্জুর্দৃষ্টা ব্যালবৎ স্বপ্নবচ্চ।

তাহাতে কোন বিরোধ নাই, মহৎ আদির কারণ মায়া ঈশ্বরের উপাধি এবং পঞ্চকোষের কার্য্য জীবের উপাধি ॥ ২৪৫ ॥ মায়া এবং পঞ্চকোষ এতদ্দ্বয় নিরাকৃত হইলে ঈশ্বর এবং জীব রূপ যে উপাধিদ্বয় তাহাও সম্যগ্‌রূপে নিরাকৃত হয়; যেরূপ রাজ্যজন্য রাজা ও গদাজন্য যোদ্ধা উপাধি ঘটে, কিন্তু রাজ্য ও গদা রহিত হইলে রাজা ও যোদ্ধা উভয়ে তুল্য হয়, সেইরূপ ঈশ্বর ও জীব উপাধি রহিত হইয়া উভয়ে তুল্য হন অর্থাৎ ব্রহ্মমাত্র থাকেন ॥ ২৪৬ ॥ "অনন্তর এ হেতু আদেশ," এই শ্রুতি স্বয়ং ব্রহ্মেতে কল্পিত উপাধিদ্বয়কে নিষেধ করিতেছেন, অতএব শ্রুতিপ্রমাণদ্বারা সমুৎপন্ন জ্ঞানপ্রভাবে এতদুপাধিদ্বয়ের নিরাস করা কর্ত্তব্য ॥২৪৭॥ "ইহা নহে ইহা নহে" এতৎ সমস্ত কল্পিতহেতু সত্য নহে, যেরূপ রজ্জুতে সর্প এবং স্বপ্নেতে পদার্থসকল আলোকিত হয়

ইত্থং দৃশ্যং সাধুযুক্ত্যাব্যপোহ্য
জ্ঞেয়ঃ পশ্চাদেকভাবস্তয়োর্যঃ ॥ ২৪৮ ॥
ততস্তু তৌ লক্ষণয়া সুলক্ষ্যৌ
তয়োরখণ্ডৈকরসত্বসিদ্ধয়ে।
নালং জহত্যা ন তথাঽজহত্যা
কিন্তূভয়ার্থাত্মিকয়ৈব ভাব্যম্ ॥ ২৪৯ ॥

সেইরূপ; অতএব সদ্যুক্তিদ্বারা দৃশ্যপদার্থচয় বিলুপ্ত করতঃ পশ্চাৎ পরমাত্মা ও জীবাত্মার একভাব জ্ঞাতব্য হইয়াছে ॥ ২৪৮ ॥ তদনন্তর সেই পরমাত্মা ও জীবাত্মার অখণ্ড সমরসতা অর্থাৎ একত্বসিদ্ধির নিমিত্ত তৎ ও ত্বং পদের বাচ্য ঈশ্বর ও জীবকে লক্ষণাদ্বারা উত্তমরূপে লক্ষ্য করিবে। জহতী লক্ষণা বা অজহতী লক্ষণাদ্বারা আত্মা লক্ষ্য হন না, কিন্তু উভয়ার্থ লক্ষণাদ্বারা তিনি লক্ষিত হন * ॥ ২৪৯ ॥ যেরূপ সেই "দেবদত্ত" এই

* জহতী ও অজহতী লক্ষণা রামগীতা এবং বেদান্তসারাদিতে বিশেষরূপে বর্ণিত আছে। জহতী অর্থাৎ জহৎস্বার্থলক্ষণা, যিনি স্বীয় অর্থত্যাগ করেন। যেমন গঙ্গায় বাসকরে বলিলে, জলপ্রবাহ বোধ না হইয়া বাসোপযোগী স্থলভাগ বোধ হয়, তাহাতে সুতরাং তৎ ও ত্বং পদের বাচ্য পরমাত্মা ও জীবাত্মার আত্মত্ত্যাগের সম্ভাবনা হয়; অতএব এ লক্ষণাদ্বারা আত্মা লক্ষিত হন না। অপর অজহতী অর্থাৎ অজহৎস্বার্থলক্ষণা, যিনি স্বীয় অর্থত্যাগ করেন না। যেমন কাক হইতে দধি রক্ষা কর বলিলে, কাক এবং অপর দধিঘাতক কুক্কুরাদি হইতেও রক্ষা বোধ হয়, সেইরূপ তৎ ও ত্বং পদের বাচ্য পরমাত্মা ও জীবাত্মা এই উভয় পদের কিয়দংশ ত্যাগ না হওয়াতে অর্থাৎ তৎ ও ত্বং এই উভয় পদকেই যদি লক্ষণাদ্বারা গ্রহণ করা যায়, তাহা হইলে তৎপদের বাচ্য অপ্রত্যক্ষ চৈতন্য সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর এবং ত্বং পদের বাচ্য প্রত্যক্ষ চৈতন্য স্বল্পজ্ঞ জীব ইত্যাদি বিশেষণ সকল অত্যাগজন্য একতার যোগ্যতা হয় না, সুতরাং এ লক্ষণাদ্বারাও আত্মা লক্ষিত হন না; একারণ উভয়ার্থ অর্থাৎ যাহাকে ভাগলক্ষণা কহে, যে লক্ষণাদ্বারা উভয় পদের চৈতন্যভাগভিন্ন অপরাপর ভাগসকল ত্যাগ হয়, শুদ্ধ সেই লক্ষণাদ্বারাই বিরুদ্ধাংশরূপ উপাধিসমূহ পরিত্যাগে তত্ত্বং পদের একত্ব প্রতিপাদিত হয়।

স দেবদত্তোঽয়মিতীহ চৈকতা বিরুদ্ধধর্ম্মাংশমপাস্য কথ্যতে।
যথা তথা তত্ত্বমসীতি বাক্যে বিরুদ্ধধর্ম্মানুভয়ত্র হিত্বা ॥ ২৫০ ॥
সংলক্ষ্য চিন্মাত্রতয়া সদাত্মনোরখণ্ডভাবঃ পরিচীয়তে বুধৈঃ।
এবং মহাবাক্যশতেন কথ্যতে ব্রহ্মাত্মনোরৈক্যমখণ্ডভাবঃ ॥২৫১॥

অস্থূলমিত্যেতদসন্নিরস্য
সিদ্ধং স্বতোব্যোমবদপ্রতর্ক্যম্ ॥ ২৫২ ॥
অতো মৃষা মাত্রমিদং প্রতীতং
জহীহি যৎ স্বাত্মতয়া গৃহীতম্।

অর্থাৎ বহুকাল পূর্ব্বে দৃষ্ট যে দেবদত্ত তিনি অদ্য বর্ত্তমানকালে দৃষ্ট হইলেন, এ স্থলে যেমন "সেই" রূপ অতীতকাল এবং "এই" রূপ বর্ত্তমানকাল এই উভয়কাল রূপ বিরুদ্ধাংশ বিশেষণ পরিত্যাগ করিলে কেবল এক দেবদত্তমাত্র থাকে, সেইরূপ তত্ত্বমসি এই বাক্যে উভয় স্থলে যে বিরুদ্ধাংশ অর্থাৎ "সেই এই" এই উভয় বিশেষণের বিশেষ্যরূপ দেবদত্তরূপ "তৎ" পদবাচ্য মায়া উপাধি সর্ব্বজ্ঞ অপ্রত্যক্ষ-চৈতন্য ঈশ্বর এবং " ত্বং " পদবাচ্য পঞ্চকোষ উপাধি কিঞ্চিৎজ্ঞ প্রত্যক্ষ-চৈতন্য * জীব ইত্যাদি বিশেষণরূপ অসঙ্গতাংশ ত্যাগ করিয়া কেবল চৈতন্যরূপে একতা কথিত হয় ॥ ২৫০ ॥ শুদ্ধ চৈতন্য স্বরূপেতে লক্ষ্য করতঃ পণ্ডিতেরা পরমাত্মা-জীবাত্মার অখণ্ডভাব অবগত হন, এইরূপ মহাবাক্যশতদ্বারা পরমাত্মা-জীবাত্মার অখণ্ডভাবরূপ ঐক্য কথিত হয় ॥ ২৫১ ॥ অসৎপদার্থ পরিত্যাগপূর্ব্বক অস্থূল, অর্থাৎ অণু অপেক্ষাও অণু, এই বাক্যদ্বারা প্রতিপন্ন পরমাত্মা

* চৈতন্য নানা নহে, চৈতন্য একই, কিন্তু নানা উপাধিজন্য নানারূপে কথিত হয়,—যে রূপ এক আকাশকে চিদাকাশ মহাকাশ মেঘাকাশ ঘটাকাশ পটাকাশ মঠাকাশ জলাকাশ প্রতিবিম্বাকাশ প্রভৃতি বলা যায়, সেইরূপ এক চৈতন্যকে ব্রহ্মচৈতন্য অসঙ্গচৈতন্য সাক্ষিচৈতন্য কূটস্থচৈতন্য ঈশ্বরচৈতন্য অপ্রত্যক্ষচৈতন্য প্রত্যক্ষচৈতন্য আভাসচৈতন্য আদি বলা যায়, বস্তুতঃ চৈতন্য এক ভিন্ন দুই নহে, যেরূপ কল্পিত উপাধিসকল শূন্য হইলে এক শূন্যমাত্র থাকে সেইরূপ আত্মারও উপাধিসকল শূন্য হইলে তিনিও একমাত্র থাকেন।

ব্রহ্মাহমিত্যেব বিশুদ্ধবুদ্ধ্যা
বিদ্ধি স্ব মাত্মানমখণ্ডবোধম্ ॥ ২৫৩ ॥
মৃৎকার্য্যং সকলং ঘটাদি সততং মৃন্মাত্রমেবাহিতং
তদ্বৎ সজ্জনিতং সদাত্মকমিদং সন্মাত্রমেবাখিলম্।
যস্মান্নাস্তি সতঃ পরং কিমপি তৎ সত্যং স আত্মা স্বয়ং
তস্মাত্তত্ত্বমসি প্রশান্তমমলং ব্রহ্মাদ্বয়ং যৎপরম্ ॥ ২৫৪ ॥
নিদ্রাকল্পিতদেশকালবিষয়জ্ঞাত্রাদিসর্ব্বং যথা
মিথ্যা তদ্বদিহাপি জাগ্রতি জগৎ স্বাজ্ঞানকার্য্যত্বতঃ।
যস্মাদেবমিদং শরীরকরণপ্রাণাহমাদ্যপ্যসৎ
তস্মাত্তত্ত্বমসি প্রশান্তমমলং ব্রহ্মাদ্বয়ং যৎপরম্ ॥ ২৫৫ ॥
জাতিনীতিকুলগোত্রদূরগং নামরূপগুণদোষবর্জ্জিতম্।

স্বতঃসিদ্ধ এবং আকাশবৎ অতর্কণীয়, অতএব অখিল অনিত্য জ্ঞান যাহা আত্মত্বরূপে গৃহীত হইযাছে তাহা ত্যাগকব এবং আমিই ব্রহ্ম এইরূপ নির্ম্মল বুদ্ধিদ্বারা আপনাকে অখণ্ডবোধস্বরূপ আত্মা বলিয়া অবধারণ কর ॥ ২৫২ ॥ ২৫৩ ॥ যেরূপ মৃত্তিকার কার্য্যরূপ সমস্ত ঘটাদি বস্তু মৃত্তিকা-স্বরূপ বলিয়াই সর্ব্বদা অভিহিত হয়, সেইরূপ সৎস্বরূপ ব্রহ্মহইতে সমুৎ-পাদিত সৎস্বরূপ সমস্ত সংসাব সন্মাত্ররূপে কথিত হয়, সৎব্যতীত অন্য বস্তু কিছুই নাই; অতএব সত্য শান্ত অমল অদ্বয় স্বয়ং ব্রহ্মস্বরূপ যে আত্মা তাহা তুমিই হও ॥ ২৫৪ ॥ নিদ্রাবস্থাতে কল্পিত দেশকালবিষয় জ্ঞাতা জ্ঞান জ্ঞেয় প্রভৃতি সমস্ত বস্তু যেমন মিথ্যা, সেইরূপ এই জাগ্রদবস্থাতেও আপনার অজ্ঞানকার্য্যতাহেতু সমস্ত জগৎ মিথ্যা, অতএব যখন এই শরীর ইন্দ্রিয় প্রাণ মনঃ অহঙ্কারাদি সমস্ত বস্তু অসৎ বলিয়া প্রতীত হয়, তখন প্রশান্ত অমল অদ্বয় যে পরব্রহ্ম তাহা তুমিই হও ॥ ২৫৫ ॥ জাতি ন্যায্য ব্যবহার কুল গোত্রাদির দূববর্ত্তী ও নাম

দেশকালবিষয়াতিবর্ত্তি যদ্‌ব্রহ্ম তত্ত্বমসি ভাবয়াত্মনি ॥ ২৫৬ ॥
যৎপরং সকলবাগগোচরং গোচরং বিমলবোধচক্ষুষঃ।
শুদ্ধচিদ্ঘনমনাদিবস্তু যদ্‌ব্রহ্ম তত্ত্বমসি ভাবয়াত্মনি ॥ ২৫৭ ॥
ষড়্ভিরূর্ম্মিভিরযোগিযোগিহৃদ্ভাবিতং ন করণৈর্ব্বিভাবিতম্।
বুদ্ধ্যবেদ্য মনবেদ্যভূতি যদ্‌ব্রহ্ম তত্ত্বমসি ভাবয়াত্মনি ॥ ২৫৮ ॥
ভ্রান্তিকল্পিতজগৎকলাশ্রয়ং স্বাশ্রয়ঞ্চ সদসদ্বিলক্ষণম্।
নিষ্কলং নিরুপমানবুদ্ধি যদ্‌ব্রহ্ম তত্ত্বমসি ভাবয়াত্মনি ॥২৫৯॥
জন্মবৃদ্ধিপরিণত্যপক্ষয়ব্যাধিনাশনবিহীনমব্যয়ম্।
বিশ্বসৃষ্ট্যববিঘাতকারণং ব্রহ্ম তত্ত্বমসি ভাবয়াত্মনি ॥ ২৬০ ॥
অস্তভেদমনপাস্তলক্ষণং নিস্তরঙ্গজলরাশিনিশ্চলম্।
নিত্যমুক্তমবিভক্তমূর্ত্তি যদ্‌ব্রহ্ম তত্ত্বমসি ভাবয়াত্মনি ॥২৬১॥

রূপ গুণ দোষাদি বর্জ্জিত এবং দেশকালবিষয়াদির বহির্ভূত যে পরব্রহ্ম তাহা তুমিই হও, আপনাতে ভাবনা কর ॥ ২৫৬ ॥ বাক্যসকলের অগোচর অথচ নির্ম্মল জ্ঞানচক্ষুর গোচর শুদ্ধ চিদ্‌ঘন অনাদি বস্তুস্বরূপ যে পরব্রহ্ম তাহা তুমিই হও, আপনাতে ভাবনা কর ॥২৫৭॥ ক্ষুৎ পিপাসা লোভ মোহ জরা মৃত্যু এই ষড়ূর্ম্মিসম্বন্ধরহিত ও যোগিদিগের হৃদয়দ্বারা ভাবিত এবং ইন্দ্রিয়গণকর্ত্তৃক ভাবনার অযোগ্য বুদ্ধির অবিজ্ঞেয় অনবেদ্য ঐশ্বর্য্য-স্বরূপ যে পরব্রহ্ম তাহা তুমিই হও, আপনাতে ভাবনা কর ॥ ২৫৮ ॥ ভ্রমদ্বারা কল্পিত এই জগৎ যাঁহার একাংশ আশ্রয়-স্বরূপ ও যিনি আপনার আশ্রয়-স্বরূপ আপনি, এবং সৎ অসৎ হইতে বিলক্ষণ পূর্ণ উপমাসাধন বুদ্ধির বহির্ভূত যে পরব্রহ্ম তাহা তুমিই হও, আপনাতে ভাবনা কর ॥ ২৫৯ ॥ জন্ম বৃদ্ধি বিকার বিনাশ ব্যাধি মরণাদিবিহীন অব্যয় বিশ্বের সৃষ্টিস্থিতি-প্রলয়ের কারণস্বরূপ যে ব্রহ্ম তাহা তুমিই হও, আপনাতে ভাবনা কর ॥ ২৬০ ॥ ভেদজ্ঞানক্ষয়কারী আত্মলক্ষণ-অত্যাগী তরঙ্গহীন সমুদ্রতুল্য নিশ্চল নিত্যমুক্ত একরূপ যে ব্রহ্ম তাহা তুমিই হও, আপনাতে ভাবনা কর ॥২৬১॥

একমেব সদনেককারণং কারণান্তরনিরাস্যকারণং।
কার্য্যকারণবিলক্ষণং স্বয়ং ব্রহ্ম তত্ত্বমসি ভাবয়াত্মনি ॥২৬২॥
নির্ব্বিকল্পকমনল্পমক্ষরং যৎ ক্ষরাক্ষরবিলক্ষণং পরম্।
নিত্যমব্যয়সুখং নিরঞ্জনং ব্রহ্ম তত্ত্বমসিভাবয়াত্মনি ॥২৬৩॥
যদ্বিভাতি সদনেকধা ভ্রমান্নামরূপগুণবিক্রিয়াত্মনা।
হেমবৎ স্বয়মবিক্রিয়ং সদা ব্রহ্ম তত্ত্বমসি ভাবয়াত্মনি ॥২৬৪॥
যচ্চকাস্ত্যনপরং পরাৎপরং প্রত্যগেকরসমাত্মলক্ষণম্।
সত্যচিৎসুখমনন্তমব্যয়ং ব্রহ্ম তত্ত্বমসি ভাবয়াত্মনি ॥২৬৫॥
উক্তমর্থমিব চাত্মনি স্বয়ং ভাবয়েৎ প্রথিতযুক্তিভির্ধিয়া।
সংশয়াদিরহিতং করাম্বুবত্তেন তত্ত্বনিগমো ভবিষ্যতি ॥২৬৬॥

অদ্বিতীয় সৎস্বরূপ অনেকের কারণ ও কারণান্তরের বিনাশক কারণ এবং কার্য্যকারণ লক্ষণের অলক্ষ্যরূপ যে স্বয়ং ব্রহ্ম তাহা তুমিই হও আপনাতে ভাবনা কর ॥ ২৬২ ॥ বিকল্পবিহীন বৃহৎ বিনাশশূন্য চেতন অচেতন ভাব হইতে বিভিন্ন প্রধান নিত্য অব্যয় সুখ-স্বরূপ নিরঞ্জন যে ব্রহ্ম তাহা তুমিই হও, আপনাতে ভাবনা কর ॥ ২৬৩ ॥ যে সৎস্বরূপ রূপ, ভ্রমদ্বারা নাম রূপ গুণ ক্রিয়াস্বরূপে নানারূপে প্রকাশ পান এবং স্বয়ং সুবর্ণ * সদৃশ সর্ব্বদা অবিকারী হন সেই ব্রহ্ম তুমিই হও, আপনাতে ভাবনা কর ॥ ২৬৪ ॥ অনপর অর্থাৎ যাঁহার অপর নাই [অদ্বিতীয়] পরাৎপর প্রতিভূতগত একরস আত্মা-স্বরূপ সত্যজ্ঞান সুখ-স্বরূপ অনন্ত অব্যয় যে ব্রহ্ম তাহা তুমিই হও, আপনাতে ভাবনা কর॥ ২৬৫ ॥ বুদ্ধি এবং প্রতিষ্ঠাযুক্ত যুক্তিদ্বারা স্বয়ং আপনাতে আখ্যাত অর্থের ন্যায় সংশয়াদিরহিত হইয়া তত্ত্ব চিন্তাকরিবে, তাহা হইলে করতলস্থ জলের ন্যায় আপনাতে ব্রহ্মভাব উদয়প্রাপ্ত হইবে ॥ ২৬৬ ॥ রাজা যেরূপ সমস্ত সৈন্যদ্বারা স্বপদ রক্ষাকরেন

* সুবর্ণ যেমন স্বকার্য্য কুণ্ডলাদিরূপে স্বরূপে বিকৃত হন না সেইরূপ ব্রহ্মও স্বকার্য্যাদিরূপে স্বরূপে বিকৃত হন না।

সংবোধমাত্রং পরিশুদ্ধতত্ত্বং
বিজ্ঞায় সংঘে নৃপবচ্চ সৈন্যে।
তদাশ্রয়ঃ স্বাত্মনি সর্ব্বদা স্থিতো
বিলাপয় ব্রহ্মণি বিশ্বজাতম্ ॥ ২৬৭ ॥

বুদ্ধৌ গুহায়াং সদসদ্বিলক্ষণং ব্রহ্মাস্তি সত্যং পরমদ্বিতীয়ম্।
তদাত্মনা যোঽত্র বসেদ্গুহায়াং পুনর্ন তস্যাঙ্গগুহাপ্রবেশঃ ॥২৬৮॥

জ্ঞাতে বস্তুন্যপি বলবতী বাসনানাদিরেষা
কর্ত্তা ভোক্তাপ্যহমিতি দৃঢ়া যাস্য সংসারহেতুঃ।
প্রত্যগ্দৃষ্ট্যাত্মনি নিবসতা সাপনেয়া প্রযত্নাৎ
মুক্তিং প্রাহুস্তদিহ মুনয়ো বাসনাতানবং যৎ ॥ ২৬৯ ॥

অহং মমেতি যোভাবোদেহাক্ষ্যাদাবনাত্মনি।

সেইরূপ সম্যগ্ জ্ঞানরূপ বিশুদ্ধতত্ত্ব পরিজ্ঞাতদ্বারা স্ব আত্মাতে সর্ব্বদা অবস্থিত হওতঃ ব্রহ্মকে আশ্রয় কর এবং ব্রহ্মেতে বিশ্বসংসারসমূহ বিলয় কর ॥ ২৬৭ ॥ সৎ ও অসৎ হইতে বিলক্ষণ সত্য অদ্বিতীয় যে পরব্রহ্ম তিনি জ্ঞানরূপ গুহাতে স্থিত আছেন, অতএব হে শিষ্য। তৎ স্বরূপে যে ব্যক্তি ঐ গুহাতে অবস্থান করেন, তিনি আর পুনর্ব্বার সংসাররূপ গুহাতে প্রবেশ করেন না ॥ ২৬৮ ॥ পদার্থের প্রকৃত তত্ত্ব পরিজ্ঞাত হইলেও যে ব্যক্তি আমি কর্ত্তা আমি ভোক্তা রূপে অনাদি বলবতী বাসনাতে বলবৎ আবদ্ধ হয় সে ব্যক্তি সেই বাসনাজন্যই সংসারের কারণ হয়, কিন্তু আত্মাতে স্থিতিকারিব্যক্তি ব্রহ্মদর্শনদ্বারা যত্নসহকারে সেই বাসনাকে অপনয়ন করিতে সক্ষম হয়, অতএব বিষয়বাসনার যে ক্ষয় সেই মুক্তি * মুনিগণ কহিয়াছেন ॥ ২৬৯ ॥ অনাত্মরূপ এই দেহ ইন্দ্রিয়াদিতে যে আমি ও আমার ইত্যাকার ভাব ইহার নামই অধ্যাস,

* যোগবাশিষ্ঠে বশিষ্ঠমুনি কহিয়াছেন, মুক্তিনামে কোন বস্তু স্বর্গে মর্ত্তে বা পাতালে নাই, শুদ্ধ বাসনাক্ষয়ে চিত্তের যে শান্তি সেই মুক্তি।

অধ্যাসোঽয়ং নিরস্তব্যোবিদুষা স্বাত্মনিষ্ঠয়া ॥ ২৭০ ॥
জ্ঞাত্বা স্বং প্রত্যগাত্মানং বুদ্ধিতদ্বৃত্তিসাক্ষিণম্।
সোঽহমিত্যেব সদ্বৃত্ত্যা নাত্মন্যাত্মমতিং জহি ॥ ২৭১ ॥
লোকানুবর্ত্তনং ত্যক্ত্বা ত্যক্ত্বা দেহানুবর্ত্তনম্।
শাস্ত্রানুবর্ত্তনং ত্যক্ত্বা স্বাধ্যাসাপনয়ং কুরু ॥ ২৭২ ॥
লোকবাসনয়া জন্তোঃ শাস্ত্রবাসনয়াপি চ।
দেহবাসনয়া জ্ঞানং যথাবন্নৈব জায়তে ॥ ২৭৩ ॥
সংসারকারাগৃহমোক্ষমিচ্ছো
রয়োময়ং পাদনিবন্ধশৃঙ্খলম্।
বদন্তি তজ্জ্ঞাঃ পটুবাসনাত্রয়ং
যোঽস্মাদ্বিমুক্তঃ সমুপৈতি মুক্তিম্ ॥ ২৭৪ ॥
জলাদিসম্পর্কবশাৎ প্রভূতদুর্গন্ধধূতা গুরুদিব্যবাসনা।

অতএব পণ্ডিত ব্যক্তি উত্তম আত্মনিষ্ঠাদ্বারা এই অধ্যাস নিরাস করিবেন ॥ ২৭০ ॥ বুদ্ধি ও বুদ্ধিবৃত্তির সাক্ষি-স্বরূপ স্বকীয় প্রত্যগ্ আত্মাকে জানিয়া "সোঽহং" অর্থাৎ সেই ব্রহ্ম আমি এইরূপ সদ্বৃত্তিদ্বারা অনাত্মদেহ-ইন্দ্রিয়াদিতে যে আত্মবুদ্ধি * তাহা ত্যাগ কর ॥ ২৭১ ॥ লোকের অনুষঙ্গ, দেহের অনুষঙ্গ এবং শাস্ত্রের অনুষঙ্গ সকল ত্যাগ করিয়া আপনার অধ্যাসের অপনয়ন কর ॥ ২৭২ ॥ লোকগত বাসনা শাস্ত্রগত বাসনা এবং দেহগত বাসনাদি দ্বারা প্রাণিদিগের প্রকৃত জ্ঞান জন্মে না ॥ ২৭৩ ॥ তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা কহিয়াছেন যে, সংসাররূপ কারাগার হইতে মুক্তি ইচ্ছুক ব্যক্তির ঐ তীক্ষ্ণ বাসনাত্রয় পাদবদ্ধ লৌহময় শৃঙ্খলস্বরূপ, অতএব যিনি উক্ত বাসনাত্রয়হইতে উত্তীর্ণ হন তিনিই সংসারকারাগার-হইতে মুক্তি লাভ করেন ॥ ২৭৪ ॥ জলাদি সম্পর্কবশতঃ অত্যন্ত

* অনাত্মাতে আত্মবুদ্ধির নাম বন্ধন এবং সেই বুদ্ধিত্যাগের নাম মোক্ষ বশিষ্ঠদেব কহিয়াছেন।

সংঘর্ষণেনৈব বিভাতি সম্যগ্বিধূয়মানে সতি বাহ্যগন্ধে ॥ ২৭৫ ॥

অন্তঃশ্রিতানন্তদুরন্তবাসনা-
ধূলীবিলিপ্তা পরমাত্মবাসনা।
প্রজ্ঞাতিসংঘর্ষণতো বিশুদ্ধা
প্রতীয়তে চন্দনগন্ধবৎ স্ফুটম ॥ ২৭৬ ॥

অনাত্মবাসনাজালৈঃ স্থিরীভূতাত্মবাসনা।
নিত্যাত্মনিষ্ঠয়া তেষাং নাশে ভাতি স্বয়ং স্ফুটম্ ॥ ২৭৭ ॥

যথা যথা প্রত্যগবস্থিতং মন-
স্তথা তথা মুঞ্চতি বাহ্যবাসনাম্।
নিঃশেষমোক্ষে সতি বাসনানা-
মাত্মানুভূতিঃ প্রতিবন্ধশূন্যা ॥ ২৭৮ ॥

দুর্গন্ধ ধৌত হইলে পর যেমন অগুরু গন্ধ প্রকাশ পায়, তাহার ন্যায় বাহ্যগন্ধ রূপ বিষয় বাসনা ধৌত হইলে পর তত্ত্ব পর্য্যালোচনা-দ্বারা অগুরুরূপ দিব্য বাসনা প্রকাশ পায় ॥ ২৭৫ ॥ অন্তঃকরণকে আশ্রয় করিয়া আছে অনন্ত দুরন্ত বাসনারূপ যে ধূলী তদ্দ্বারা পরমাত্ম-বাসনা আবৃত আছে, অতএব বুদ্ধির অত্যন্ত সংঘর্ষণদ্বারা তাহা বিশুদ্ধ হইলে অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞানবশতঃ চিত্ত নির্ম্মল হইলে চন্দনগন্ধ যেমন সংঘর্ষণ-দ্বারা ব্যক্ত হয় তাহার ন্যায় পরমাত্মবাসনা স্পষ্টরূপে প্রকাশ পায় ॥ ২৭৬ ॥ অনাত্মবাসনাসমূহদ্বারা পরমাত্মবাসনা আবৃত আছে, অতএব অনুক্ষণ আত্মজ্ঞানদ্বারা অনাত্মবাসনাসকল বিনাশ হইলে পর পরমাত্ম-বাসনা স্বয়ং সম্যগ্রূপে প্রকাশ পায় ॥ ২৭৭ ॥ মনঃ যে যে পরিমাণে ব্রহ্মেতে অবস্থিত হইবে সেই সেই পরিমাণে সে বাহ্যবাসনা বর্জ্জন করিবে। এইরূপে বাহ্যবাসনাসমূহ সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ হইলে নির্ব্বিঘ্নে আত্মজ্ঞান উদয় হয় ॥ ২৭৮ ॥ আপনার আত্মাতে অনুদিন অবস্থিত

স্বাত্মন্যেব সদা স্থিত্বা মনো নশ্যতি যোগিনঃ।
বাসনানাং ক্ষয়শ্চাতঃ স্বাধ্যাসাপনয়ং কুরু ॥ ২৭৯ ॥
তমোদ্বাভ্যাং রজঃ সত্ত্বাৎ সত্ত্বং শুদ্ধেন নশ্যতি।
তস্মাৎ সত্ত্বমবষ্টভ্য স্বাধ্যাসাপনয়ং কুরু ॥ ২৮০ ॥
প্রারব্ধং পুষ্যতি বপুরিতি নিশ্চিত্য নিশ্চলঃ।
ধৈর্য্যমালম্ব্য যত্নেন স্বাধ্যাসাপনয়ং কুরু ॥ ২৮১ ॥
নাহং জীবঃ পরং ব্রহ্মেত্যতদ্ব্যাবৃত্তিপূর্ব্বকম্।
বাসনাবেগতঃ প্রাপ্তঃ স্বাধ্যাসাপনয়ং কুরু ॥ ২৮২ ॥
শ্রুত্যা যুক্ত্যা স্বানুভূত্যা জ্ঞাত্বা সার্ব্বাত্ম্যমাত্মনঃ।
ক্বচিদাভাসতঃ প্রাপ্তং স্বাধ্যাসাপনয়ং কুরু ॥ ২৮৩ ॥

যে যোগিগণ তাঁহাদিগের মন আপনা হইতেই নাশ হয় এবং সমস্ত বাসনাও ক্ষয় পায়, অতএব হে শিষ্য! আপনার অধ্যাসের * অপনয়ন কর ॥ ২৭৯ ॥ সত্ত্বগুণ ও রজোগুণ হইতে তমোগুণ নাশ হয় ও সত্ত্বগুণ হইতে রজোগুণ নাশ হয় এবং রজস্তম ত্যাগে সত্ত্ব শুদ্ধ হইলে নাশ হয়, অতএব হে শিষ্য! সত্ত্বগুণকে অবলম্বনপূর্ব্বক আপনার অধ্যাসের অপনয়ন কর ॥ ২৮০ ॥ শরীর সর্ব্বদা প্রারব্ধকে পোষণ করিতেছে, ইহা নিশ্চয় করিয়া নিশ্চলভাবে ধৈর্য্যাবলম্বন-পূর্ব্বক যত্নসহকারে আপনার অধ্যাসের অপনয়ন কর ॥ ২৮১ ॥ আমি জীব নহি, আমি পরমব্রহ্ম এইরূপ তন্ন তন্ন ব্যাবৃত্তিদ্বারা অর্থাৎ ইহা ব্রহ্ম নহে ইহা ব্রহ্ম নহে ইত্যাকারে খণ্ডনকরতঃ বাসনাপ্রবাহহইতে সমুৎপন্ন যে আপনার অধ্যাস তাহার অপনয়ন কর ॥ ২৮২ ॥ শ্রুতিদ্বারা যুক্তিদ্বারা এবং আপনার অনুভবদ্বারা আপনার সর্ব্বাত্মত্ব অর্থাৎ আমিই সর্ব্বভূতাত্মা এইরূপ জানিয়া কোন গতিতে চিদাকাশ হইতে লব্ধ জীবত্বরূপ যে আপনার অধ্যাস, তাহার

* ভ্রম।

অনাদানবিসর্গাভ্যামীষন্নাস্তি ক্রিয়া মুনেঃ।
তদেকনিষ্ঠয়া নিত্যং স্বাধ্যাসাপনয়ং কুরু॥ ২৮৪ ॥
তত্ত্বমস্যাদিবাক্যোত্থ-ব্রহ্মাত্মৈকত্ববোধতঃ।
ব্রহ্মণ্যাত্মত্বদার্ঢ্যায় স্বাধ্যাসাপনয়ং কুরু॥ ২৮৫ ॥
অহংভাবস্য দেহেঽস্মিন্নিঃশেষবিলয়াবধিঃ।
সাবধানেন যুক্ত্যাত্মা স্বাধ্যাসাপনয়ং কুরু॥ ২৮৬ ॥
প্রতীতি র্জীবজগতোঃ স্বপ্নবদ্ভাতি যাবতা।
তাবন্নিরন্তরং বিদ্বন্! স্বাধ্যাসাপনয়ং কুরু॥ ২৮৭ ॥
নিদ্রায়া লোকবার্ত্তায়াঃ শব্দাদেরপি বিস্মৃতেঃ!
ক্বচিন্নাবসরং দত্ত্বা চিন্তয়াত্মানমাত্মনি॥ ২৮৮ ॥
মাতাপিত্রোর্ম্মলোদ্ভূতং মলমাংসময়ং বপুঃ।

অপনয়ন কর॥ ২৮৩॥ আদানপ্রদানাদির অভাবে ব্রহ্মমননশীল ব্যক্তির কোন ক্রিয়াদি কিছুমাত্র নাই, অতএব অদ্বিতীয় ব্রহ্ম স্থিরতাদ্বারা আপনার অধ্যাসের অপনয়ন কর॥ ২৮৪॥ ব্রহ্মেতে আপনার নিশ্চয়তানিমিত্ত তত্ত্বমস্যাদিবাক্য হইতে সমুৎপন্ন যে ব্রহ্ম ও জীবের একত্ব বিজ্ঞান তদ্দ্বারা আপনার অধ্যাসের অপনয়ন কর॥ ২৮৫॥ এই শরীরে অহংভাবের সম্যগ্ বিলয় যেপর্য্যন্ত না হয় সেপর্য্যন্ত সাবধানপূর্ব্বক যোগযুক্তাত্মা হইয়া আপনার অধ্যাসের অপনয়ন কর॥ ২৮৬॥ হে বিদ্বন্! স্বপ্নতুল্য এই জীবভাব এবং জগদ্ভাব যাবৎকাল চিত্তে প্রকাশ পায়, তাবৎকাল যোগযুক্ত হইয়া আপনার অধ্যাসের অপনয়ন কর॥ ২৮৭॥ নিদ্রাদ্বারা লৌকিক আলাপদ্বারা এবং গীতবাদ্যাদিশব্দদ্বারা যে আত্মবিস্মরণ হওয়া, তৎপক্ষে কোন প্রকারে অবকাশ প্রদান না করিয়া আপনার অধ্যাসের অপনয়ন কর॥ ২৮৮॥ পিতৃ-মাতৃ-মলহইতে সমুদ্ভূত মলমাংসময় এই যে শরীর, ইহাকে চণ্ডালতুল্য অপবিত্র জানিয়া অহং ভাব ত্যাগকরতঃ

ত্যক্ত্বা চাণ্ডালবদ্দূরং ব্রহ্মীভূয় কৃতী ভব ॥ ২৮৯ ॥
ঘটাকাশং মহাকাশ ইবাত্মানং পরাত্মনি।
বিলাপ্যাখণ্ডভাবেন তূষ্ণীং ভব সদা মুনে ! ॥ ২৯০ ॥
স্বপ্রকাশমধিষ্ঠানং স্বয়ংভূয় সদাত্মনা।
ব্রহ্মাণ্ডমপি পিণ্ডাণ্ডং ত্যজ্যতাং মলভাণ্ডবৎ ॥ ২৯১ ॥
চিদাত্মনি সদানন্দে দেহারূঢ়ামহংধিয়ম্।
নিবেশ্য লিঙ্গমুৎসৃজ্য কেবলো ভব সর্ব্বদা ॥ ২৯২ ॥
যত্রৈষ জগদাভাসো দর্পণান্তঃ পুরং যথা।
তদ্‌ব্রহ্মাহমিতি জ্ঞাত্বা কৃতকৃত্যো ভবিষ্যসি ॥ ২৯৩ ॥
যৎ সত্যভূতং নিজরূপমাদ্যং চিদদ্বয়ানন্দ মরূপমক্রিয়ম্।

ব্রহ্মস্বরূপ হইয়া কৃতার্থ হও ॥ ২৮৯ ॥ হে মুনে ! যেরূপ মহাকাশে ঘটাকাশকে সমগ্রভাবে লয়করে, সেইরূপ পরমাত্মাতে জীবাত্মাকে সম্পূর্ণভাবে লয়করতঃ সর্ব্বদা মৌনী হইয়া থাক ॥ ২৯০ ॥ সর্ব্বদা যত্নসহকারে স্বপ্রকাশস্বরূপ স্বয়ং ব্রহ্ম হইয়া পিণ্ডাণ্ডরূপ ব্রহ্মাণ্ডকে মলভাণ্ডের ন্যায় ত্যাগকর, অর্থাৎ মলভাণ্ডরূপ অতিমলিন এই স্থূলদেহরূপ ব্রহ্মাণ্ডে অহংরূপ অভিমান ত্যাগ হইলে সকল ব্রহ্মাণ্ডই ত্যাগ হয়, সুতরাং কেবল ব্রহ্মমাত্র থাকেন ॥ ২৯১ ॥ দেহাশ্রিত অহংবুদ্ধিকে সদানন্দ চিদাত্মাতে স্থাপন করিয়া লিঙ্গদেহ পরিত্যাগপূর্ব্বক সর্ব্বদা অদ্বয় হও ॥ ২৯২ ॥ যেমন দর্পণে গৃহ প্রতিবিম্বিত হয়, সেইরূপ ব্রহ্মে জগৎ প্রতিবিম্বিত হয় ; অতএব সেই ব্রহ্ম আমি আপনাতে উপলব্ধি কর, যদ্দ্বারা কৃতকৃতার্থ হইবে * ॥ ২৯৩ ॥ যিনি সত্যস্বরূপ স্ব-স্বরূপ সকলের আদি চিৎ অদ্বয় আনন্দ অরূপ অক্রিয়,

* যেরূপ দর্পণ সত্য বিম্বিত গৃহ অসত্য সেইরূপ ব্রহ্ম সত্য বিম্বিত জগৎ অসত্য, যেরূপ গৃহ মধ্যে দর্পণের সত্তাজন্য বিম্বরূপ গৃহ দৃশ্য হয় সেইরূপ বিশ্বমধ্যে ব্রহ্মের সত্তাজন্য বিম্বরূপ বিশ্ব দৃশ্য হয়।

তদেত্য মিথ্যাবপুরুৎসৃজেতচ্ছৈলূষবদ্বেশমুপাত্তমাত্মনঃ ॥ ২৯৪ ॥

সর্ব্বাত্মনা দৃশ্যমিদং মৃষৈব
নৈবাহমর্থঃ ক্ষণিকত্বদর্শনাৎ।
জানাম্যহং সর্ব্বমিতি প্রতীতিঃ
কুতোঽহমাদেঃ ক্ষণিকস্য সিদ্ধেৎ ॥ ২৯৫ ॥

অহংপদার্থস্ত্বহমাদিসাক্ষী
নিত্যং সুষুপ্তাবপি ভাবদর্শনাৎ।
ব্রূতে হ্যজোনিত্য ইতি শ্রুতিঃ স্বয়ং
তৎপ্রত্যগাত্মা সদসদ্বিলক্ষণঃ ॥ ২৯৬ ॥

বিকারিণাং সর্ব্ববিকারবেত্তা নিত্যাবিকারো ভবিতুং সমর্হতি।
মনোরথস্বপ্নসুষুপ্তিষু স্ফুটং পুনঃ পুনর্দ্দৃষ্টমসত্ত্বমেতযোঃ ॥ ২৯৭ ॥

তাঁহাকে প্রাপ্ত হইযা মিথ্যা শবীবকে পবিত্যাগ কব, যেরূপ নট গৃহীত স্বকীয বেশকে পবিত্যাগ কবে, সেইরূপ ॥ ২৯৪ ॥ সর্ব্বপ্রকাবে এই পরিদৃশ্য পদার্থ সকল নিশ্চয মিথ্যা এবং অতি ক্ষণ কালেব জন্য জগতে "আমি" এই যে শব্দ, ইহাও মিথ্যা, অতএব আমি সমস্ত জানি ইত্যাকাব জ্ঞান ক্ষণস্থাযী যে আমি আদি শব্দ, তাহাব কিরূপে সিদ্ধ হইবে ॥ ২৯৫ ॥ সুষুপ্তিকালেও সত্তাদর্শনহেতু অহং পদার্থ নিত্য * এবং অস্মদ্ যুষ্মদাদিব সাক্ষী শাশ্বত সৎ অসৎ হইতে বৈলক্ষণ্যযুক্ত প্রত্যগাত্মা জন্মাদিশূন্য, ইহা সাক্ষাৎ শ্রুতি বলিতেছেন ॥ ২৯৬ ॥ তিনিই বিকারবিশিষ্টগণের সর্ব্ববিকাবেব বেত্তা এবং তিনিই নিত্য বিকাববিহীন হইতে যোগ্য হন; অপিচ অনিত্য দেহ এবং অহংভাবেব পুনঃ পুনঃ অবিদ্যমানতা অবলোকিত হইযাছে, যাহা জাগ্রৎকালীন বাসনাবশতঃ স্বপ্ন ও সুষুপ্তিতে প্রকাশ পাইতেছে ॥ ২৯৭ ॥ অতএব বুদ্ধিকর্ত্তৃক কল্পিত দেহাভিমানেব

* অহং শব্দ স্থূল সূক্ষ্ম ও কাবণ এই তিন শবীবেই প্রযোগ হয এবং তুবীয়ব্রহ্মও অহং শব্দেব বাচ্য হন সুতরাং অহং নিত্য ইত্যাদি প্রয়োগ বিরুদ্ধ নহে।

অতোঽভিমানং ত্যজ মাংসপিণ্ডে
পিণ্ডাভিমানিন্যপি বুদ্ধিকল্পিতে।
কালত্রয়াবাধ্যমখণ্ডবোধং
জ্ঞাত্বা স্বমাত্মানমুপৈহি শান্তিং॥ ২৯৮॥
ত্যজাভিমানং কুলগোত্রনাম
রূপাশ্রমেষার্দ্রশবাশ্রিতেষু।
লিঙ্গস্য ধর্ম্মানপি কর্ত্তৃতাদীং
স্ত্যক্ত্বা ভবাখণ্ডসুখস্বরূপঃ॥ ২৯৯॥
সন্ত্যন্যে প্রতিবন্ধাঃ পুংসঃ সংসারহেতবো দৃষ্টাঃ।
তেষামেব মূলং প্রথমো বিকারো ভবত্যহঙ্কারঃ॥ ৩০০॥
যাবৎ স্যাৎ স্বস্য সম্বন্ধোঽহঙ্কারেণ দুরাত্মনা।
তাবন্ন লেশমাত্রাপি মুক্তিবার্ত্তা বিলক্ষণা॥ ৩০১॥
অহঙ্কারগ্রহান্মুক্তঃ স্বরূপমুপপদ্যতে।

আস্পদস্বরূপ যে মাংসপিণ্ড, তাহাতে অভিমান ত্যাগকর এবং ত্রিকালের আরাধ্য অখণ্ড বোধস্বরূপ যে আপনার আত্মা, তাঁহাকে অবগত হইয়া শান্তিলাভ কর॥ ২৯৮॥ রসরক্তদ্বারা ক্লিন্নশবতুল্য * এই শরীরকে আশ্রয় করিয়া আছে যে কুল গোত্র নাম আকার আশ্রমাদিরূপ অভিমান, তাহাকে পরিত্যাগকর এবং কর্ত্তৃত্ব ভোক্তৃত্ব প্রভৃতি যে সমস্ত লিঙ্গদেহধর্ম্ম সে সমস্তও পরিত্যাগপূর্ব্বক অখণ্ড সুখ-স্বরূপ হও॥ ২৯৯॥ মোক্ষের প্রতিবন্ধস্বরূপ পুরুষের যে সকল সংসারজনক বিকার দৃষ্ট হয়, তৎসমূহের মূলস্বরূপ প্রধান বিকার অহঙ্কার হয়॥ ৩০০॥ দুর্বৃত্ত অহঙ্কারের সহিত আপনার সম্বন্ধ যে পর্য্যন্ত থাকে, সেপর্য্যন্ত উত্তম মুক্তির কথা কিছুমাত্র সম্ভব হয় না॥৩০১॥ যেরূপ চন্দ্র রাহুগ্রহ হইতে মুক্ত হইয়া বিমল পূর্ণ স্বপ্রকাশস্বরূপ প্রাপ্ত হন,

* ভিজা মড়ার ন্যায়।

চন্দ্রবদ্বিমলঃ পূর্ণঃ সদানন্দঃ স্বয়ংপ্রভঃ ॥ ৩০২ ॥
যো বা পুরে সোঽহমিতি প্রতীতো
বুদ্ধ্যা বিকৢপ্তস্তমসাতিমূঢ়য়া।
তস্যৈব নিঃশেষতয়া বিনাশে
ব্রহ্মাত্মভাবঃ প্রতিবন্ধশূন্যঃ ॥ ৩০৩ ॥
ব্রহ্মানন্দনিধির্ম্মহাবলবতাহঙ্কারঘোরাহিনা
সংবেষ্ট্যাত্মনি বক্ষ্যতে গুণময়ৈশ্চণ্ডৈস্ত্রিভির্ম্মস্তকৈঃ।
বিজ্ঞানাখ্যমহাসিনা শ্রুতিমতা বিচ্ছিদ্য শীর্ষত্রয়ং
নির্ম্মূল্যাহিমিমং নিধিং সুখকরং ধীরোঽনুভোক্তুং ক্ষমঃ ॥৩০৪॥
যাবদ্‌যাবৎ কিঞ্চিৎ বিষদোষস্ফূর্ত্তিরস্তি চেদ্দেহে।
কথমারোগ্যায় ভবেত্তদ্বদ হন্তাপি যোগিনোমুক্ত্যৈ ॥ ৩০৫ ॥

সেইরূপ জীব অহঙ্কাররূপ গ্রহ হইতে মুক্ত হইয়া নির্ম্মল পূর্ণ সদানন্দ স্বপ্রকাশস্বরূপ প্রাপ্ত হন ॥৩০২॥ যিনি শরীরে "সোঽহং"এই জ্ঞানবাক্যের বাচ্য রূপে বিরাজমান, অর্থাৎ সেই ব্রহ্ম আমি এই যে প্রতীতি তাহা তমোগুণবশতঃ অত্যন্ত জড়বুদ্ধিদ্বারা বিকল্পিত হয়, অতএব সেই বিকল্পের বিশেষরূপে বিনাশ হইলে ব্রহ্ম ও আত্মার একত্বভাব নির্বিঘ্নে সমাধা পায় ॥ ৩০৩ ॥ অতিশয় বলবান্ অহংকাররূপ ভীষণসর্প শরীরকে বেষ্টন করিয়া ত্রিগুণরূপ উগ্র মস্তকত্রয়দ্বারা ব্রহ্মানন্দরূপ রত্নকে ধারণ করিয়া আছে। যিনি ধীর বিবেকী ব্যক্তি কেবল তিনিই বেদোক্ত বিজ্ঞাননামক মহাখড়্গাদ্বারা উক্ত শীর্ষত্রয় ছেদনকরতঃ অহংরূপ সর্পকে বিনাশপূর্ব্বক সুখকর ব্রহ্মানন্দ রত্নকে সম্ভোগকরিতে সমর্থ হন ॥৩০৪॥ সর্পসংবেষ্টনজন্য যেপর্য্যন্ত অল্পমাত্র বিষ-দোষ দেহে থাকে, সেপর্য্যন্ত যেমন আরোগ্যের নিমিত্ত হয় না, সেইরূপ যোগাভ্যাসিব্যক্তির যেপর্য্যন্ত দেহে অহংত্ব থাকে, সেপর্য্যন্ত তাঁহার যোগ মুক্তির নিমিত্ত হয় না ॥ ৩০৫ ॥ অহঙ্কারকৃত নানা বিকল্পের

অহমোঽত্যন্তনিবৃত্ত্যা তৎকৃতনানাবিকল্পসংহৃত্যা।
প্রত্যক্ত বিবেকাদিদমহমস্মীতি বিন্দতে তত্ত্বম্ ॥ ৩০৬ ॥
অহঙ্কারে কর্ত্তর্য্যহমিতি মতিং মুঞ্চ সহসা
বিকারাত্মন্যাত্মপ্রতিফলযুষি স্বস্থিতিমুষি।
যদধ্যাসাৎ প্রাপ্তা জনিমৃতিজরা দুঃখবহুলা
প্রতীচ শ্চিন্মূর্ত্তেস্তব সুখতনোঃ সংসৃতিরিয়ম্ ॥ ৩০৭ ॥

সদৈকরূপস্য চিদাত্মনো বিভো-
রানন্দমূর্ত্তেরনবদ্যকীর্ত্তেঃ।
নৈবান্যথা ক্বাপ্যবিকারিণস্তে
বিনাহমধ্যাসমমুষ্য সংসৃতিঃ ॥ ৩০৮ ॥

তস্মাদহঙ্কারমিমং স্বশত্রুং
ভোক্তুর্গলে কণ্টকবৎ প্রতীতম্।
বিচ্ছিদ্য বিজ্ঞানমহাসিনা স্ফুটং
ভুঙ্‌ক্ষ্বাত্মসাম্রাজ্যসুখং যথেষ্টম্ ॥ ৩০৯ ॥

বিনাশকারিণী যে অহংবৃত্তির অত্যন্ত নিবৃত্তি, তদ্দ্বারা ব্রহ্মত্ব বিচারবশতঃ এই ব্রহ্ম আমি হই, এতদ্রূপ আত্মতত্ত্ব অবগত হইতে পারে ॥৩০৬॥ বিকার-বিশিষ্ট ও স্বকীয় সমুচিত কর্ম্মফলভোগী আত্মস্থিতির খণ্ডনকারী অহঙ্কার-রূপ কর্ত্তা শরীরে অবস্থিতিসত্ত্বে অহংবুদ্ধিকে অবিলম্বে পরিত্যাগকর, যে অহংবুদ্ধির অভ্যাসবশতঃ বহুদুঃখজনক জন্ম মৃত্যু ও জরা প্রাপ্তি হয় এবং যাহার অধ্যাসে সুখস্বরূপ চিন্মূর্ত্তি ব্রহ্ম যে তুমি, তোমার এই সংসার ভ্রমণ হয় ॥ ৩০৭ ॥ সর্ব্বদা একরূপ চিদাত্মা বিভু আনন্দমূর্ত্তি অনিন্দিতকীর্ত্তি সর্ব্ব-প্রকারে অবিকারী ব্রহ্মস্বরূপ যে তুমি, তোমার অহং অধ্যাস অভাবেই সংসারের অভাব এবং অহং অধ্যাসভাবেই সংসারভাব প্রকাশ পায় ॥৩০৮॥ সে কারণ ভোক্তার গলকণ্টকের ন্যায় অবস্থিত আত্মশত্রুরূপ এই অহঙ্কারকে আত্মানুভবরূপ মহাঅসিদ্বারা ছেদকরতঃ প্রকাশিত আত্মসাম্রাজ্যসুখ অভি

ততোঽহমাদের্ব্বিনিবর্ত্ত্য বৃত্তিং
সংত্যক্তরাগঃ পরমার্থলাভাৎ।
তূষ্ণীং সমাস্বাত্মসুখানুভূত্যা
পূর্ণাত্মনা ব্রহ্মণি নির্ব্বিকল্পঃ ॥ ৩১০ ॥
সমূলকৃত্তোঽপি মহানহং পুনঃ
ব্যুল্লেখিনঃ স্যাদ্‌যদি চেতসা ক্ষণম্।
সংজীব্য বিক্ষেপশতং করোতি
নভস্বতা প্রাবৃষি বারিদো যথা ॥ ৩১১ ॥
নিগৃহ্য শত্রোরহমোঽবকাশঃ
ক্বচিন্ন দেয়ো বিষয়ানুচিন্তয়া।
সএব সঞ্জীবনহেতুরস্য
প্রক্ষীণজম্বীরতরোরিবাম্বু ॥ ৩১২ ॥

লাষানুরূপ উপভোগ কর ॥ ৩০৯ ॥ অতএব অহং আদির বৃত্তিকে নিবৃত্ত করিয়া পবমার্থলাভদ্বারা অনুরাগ ত্যাগকবতঃ আত্মসুখানুভববশতঃ নির্বিকল্পস্বরূপ পরিপূর্ণরূপে ব্রহ্মেতে নিঃশব্দ হইয়া থাক ॥৩১০॥ মহৎ অহ-ঙ্কার মূলের সহিত ছিন্ন হইলেও যদি ক্ষণকালজন্যও চিত্তদ্বারা সম্বদ্ধ হয়, তাহা হইলে পুনর্জীবিত হইয়া শত শত বিক্ষেপ প্রদানপূর্ব্বক স্বকার্য্য সাধন করে, যেরূপ বর্ষাকালে বায়ুদ্বারা সম্বদ্ধ মেঘ শত শত বিক্ষেপ বিস্তার কবে, সেইরূপ ॥৩১১॥ অহঙ্কাররূপ শত্রুকে নিগ্রহ কবিয়া বিষয়চিন্তাদ্বাবা কদাচিৎ তাহাকে অবকাশ প্রদান করিবে না, কাবণ সেই অবকাশই তাহার জীবনের স্বরূপ হয়, যেরূপ ক্ষয়প্রাপ্ত জম্বীর * তরুর জীবনের কাবণ জীবনের সংযোগ হয়, সেইরূপ ॥ ৩১২ ॥ দেহ এবং দেহে আমি দেহী

* লেবু বিশেষ।

দেহাত্মনা সংস্থিত এব কামী
বিলক্ষণঃ কাময়িতা কথং স্যাৎ !
অতোঽর্থসন্ধানপরত্বমেব
ভেদপ্রসক্ত্যা ভববন্ধহেতুঃ ॥৩১৩॥
কার্য্যপ্রবর্দ্ধনাদ্বীজপ্রবৃদ্ধিঃ পরিদৃশ্যতে।
কার্য্যনাশাদ্বীজনাশস্তস্মাৎ কার্য্যং নিরোধয়েৎ ॥৩১৪॥
বাসনাবৃদ্ধিতঃ কার্য্যং কার্য্যবৃদ্ধ্যা চ বাসনা।
বর্দ্ধতে সর্ব্বথা পুংসঃ সংসারো ন নিবর্ত্ততে ॥৩১৫॥
সংসারবন্ধবিচ্ছিত্ত্যৈ তদ্দ্বয়ং প্রদহেদ্যতিঃ।
বাসনাবৃদ্ধিরেতাভ্যাং চিন্তয়া ক্রিয়য়া বহিঃ ॥৩১৬॥
তাভ্যাং প্রবৃদ্ধমানা সা সূতে সংসৃতিমাত্মনঃ।
ত্রয়াণাঞ্চ ক্ষয়োপায়ঃ সর্ব্বাবস্থাসু সর্ব্বদা ॥৩১৭॥

ইত্যাকার ভেদবুদ্ধিরূপে অবস্থিত ব্যক্তিই কামী, তিনি উৎকৃষ্ট কামপ্রদাতা কিপ্রকারে হইতে পারেন? অর্থাৎ তিনি কখন কামনা পূর্ণ করিতে সক্ষম হন না, অতএব ভেদবুদ্ধিদ্বারা বিষয়ানুসন্ধানপরতাই ভববন্ধনেব হেতু ॥ ৩১৩ ॥ কর্ম্মের প্রকৃষ্ট বৃদ্ধিদ্বারা সংসারবীজের প্রকৃষ্ট বৃদ্ধি এবং কর্ম্মের প্রকৃষ্ট নাশে সংসারবীজের প্রকৃষ্ট নাশ পরিদৃশ্যমান হয়, অতএব কর্ম্ম সর্ব্বতোভাবে নিরোধ করা কর্ত্তব্য ॥ ৩১৪ ॥ পুরুষের বাসনাবৃদ্ধিদ্বারা কর্ম্মের বৃদ্ধি হয় এবং কর্ম্মের বৃদ্ধিদ্বারা বাসনার বৃদ্ধি হয়, সুতরাং সংসার নিবৃত্তি হয় না ॥৩১৫॥ যোগী ব্যক্তি সংসারবন্ধন ছেদননিমিত্ত কর্ম্ম এবং বাসনা এতদ্দ্বয়কে দহনকরিবেন, কারণ বাহ্যবিষয়চিন্তা এবং বাহ্যক্রিয়াকার্য্য এই উভয়দ্বারাই বাসনার বৃদ্ধি হয় ॥ ৩১৬ ॥ বাহ্যবিষয়চিন্তা এবং বাহ্যক্রিয়াকার্য্য, এই উভয়দ্বারা বাসনা বৃদ্ধিযুক্তা হইয়া আপনার সংসার উৎপাদন করে, অতএব বিষয়চিন্তা, ক্রিয়াকার্য্য এবং স্বকীয় পুনঃ পুনঃ জন্ম এই তিনের ক্ষয় উপায় সর্ব্বদা সর্ব্বাবস্থাতেই কর্ত্তব্য ॥ ৩১৭ ॥ সর্ব্বত্র সর্ব্ব-

সর্ব্বত্র সর্ব্বতঃ সর্ব্বং ব্রহ্মমাত্রাবলোকনৈঃ।
সদ্ভাববাসনাদার্ঢ্যাৎ তত্ত্রয়ং লয়মশ্নুতে ॥৩১৮॥
ক্রিয়ানাশে ভবেচ্চিন্তানাশোঽস্মাদ্বাসনাক্ষয়ঃ।
বাসনাপ্রক্ষয়োমোক্ষঃ সা জীবন্মুক্তিরিষ্যতে ॥৩১৯॥

সদ্বাসনাস্ফূর্ত্তিবিজৃম্ভণে সতী
হ্যসৌ বিলীনাপ্যহমাদিবাসনা।
অতিপ্রকৃষ্টাপ্যরুণপ্রভায়াং
বিলীয়তে সাধু যথা তমিস্রা ॥৩২০॥

তমস্তমঃ কার্য্যমনর্থজালং
ন দৃশ্যতে সত্যুদিতে দিনেশে।
তথাঽদ্বয়ানন্দরসানুভূতৌ
নৈবাস্তি বন্ধো ন চ দুঃখগন্ধঃ ॥৩২১॥

দৃশ্যং প্রতীতং প্রবিলাপয়ন্ সন্
সন্মাত্রমানন্দঘনং বিভাবয়ন্।

প্রকারে এক ব্রহ্মমাত্র দর্শনদ্বারা সর্ব্ববস্তুকে ব্রহ্মস্বরূপে জানিবে এবং ব্রহ্মভাবে যখন বাসনা স্থিরতা লাভ করিবে, তখন উক্ত ত্রয় আপনাহইতেই বিলয় প্রাপ্ত হইবে ॥ ৩১৮ ॥ ক্রিয়ার নাশ হইলে চিন্তার নাশ হয়, এবং চিন্তার নাশ হইলে বাসনার ক্ষয় হয়, অতএব বাসনার যে ক্ষয় সেই মোক্ষ, ইহাকেই পণ্ডিতেরা জীবন্মুক্তি কহিয়া থাকেন ॥ ৩১৯ ॥ ব্রহ্মভাবে বাসনা প্রকাশ পাইলে অহং আদি অভিমানাত্মক বাসনা তাহাতে লয়প্রাপ্ত হয়, যেমন অতিনিবিড় অন্ধকারময়ী রজনী অরুণপ্রভা প্রাপ্ত হইলে নিঃশেষে লয় প্রাপ্ত হয় তাহার ন্যায় ॥ ৩২০ ॥ সূর্য্যোদয় হইলে যেমন অন্ধকার এবং অন্ধকার কার্য্য অনর্থাদি পরিদৃশ্য হয় না, সেইরূপ অদ্বয় আনন্দরসের অনুভব হইলে বন্ধন এবং বন্ধনকার্য্য দুঃখাদি সম্বন্ধ কিছুমাত্র থাকে না ॥৩২১॥ কর্ম্মরূপ বন্ধনগ্রস্ত যে তুমি স্বয়ং সাবধানপূর্ব্বক সন্মাত্র নিবিড়ানন্দ ব্রহ্মানু-

সমাহিতঃ সন্ বহিরন্তরং বা
কালং নয়েথাঃ সতি কর্ম্মবন্ধে ॥৩২২॥
প্রমাদো ব্রহ্মনিষ্ঠায়াং ন কর্ত্তব্যঃ কদাচন।
প্রমাদো মৃত্যুরিত্যাহ ভগবান্ ব্রহ্মণঃ সুতঃ ॥৩২৩॥
ন প্রমাদাদনর্থান্যো জ্ঞানিনঃ স্বস্বরূপতঃ।
ততো মোহস্ততোহহংধীস্ততো বন্ধস্ততো ব্যথা ॥৩২৪॥
বিষয়াভিমুখং দৃষ্ট্বা বিদ্বাংসমপি বিস্মৃতিঃ।
বিক্ষেপয়তি ধীদোষৈর্যোষা জারমিব প্রিয়ম্ ॥৩২৫॥
যথাপকৃষ্টং শৈবালং ক্ষণমাত্রং ন তিষ্ঠতি।
আবৃণোতি তথা মায়া প্রাজ্ঞং বাপি পরাঙ্মুখম্ ॥৩২৬॥

ভবদ্বারা দৃশ্য প্রসিদ্ধ পদার্থ সকল লয়গত করিয়া বাহ্যকাল যে জাগ্রৎ এবং অন্তর কাল যে স্বপ্ন সুষুপ্তি তাহা বিসর্জ্জন কর ॥ ৩২২ ॥ ব্রহ্ম নিষ্ঠাতে কখনই অনবধানতা করিবে না কারণ অনবধানতাই আপনার মৃত্যুস্বরূপ ইহা ভগবান্ ব্রহ্মার পুত্র মহর্ষি সনকাদি কহিয়াছেন ॥৩২৩॥ ব্রহ্মজ্ঞব্যক্তির স্বকীয় ব্রহ্মভাবে যে অনবধানতা তাহা অপেক্ষা অনিষ্টকর আর কিছুই নাই কারণ অনবধান হইতে মোহ, মোহ হইতে অহংবুদ্ধি, অহংবুদ্ধি হইতে বন্ধন এবং বন্ধন হইতে বেদনাগ্রস্ত হয় ॥ ৩২৪ ॥ বিদ্বান্ ব্যক্তিকেও বিষয়াসক্ত দেখিয়া ভ্রান্তিরূপা অবিদ্যা বুদ্ধি দোষ দ্বারা তাঁহাকে বিক্ষিপ্ত কবেন, যেরূপ অসতী স্ত্রী স্বকীয় প্রিয় জারকে বুদ্ধি কৌশল দোষে বিক্ষেপ করে, সেইরূপ ॥ ৩২৫ ॥ যেরূপ শৈবাল জাল লোষ্ট্রাদি নিক্ষেপ-দ্বারা দূরীকৃত হইলেও ক্ষণমাত্র না থাকিয়া আবরণ করে, সেইরূপ মায়া স্ব-স্বরূপে পরাঙ্মুখ পণ্ডিত পুরুষকেও আবরণ শক্তিদ্বারা আচ্ছন্ন করে ॥ ৩২৬ ॥ যদি চিত্ত লক্ষ্য চিৎ ভাব হইতে চ্যুত হয় অথবা যদি

লক্ষ্যচ্যুতং চেদ্‌যদি চিত্তমীষ-
দ্বহির্মুখং সন্নিপতেৎ ততস্ততঃ।
প্রমাদতঃ প্রচ্যুতকেলিকন্দুকঃ
সোপানপঙ্‌ক্তৌ পতিতো তথা যথা ॥৩২৭॥
বিষয়েষ্বাবিশেচ্চেতঃ সঙ্কল্পয়তি তদ্‌গুণান্‌।
সম্যক্‌ সঙ্কল্পনাৎ কামঃ কামাৎ পুংসঃ প্রবর্ত্তনম্‌ ॥৩২৮॥
ততঃ স্বরূপবিংভ্রংশো বিভ্রষ্টস্তু পতত্যধঃ।
পতিতস্য বিনা নাশং পুনর্নারোহ ঈক্ষ্যতে।
সংকল্পং বর্জ্জয়েত্তস্মাৎ সর্ব্বানর্থস্য কারণম্‌ ॥৩২৯॥
অতঃ প্রমাদান্ন পরোঽস্তি মৃত্যু-
র্ব্বিবেকিনো ব্রহ্মবিদঃ সমাধৌ।

চিন্ময় হইতে ঈষৎ পরাঙ্মুখ হয়, তাহা হইলে লক্ষ্যস্থান হইতে তৎক্ষণাৎ পতিত হয়, যেরূপ প্রমাদবশতঃ চ্যুত কেলিকন্দুক * সোপান শ্রেণী হইতে নিপতিত হয় সেইরূপ ॥ ৩২৭ ॥ চিত্ত প্রথমতঃ বিষয়ে আবিষ্ট হয়, পশ্চাৎ বিষয়ের গুণ সকল সংকল্প করে, ঐ সংকল্প হইতে কাম অর্থাৎ ভোগাভিলাষ জন্মে, ভোগাভিলাষ হইতে পুরুষের সংসার প্রবৃত্তি হয় ॥ ৩২৮ ॥ সংসার প্রবৃত্তি হইতে স্বরূপের বিভ্রংশ হয়, স্বরূপ বিভ্রষ্ট ব্যক্তি অধঃপতিত হয় এবং অধঃপতিত পুরুষের বিনাশ ব্যতীত আর পুনরুত্থান দৃশ্য হয় না, অতএব অখিল অনর্থের হেতু স্বরূপ যে সংকল্প তাহা শীঘ্র ত্যাগকর ॥ ৩২৯ ॥ বিবেকি ব্রহ্মবিদ্‌ ব্যক্তির সমাধি বিষয়ে যে অনবধানতা তাহার পর আর মৃত্যু কি আছে? অর্থাৎ সেই তাহার মৃত্যুস্বরূপ, কিন্তু সমাধি বিষয়ে যিনি সমনস্ক হন, তিনি সত্বর সম্যক্‌ সিদ্ধিলাভ করেন,

---

* বাঁটুল।

সমাহিতঃ সিদ্ধিমুপৈতি সম্যক্
সমাহিতাত্মা ভব সাবধানঃ ॥৩৩০॥
জীবতোযস্য কৈবল্যং বিদেহে চ স কেবলঃ।
যৎকিঞ্চিৎ পশ্যতো ভেদং ভয়ং ব্রূতে যজুঃশ্রুতিঃ ॥৩৩১॥
যদা কদা বাপি বিপশ্চিদেষ ব্রহ্মণ্যনন্তেঽপ্যনুমাত্রভেদম্।
পশ্যত্যথামুষ্য ভয়ং তদেব যদ্বীক্ষিতং ভিন্নতয়া প্রমাদাৎ ॥৩৩২॥
শ্রুতিস্মৃতিন্যায়শতৈর্নিষিদ্ধে
দৃশ্যেঽত্র যঃ স্বাত্মমতিং করোতি।
উপৈতি দুঃখোপরি দুঃখজাতং
নিষিদ্ধকর্ত্তা স মলিম্লুচো যথা ॥৩৩৩॥

অতএব তুমি সমাহিতচিত্ত এবং সাবধান হও অর্থাৎ সর্ব্বদা সমাধি সমভ্যাস কর ॥ ৩৩০ ॥ যাঁহার জীবদ্দশাতে মুক্তি হয় তাঁহার দেহান্তেও মুক্তি হয়, কিন্তু যৎকিঞ্চিৎ ভেদদর্শী যে ব্যক্তি তাঁহারও ভয় আছে ইহা যজুর্ব্বেদ কহিতেছেন * ॥ ৩৩১ ॥ পণ্ডিত ব্যক্তি যে কোন সময়ে অনন্ত ব্রহ্মভাবে যদি অণুমাত্রও ভেদ দর্শন করেন, তাহা হইলে তাহাও তাঁহার পক্ষে ভয়জনক হয়, কারণ প্রমাদবশতঃ ভিন্নরূপে যাহা কিছু দৃষ্ট হয় তাহাই ভয়প্রদ হয় ॥৩৩২॥ শ্রুতি স্মৃতি ন্যায় ইত্যাদি শতশত শাস্ত্রকর্ত্তৃক মিথ্যাত্বরূপে নিষিদ্ধ এই দৃশ্যপদার্থ সকলে যে ব্যক্তি আত্মবুদ্ধি করে, সে ব্যক্তি অবিহিত কর্ম্মকারী মলমাসের ন্যায় অকর্ম্মণ্য, দুঃখের উপর দুঃখসমূহ প্রাপ্ত হয় ॥ ৩৩৩ ॥ সদ্বস্তুতে অনুরাগরত যে পুরুষ তিনি মুক্ত, নিত্য

* ভগবান্ দত্তাত্রেয় জীবন্মুক্তিগীতাতে কহিয়াছেন যে, দেহে জীবন থাকিতে যে মুক্তি সেই মুক্তি, তাহা দেহ নিপাতনেও হয়, কিন্তু দেহনাশে যদি মুক্তি স্বীকার কর তাহা হইলে শুনী শূকরাদিরও মুক্তি সিদ্ধ হউক।

সত্যাভিসন্ধানরতোবিমুক্তো
মহত্ত্বমাত্মীয়মুপৈতি নিত্যম্।
মিথ্যাভিসন্ধানরতস্তু নশ্যে-
দ্দৃষ্টং তদেতদ্যদচৌরচৌরয়োঃ ॥৩৩৪॥
যতিরসদনুসন্ধিং বন্ধহেতুং বিহায়
স্বয়ময়মহমস্মীত্যাত্মদৃষ্ট্যৈব তিষ্ঠেৎ।
সুখয়তি ননু নিষ্ঠা ব্রহ্মণি স্বানুভূত্যা
হবতি পরমবিদ্যা কার্য্যদুঃখং প্রতীতম্ ॥৩৩৫॥
বাহ্যানুসন্ধিঃ পরিবর্দ্ধয়েৎ ফলং
দুর্ব্বাসনামেব ততস্ততোঽধিকাম্।
জ্ঞাত্বা বিবেকৈঃ পরিহৃত্য বাহ্যং
স্বাত্মানুসন্ধিং বিদধীত নিত্যম্ ॥৩৩৬॥
বাহ্যে নিরুদ্ধে মনসঃ প্রসন্নতা
মনঃপ্রসাদে পরমাত্মদর্শনম্।

আপনার শ্রেষ্ঠতাকে লাভ করেন এবং মিথ্যা বস্তুতে অনুরাগবিশিষ্ট যে পুরুষ তিনি ত্বরায় বিনষ্ট হন, যেরূপ অচৌর ও চৌর উভয়ের কর্ম্মজন্য গতি বিভিন্নরূপ দৃষ্ট হয় সেইরূপ॥ ৩৩৪॥ যোগিব্যক্তি বন্ধনের হেতুভূত অসৎ অনুসন্ধান পরিত্যাগ-পূর্ব্বক সাক্ষাৎ ব্রহ্ম আমি হই, এইরূপ আত্ম-সন্দর্শনদ্বারা অবস্থিতি করিবেন। হে শিষ্য! ব্রহ্মপরায়ণতা আত্ম অনুভব-দ্বারা সুখী করে এবং প্রকাশিত প্রধান অবিদ্যাকার্য্যরূপ দুঃখ সকল বিনাশ করে॥ ৩৩৫॥ বাহ্যবিষয়ের যে অনুসন্ধান তদ্দ্বারা উত্তরোত্তর অধিক দুর্ব্বাসনারূপ ফল পরিবর্দ্ধিত করে, অতএব বিচারদ্বারা ব্রহ্ম বিজ্ঞাত হইয়া বাহ্যবস্তু সকল পরিহার-পূর্ব্বক অবিরত আপনার আত্মার অনুসন্ধান করিবে॥ ৩৩৬॥ বাহ্যপদার্থ নিরুদ্ধ হইলে মনঃ নির্ম্মল হয়, মনঃ নির্ম্মল

তস্মিন্ সুদৃষ্টে ভববন্ধনাশো-
বহির্নিরোধঃ পদবী বিমুক্তেঃ ॥৩৩৭॥
কঃ পণ্ডিতঃ সন্ সদসদ্বিবেকী
শ্রুতিপ্রমাণঃ পরমার্থদর্শী।
জনান্ হি কুর্য্যাদসতোঽবলম্বং
স্বপাতহেতোঃ শিশুবন্মুমুক্ষুঃ ॥৩৩৮॥
দেহাদিসংসক্তিমতো ন মুক্তি-
র্মুক্তস্য দেহাদ্যভিমত্যভাবঃ।
সুপ্তস্য নো জাগরণং ন জাগ্রতঃ।
স্বপ্নস্তয়োর্ভিন্নগুণাশ্রয়ত্বাৎ ॥৩৩৯॥
অন্তর্ব্বহিঃ স্বং স্থিরজঙ্গমেষু
জ্ঞাত্বাত্মনাধারতয়া বিলোক্য।
ত্যক্ত্বাখিলোপাধিরখণ্ডরূপঃ
পূর্ণাত্মনা যঃ স্থিত-এষ মুক্তঃ ॥৩৪০॥

হইলে পরমাত্মার দর্শন হয়। পরমাত্মার দর্শন হইলে ভববন্ধন মোচন হয় অতএব বাহ্য পদার্থের যে সংরোধ সেই মুক্তির পথস্বরূপ হয় ॥ ৩৩৭ ॥ সৎ অসৎ পদার্থের বিচারকর্ত্তা বেদপ্রমাণমানী পরমার্থদর্শী কোন্ মুমুক্ষু পণ্ডিত পুরুষ সমস্ত অবগত হইয়াও শিশুর ন্যায় আপনার অধঃপতন নিমিত্ত অসৎ পদার্থের অবলম্বন করে? ॥৩৩৮॥ দেহাদি অভিমানিব্যক্তির মুক্তি হয় না এবং মুক্ত ব্যক্তির দেহাভিমান হয় না, যেরূপ নিদ্রিত ব্যক্তিকে জাগরিত বলা যায় না এবং জাগরিত ব্যক্তিকে নিদ্রিত বলা যায় না, কারণ জাগরণ ও নিদ্রার গুণ কার্য্য সকল পৃথক্ পৃথক্ পরিদৃশ্যমান হয় ॥ ৩৩৯ ॥ যিনি বিশুদ্ধ বুদ্ধিদ্বারা বাহ্য ও অভ্যন্তরস্থিত স্থাবর জঙ্গমাদি পদার্থে আত্মাকে আধারস্বরূপে সন্দর্শনকরতঃ সমস্ত উপাধি পরিত্যাগ-পূর্ব্বক অখণ্ড পরিপূর্ণস্বরূপে অবস্থিতি করেন, তিনিই মুক্ত ॥৩৪০॥ সর্ব্বপ্রকারে সর্ব্বাত্মভাব অর্থাৎ

সর্ব্বাত্মনা বন্ধবিমুক্তিহেতুঃ
সর্ব্বাত্মভাবান্ন পরোঽস্তি কশ্চিৎ।
দৃশ্যাগ্রহে সত্যুপপদ্যতেঽসৌ
সর্ব্বাত্মভাবোঽস্য সদাত্মনিষ্ঠয়া ॥৩৪১॥

দৃশ্যস্যাগ্রহণং কথং নু ঘটতে দেহাত্মনা তিষ্ঠতো-
বাহ্যার্থানুভবপ্রসক্তমনসস্তত্তৎ ক্রিয়াং কুর্ব্বতঃ।
সংন্যস্তাখিলধর্ম্মকর্ম্মবিষয়ৈ-র্নিত্যাত্মনিষ্ঠাপরৈ-
স্তত্ত্বজ্ঞৈঃ করণীয়মাত্মনি সদানন্দেচ্ছুভির্যত্নতঃ ॥৩৪২॥

সর্ব্বাত্মসিদ্ধয়ে ভিক্ষোঃ কৃতশ্রবণকর্ম্মণঃ।
সমাধিং বিদধাত্যেষা শান্তোদান্ত ইতি শ্রুতিঃ ॥৩৪৩॥

আরূঢ়শক্তেরহমোবিনাশঃ
কর্ত্তুং ন শক্যঃ সহসাপি পণ্ডিতৈঃ।

সমুদায় ব্রহ্ম এই বোধ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট উপায় বন্ধনবিমোচনের আর কিছুই নাই, দৃশ্য পদার্থের জ্ঞানাভাব হইলে অনুক্ষণ আত্মনিষ্ঠাদ্বারা পরমাত্মার সর্ব্বাত্মভাব উপস্থিত হয় ॥ ৩৪১ ॥ যদি বল, সমস্ত ধর্ম্ম কর্ম্ম বিষয় পরিত্যাগী নিত্য আত্মনিষ্ঠাপরায়ণ ব্রহ্মানন্দইচ্ছুক তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি যত্ন-পূর্ব্বক আত্মাতে যে দৃশ্য পদার্থের অগ্রহণ করেন, সে দৃশ্য পদার্থের অগ্রহণ দেহে আত্মাভিমানরূপে অবস্থিতিকারী বাহ্য বিষয়ানুভবে আসক্তচিত্ত ও তদনুরূপ ক্রিয়াকাণ্ড করণশীলব্যক্তি সম্বন্ধে কিরূপে হইতে পারে? ॥৩৪২॥ তদ্বিষয়ে কহিতেছেন, গুরু হইতে শ্রবণকর্ম্মকৃতবান্ যে ভিক্ষু তাঁহার সর্ব্বাত্মসিদ্ধির নিমিত্ত শান্তোদান্ত * এই শ্রুতি সমাধি বিধান করেন ॥৩৪৩॥ পণ্ডিতেরাও বলিষ্ঠ অহঙ্কারের বিনাশ করিতে সহসা সক্ষম হন না, যেহেতু

* শান্তোদান্ত-উপরতি তিতিক্ষা শ্রদ্ধাদ্বারা আত্মাতে আত্মাকে সন্দর্শন করিবেন, ইত্যাদি বৃহদারণ্যকোপনিষদে ব্যক্ত আছে।

যে নির্ব্বিকল্পাখ্যসমাধিনিশ্চলা-
স্তানন্তরাঽনন্তভবা হি বাসনাঃ ॥৩৪৪॥
অহংবুদ্ধ্যৈব মোহিন্যা যোজয়িত্বাবৃতের্ব্বলাৎ।
বিক্ষেপশক্তিঃ পুরুষং বিক্ষেপয়তি তদ্‌গুণৈঃ ॥৩৪৫॥
বিক্ষেপশক্তিবিজয়ো বিষমোবিধাতুং
নিঃশেষমাবরণশক্তিনিবৃত্ত্যভাবে।
দৃগ্‌দৃশ্যয়োঃ স্ফুটপয়োজলবদ্বিভাগে
নশ্যেত্তদাবরণমাত্মনি চ স্বভাবাৎ ॥৩৪৬॥
নিঃসংশয়েন ভবতি প্রতিবন্ধশূন্যো-
বিক্ষেপণং ন হি তদা যদি চেন্মৃষার্থে।
সম্যগ্বিবেকঃ স্ফুটবোধজন্যো-
বিভজ্য দৃগ্‌দৃশ্যপদার্থতত্ত্বম্।
ছিনত্তি মায়াকৃতমোহবন্ধং
যস্মাদ্বিমুক্তস্য পুনর্ন সংস্থৃতিঃ ॥৩৪৭॥

যাঁহাবা নির্ব্বিকল্প সমাধিদ্বারা নিশ্চলভাবে থাকেন তাঁহাদিগেরও অন্তঃকবণে অনন্ত অনর্থের উৎপাদিকা বাসনা আবির্ভূতা হয় ॥ ৩৪৪ ॥ বিক্ষেপশক্তি, মোহজনিকা অহংবুদ্ধিদ্বারা আববণ বলে পুরুষকে বিষযে যোজনাকবতঃ অহংবুদ্ধির কার্য্যদ্বাবা বিক্ষিপ্তকরে ॥৩৪৫॥ নিঃশেষে আববণ শক্তিব নিবৃত্তি না হইলে বিক্ষেপশক্তিকে জয়করা দুঃসাধ্য, প্রকাশিত দুগ্ধ ও জলেব ন্যায় দর্শন ও দৃশ্য এই উভয়পদার্থের বিভাগ হইলে স্বভাবতঃ আত্মাতে সেই আবরণ নষ্ট হয় ॥ ৩৪৬ ॥ যদি মিথ্যা পদার্থে বিক্ষেপ না থাকে তাহা হইলে প্রদীপ্ত জ্ঞানজনিত সম্যক্ বিবেক, দর্শন ও দৃশ্য পদার্থেব তত্ত্ববিভাগকরতঃ নিঃসংশয় প্রতিবন্ধশূন্য হইয়া মাযাকৃত মোহবন্ধনকে ছেদন করে, যে মায়াকৃত মোহবন্ধন হইতে বিমুক্ত ব্যক্তিব পুনঃ সংসার হয় না ॥ ৩৪৭ ॥ উত্তম অধমের একত্ব রূপ বিবেকবহ্নি

পরাবরৈকত্ববিবেকবহ্নি-
দহত্যবিদ্যাগহনং সশেষম্।
কিং স্যাৎ পুনঃ সংসরণস্য বীজ-
মদ্বৈতভাবং সমুপেয়ুষোঽস্য ॥৩৪৮॥
আবরণস্য নিবৃত্তির্ভবতি চ সম্যক্‌পদার্থদর্শনতঃ।
মিথ্যাজ্ঞানবিনাশস্তদ্বিক্ষেপজনিতদুঃখনিবৃত্তিঃ ॥৩৪৯॥
এতত্ত্রিতয়ং দৃষ্টং সম্যগ্‌রজ্জুস্বরূপবিজ্ঞানাৎ।
তস্মাদ্বস্তুতত্ত্বং জ্ঞাতব্যং বন্ধমুক্তয়ে বিদুষা ॥৩৫০॥
অয়োঽগ্নিযোগাদিব সৎসমন্বয়া-
ন্মাত্রাদিরূপেণ বিজৃম্ভতে ধীঃ।
তৎ কার্য্যমেতত্ত্রিতয়ং যতো মৃষা
দৃষ্টং ভ্রমস্বপ্নমনোরথেষু ॥৩৫১॥
ততো বিকারাঃ প্রকৃতেরহং মুখা
দেহাবসানা বিষয়াশ্চ সর্ব্বে।

অখিল অবিদ্যা রূপ অরণ্যকে অশেষ রূপে ভস্ম করে, অতএব অদ্বৈত ভাব সম্প্রাপ্ত পুরুষের পুনরায় আব সংসারাঙ্কুরজনক বীজের সম্ভাবনা হয় না ॥ ৩৪৮ ॥ সম্যক্ তত্ত্ব দর্শন হইতে আবরণ নিবৃত্তি হয়, আববণ নিবৃত্তি হইতে মিথ্যা জ্ঞান নাশ হয় এবং মিথ্যা জ্ঞান নাশ হইতে বিক্ষেপজনিত দুঃখের নিবৃত্তি হয় ॥ ৩৪৯ ॥ রজ্জুর স্বরূপ জ্ঞান হইতে আববণ বিক্ষেপ এবং মিথ্যা জ্ঞান এতৎত্রয় সম্যগ্‌রূপ দৃষ্ট হয়, অতএব পণ্ডিত ব্যক্তি বন্ধন বিমুক্তির নিমিত্ত প্রকৃতির সহিত পরম পুরুষকে অবগত হইবেন ॥ ৩৫০ ॥ বুদ্ধি, লৌহ অগ্নি সংযোগের ন্যায় সদ্বস্তু সম্বন্ধ হেতু ইন্দ্রিয় বৃত্ত্যাদি রূপে প্রকাশ পায়, ঐ বুদ্ধির কার্য্য পূর্ব্বোক্ত আবরণাদি ত্রিতয় যাহা হইতে ভ্রম স্বপ্ন ও বাসনাতে পদার্থ সকল মিথ্যা দর্শন হয় ॥ ৩৫১ ॥ আমি তুমি প্রভৃতি ও দেহ মৃত্যু এবং সমস্ত বিষয় প্রকৃতির বিকার, এ সকল ক্ষণ-

ক্ষণেঽন্যথাভাবিতয়া হ্যমীষা-
মসত্ত্বমাত্মা তু কদাপি নান্যথা ॥৩৫২॥
নিত্যাদ্বয়াখণ্ডচিদেকরূপো-
বুদ্ধ্যাদিসাক্ষী সদসদ্বিলক্ষণঃ।
অহং পদপ্রত্যয়লক্ষিতার্থঃ
প্রত্যক্ সদানন্দঘনঃ পরাত্মা ॥৩৫৩॥
ইত্থং বিপশ্চিৎ সদসদ্বিভজ্য
নিশ্চিত্য তত্ত্বং নিজবোধদৃষ্ট্যা।
জ্ঞাত্বা স্বমাত্মানমখণ্ডবোধং
তেভ্যো বিমুক্তঃ স্বয়মেব শাম্যতি ॥৩৫৪॥
অজ্ঞানহৃদয়গ্রন্থিনিঃশেষবিলয়স্তদা।
সমাধিনা বিকল্পেন যদাদ্বৈতাত্মদর্শনম্ ॥৩৫৫॥
ত্বমহমিদমিতীয়ং কল্পনা বুদ্ধিদোষাৎ
প্রভবতি পরমাত্মন্যদ্বয়ে নির্ব্বিশেষে।

কালমধ্যে অন্যরূপ হয় বলিয়া অসৎ, কিন্তু সদ্রূপ আত্মা কখন অন্যরূপ হন না। ॥ ৩৫২ ॥ নিত্য অদ্বয় অখণ্ড চিৎ একরূপ বুদ্ধ্যাদির সাক্ষী সৎ ও অসৎ হইতে বিশেষ লক্ষণ যুক্ত, এবং অহং এই পদজ্ঞানদ্বারা লক্ষিত-বিষয় অর্থাৎ অহমের প্রকৃত বাচ্য, প্রত্যক্ নিবিড় নিত্য সুখস্বরূপ পরমাত্মা ॥৩৫৩॥ পণ্ডিত ব্যক্তি এইরূপে সৎ ও অসৎ বস্তু বিভাগ করিয়া আত্মজ্ঞানদ্বারা তত্ত্ব নিশ্চয়পূর্ব্বক অখণ্ডবোধস্বরূপ স্বকীয় আত্মাকে অবগত হওত, স্বয়ংই তত্তৎ বিকার হইতে বিমুক্ত হইয়া শান্তি লাভ করেন ॥৩৫৪॥ যখন নির্ব্বিকল্প সমাধি দ্বারা অদ্বৈত আত্মার দর্শন হয়, তখন অজ্ঞান রূপ হৃদয়গ্রন্থি নিঃশেষে লয় প্রাপ্ত হয়। ॥ ৩৫৫ ॥ বুদ্ধিদোষ হেতু অদ্বয় সর্ব্বস্বরূপ পরমাত্মাতে তুমি, আমি এবং জগৎ ইত্যাদি রূপ কল্পনা হয়,

প্রবিলসতি সমাধাবস্থ সর্ব্বো বিকল্পো-
বিলয়নমুপগচ্ছেদ্বস্তুতত্ত্বাবধৃত্যা ॥৩৫৬॥
শান্তোদান্তঃ পরমুপরতঃ ক্ষান্তিযুক্তঃ সমাধিং
কুর্ব্বন্নিত্যং কলয়তি যতিঃ স্বস্থ সর্ব্বাত্মভাবম্।
তেনাবিদ্যা-তিমির-জনিতান্ সাধু দগ্ধ্বা বিকল্পান্
ব্রহ্মাকৃত্যা নিবসতি সুখং নিষ্ক্রিয়ো নির্ব্বিকল্পঃ॥ ৩৫৭ ॥
সমাহিতা যে প্রবিলাপ্য বাহ্যং
শ্রোত্রাদিচেতঃ স্বমহং চিদাত্মনি।
তএবমুক্তা ভবপাশবন্ধৈ-
র্নান্যে তু পারোক্ষ্যকথাভিধায়িনঃ ॥ ৩৫৮ ॥
উপাধিভেদাৎ স্বয়মেব ভিদ্যতে
চোপাধ্যপোহে স্বয়মেব কেবলঃ।

কিন্তু সমাধি দ্বারা আত্মভাব প্রকাশিত হইলে বস্তুর স্বরূপ নিশ্চয় বশতঃ সমস্ত বিকল্প বিলয় প্রাপ্ত হয় ॥ ৩৫৬ ॥ শমগুণ দমগুণ বিশিষ্ট অত্যন্ত বিরত ক্ষমাযুক্ত যতি অর্থাৎ জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি নিরন্তর সমাধি কবতঃ আপনার সর্ব্বাত্মভাব জানিতে পারেন, এবং উক্ত ভাবদ্বারা অবিদ্যারূপ অন্ধকার হইতে উৎপন্ন সমস্ত বিকল্পকে নিঃশেষে দগ্ধ করিয়া নিষ্ক্রিয় নির্বিকল্প ব্রহ্মস্বরূপে সুখে অবস্থিতি করেন ॥ ৩৫৭ ॥ যাঁহারা সমাধিবিশিষ্ট হইয়া বাহ্যবিষয় শ্রোত্রাদিইন্দ্রিয় চিত্ত ও জীবাত্মা এবং অহং বুদ্ধি ইত্যাদি সমুদায় চিদাত্মাতে লয় করিয়া অবস্থিত হন, তাঁহারাই ভবপাশ * বন্ধন হইতে বিমুক্ত হন, কিন্তু কেবল মুখে অহং ব্রহ্মমাত্রবাদিপুরুষেরা তদ্গতি লাভ করিতে পারেন না ॥ ৩৫৮ ॥ উপাধির ভেদ হেতু আপনি ভিন্ন রূপে বোধ হয় এবং উপাধির নাশ হইলে কেবল আপনি মাত্র

* সংসাররূপ রজ্জু।

তস্মাদুপাধের্ব্বিলয়ায় বিদ্বান্
বসেৎ সদা কল্পসমাধিনিষ্ঠয়া ॥ ৩৫৯ ॥
সতি সক্তো নরো যাতি সদ্ভাবং হ্যেকনিষ্ঠয়া।
কীটকো ভ্রমরং ধ্যায়ন্ ভ্রমরত্বায় কল্পতে ॥ ৩৬০ ॥
ক্রিয়ান্তরাসক্তিমপাস্য কীটকো-
ধ্যায়ন্নলিং তং হ্যলিভাবমৃচ্ছতি।
তথৈব যোগী পরমাত্মতত্ত্বং
ধ্যাত্বা সমায়াতি তদেকনিষ্ঠয়া ॥ ৩৬১ ॥
অতীব সূক্ষ্মং পরমাত্মতত্ত্বং
ন স্থূলদৃষ্ট্যা প্রতিপত্তুমর্হতি।
সমাধিনাত্যন্তসুসূক্ষ্মবৃত্ত্যা
জ্ঞাতব্যমার্য্যৈরতিশুদ্ধবুদ্ধিভিঃ ॥ ৩৬২ ॥

অবশিষ্ট হয়, অতএব বিদ্বান্ ব্যক্তি উপাধির বিনাশ নিমিত্ত দেহান্ত কাল পর্য্যন্ত সমাধিনিষ্ঠায় থাকিবেন ॥ ৩৫৯ ॥ ব্রহ্মেতে সংলগ্ন যে পুরুষ তিনি ব্রহ্মনিষ্ঠা দ্বারা নিশ্চয় ব্রহ্মতাকে প্রাপ্ত হন, যেরূপ তৈলপায়িকা * ভ্রমরকীটকে † ভাবিয়া ভ্রমরত্বকে প্রাপ্ত হয় সেইরূপ ॥ ৩৬০ ॥ তৈলপায়িকা অন্য কার্য্যে আসক্তি পরিত্যাগ-পূর্ব্বক অবিরত ভ্রমর ধ্যান করতঃ যেরূপ ভ্রমরত্বকে প্রাপ্ত হয়, সেই রূপ যোগী পুরুষ নিরন্তর পরমাত্মতত্ত্ব ধ্যান করতঃ একনিষ্ঠা দ্বারা উৎকৃষ্ট আপনার ব্রহ্মত্বকে প্রাপ্ত হন ॥ ৩৬১ ॥ অতিশয় সূক্ষ্ম পরমাত্ম তত্ত্বকে স্থূল দৃষ্টিদ্বারা কোন জন জানিতে যোগ্য হয় না, কেবল বিশুদ্ধবুদ্ধি মহাত্মারা অতি সুসূক্ষ্ম বৃত্তি অর্থাৎ যোগানুষ্ঠানক্রমে সমাধিদ্বারা জানিতে যোগ্য হন ॥ ৩৬২ ॥

* আরসুলা।

† কাঁচপোকা।

যথা সুবর্ণঃ পটুপাকশোধিতং
ত্যক্ত্বা মলং স্বাত্মগুণং সমৃচ্ছতি।
তথা মনঃ সত্ত্বরজস্তমোমলং
ধ্যানেন সংত্যজ্য সমেতি তত্ত্বম্ ॥ ৩৬৩ ॥
নিরন্তরাভ্যাসবশাত্তদিত্থং
পক্কং মনো ব্রহ্মণি লীয়তে যদা।
তদা সমাধিঃ সবিকল্পবর্জ্জিতঃ
স্বতোঽদ্বয়ানন্দরসানুভাবকঃ ॥ ৩৬৪ ॥
সমাধিনানেন সমস্তবাসনা-
গ্রন্থের্ব্বিনাশোঽখিলকর্ম্মনাশঃ।
অন্তর্ব্বহিঃ সর্ব্বত এব সর্ব্বদা
স্বরূপবিস্ফূর্ত্তিরযত্নতঃ স্যাৎ ॥ ৩৬৫ ॥
শ্রুতেঃ শতগুণং বিদ্যান্মননং মননাদপি।
নিদিধ্যাসং লক্ষগুণমনন্তং নির্ব্বিকল্পকম্ ॥ ৩৬৬ ॥

যেরূপ সুবর্ণ অগ্নিসংস্কারাদিদ্বারা শোধিত হইয়া মলাদি পরিত্যাগে সুন্দর স্বকীয় গুণকে প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ মনঃ সত্ত্ব রজঃ ও তমোরূপ মলকে ধ্যানাদিদ্বারা পরিহারপূর্ব্বক চিদ্‌ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন ॥ ৩৬৩ ॥ এইরূপ নিরন্তর অভ্যাসবশতঃ গুণরহিত মনঃ যখন পরিণতি প্রাপ্ত হইয়া ব্রহ্মেতে লয় প্রাপ্ত হয়, তখন বিকল্প বর্জিত অর্থাৎ নির্ব্বিকল্প ঐ সমাধি আপনা হইতে অদ্বয় আনন্দরসকে অনুভব করায় ॥ ৩৬৪ ॥ নির্বি-কল্প সমাধিদ্বারা সমস্ত বাসনা বন্ধন বিনাশ হয় এবং অখিল কর্ম্ম নাশপায়, সুতরাং তখন সর্ব্বপ্রকারে সর্ব্বসময়ে অন্তর ও বাহ্যে বিনাপ্রযত্নে স্বরূপের বিস্ফূর্ত্তি হয় ॥ ৩৬৫ ॥ শ্রবণ অপেক্ষা মনন শতগুণ প্রধান ও মনন অপেক্ষা নিদিধ্যাসন লক্ষগুণ প্রধান এবং নিদিধ্যাসন অপেক্ষা নির্ব্বিকল্পভাব অনন্তগুণ প্রধান হয় ॥ ৩৬৬ ॥ নির্ব্বিকল্প সমাধিদ্বারা চিদ্‌ব্রহ্ম নিশ্চিত অব-

নির্ব্বিকল্পসমাধিনা স্ফুটং
ব্রহ্মতত্ত্বমবগম্যতে ধ্রুবম্।
নান্যথা চলতয়া মনোগতেঃ
প্রত্যয়ান্তরবিমিশ্রতং ভবেৎ ॥ ৩৬৭ ॥

অতঃ সমাধৎস্ব যতেন্দ্রিয়ঃ স-
ন্নিরন্তরং শান্তমনাঃ প্রতীচি।
বিধ্বংসয় ধ্বান্তমনাদ্যবিদ্যয়া
কৃতং সদেকত্ববিলোকনেন ॥ ৩৬৮ ॥

যোগস্য প্রথমদ্বারং বাঙ্নিরোধোঽপরিগ্রহঃ।
নিরাশা চ নিরীহা চ নিত্যমেকান্তশীলতা ॥ ৩৬৯ ॥

একান্তস্থিতিরিন্দ্রিয়োপরমণে হেতুর্দমশ্চেতসঃ
সংরোধে করণং শমেন বিলয়ং যায়াদহংবাসনা।
তেন ানন্দরসানুভূতিরচলা ব্রাহ্মী সদা যোগিন-
স্তস্মাচ্চিত্তনিরোধ এব সততং কার্য্যঃ প্রযত্নান্মুনে ! ॥৩৭০॥

গত হওয়া যায়, অন্য উপায়ে উপলব্ধি হয় না কারণ মনোগতির চাঞ্চল্য বশতঃ অপর পদার্থজ্ঞানদ্বারা মিশ্রিত হয় অর্থাৎ দ্বৈতাদি দোষযুক্ত হয় ॥ ৩৬৭॥ অতএব সংযত ইন্দ্রিয় হইয়া শান্তমানসে পরমাত্মাতে নিরন্তর সমাধি অভ্যাস কর, এবং ব্রহ্মের সহিত আপনাব একত্ব অবলোকন দ্বারা অনাদি অবিদ্যাকৃত অন্ধকার বিনাশ কর ॥ ৩৬৮ ॥ যোগের প্রথম দ্বার বাক্য-নিরোধ, দ্বিতীয় দ্বার অপ্রতিগ্রহ, তৃতীয় দ্বার নিস্পৃহ, চতুর্থ দ্বার নিশ্চেষ্ট, এবং পঞ্চম দ্বার নিরন্তর বিজনাশ্রয় ॥৩৬৯॥ জনশূন্য স্থানে স্থিতি ইন্দ্রিয় নিবৃত্তির কারণ ও চিত্তের সংরোধ প্রতি কারণ দমগুণ এবং শমগুণদ্বারা অহং বাসনা বিলয় পায়, তাহাতে যোগিব্যক্তির সদা অচলানন্দ রসানুভবক্রমে ব্রহ্মপ্রাপ্তি হয়, অতএব চিত্ত নিরোধে সর্ব্বদা প্রযত্ন করা উচিত ॥ ৩৭০ ॥

বাচং নিযচ্ছাত্মনি তং নিযচ্ছ
বুদ্ধৌ ধিয়ং যচ্ছ চ বুদ্ধিসাক্ষিণি।
তং চাপি পূর্ণাত্মনি নির্ব্বিকল্পে
বিলাপ্য শান্তিং পরমাং ভজস্ব॥ ৩৭১॥

দেহপ্রাণেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধ্যাদিভিরূপাধিভিঃ।
যৈর্যৈর্বৃত্তেঃ সমাযোগস্তত্তদ্ভাবোঽস্য যোগিনঃ॥ ৩৭২॥

তন্নিবৃত্ত্যা মুনেঃ সম্যক্ সর্ব্বোপরমণং সুখম্।
সংদৃশ্যতে সদানন্দরসানুভববিপ্লবঃ॥ ৩৭৩॥

অন্তস্ত্যাগো বহিস্ত্যাগো-বিরক্তস্যৈব যুজ্যতে।
ত্যজত্যন্তর্ব্বহিঃসঙ্গং বিরক্তস্তু মুমুক্ষয়া॥ ৩৭৪॥

বহিস্তু বিষয়ৈঃ সঙ্গং তথান্তরহমাদিভিঃ।
বিরক্ত এব শক্নোতি ত্যক্তুং ব্রহ্মণি নিষ্ঠিতঃ॥ ৩৭৫॥

বাক্যকে মনেতে লয়কর, মনকে বুদ্ধিতে লয়কর, বুদ্ধিকে জীবাত্মাতে লয়কর এবং জীবাত্মাকে নির্ব্বিকল্প পূর্ণ ব্রহ্মেতে লয় করিয়া পবম শান্তি লাভ কর॥ ৩৭১॥ দেহ ইন্দ্রিয় মনঃ বুদ্ধি প্রাণ প্রভৃতি যে যে উপাধির সহিত চিত্তবৃত্তির সংযোগ হয়, যোগীর চিত্তবৃত্তি তত্তৎ উপাধিগত হইয়া তত্তদ্ভাব প্রাপ্ত হয়॥৩৭২॥ সেই সকল উপাধি ও বৃত্তির নিবৃত্তিদ্বাবা মুনির সম্যক্ প্রকার সর্ব্বশান্তিরূপ সুখ এবং সদানন্দ রসানুভবেব সঞ্চাব দৃশ্য হয়॥ ৩৭৩॥ বিরাগবিশিষ্ট-ব্যক্তির অন্তঃসঙ্গ ও বহিঃসঙ্গ ত্যাগ কবা উচিত হয়, অতএব বিবেকী পুরুষ মুক্তি ইচ্ছা করিয়া উক্ত উভয় সঙ্গ পরিত্যাগ করিবেন॥ ৩৭৪॥ ব্রহ্মনিষ্ঠাযুক্ত বিরক্তজন বিষয়ের সহিত বহিঃসঙ্গ এবং অহমাদির সহিত অন্তঃসঙ্গ সর্ব্বতোভাবে পরিহাব করিতে সক্ষম হন॥ ৩৭৫॥ হে বিচক্ষণ! পক্ষির পক্ষদ্বয় তুল্য পুরুষের বিবেক

বৈরাগ্যবোধৌ পুরুষস্য পক্ষিবৎ
পক্ষৌ বিজানীহি বিচক্ষণ ! ত্বম্।
বিমুক্তিসৌধাগ্রতলাধিরোহণং
তাভ্যাং বিনা নান্যতরেণ সিধ্যতি ॥ ৩৭৬ ॥
অত্যন্তবৈরাগ্যবতঃ সমাধিঃ
সমাহিতস্যৈব দৃঢ়প্রবোধঃ।
প্রবুদ্ধতত্ত্বস্য হি বন্ধমুক্তি-
র্মুক্তাত্মনো-নিত্যসুখানুভূতিঃ ॥ ৩৭৭ ॥
বৈরাগ্যান্ন পরং সুখস্য জনকং পশ্যামি বশ্যাত্মন-
স্তচ্চেচ্ছুদ্ধতরাত্মবোধসহিতং স্বারাজ্যসাম্রাজ্য-ধুক্।
এতদ্দ্বারমজস্রমুক্তিযুবতের্যস্মাত্ত্বমস্মাৎ পরং
সর্ব্বত্রাস্পৃহয়া সদাত্মনি সদা প্রজ্ঞাং কুরু শ্রেয়সে ॥ ৩৭৮ ॥

ও বিজ্ঞান, এই দুই পক্ষরূপ বলিয়া তুমি জান, ব্রহ্মবিদ্ দ্বিজ এতৎ পক্ষদ্বয় ব্যতিরেকে মুক্তিরূপ অট্টালিকার উপরিভাগে কোন ক্রমে সমারোহণ করিতে সক্ষম হন না ॥ ৩৭৬ ॥ অত্যন্ত বৈরাগ্যবিশিষ্ট ব্যক্তির সমাধি হয়, সমাধিমানের সম্পূর্ণ জ্ঞান হয়, সম্পূর্ণ জ্ঞানীর বন্ধনমোচন হয় এবং মুক্তাত্মার নিত্য সুখানুভব হয় ॥ ৩৭৭ ॥ জিতেন্দ্রিয় জনের বৈরাগ্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সুখজনক আর কিছুই দৃশ্য হয় না, সেই বৈরাগ্য যদি বিশুদ্ধ আত্মজ্ঞানের সহিত মিলিত হন, তাহা হইলে নির্ব্বাণ পদ প্রদান করেন, যে হেতু ঐ জ্ঞানযুক্ত বৈরাগ্য নিরন্তর মুক্তিরূপ যুবতীর * দ্বার স্বরূপ, একারণ তুমি কেবল সর্ব্ববস্তুতে স্পৃহাহীন হইয়া ব্রহ্মেতে মুক্তির নিমিত্ত সর্ব্বদা বুদ্ধি স্থাপন কর ॥ ৩৭৮ ॥ আশ্রমগত অভিমান পরিহার-

* মুক্তি ও যুবতী এতদুভয়ের সুখাস্পদত্ব প্রতি লক্ষ্যকরিয়া মহাত্মা আচার্য্য মুক্তিকে যুবতীরূপে বর্ণন করিয়াছেন, মুক্তি নিত্য সুখস্বরূপ তদ্ভিন্ন সমস্ত সুখ দুঃখঅসংভিন্নরূপ জ্ঞাতব্য।

আশাং ছিন্ধি বিষোপমেষু বিষয়েষ্বেষৈব মৃত্যোঃ কৃতি-
স্ত্যক্ত্বা জাতিকুলাশ্রমেষ্বভিমতিং মুঞ্চাতিদূরাৎ ক্রিয়াঃ।
দেহাদাবসতি ত্যজাত্মধিষণাং প্রজ্ঞাং কুরুষ্বাত্মনি
ত্বং দ্রষ্টাহস্যমনোসি নির্দ্বয়পরং ব্রহ্মাসি যদ্বস্তুতঃ॥ ৩৭৯॥
লক্ষ্যে ব্রহ্মণি মানসং দৃঢ়তরং সংস্থাপ্য বাহ্যেন্দ্রিয়ং
স্বস্থানে বিনিবেশ্য নিশ্চলতনুশ্চোপেক্ষ্য দেহস্থিতিম্।
ব্রহ্মাত্মৈক্যমুপেত্য তন্ময়তয়া চাখণ্ডবৃত্ত্যাহনিশং
ব্রহ্মানন্দরসং পিবাত্মনি মুদা শূন্যৈঃ কিমন্যৈর্ভৃশম্॥ ৩৮০॥
অনাত্মচিন্তনং ত্যক্ত্বা কশ্মলং দুঃখকারণম্।
চিন্তয়াত্মানমানন্দরূপং যন্মুক্তিকারণম্॥ ৩৮১॥
এষ স্বয়ং জ্যোতিরশেষসাক্ষী বিজ্ঞানকোষে বিলসত্যজস্রম্।
লক্ষ্যং বিধায়েনমসদ্বিলক্ষণমখণ্ডবৃত্ত্যাত্মতয়ানুভাবয়॥ ৩৮২॥

পুরঃসর অতিদূর হইতে কার্য্য সকল ত্যাগ কর, এবং অনিত্য দেহাদিতে যে আত্মবুদ্ধি তাহাও ত্যাগ কর, আপনার আত্মাতে বুদ্ধি যোগ কর, তাহা হইলে তুমি যাহা যথার্থতঃ মনোরহিত অদ্বয় সর্ব্ব-সাক্ষী পরব্রহ্মস্বরূপ তাহাই হইবে॥ ৩৭৯॥ লক্ষ্য স্বরূপ যে ব্রহ্ম তাঁহাতে মনকে অতি অচলভাবে সংস্থাপন করিয়া বাহ্যেন্দ্রিয়গণকে স্বস্বস্থানে নিবিষ্টপূর্ব্বক স্থিরকায় হইয়া দেহস্থিতি উপেক্ষা কর, এবং ব্রহ্মেতে আপনার একত্ব প্রাপ্ত হইয়া ব্রহ্মস্বরূপে অনন্য নিষ্ঠাদ্বারা নিরন্তর আপনাতে স্থিত যে ব্রহ্মানন্দ রস তাহা সর্ব্বদা হর্ষের সহিত যথেষ্ট রূপ পান কর, নিষ্ফল ব্রহ্মভিন্ন পদার্থে প্রয়োজন কি? ॥ ৩৮০॥ আত্মাতিরিক্ত পদার্থের চিন্তা ত্যাগ করিয়া এবং দুঃখের কারণ যে মোহ তাহাকেও ত্যাগ করিয়া মুক্তির কারণ যে আনন্দরূপ আত্মা তাঁহাকে চিন্তা কর॥ ৩৮১॥ এই আত্মা স্বয়ং জ্যোতিঃ স্বরূপ সকলের সাক্ষী নিরন্তর বিজ্ঞানময়

এতমচ্ছিন্নয়া বৃত্ত্যা প্রত্যয়ান্তরশূন্যয়া।
উল্লেখয়ন্ বিজানীয়াৎ স্বস্বরূপতয়া স্ফুটম্ ॥ ৩৮৩ ॥
অত্রাত্মত্বং দৃঢ়ীকুর্ব্বন্নহমাদিষু সংত্যজন্।
উদাসীনতয়া তেষু তিষ্ঠন্ স্ফুটঘটাদিবৎ ॥৩৮৪॥
বিশুদ্ধমন্তঃকরণং স্বরূপে
নিবেশ্য সাক্ষিণ্যববোধমাত্রে।
শনৈঃ শনৈর্নিশ্চলতামুপানয়ন্
পূর্ণাত্মমেবানুবিলোকয়েত্ততঃ ॥৩৮৫॥

কোষে * প্রকাশ পাইতেছেন, অতএব অসৎ হইতে বৈলক্ষণ্যযুক্ত ব্রহ্মকে লক্ষ্য করিয়া একনিষ্ঠা দ্বারা আত্মস্বরূপেতে ভাবনা কর ॥ ৩৮২ ॥ জ্ঞানান্তররহিত একমাত্র বৃত্তিদ্বারা ব্রহ্মনাম উচ্চারণ-পূর্ব্বক আপনার স্বরূপেতে তাঁহাকে স্পষ্টরূপে অবগত হইবে ॥ ৩৮৩ ॥ এই আত্মাতে ব্রহ্ম-ভাব নিশ্চয় করিয়া অবিদ্যা কল্পিত অহমাদির বাচ্য দেহাদি পদার্থে অহং বুদ্ধিত্যাগ করতঃ উদাসীন অর্থাৎ নিঃসম্পর্ক হইয়া সচ্ছিদ্র ঘটাদির ন্যায় † অবস্থান করিবে ॥ ৩৮৪ ॥ সর্ব্বসাক্ষী চিন্মাত্র আপনার স্বরূপ যে ব্রহ্ম তাঁহাতে বিশুদ্ধ অন্তঃকরণ প্রবিষ্ট করিয়া শনৈঃ শনৈঃ অর্থাৎ যোগে বল-প্রকাশ না করিয়া অল্প অল্প অভ্যাস ক্রমে নিশ্চলতাকে প্রাপ্ত হইয়া পরি-শেষে পূর্ণব্রহ্মস্বরূপে আপনাকে অবলোকন করিবে ॥ ৩৮৫ ॥ আপনার

* বেদান্তসারে ব্যক্ত আছে, জ্ঞানশক্তিমান্ বিজ্ঞানময় কোষ কর্ত্তাস্বরূপ ও ইচ্ছাশক্তি-মান্ মনোময় কোষ করণস্বরূপ এবং ক্রিয়া শক্তিমান্ প্রাণময় কোষ কার্য্যস্বরূপ, সুতরাং যিনি জ্ঞানশক্তিবিশিষ্ট এবং কর্ত্তা তিনিই পঞ্চকোষমধ্যে প্রধান হন, একারণ আচার্য্য মহাশয় বিজ্ঞানময় কোষকে বিশেষ লক্ষ্য করিয়া চৈতন্য শক্তির প্রকাশ, প্রকাশ করিয়া-ছেন।

† গৃহী জন যেরূপ ভগ্ন কুম্ভ রক্ষার প্রতি যত্নপর না হইয়া অপরাপর উপকরণ সংরক্ষণে যত্নপর হয়, যোগী জন সেইরূপ অনিত্য দেহ রক্ষার প্রতি যত্নপর না হইয়া আত্মস্বরূপ সং-রক্ষণে যত্নপর হন।

দেহেন্দ্রিয়প্রাণমনোঽহমাদিভিঃ
স্বাজ্ঞানকৢপ্তৈরখিলৈরুপাধিভিঃ।
বিমুক্তমাত্মানমখণ্ডরূপং
পূর্ণং মহাকাশমিবাবলোকয়েৎ ॥৩৮৬॥

ঘটকলসকুসূলসূচীমুখৈ-
র্গগনমুপাধিশতৈর্ব্বিমুক্তমেকম্।
ভবতি ন বিবিধং তথৈব শুদ্ধং
পরমহমাদি বিমুক্তমেকমেব ॥৩৮৭॥

ব্রহ্মাদিস্তম্বপর্য্যন্তা মৃষামাত্রা উপাধয়ঃ।
ততঃ পূর্ণং স্বমাত্মানং পশ্যেদেকাত্মনা স্থিতম্ ॥৩৮৮॥

যত্র ভ্রান্ত্যা কল্পিতং যদ্বিবেকে
তত্তন্মাত্রং নৈব তস্মাদ্বিভিন্নম্।

অজ্ঞানদ্বারা কল্পিত দেহ ইন্দ্রিয় প্রাণ মনঃ অহং আদি অখিল উপাধিরহিত অখণ্ডস্বরূপ পূর্ণব্রহ্মকে মহাকাশের ন্যায় আলোকন করিবে ॥৩৮৬॥ যেরূপ আকাশ, ঘট কলস কুসূল * সূচীমুখ † ইত্যাদি শত শত উপাধি হইতে মুক্ত হইলে একমাত্র বোধ হয়, সেইরূপ শুদ্ধ পরব্রহ্ম অহমাদি হইতে মুক্ত হইলে নানা উপাধিরূপে প্রতীয়মান না হইয়া একমাত্র বোধ হয় ॥৩৮৭॥ ব্রহ্মা অবধি তৃণাদি-গুচ্ছ পর্য্যন্ত উপাধি সকল মিথ্যামাত্র, অতএব পূর্ণব্রহ্ম-স্বকীয় আত্মাকে এক-স্বরূপে অবস্থিত অবলোকন করিবে ॥ ৩৮৮ ॥ ভ্রান্তি-দ্বারা যে বস্তুতে যাহা কল্পিত হয়, বোধোদয় হইলে সে বস্তু তৎস্বরূপ হইতে ভিন্ন হয় না, যেরূপ ভ্রান্তি দৃষ্টিদ্বারা রজ্জু সর্পরূপ হয় এবং ভ্রান্তি-

* ধান্যাধার।

† তৈলাধার থালীপ্রভৃতি।

ভ্রান্তের্নাশে ভাতি দৃষ্টাহিতত্ত্বং
রজ্জুস্তদ্বদ্বিশ্বমাত্মস্বরূপম্ ॥৩৮৯॥
স্বয়ং ব্রহ্মা স্বয়ং বিষ্ণুঃ স্বয়মিন্দ্রঃ স্বয়ং শিবঃ।
স্বয়ং বিশ্বমিদং সর্ব্বং স্বস্মাদন্যন্ন কিঞ্চন ॥৩৯০॥
অন্তঃ স্বয়ং চাপি বহিঃ স্বয়ঞ্চ
স্বয়ং পুরস্তাৎ স্বয়মেব পশ্চাৎ।
স্বয়ং হ্যবাচ্যাং স্বয়মপ্যুদীচ্যাং
তথোপরিষ্টাৎ স্বয়মপ্যধস্তাৎ ॥৩৯১॥
তরঙ্গফেনভ্রমবুদ্বুদাদি সর্ব্বং স্বরূপেণ জলং যথা তথা।
চিদেব দেহাদ্যহমন্তমেতৎ সর্ব্বং চিদেবৈকরসং বিশুদ্ধম্ ॥৩৯২॥
সদেবেদং সর্ব্বং জগদবগতং বাঙ্মনসয়োঃ,
সতোঽন্যন্নাস্ত্যেব প্রকৃতিপরসীম্নি স্থিতবতঃ।

নাশে রজ্জুমাত্র হয় সেইরূপ ভ্রান্তিদ্বারা বিশ্বসংসার হয় এবং ভ্রান্তিনাশে ব্রহ্মস্বরূপ হয় ॥৩৮৯॥ এই আত্মা স্বয়ং ইন্দ্র স্বয়ং ব্রহ্মা স্বয়ং বিষ্ণু স্বয়ং শিব এবং স্বয়ং সমস্ত চরাচর বিশ্ব অতএব আত্মা ভিন্ন অন্য কিছুমাত্র নাই ॥৩৯০॥ আত্মা অন্তরে স্বয়ং বাহেও স্বয়ং সংমুখে স্বয়ং পশ্চাতেও স্বয়ং দক্ষিণে স্বয়ং উত্তরেও স্বয়ং ঊর্দ্ধদেশে স্বয়ং এবং অধোদেশেও স্বয়ং ॥ ৩৯১ ॥ তরঙ্গ ফেন আবর্ত্ত বিম্ব প্রভৃতি সমস্ত যেরূপ প্রকৃত জলমাত্রই হয়, সেইরূপ দেহ ইন্দ্রিয় প্রাণ মনঃ এবং অহং আদি সমুদায় প্রকৃত চিন্মাত্রই হয়, অতএব একরসস্বরূপ বিশুদ্ধ চিন্মাত্র আছেন * ॥ ৩৯২ ॥ বাক্য মনঃ দ্বারা অবগত এই সমস্ত জগৎ সৎস্বরূপ, প্রকৃতির পরসীমাতে অবস্থিত সেই সৎ পদার্থ হইতে অন্য কিছুই নাই, কলস ঘট কুম্ভ † ইত্যাদিরূপ

* চণ্ডীতেও ব্যক্ত আছে, যে দেবী চিৎস্বরূপে এতৎ সমস্ত জগৎ ব্যাপিয়া আছেন, তাঁহাকে নমস্কার, তাঁহাকে নমস্কার, তাঁহাকে নমস্কার করি।

† উদকপাত্র সমুদয় গঠন ভেদে বিবিধ সংজ্ঞা মাত্র হয়।

পৃথক্ কিং মৃৎস্নায়াঃ কলসঘটকুম্ভাদ্যবগতং
বদত্যেষ ভ্রান্তস্ত্বমহমিতি মায়ামদিরয়া ॥৩৯৩॥
ক্রিয়াসমভিহারেণ যত্র নান্যদিতি শ্রুতিঃ।
ব্রবীতি দ্বৈতরাহিত্যং মিথ্যাধ্যাসনিবৃত্তয়ে ॥৩৯৪॥
আকাশবন্নির্ম্মলনির্ব্বিকল্প-
নিঃসীমনিস্পন্দননির্ব্বিকারম্।
অন্তর্ব্বহিঃ শূন্যমনন্যমদ্বয়ং
স্বয়ং পরং ব্রহ্ম কিমস্তি বোধ্যম্ ॥৩৯৫॥
বক্তব্যং কিমু বিদ্যতেঽত্র বহুধা ব্রহ্মৈব জীবঃ স্বয়ং
ব্রহ্মৈতজ্জগদাপরাণু সকলং ব্রহ্মাদ্বিতীয়ং শ্রুতিঃ।
ব্রহ্মৈবাহমিতি প্রবুদ্ধমতয়ঃ সংত্যক্তবাহ্যাঃ স্ফুটং
ব্রহ্মীভূয় বসন্তি সন্ততচিদানন্দাত্মনৈতদ্ধ্রুবম্ ॥৩৯৬॥

অবগত বস্তু সকল কি কখন মৃত্তিকা হইতে পৃথক্ হয়? অর্থাৎ যেমন তাহা সম্ভব হয় না, সেই মত মায়ামদিরাদ্বারা মত্তমনুষ্য অখণ্ড চিদ্ব্রহ্মে তুমি আমি রূপ প্রলাপ বাক্য সকল ব্যক্ত করে ॥ ৩৯৩ ॥ কর্ম্মকাণ্ড সহিত অপরাপর যাঁহাতে কিছুমাত্র নাই, তিনিই ব্রহ্ম এই শ্রুতি, মিথ্যা অধ্যাস নিবৃত্তির নিমিত্ত ব্রহ্ম দ্বৈতরহিত রূপ ব্যক্ত করেন ॥ ৩৯৪ ॥ আকাশের ন্যায় নির্ম্মল নির্ব্বিকল্প নিঃসীম নিস্পন্দন নির্ব্বিকার অন্তর্ব্বহিঃশূন্য অদ্বয় স্বয়ং পরমব্রহ্ম ভিন্ন জ্ঞাতব্য কি আছে? ॥ ৩৯৫ ॥ হে বৎস! এ বিষয়ে বহুবিধ বক্তব্য কি আছে? জীব যিনি, ইনিই নিশ্চয় স্বয়ং ব্রহ্ম, পরমাণু পর্য্যন্ত সমস্ত এই জগৎ ব্রহ্ম কারণ, "ব্রহ্ম অদ্বিতীয়" এই শ্রুতি আছে, ব্রহ্মই আমি এই বোধযুক্তবুদ্ধি বাহ্যপদার্থত্যাগিপুরুষেরা সাক্ষাৎ ব্রহ্ম-স্বরূপ হইয়া চিরদিন চিদানন্দরূপে অবস্থান করেন ইহার অন্যথা নাই ॥ ৩৯৬ ॥ মলময় স্থূল শরীরে অহংবুদ্ধিদ্বারা উত্থাপিত যে আশা

জহি মলময়কোষেঽহংধিয়োত্থাপিতাশাং
প্রসভমনিলকল্পে লিঙ্গদেহেঽপি পশ্চাৎ।
নিগমগদিতকীর্ত্তিং নিত্যমানন্দমূর্ত্তিং
স্বয়মিতি পরিচীয় ব্রহ্মরূপেণ তিষ্ঠ ॥৩৯৭॥
শবাকারং যাবদ্ভজতি মনুজস্তাবদশুচিঃ
পরেভ্যঃ স্যাৎ ক্লেশোজননমরণব্যাধিনিলয়ঃ।
যদাত্মানং শুদ্ধং কলয়তি শিবাকারমচলং
তদা তেভ্যোমুক্তোভবতি হি তদাহ শ্রুতিরপি ॥৩৯৮॥
স্বাত্মন্যারোপিতাশেষাভাসবস্তুনিরাসতঃ।
স্বয়মেব পরং ব্রহ্ম পূর্ণমদ্বয়মক্রিয়ম্ ॥৩৯৯॥
সমাহিতায়াং সতি চিত্তবৃত্তৌ
পরাত্মনি ব্রহ্মণি নির্ব্বিকল্পে।
ন দৃশ্যতে কশ্চিদয়ং বিকল্পঃ
প্রজল্পমাত্রঃ পরিশিষ্যতে ততঃ ॥৪০০॥

তাহাকে বিনাশ কর, পরে বায়ুরূপ লিঙ্গদেহগত আশাও বলপূর্ব্বক বিধ্বংসন করতঃ বেদপ্রথিতকীর্ত্তি নিত্য আনন্দমূর্ত্তি যে ব্রহ্ম তাহা স্বয়ং আমি এইরূপ আপনাকে অবগত হইয়া ব্রহ্মস্বরূপে অবস্থিতি কর ॥ ৩৯৭ ॥ মনুষ্য যে পর্য্যন্ত শবাকার শরীরকে ভজনা করেন, সেই পর্য্যন্ত অশুচি থাকেন, এবং জনন মরণ ব্যাধির আলয়স্বরূপ যে ক্লেশ তাহা কামাদি শত্রু হইতে ভোগ করেন, কিন্তু যখন আপনাকে শুদ্ধ অচল শিবস্বরূপ অভিজ্ঞাত হন, তখন সেই সকল জননমরণাদি ক্লেশ হইতে মুক্ত হন, শ্রুতিও ইহা নিশ্চয় বলিয়া থাকেন ॥ ৩৯৮ ॥ আপনার আত্মাতে আরোপিত অশেষ অনর্থ পদার্থের অপসরণ হইলে পূর্ণ অদ্বয় অক্রিয় পরব্রহ্মস্বরূপ স্বয়ং প্রকাশ পান ॥ ৩৯৯ ॥ নিত্য নির্ব্বিকল্প পরমাত্মা ব্রহ্মেতে চিত্তবৃত্তি সংস্থাপিত হইলে কোন বিকল্প বিলোকিত হয় না, তখন জল্পনা-

অসৎকল্পো বিকল্পোঽয়ং বিশ্বমিত্যেকবস্তুনি।
নির্ব্বিকারে নিরাকারে নির্ব্বিশেষে ভিদা কুতঃ ॥৪০১॥
দ্রষ্টৃদর্শনদৃশ্যাদিভাবশূন্যৈকবস্তুনি।
নির্ব্বিকারে নিরাকারে নির্ব্বিশেষে ভিদা কুতঃ ॥৪০২॥
কল্পার্ণব ইবাত্যন্তপরিপূর্ণৈকবস্তুনি।
নির্ব্বিকারে নিরাকারে নির্ব্বিশেষে ভিদা কুতঃ ॥৪০৩॥
তেজসীব তমো যত্র প্রলীনং ভ্রান্তিকারণম্।
অদ্বিতীয়ে পরে তত্ত্বে নির্ব্বিশেষে ভিদা কুতঃ ॥৪০৪॥
একাত্মকে পরে তত্ত্বে ভেদবার্ত্তা কথং বসেৎ
সুষুপ্তৌ সুখমাত্রায়াং ভেদঃ কেনাবলোকিতঃ ॥৪০৫॥

মাত্র অবশিষ্ট থাকে অর্থাৎ সে বাক্যের কোন ফলিতার্থতা নাই ॥ ৪০০ ॥ নির্ব্বিকার নিরাকার নির্ব্বিশেষ অদ্বিতীয় ব্রহ্মবস্তুতে জগৎরূপ ভেদজ্ঞান কোথায়? অতএব এ বিকল্প অসৎকল্পনামাত্র ॥ ৪০১ ॥ দ্রষ্টা দর্শন দৃশ্যাদি-ভাবশূন্য দ্বিতীয়শূন্য বিকারশূন্য আকারশূন্য বিভেদশূন্য ব্রহ্মবস্তুতে ভেদজ্ঞান কোথায়? ॥ ৪০২ ॥ প্রলয়কালীয় সমুদ্রের ন্যায় অত্যন্ত পরিপূর্ণ নির্ব্বিকার নিরাকার নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মবস্তুতে ভেদজ্ঞান কোথায়? ॥ ৪০৩ ॥ যেরূপ তেজেতে অন্ধকার লয় পায় সেইরূপ যে ব্রহ্মেতে ভ্রান্তির কারণ লয় পায় সেই অদ্বিতীয় নির্ব্বিশেষ পরমাত্মাতে ভেদজ্ঞান কোথায়? ॥ ৪০৪ ॥ এক স্বরূপ পরব্রহ্মে ভেদ কথা কিরূপে অবস্থান করিতে পারে? সুষুপ্তি * দশাতে সুখমাত্রবিষয়ে যে ভেদ তাহা কোন্ জন কর্ত্তৃক দৃশ্য হয়? ॥ ৪০৫ ॥

* সুষুপ্তিতে যদ্রূপ ভেদহীন একভাব প্রকাশ পায় তদ্রূপ ব্রহ্মভাবেও ভেদ বর্জ্জিত একভাব প্রকাশ পায়। অপিচ কৈবল্য উপনিষতেও ব্যক্ত আছে, সুষুপ্তিকালে যে সুখ তাহা তমঃ দ্বারা অভিভূত প্রযুক্ত কিছুকাল সুখরূপ বোধ হয়, কিন্তু সুষুপ্ত্যাদি অবস্থা যাঁহার সত্তা হেতু প্রকাশ পাইতেছে এবং যাঁহাতে বিলয় প্রাপ্ত হইতেছে তিনিই অখণ্ড নিত্য সুখ-স্বরূপ ব্রহ্ম।

ন হ্যস্তি বিশ্বং পরতত্ত্ববোধাৎ
সদাত্মনি ব্রহ্মণি নির্ব্বিকল্পে।
কালত্রয়েণাপ্যহিরীক্ষিতো গুণে-
ন হ্যম্বুবিন্দুর্ম্মৃগতৃষ্ণিকায়াম্ ॥ ৪০৬॥
মায়ামাত্রমিদং দ্বৈতমদ্বৈতং পরমার্থতঃ।
ইতি ব্রূতে শ্রুতিঃ সাক্ষাৎ সুষুপ্তাবনুভূয়তে ॥ ৪০৭॥
অনন্যত্বমধিষ্ঠানাদারোপ্যস্য নিরীক্ষিতম্।
পণ্ডিতৈরজ্জুসর্পাদৌ বিকল্পো ভ্রান্তিজীবনঃ ॥ ৪০৮ ॥
চিত্তমূলোবিকল্পোঽয়ং চিত্তাভাবেন কশ্চন।
অতশ্চিত্তং সমাধেহি প্রত্যগ্রূপে পরাত্মনি ॥ ৪০৯ ॥

পরম তত্ত্ববোধ হইলে নির্ব্বিকল্প সদাত্মা ব্রহ্মবস্তুতে ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান এই কালত্রয়াবচ্ছেদে জগৎ থাকে না, যেরূপ রজ্জুতে দৃষ্ট সর্প রজ্জুতত্ত্ব-বোধে থাকে না এবং মৃগতৃষ্ণাতে দৃষ্ট জল মরীচিকা * তত্ত্ববোধে থাকে না সেইরূপ ॥ ৪০৬ ॥ এই দ্বৈত জগৎ মায়ামাত্র "উৎকৃষ্ট বস্তুস্বরূপ ব্রহ্মই অদ্বৈত" ইহা সাক্ষাৎ শ্রুতি কহিতেছেন, ইহার প্রমাণ সুষুপ্তি † দর্শনে অনু-ভূত হয় ॥৪০৭॥ পণ্ডিতগণ আধারে আরোপযোগ্য আধেয় বস্তু সকল অভিন্ন-রূপ দর্শন করেন, রজ্জ্বাদিতে সর্পাদি আরোপ যেরূপ ভ্রান্তি কারণ হয় সেই রূপ ব্রহ্মে বিশ্ব বিকল্প ভ্রান্তি ভিন্ন নহে ॥ ৪০৮ ॥ এই বিকল্পের মূলই চিত্ত, চিত্তের অভাবে কোন বিকল্পই থাকে না, অতএব প্রত্যক্রূপ পরমাত্মাতে চিত্ত সমর্পণ কর ॥ ৪০৯ ॥ বিদ্বান্ ব্যক্তি সমাধি সময়ে অনির্ব্বচনীয় নিত্য-

* সূর্য্য কিরণে জলভ্রম, ইহা ১২৫ শ্লোকের নোটে ব্যক্ত আছে।

† সুষুপ্তিতে যখন মায়াচ্ছন্ন এক জীব ভিন্ন দ্বিতীয় কিছুই উপলব্ধি হয় না, তখন দ্বৈত জগৎ যে মায়িক এবং মিথ্যা তাহা বলা বাহুল্য।

কিমপি সততবোধং কেবলানন্দরূপং
নিরুপমমতিবেলং নিত্যমুক্তং নিরীহম্।
নিরবধি গগনাভং নিষ্কলং নির্ব্বিকল্পং
হৃদি কলয়তি বিদ্বান্ ব্রহ্মপূর্ণং সমাধৌ॥ ৪১০॥
প্রকৃতিবিকৃতিশূন্যং ভাবনাতীতভাবং
সমরসমসমানং মানসংবন্ধদূরম্।
নিগমবচনসিদ্ধং নিত্যমস্মৎপ্রসিদ্ধং
হৃদি কলয়তি বিদ্বান্ ব্রহ্মপূর্ণং সমাধৌ॥ ৪১১॥
অজরমমরমস্তাভাববস্তুস্বরূপং
স্তিমিতসলিলরাশিপ্রখ্যমাখ্যাবিহীনম্।
শমিতগুণবিকারং শাশ্বতং শান্তমেকং
হৃদি কলয়তি বিদ্বান্ ব্রহ্মপূর্ণং সমাধৌ॥ ৪১২॥
সমাহিতান্তঃকরণঃ স্বরূপে
বিলোকয়াত্মানমখণ্ডবৈভবম্।

বোধ নিরুপম বৃহৎ নিত্যমুক্ত নিশ্চেষ্ট অসীম গগনসম নিষ্কল নির্ব্বিকল্প আনন্দরূপ এক পূর্ণব্রহ্মমাত্র হৃদয়ে সাক্ষাৎ করেন॥ ৪১০॥ বিদ্বান্ ব্যক্তি সমাধিসময়ে প্রকৃতির বিকারশূন্য অচিন্ত্যভাব একরস অতুল্য বিশুদ্ধ মনোবর্ত্তিবন্ধন হইতে অন্তরিত বেদবাক্যদ্বারা প্রসিদ্ধ এবং নিত্য অস্মদ্‌বিধ লোকদিগের বিজ্ঞাত অর্থাৎ গুরুবক্ত্রস্থিত পূর্ণব্রহ্মকে হৃদয়ে অবলোকন করেন॥ ৪১১॥ বিদ্বান্ ব্যক্তি সমাধি সময়ে অজর অমর অভাব বস্তুর স্বরূপ হীন, স্থিরসমুদ্রতুল্য নামরহিত, প্রকৃতিগুণবিকার হইতে নিবৃত্ত নিত্যশান্ত এক পূর্ণব্রহ্মকে হৃদয়ে অবলোকন করেন॥ ৪১২॥ হে শিষ্য! তুমি সুস্থির চিত্ত হইয়া আপনার স্বরূপ যে পরিপূর্ণ বিভববিশিষ্ট

বিচ্ছিন্ধি বন্ধং ভবগন্ধগন্ধিতং
যত্নেন পুংস্ত্বং সফলীকুরুষ্ব ॥ ৪১৩ ॥
সর্ব্বোপাধিবিনির্ম্মুক্তং সচ্চিদানন্দমদ্বয়ম্ ।
ভাবয়াত্মানমাত্মস্থং ন ভূয়ঃ কল্পসেঽধ্বনে ॥ ৪১৪ ॥
ছায়েব পুংসঃ পরিদৃশ্যমানমাভাসরূপেণ ফলানুভূত্যা ।
শরীরমারাচ্ছববন্নিরস্তং পুনর্ন সন্ধত্ত ইদং মহাত্মা ॥ ৪১৫ ॥
সততবিমলবোধানন্দরূপং সমেত্য
ত্যজ জড়মলরূপোপাধিমেতং সুদূরে ।
অথ পুনরপি নৈব স্মর্য্যতাং বান্তবস্তু-
স্মরণবিষয়ভূতং কল্পতে কুৎসনায় ॥ ৪১৬ ॥
সমূলমেতৎ পরিদহ্য বহ্নৌ সদাত্মনি ব্রহ্মণি নির্ব্বিকল্পে ।
ততঃ স্বয়ং নিত্যবিশুদ্ধবোধানন্দাত্মনা তিষ্ঠতি বিদ্বরিষ্ঠঃ ॥৪১৭॥

পরমাত্মা তাহা অবলোকন কর এবং যত্নসহকারে ভবগন্ধে গন্ধিত বন্ধন * ছেদনকর এইরূপে পুরুষত্ব সফল কর ॥ ৪১৩ ॥ সকল উপাধি হইতে বিমুক্ত সচ্চিদানন্দ অদ্বয় আত্মাকে আপনাতে ভাবনা কর, তাহা হইলে আর পুনর্ব্বার সংসার পথ প্রাপ্ত হইবে না ॥ ৪১৪ ॥ পুরুষের ছায়ার ন্যায় এবং প্রতিবিম্বের ন্যায় পরিদৃশ্যমান কর্ম্মফল স্বরূপ এই শরীরকে মহাত্মা-গণ আত্মানুভূতিদ্বারা শবের ন্যায় দূরে নিক্ষেপ করেন, পুনরায় আর তাহার অবস্থা অনুসন্ধান করেন না ॥ ৪১৫ ॥ নিত্য নির্ম্মল জ্ঞানানন্দ স্বরূপ আত্মাকে সম্যক্ প্রাপ্ত হইয়া এই জড়স্বরূপ উপাধিকে অত্যন্ত দূরে পরিত্যাগ কর, পুনরায় ঐ উপাধিকে আর স্মরণ করিও না কারণ উদ্গীর্ণ বস্তু স্মৃত হইলে ঘৃণা উৎপাদন করে ॥ ৪১৬ ॥ সুপণ্ডিত ব্যক্তি নির্ব্বিকল্প সদাত্মা ব্রহ্মরূপ অগ্নিতে এই সমস্ত জগৎকে সমূলে দাহকরিয়া, সাক্ষাৎ স্বয়ং নিত্য বিশুদ্ধ জ্ঞানানন্দস্বরূপে অবস্থিতি করেন ॥ ৪১৭ ॥

* যে স্থলে অস্থির চিত্ত সেই স্থলেই সংসার, যেস্থলে সংসার সেই স্থলেই বন্ধন।

প্রারব্ধসূত্রগ্রথিতং শরীরং
প্রয়াতু বা তিষ্ঠতু গোরিবাস্রক্।
ন তৎ পুনঃ পশ্যতি তত্ত্ববেত্তা-
নন্দাত্মনি ব্রহ্মণি লীনবৃত্তিঃ ॥ ৪১৮ ॥
অখণ্ডানন্দমাত্মানং বিজ্ঞায়স্ব স্বরূপতঃ।
কিমিচ্ছন্ কস্য বা হেতোর্দ্দেহং পুষ্ণাতি তত্ত্ববিৎ ॥ ৪১৯ ॥
সংসিদ্ধস্য ফলং ত্বেতজ্জীবন্মুক্তস্য যোগিনঃ।
বহিরন্তঃ সদানন্দরসাস্বাদনমাত্মনি ॥ ৪২০ ॥
বৈরাগ্যস্য ফলং বোধো বোধস্যোপরতিঃ ফলম্।
স্বানন্দানুভবাচ্ছান্তিরেষৈবোপরতেঃ ফলম্ ॥ ৪২১ ॥
যদ্যুত্তরোত্তরাভাবঃ পূর্ব্বপূর্ব্বন্তু নিস্ফলম্।
নিবৃত্তিঃ পরমা তৃপ্তিরানন্দোঽনুপমঃ স্বতঃ ॥ ৪২২ ॥

প্রারব্ধ কর্ম্মসূত্র দ্বারা নিবদ্ধ এই শরীর, থাক্ বা নাশ হউক, তত্ত্বজ্ঞ যোগী আনন্দাত্মা ব্রহ্মেতে বিলীনবৃত্তি হইয়া গোরুধিররূপ অপবিত্র এ শরীবকে আব পুনর্দর্শন করেন না॥ ৪১৮॥ তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি পূর্ণ আনন্দ-স্বরূপ আত্মাকে আপনার স্বরূপ অবগত হইয়া, কি? ইচ্ছা করিয়া অথবা কি? কার্য্য কারণ এই শরীরকে পোষণ করিবেন ॥ ৪১৯ ॥ সম্যক্ সিদ্ধি-প্রাপ্ত জীবন্মুক্ত যোগী আপনাতে ও বাহ্য বস্তুতে এবং অন্তরেতে যে নিত্য আনন্দ রসের আস্বাদন করেন তাহাই তাঁহার ফলস্বরূপ ॥৪২০॥ বৈবাগ্যেব ফল জ্ঞান, জ্ঞানের ফল উপরতি, উপরতির ফল ব্রহ্মানন্দানুভব, এবং ব্রহ্মা-নন্দানুভবেব ফল মুক্তি ॥ ৪২১ ॥ যদি উত্তবোত্তরের অভাব হয় তাহা হইলে পূর্ব্ব পূর্ব্ব সাধন সকল নিস্ফল হয় অর্থাৎ মুক্ত না হইলে প্রকৃত ব্রহ্মানন্দ-রসানুভব হয় না, ব্রহ্মানন্দরসানুভব অভাবে ত্যাগ সম্ভব হয় না সর্ব্বত্যাগ বিনা জ্ঞানলাভ হয় না এবং জ্ঞানবিহীন যে বৈরাগ্য সে বিফলমাত্র, অতএব আপনা হইতে যে অনুপম আনন্দ সেই পরমা তৃপ্তি তাহারই নাম

দৃষ্টদুঃখেষ্বনুদ্বেগো বিদ্যায়াঃ প্রস্তুতং ফলম্।
যৎ কৃতং ভ্রান্তিবেলায়াং নানাকর্ম্ম জুগুপ্সিতম্।
পশ্চান্নরো বিবেকেন তৎ কথং কর্ত্তুমর্হতি ? ॥ ৪২৩ ॥
বিদ্যাফলং স্যাদসতো নিবৃত্তিঃ
প্রবৃত্তিরজ্ঞানফলং তদীক্ষিতম্।
তজ্জ্ঞাজ্ঞয়োর্যন্মৃগতৃষ্ণিকাদৌ
নো চেদ্বিদাং দৃষ্টফলং কিমস্মাৎ ॥ ৪২৪ ॥
অজ্ঞানহৃদয়গ্রন্থের্বিনাশো যদ্যশেষতঃ।
অনিচ্ছোর্বিষয়ঃ কিন্নু প্রবৃত্তেঃ কারণং স্বতঃ ? ॥ ৪২৫ ॥
বাসনানুদয়ো ভোগ্যে বৈরাগ্যস্য তদাবধিঃ।
অহং ভাবোদয়াভাবো বোধস্য পরমাবধিঃ।

নিবৃত্তি অর্থাৎ মুক্তি ॥ ৪২২ ॥ দুঃখ দর্শনে উদ্বিগ্ন না হওয়া জ্ঞানের প্রকৃত ফল, ভ্রান্তিকালে নানা নিন্দিত কার্য্য সকল যাহা কৃত হয় তাহা ভ্রান্তি অবসানে বস্তুর স্বরূপনিশ্চয় দ্বারা কোন্ ব্যক্তি কি প্রকারে করিতে যোগ্য হয় ? ॥ ৪২৩ ॥ জ্ঞানের ফল অসৎ হইতে নিবৃত্তি এবং অজ্ঞানের ফল অসতে প্রবৃত্তি, তাহা তত্ত্বজ্ঞ ও অজ্ঞের মৃগতৃষ্ণাদিতে * দৃষ্ট আছে, যদি তাহা স্বীকার না কর, তাহা হইলে পণ্ডিতদিগের ইহা অপেক্ষা দৃষ্টান্ত স্থল আর কি আছে ? ॥ ৪২৪ ॥ হে শিষ্য! যদি অজ্ঞানরূপ হৃদয় গ্রন্থি নিঃশেষে নাশ পায়, তাহা হইলে অনিচ্ছুক ব্যক্তির বিষয় পদার্থ কি আপনা হইতে প্রবৃত্তির কারণ হয় ? ॥ ৪২৫ ॥ যখন ভোগ্য বস্তুতে বাসনা উদয় না হয় তখনই বৈরাগ্যের শেষ সীমা ও যখন অহং ভাবের উদয় না হয় তখনই

* মৃগতৃষ্ণাতে যাঁহার ভ্রম নাই তাঁহার জলজ্ঞানও নাই, কষ্টও নাই, তিনিই সৎ, তত্ত্বজ্ঞ মুক্তিফল ভোগ করেন, কিন্তু যাঁহার ভ্রম আছে, তাঁহার জলজ্ঞানও আছে, কষ্টও আছে তিনিই অসৎ অজ্ঞ অহরহঃ দুঃখ ফল ভোগ করেন।

লীনবৃত্তেরনুৎপত্তির্ম্মর্য্যাদোপরতেস্তু সা ॥ ৪২৬ ॥
ব্রহ্মাকারতয়া সদা স্থিততয়া নির্ম্মুক্তবাহ্যার্থধী-
রন্যাবেদিতভোগ্যভোগকলনী নিদ্রালুবদ্বালবৎ।
স্বপ্নালোকিতলোকবজ্জগদিদং পশ্যন্ ক্বচিল্লব্ধধী-
রাস্তে কশ্চিদনন্তপুণ্যফলভুগ্ ধন্যঃ স মান্যো ভুবি ॥ ৪২৭ ॥
স্থিতপ্রজ্ঞো যতিরয়ং যঃ সদানন্দমশ্নুতে।
ব্রহ্মণ্যেব বিলীনাত্মা নির্ব্বিকারো বিনিষ্ক্রিয়ঃ ॥ ৪২৮ ॥
ব্রহ্মাত্মনোঃ শোধিতয়োরেকভাবাবগাহিনী।
নির্ব্বিকল্পা চ চিন্মাত্রা বৃত্তিঃ প্রজ্ঞেতি কথ্যতে ॥ ৪২৯ ॥
সুস্থিতাসৌ ভবেদ্যস্য স্থিতপ্রজ্ঞঃ স উচ্যতে।

জ্ঞানের শেষ সীমা এবং যখন চিত্তবৃত্তি ব্রহ্মে লীন হইয়া উদয় না হয় তখনই উপরতির শেষ সীমা পরিদৃশ্যমান হয় ॥ ৪২৬ ॥ ব্রহ্মবিদ্ ব্যক্তি ব্রহ্মস্বরূপে সর্ব্বদা স্থিত হইয়া বাহ্য বিষয়ে বুদ্ধি পরিত্যাগপূর্ব্বক নিদ্রাযুক্তের ন্যায় ও বালকের ন্যায় অন্য কর্তৃক বিজ্ঞাপিত হইয়া ভোগ্য বস্তু সকল ভোগ করেন এবং স্বপ্নদৃষ্ট লোক তুল্য এই জগৎকে অবলোকন করতঃ কখন লব্ধবুদ্ধি হইয়া অনন্ত পুণ্যফল সকল ভোগ করেন, অতএব লোকে তিনিই ধন্য ও জগন্মান্য ॥ ৪২৭ ॥ যিনি ব্রহ্মেতে বিলীনচিত্তবশতঃ নির্ব্বিকার নিষ্ক্রিয় হইয়া নিত্যানন্দ সুখানুভব করেন, তিনিই স্থিতপ্রজ্ঞ * যতি ॥ ৪২৮ ॥ পরমাত্মা জীবাত্মার শোধিত † একভাব প্রাপিকা বিকল্পশূন্য যে চিন্মাত্রবৃত্তি তাহাকেই পণ্ডিতেরা প্রজ্ঞা বলিয়া ব্যক্ত করেন ॥ ৪২৯ ॥ ঐ প্রজ্ঞা যাঁহার সম্বন্ধে সুন্দররূপে ব্রহ্মেতে স্থিত আছে তাঁহাকেই স্থিতপ্রজ্ঞ বলা

* ভগবদ্গীতার দ্বিতীয়াধ্যায়ে পঞ্চপঞ্চাশৎ শ্লোকাদিতে স্থিতপ্রজ্ঞ লক্ষণাদি বিশেষরূপে ব্যক্ত আছে।

† শোধিত তত্ত্বংপদবাচ্য ব্রহ্ম ও জীবের একত্ব পূর্ব্বে বাহুল্যরূপে ব্যক্ত করা হইয়াছে।

যস্য স্থিতা ভবেৎ প্রজ্ঞা যস্যানন্দো নিরন্তরঃ।
প্রপঞ্চো বিস্মৃতপ্রায়ঃ স জীবন্মুক্ত ইষ্যতে ॥ ৪৩০ ॥
লীনধীরপি জাগর্ত্তি যো জাগ্রদ্ধর্ম্মবর্জ্জিতঃ।
বোধো নির্ব্বাসনো যস্য স জীবন্মুক্ত ইষ্যতে ॥ ৪৩১ ॥
শান্তসংসারকলনঃ কলাবানপি নিষ্কলঃ।
যস্য চিত্তং বিনিশ্চিন্তং স জীবন্মুক্ত ইষ্যতে ॥ ৪৩২ ॥
বর্ত্তমানেঽপি দেহেঽস্মিন্ ছায়াবদনুবর্ত্তিনি।
অহন্তামমতাঽভাবো জীবন্মুক্তস্য লক্ষণম্ ॥ ৪৩৩ ॥
অতীতাননুসন্ধানং ভবিষ্যদবিচারণম্।
ঔদাসীন্যমপি প্রাপ্তং জীবন্মুক্তস্য লক্ষণম্ ॥ ৪৩৪ ॥
গুণদোষবিশিষ্টেঽস্মিন্ স্বভাবেন বিলক্ষণে।
সর্ব্বত্র সমদর্শিত্বং জীবন্মুক্তস্য লক্ষণম্ ॥ ৪৩৫ ॥

যায়, যাঁহার প্রজ্ঞা নিশ্চল ও যাঁহার নিরন্তর আনন্দ আছে এবং যিনি প্রপঞ্চ বিস্মৃত প্রায় তিনিই জীবন্মুক্ত ॥ ৪৩০ ॥ যে ব্যক্তি ব্রহ্মে বুদ্ধি বিলয় করতঃ জাগ্রৎ ধর্ম্মবর্জ্জিত হইয়া জাগরিত থাকেন এবং যাঁহার চিত্ত বিষয় বাসনাশূন্য হয়, তিনিই জীবন্মুক্ত ॥ ৪৩১ ॥ সংসারদোষ যাঁহার শান্ত হইয়াছে ও যিনি কলাবিশিষ্ট হইয়াও নিষ্কল অর্থাৎ জীব হইয়াও শিবস্বরূপ এবং যাঁহার চিত্ত চিন্তারহিত তিনিই জীবন্মুক্ত ॥ ৪৩২ ॥ যিনি দেহে বর্ত্তমান থাকিয়াও ছায়ার ন্যায় অনুগমনকারী এই শরীরে অহংত্ব ও মমত্ব অর্থাৎ আমি ও আমার ভাবের যেঅভাব ভাব সেই জীবন্মুক্তের লক্ষণ ॥ ৪৩৩ ॥ গত বিষয়ের অনুসন্ধান না করা ও ভবিষ্যৎ বিষয়ের বিচার না করা এবং সর্ব্ব বিষয়ে যে বিরাগভাব হওয়া সেই জীবন্মুক্তের লক্ষণ ॥ ৪৩৪ ॥ গুণদোষবিশিষ্ট যে স্বভাব তাহা হইতে বিশেষ লক্ষণযুক্ত এবং জগতে সকল পদার্থে যে সমদর্শিতা সেই জীবন্মুক্তের লক্ষণ ॥ ৪৩৫ ॥ ইষ্ট বিষয় অথবা

ইষ্টানিষ্টার্থসংপ্রাপ্তৌ সমদর্শিতয়াত্মনি।
উভয়ত্রাবিকারিত্বং জীবন্মুক্তস্য লক্ষণম্ ॥ ৪৩৬ ॥
ব্রহ্মানন্দরসস্বাদাসক্তচিত্ততয়া যতেঃ।
অন্তর্ব্বহিরবিজ্ঞানং জীবন্মুক্তস্য লক্ষণম্ ॥ ৪৩৭ ॥
দেহেন্দ্রিয়াদৌ কর্ত্তব্যে মমাহংভাববর্জ্জিতঃ।
ঔদাসিন্যেন যস্তিষ্ঠেৎ স জীবন্মুক্তলক্ষণঃ ॥ ৪৩৮ ॥
বিজ্ঞাত আত্মনো যস্য ব্রহ্মভাবঃ শ্রুতের্ব্বলাৎ।
ভববন্ধবিনির্ম্মুক্তঃ স জীবন্মুক্তলক্ষণঃ ॥ ৪৩৯ ॥
দেহেন্দ্রিয়েষ্বহংভাব ইদংভাবস্তদন্যকে।
যস্য নো ভবতঃ ক্বাপি স জীবন্মুক্ত ইষ্যতে ॥ ৪৪০ ॥
ন প্রত্যগ্‌ব্রহ্মণো ভেদং কদাপি ব্রহ্মসর্গয়োঃ।
প্রজ্ঞয়া যো বিজানাতি স জীবন্মুক্তলক্ষণঃ ॥ ৪৪১ ॥

অনিষ্ট বিষয় সম্যক্ প্রাপ্তি হইলেও তুল্যদর্শিতাদ্বারা আপনাতে ইষ্ট বিষযে বা অনিষ্ট বিষযে যে বিকৃতভাব না হওযা সেই জীবন্মুক্তের লক্ষণ ॥ ৪৩৬ ॥ যোগীর ব্রহ্মানন্দ রসাস্বাদনে আসক্ত চিত্ততাহেতু অন্তর ও বাহ্যবিষয় জ্ঞানের যে অভাব সেই জীবন্মুক্তের লক্ষণ ॥ ৪৩৭ ॥ দেহ ইন্দ্রিয়াদিতে কর্ত্তব্য যে কর্ম্ম সকল তাহাতে অহং মম অর্থাৎ আমি আমার এতদ্রূপ ভাব রহিত হইয়া ঔদাস্যভাবাবলম্বন-পূর্ব্বক যিনি যোগে অবস্থান করেন তিনিই জীবন্মুক্ত লক্ষণে লক্ষিত হন ॥ ৪৩৮ ॥ বেদবিদ্যাপ্রভাবে স্বকীয় ব্রহ্মভাব অবগত হইয়া যিনি সংসার পাশ হইতে বিমুক্ত হইয়াছেন তিনিই জীবন্মুক্ত লক্ষণে লক্ষিত হন ॥ ৪৩৯ ॥ তোমার দেহ ইন্দ্রিয়তে কথনই অহং ভাব সঙ্গত হয় না এবং তদ্ভিন্ন পদার্থে ইদং ভাবও যুক্তিযুক্ত নহে, এরূপ যদি হইল তথন সুতরাং তুমিও জীবন্মুক্ত ॥ ৪৪০ ॥ যিনি বিশুদ্ধ বুদ্ধিদ্বারা জীব ও ব্রহ্মের ভেদ এবং ব্রহ্ম ও সৃষ্টির ভেদ কোনরূপ অভিজ্ঞাত নহেন, তিনিই জীবন্মুক্ত লক্ষণে লক্ষিত হন ॥ ৪৪১ ॥ যে পুরুষ

সাধুভিঃ পূজ্যমানেঽস্মিন্ পীড্যমানেঽপি দুর্জ্জনৈঃ।
সমভাবো ভবেদ্যস্য স জীবন্মুক্তলক্ষণঃ॥ ৪৪২॥
যত্র প্রবিষ্টা বিষয়াঃ পরেরিতা
নদীপ্রবাহা ইব বারিরাশৌ।
লীনন্তি সন্মাত্রতয়া ন বিক্রিয়া
মুৎপাদয়ন্ত্যেষ যতির্ব্বিমুক্তঃ॥ ৪৪৩॥
বিজ্ঞাতব্রহ্মতত্ত্বস্য যথাপূর্ব্বং ন সংসৃতিঃ।
অস্তি চেন্ন স বিজ্ঞাতব্রহ্মভাবো বহির্ম্মুখঃ॥ ৪৪৪॥
প্রাচীনবাসনাবেগাদসৌ সংসরতীতি চেৎ।
ন সদেকত্ববিজ্ঞানান্মন্দীভবতি বাসনা॥ ৪৪৫॥
অত্যন্তকামুকস্যাপি বৃত্তিঃ কুণ্ঠতি মাতরি।
তথৈব ব্রহ্মণি জ্ঞাতে পূর্ণানন্দে মনীষিণঃ॥ ৪৪৬॥

সাধুগণকর্ত্তৃক পূজ্যমান হইলে অথবা অসাধুগণকর্ত্তৃক পীড্যমান হইলে উভয়ত্র সমভাব গ্রহণ করেন তিনিই জীবন্মুক্ত লক্ষণে লক্ষিত হন॥ ৪৪২ যে যতির বিষয় সকল ঈশ্বরকর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া প্রবেশ করতঃ সমুদ্রে নদীপ্রবাহের ন্যায় শুদ্ধ ব্রহ্মস্বরূপ বোধে লয় প্রাপ্ত হয়, এবং যাঁহার সম্বন্ধে বিকার সকল আর পুনরুদ্ভব না হয় তিনিই বিমুক্ত যোগী॥৪৪৩॥ ব্রহ্মজ্ঞান বিজ্ঞাত ব্যক্তির পূর্ব্বের ন্যায় আর সংসার হয় না, যদি হয়, তাহা হইলে তিনি ব্রহ্মতত্ত্ব বিশেষ জ্ঞাত নহেন অতএব সে পুরুষ ব্রহ্মভাবে বিমুখ অর্থাৎ তাঁহার নির্ব্বিশেষ তন্ময়তা হয় নাই॥ ৪৪৪॥ পূর্ব্ববাসনা বলে ঐ ব্যক্তি সংসার প্রাপ্ত হয় যদি ইহা স্বীকার কর, তাহা হইলেও ব্রহ্মের সহিত আপনার একত্ব অনুভব জন্য পূর্ব্ববাসনা বিকার প্রাপ্ত হয় না॥৪৪৫॥ যেরূপ অত্যন্ত কামুক ব্যক্তিরও বাসনাবৃত্তি মাতাতে কুণ্ঠিতা হয় সেইরূপ পূর্ণ আনন্দস্বরূপ ব্রহ্ম বিজ্ঞাত হইলে পণ্ডিত ব্যক্তিরও বাসনাবৃত্তি কুণ্ঠিতা

নিদিধ্যাসনশীলস্য বাহ্যপ্রত্যয় ইষ্যতে।
ব্রবীতি শ্রুতিরেতস্য প্রারব্ধফলদর্শনাৎ ॥ ৪৪৭ ॥
সুখাদ্যনুভবো যাবত্তাবৎ প্রারব্ধমিষ্যতে।
ফলোদয়ঃ ক্রিয়াপূর্ব্বো নিষ্ক্রিয়ো ন হি কুত্রচিৎ? ॥ ৪৪৮ ॥
অহংব্রহ্মেতি বিজ্ঞানাৎ কল্পকোটিশতার্জ্জিতম্।
সঞ্চিতং বিলয়ং যাতি প্রবোধাৎ স্বপ্নকর্ম্মবৎ ॥ ৪৪৯ ॥
যৎ কৃতং স্বপ্নবেলায়াং পুণ্যং বা পাপমুল্বণম্।
সুপ্তোত্থিতস্য কিং তৎ স্যাৎ? স্বর্গায় নরকায় বা ॥ ৪৫০ ॥
স্বমসঙ্গমুদাসীনং পরিজ্ঞায় নভো যথা।
ন শ্লিষ্যতি চ যৎকিঞ্চিৎ কদাচিদ্ভাবিকর্ম্মভিঃ ॥ ৪৫১ ॥
ন নভো ঘটযোগেন সুরাগন্ধেন লিপ্যতে।
তথাত্মোপাধিযোগেন তদ্ধর্ম্মৈর্নৈব লিপ্যতে ॥ ৪৫২ ॥

হয় ॥ ৪৪৬ ॥ নিদিধ্যাসনশীল যোগীর বাহ্যপদার্থজ্ঞান দৃষ্ট হয়, কারণ উক্ত যোগীর প্রারব্ধকর্ম্মফল দর্শন হইতেছে ইহা শ্রুতি বলিতেছেন ॥৪৪৭॥ যে পর্য্যন্ত সুখদুঃখাদি অনুভব হয় সে পর্য্যন্ত পণ্ডিতেরা প্রারব্ধ স্বীকার করেন কারণ কর্ম্ম জন্যই প্রারব্ধফলের উদয় হয়, নিষ্ক্রিয়স্থলে ফলোদয় সম্ভব হয় না ॥ ৪৪৮ ॥ আমি ব্রহ্ম এতদ্রূপ জ্ঞানানুভবদ্বারা শতকোটি কল্পকৃত সঞ্চিত কর্ম্ম সকল বিনাশ প্রাপ্ত হয়, যেমন জাগরণে স্বপ্নকৃত শত শত কর্ম্ম সকল নাশ প্রাপ্ত হয় তাহার ন্যায় ॥ ৪৪৯ ॥ স্বপ্নকালে সুস্পষ্ট পুণ্য বা পাপ যাহা কৃত হয় তাহা কি স্বপ্নোত্থিত ব্যক্তির স্বর্গ বা নরকের কারণ হয়? ॥ ৪৫০ ॥ আকাশের ন্যায় অসঙ্গ ও উদাসীনস্বরূপ আপনাকে অভিজ্ঞাত হইয়া আত্মজ্ঞ অনাগত কর্ম্মদ্বারা কথনই কোন অকিঞ্চিৎকর বস্তুতে সম্বদ্ধ হন না ॥ ৪৫১ ॥ যেরূপ আকাশ ঘটসংযুক্ত সুরাগন্ধদ্বারা লিপ্ত হয় না, সেইরূপ আত্মা উপাধিযুক্ত হইয়াও উপাধিধর্ম্মদ্বারা লিপ্ত

জ্ঞানোদয়াৎ পুরারব্ধং কর্ম্ম জ্ঞানান্ন নশ্যতি।
অদত্ত্বা স্বফলং লক্ষ্যমুদ্দিশ্যোৎসৃষ্টবাণবৎ ॥ ৪৫৩ ॥
ব্যাঘ্রবুদ্ধ্যা বিনির্ম্মুক্তো বাণঃ পশ্চাত্তু গোমতৌ।
ন তিষ্ঠতি ছিনত্ত্যেব লক্ষ্যং বেগেন নির্ভরম্ ॥ ৪৫৪ ॥

প্রারব্ধং বলবত্তরং খলু বিদাং ভোগেন তস্য ক্ষয়ঃ
সম্যগ্জ্ঞানহুতাশনেন বিলয়ঃ প্রাক্‌সঞ্চিতাগামিনাম্।
ব্রহ্মাত্মৈক্যমবেক্ষ্য তন্ময়তয়া যে সর্ব্বদা সংস্থিতা
স্তেষাং তত্ত্রিতয়ং নহি ক্বচিদপি ব্রহ্মৈব তে নির্গুণম্ ॥ ৪৫৫ ॥

উপাধিতাদাত্ম্যবিহীনকেবল-
ব্রহ্মাত্মনৈবাত্মনি তিষ্ঠতোমুনেঃ।
প্রারব্ধসদ্ভাবকথা ন যুক্তা
স্বপ্নার্থসম্বন্ধকথেব জাগ্রতঃ ॥ ৪৫৬ ॥

হন না ॥ ৪৫২ ॥ জ্ঞানোদয়ের পূর্ব্বে আরব্ধ অর্থাৎ অনুষ্ঠিত যে কর্ম্ম সে স্বায় ফলপ্রদান না করিয়া জ্ঞান হইতে বিনষ্ট হয় না, যেরূপ লক্ষ্য উদ্দেশে পরিত্যক্ত যে বাণ সে লক্ষ্য বিদ্ধ না করিয়া নিবৃত্ত হয় না সেইরূপ ॥৪৫৩॥ ব্যাঘ্র বুদ্ধিতে নির্ম্মুক্তবাণ পশ্চাৎ গো জ্ঞান জন্মিলে যেরূপ ক্ষন্ত না হইয়া আত্যন্তিক বেগবশতঃ লক্ষ্যভেদ করে, সেইরূপ প্রারব্ধ বোধোদয় হইলেও ক্ষন্ত না হইয়া স্বকীয় ফল প্রদান করে ॥ ৪৫৪ ॥ প্রারব্ধ নিশ্চয় নিতান্ত বলবৎ, পণ্ডিতদিগের সম্বন্ধে এই প্রারব্ধ ভোগদ্বারা ক্ষয় পায় এবং সম্যগ্ জ্ঞানরূপ অগ্নিদ্বারা পূর্ব্বসঞ্চিত ও আগামী অর্থাৎ ভাবী কর্ম্ম সমূহ ক্ষয় পায় কিন্তু যাঁহারা ব্রহ্মেতে আপনার একত্ব অবগত হইয়া ব্রহ্মস্বরূপে সর্ব্বদা স্থিতি করেন, তাঁহারা নির্গুণ ব্রহ্মই হন সুতরাং তাঁহাদিগের কর্ম্ম ফলভোগ কথনই সম্ভবপর হয় না ॥ ৪৫৫ ॥ উপাধি ও উপাধিধর্ম্মরহিত অদ্বিতীয় ব্রহ্মস্বরূপ আপনাতে অবস্থিতিকারিজাগরণশীল যে মুনি, তাঁহার স্বপ্নালোকিত বিষয়ক কথার ন্যায় প্রারব্ধ সংক্রান্ত কথা যুক্তিযুক্ত হয়

न হি প্রবুদ্ধঃ প্রতিভাসদেহে
দেহোপযোগিন্যপি চ প্রপঞ্চে।
করোত্যহন্তাং মমতামিদন্তাং
কিন্তু স্বয়ং তিষ্ঠতি জাগরেণ ॥ ৪৫৭ ॥
ন তস্য মিথ্যার্থসমর্থনেচ্ছা
ন সংগ্রহস্তজ্জগতোঽপি দৃষ্টঃ।
তত্রানুবৃত্তির্যদি চেন্মৃষার্থে
ন নিদ্রয়া মুক্ত ইতীষ্যতে ধ্রুবম্ ॥ ৪৫৮ ॥
তদ্বৎ পরে ব্রহ্মণি বর্ত্তমানঃ
সদাত্মনা তিষ্ঠতি নান্যদীক্ষতে।
স্মৃতির্যথা স্বপ্নবিলোকিতার্থে
তথাবিদঃ প্রাশনমোচনাদৌ ॥ ৪৫৯ ॥
কর্ম্মণা নির্ম্মিতোদেহঃ প্রারব্ধং তস্য কল্পতাম্।
নানাদেরাত্মনো যুক্তং নৈবাত্মা কর্ম্মনির্ম্মিতঃ ॥ ৪৬০ ॥

না ॥ ৪৫৬ ॥ জাগরিত যোগী প্রতিবিম্বিত দেহে ও দেহেব উপযুক্ত কারণ প্রপঞ্চে অর্থাৎ এই স্থূল বিশ্বে অহংবুদ্ধি ও মমতা এবং ইদংবুদ্ধ্যাদি করেন না, পরন্তু জাগরণ দ্বাবাই স্বয়ং স্বরূপে অবস্থিতি করেন ॥ ৪৫৭ ॥ সেই জাগরিত যোগিজনের মিথ্যা বিষয়ের প্রাপ্তি ইচ্ছা থাকে না এবং মিথ্যা জগতের নিত্যতারূপ স্বীকারও দৃষ্ট হয় না, কিন্তু যিনি এ সকল বিষয়ে অনুরাগবিশিষ্ট হন তিনি কখনই মায়ামুক্ত বলিয়া কথিত হন না ॥ ৪৫৮ ॥ পরব্রহ্মে স্থিতিকারিপুরুষ ব্রহ্মস্বরূপে অবস্থিতি করেন, অপর কিছুই অবলোকন করেন না স্বপ্নদৃষ্ট পদার্থে যেরূপ স্মৃতির উদয় হয় সেইরূপ জ্ঞানি ব্যক্তির ভোজন ও মল মূত্রাদি ত্যাগ বিষয়ে স্মৃতির উদয় হয় ॥৪৫৯॥ শরীর কর্ম্মদ্বারা উৎপন্ন হয়, উক্ত শরীরের প্রারব্ধ কল্পিত হয় হউক, কিন্তু অনাদি আত্মার অনিত্য প্রারব্ধ যুক্তিসিদ্ধ নহে, কারণ আত্মা কর্ম্ম-

অজোনিত্যঃ শাশ্বতশ্চ ব্রূতে শ্রুতিরমোঘবাক্ ।
তদাত্মনা তিষ্ঠতোঽস্য কুতঃ প্রারব্ধকল্পনা ॥ ৪৬১ ॥
প্রারব্ধং সিধ্যতি তদা যদা দেহাত্মনা স্থিতিঃ ।
দেহাত্মভাবো নৈবেষ্টঃ প্রারব্ধং ত্যজ্যতামতঃ ॥ ৪৬২ ॥
শরীরস্যাপি প্রারব্ধকল্পনাভ্রান্তিরেব হি ।
অধ্যস্তস্য কুতঃ সত্ত্বম্ ? অসত্যস্য কুতোজনিঃ ? ॥ ৪৬৩ ॥
অজাতস্য কুতোনাশঃ ? প্রারব্ধমসতঃ কুতঃ ? ।
জ্ঞানেনাজ্ঞানকার্য্যস্য সমূলস্য লয়ো যদি ॥ ৪৬৪ ॥
তিষ্ঠত্যয়ং কথং দেহ ? ইতি শঙ্কাবতো জড়ান্ ।

দ্বারা উৎপন্ন হন না ॥ ৪৬০ ॥ আত্মা জন্মরহিত নিত্য নিত্যসিদ্ধ এই অব্যর্থবাক্য শ্রুতি বলিয়া থাকেন, অতএব ব্রহ্মস্বরূপে অবস্থিতিকারি-পুরুষের প্রারব্ধ কল্পনা কোথায় ? অর্থাৎ পরব্রহ্মের প্রারব্ধ নাই ॥৪৬১॥ যে পর্য্যন্ত শরীরস্বরূপে সমবস্থিতি হয় সেই পর্য্যন্ত প্রারব্ধ প্রমাণীকৃত হয়, একারণ শরীরে আত্মভাব ইষ্ট নহে, অতএব হে শিষ্য ! প্রারব্ধ বিচার ত্যাগ কর ॥ ৪৬২ ॥ এই শরীরের যে প্রারব্ধকল্পনা সেও ভ্রান্তিমূলক কারণ কল্পিত পদার্থের সত্তা কোথায় ? এবং অসত্তার উৎপত্তিই বা কোথায় ? ॥ ৪৬৩ ॥ যদি জ্ঞানদ্বারা মূলের সহিত অজ্ঞান কার্য্যের ধ্বংস হয়, তাহা হইলে অনুৎপন্ন আত্মার নাশ কোথায় ? এবং জড়বর্গের প্রারব্ধই বা কোথায় ? ॥ ৪৬৪ ॥ এই শরীর কিরূপে অবস্থিত হয় এই আশঙ্কাবিশিষ্ট অজ্ঞদিগের বোধের নিমিত্ত বাহ্যপদার্থের দর্শন *

* বাহ্যপদার্থের বিচার ব্যতীত অন্তরে নিশ্চয় হয় না এবং অন্তর নিশ্চয় ব্যতীত নির্ব্বিকল্প হয় না, সুতরাং বিচারাবস্থায় দ্বৈতবাদ প্রযুক্ত প্রারব্ধাদির বিচার ও স্বীকার শ্রুতি বিরুদ্ধ নহে, কিন্তু যখন বিকল্পশূন্য দ্বৈতশূন্য সর্ব্বশূন্যরূপ এক ব্রহ্মমাত্র থাকেন, তখন শরীর প্রারব্ধবিচাব এবং শ্রুতি প্রভৃতি কিছুই থাকে না।

সমাধাতুং বাহ্যদৃষ্ট্যা প্রারব্ধং বদতি শ্রুতিঃ।
ন তু দেহাদিসত্যত্ববোধনায় বিপশ্চিতাম্॥ ৪৬৫॥
পরিপূর্ণমনাদ্যন্তমপ্রমেয়মবিক্রিয়ম্।
একমেবাদ্বয়ং ব্রহ্ম নেহ নানাস্তি কিঞ্চন॥ ৪৬৬॥
সদ্ঘনং চিদ্ঘনং নিত্যমানন্দঘনমক্রিয়ম্।
একমেবাদ্বয়ং ব্রহ্ম নেহ নানাস্তি কিঞ্চন॥ ৪৬৭॥
প্রত্যগেকরসং পূর্ণমনন্তং সর্ব্বতোমুখম্।
একমেবাদ্বয়ং ব্রহ্ম নেহ নানাস্তি কিঞ্চন॥ ৪৬৮॥
অহেয়মনুপাদেয়মনাদেয়মনাশ্রয়ম্।
একমেবাদ্বয়ং ব্রহ্ম নেহ নানাস্তি কিঞ্চন॥ ৪৬৯॥
নির্গুণং নিষ্কলং সূক্ষ্মং নির্ব্বিকল্পং নিরঞ্জনম্।
একমেবাদ্বয়ং ব্রহ্ম নেহ নানাস্তি কিঞ্চন॥ ৪৭০॥
অনিরূপ্য স্বরূপং যন্মনোবাচামগোচরম্।

দ্বারা শ্রুতি প্রারব্ধ স্বীকার করেন কিন্তু পণ্ডিতদিগের সম্বন্ধে শরীরাদির সত্যতা বোধের নিমিত্ত যে শ্রুতি প্রারব্ধ স্বীকার করেন এমত নহে॥৪৬৫॥ অনাদি অনন্ত অসীম অবিকৃত অদ্বিতীয় পরিপূর্ণ একমাত্র ব্রহ্মই এই জগতে আছেন, অপর নানাপ্রকার কিছুই নাই॥ ৪৬৬॥ সদ্ঘন চিদ্ঘন নিত্য আনন্দঘন অক্রিয় একমাত্র অদ্বয় ব্রহ্মই এই জগতে আছেন, অপর নানাপ্রকার কিছুই নাই॥ ৪৬৭॥ প্রত্যক্ একরস পূর্ণ অনন্ত সর্ব্বতোমুখ একমাত্র অদ্বয় ব্রহ্মই এই জগতে আছেন, অপর নানাপ্রকার কিছুই নাই॥ ৪৬৮॥ অত্যাজ্য ইন্দ্রিয়াদির অগ্রাহ্য অগ্রহণীয় নিরাশ্রয় একমাত্র অদ্বয় ব্রহ্মই এই জগতে আছেন, অপর নানাপ্রকার কিছুই নাই॥ ৪৬৯॥ নির্গুণ নিষ্কল সূক্ষ্ম নির্ব্বিকল্প নিরঞ্জন একমাত্র অদ্বয় ব্রহ্মই এই জগতে আছেন অপর নানাপ্রকার কিছুই নাই॥ ৪৭০॥ অনিরূপণীয়লক্ষণ

একমেবাদ্বয়ং ব্রহ্ম নেহ নানাস্তি কিঞ্চন ॥ ৪৭১ ॥
সৎসমৃদ্ধং স্বতঃ সিদ্ধং শুদ্ধং বুদ্ধমনীদৃশম্ ।
একমেবাদ্বয়ং ব্রহ্ম নেহ নানাস্তি কিঞ্চন ॥ ৪৭২ ॥

নিরস্তরাগা নিরপাস্তভোগাঃ
শান্তাঃ সুদান্তা যতয়ো মহান্তঃ ।
বিজ্ঞায় তত্ত্বং পরমে তদন্তে
প্রাপ্তাঃ পরাং নির্বৃতিমাত্মযোগাৎ ॥ ৪৭৩ ॥

ভবানপীদং পরতত্ত্বমাত্মনঃ
স্বরূপমানন্দঘনং বিচার্য্য ।
বিধূয় মোহং স্বমনঃপ্রকল্পিতং
মুক্তঃ কৃতার্থো ভবতু প্রবুদ্ধঃ ॥ ৪৭৪ ॥

সমাধিনা সাধুবিনিশ্চলাত্মনা
পশ্যাত্মতত্ত্বং স্ফুটবোধচক্ষুষা ।

বাক্যমনের অগোচর একমাত্র অদ্বয় ব্রহ্মই এই জগতে আছেন, অপর নানাপ্রকার কিছুই নাই ॥ ৪৭১ ॥ সৎস্বরূপ সাতিশয় আনন্দশালী স্বতঃ সিদ্ধ শুদ্ধ বোধরূপ অতুল্য একমাত্র অদ্বয় ব্রহ্মই এই জগতে আছেন, অপর নানাপ্রকার কিছুই নাই ॥ ৪৭২ ॥ ত্যক্তানুরাগ নিবৃত্তভোগ সুন্দর শমগুণ-বিশিষ্ট ও দমগুণ-বিশিষ্ট মহাত্মা যোগিগণ এই প্রত্যক্ষ পরমতত্ত্ব উপলব্ধি করিয়া আত্মযোগদ্বারা পরম শান্তিকে প্রাপ্ত হন ॥ ৪৭৩ ॥ তুমি ও এই নিবিড় আনন্দস্বরূপ পরমতত্ত্বকে স্বকীয় স্বরূপ সুবিচারকরতঃ স্বীয় মনঃকল্পিত মোহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক সম্যক্ বোধবিশিষ্ট ও বিমুক্ত হইয়া কৃতার্থ হও ॥ ৪৭৪ ॥ সুন্দর সুনিশ্চল মনঃ দ্বারা এবং জ্ঞান চক্ষুঃ প্রকাশের হেতুভূত যে সমাধি তদ্দ্বারা আত্মতত্ত্ব অবলোকন কর, কারণ শ্রুত পদার্থ

নিঃসংশয়ং সম্যগবেক্ষিতশ্চে-
চ্ছ্রুতঃ পদার্থো ন পুনর্ব্বিকল্পতে॥ ৪৭৫ ॥
স্বস্যাবিদ্যাবন্ধসম্বন্ধমোক্ষাৎ
সত্যজ্ঞানানন্দরূপাত্মলব্ধৌ।
শাস্ত্রং যুক্তির্দ্দেশিকোক্তিঃ প্রমাণং
চান্তঃসিদ্ধাঃ স্বানুভূতিঃ প্রমাণম্॥ ৪৭৬ ॥
বন্ধমোক্ষশ্চ তৃপ্তিশ্চ চিন্তারোগ্যক্ষুধাদয়ঃ।
স্বেনৈব বেদ্যা যজ্জ্ঞানং পরেষামানুমানিকম্ ॥ ৪৭৭ ॥
তটস্থিতা বোধয়ন্তি গুরবঃ শ্রুতয়ো যথা।
প্রজ্ঞয়ৈব তরেদ্বিদ্বানীশ্বরানুগৃহীতয়া ॥ ৪৭৮ ॥
স্বানুভূত্যা স্বয়ং জ্ঞাত্বা স্বমাত্মানমখণ্ডিতম্।
সংসিদ্ধঃ সম্মুখং তিষ্ঠেন্ নির্ব্বিকল্পাত্মনাত্মনি ॥ ৪৭৯ ॥
বেদান্তসিদ্ধান্তনিরুক্তিরেষা
ব্রহ্মৈব জীবঃ সকলং জগচ্চ।

যদ্যপি সুচারুরূপে অবলোকিত হয় তাহা হইলে আর পুনর্বায় তাহাতে বিকল্প সংশয়াদির সম্ভব থাকে না॥ ৪৭৫॥ আপনার অবিদ্যারূপ বন্ধন সম্বন্ধ বিমোচন হইলে সত্যজ্ঞান আনন্দস্বরূপ আত্মার লাভ বিষয়ে, শাস্ত্রযুক্তি ও গুরুবাক্য এবং অভ্যন্তরে নিষ্পন্ন আত্ম অনুভব এই সকলই তাহার প্রমাণ-স্বরূপ হয়॥ ৪৭৬॥ বন্ধ, মোক্ষ, তৃপ্তি, চিন্তা, রোগরাহিত্য, ক্ষুধা প্রভৃতি এবং অন্যদিগের অনুমান সম্বন্ধীয় যে জ্ঞান, এতৎ সমস্ত স্বকর্তৃকই সুবিজ্ঞেয় হয়॥৪৭৭॥ গুরুগণ সমীপস্থ হইয়া বেদের ন্যায় শিষ্যদিগের বোধোদয় করেন, আত্মবিৎ শিষ্য ঈশ্বরানুগৃহীত বুদ্ধিদ্বারা সংসার উত্তীর্ণ হন॥৪৭৮॥ স্বয়ং স্বকীয় অনুভবদ্বারা অখণ্ডিত আপনার আত্মাকে অবগত হইয়া সম্যক্ প্রকারে নিশ্চিন্তকবতঃ নির্ব্বিকল্প মনে আত্মাতে সুখে অবস্থিতি করিবে॥ ৪৭৯॥ বেদান্তের সিদ্ধান্ত বাক্য এই যে জীবই ব্রহ্ম, এবং সমস্ত জগৎও ব্রহ্ম,

অখণ্ডরূপস্থিতিরেব মোক্ষো
ব্রহ্মাদ্বিতীয়ে শ্রুতয়ঃ প্রমাণম্ ॥ ৪৮০ ॥
শ্রীগুরুবচনাৎ শ্রুতিপ্রমাণাৎ
পরমবগম্য সতত্ত্বমাত্মযুক্ত্যা।
প্রশমিতকরণঃ সমাহিতাত্মা
ক্বচিদচলাকৃতিরাত্মনিষ্ঠতোঽভূৎ ॥ ৪৮১ ॥
কঞ্চিৎ কালং সমাধায় পরে ব্রহ্মণি মানসম্।
ব্যুত্থায় পরমানন্দাদিদং বচনমব্রবীৎ ॥ ৪৮২ ॥
বুদ্ধির্বিনষ্টা গলিতা প্রবৃত্তি
র্ব্রহ্মাত্মনোরেকতয়াঽধিগত্যা।
ইদং ন জানেঽপ্যনিদং ন জানে
কিম্বা ? কিয়দ্বা ? সুখমস্ত্য পারম্ ॥ ৪৮৩ ॥
বাচা বক্তুমশক্যমেব মনসা মন্তুং ন বাস্বাদ্যতে

অদ্বিতীয় ব্রহ্মে সম্পূর্ণরূপে যে স্থিতি সেই মোক্ষ, এ বিষয়ে শ্রুতি সকলই প্রমাণস্থল ॥ ৪৮০ ॥ সেই শিষ্য এইরূপ গুরুবাক্য ও শ্রুতি প্রমাণ এবং আত্মযুক্তি দ্বারা পরমতত্ত্ব অববোধপূর্ব্বক জিতেন্দ্রিয় ও পবিত্র চিত্ত হইয়া আত্মনিষ্ঠাক্রমে যোগাবসরে নিশ্চল শরীরে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন ॥ ৪৮১ ॥ কিয়ৎ কাল পরব্রহ্মে চিত্ত সমর্পণ করিয়া তৎপরে উত্থিত হইয়া অত্যন্ত আনন্দ অনুভব হেতু গুরুকে এই বাক্য বলিলেন ॥ ৪৮২ ॥ ব্রহ্ম ও জীব এই উভয়ের ঐক্য জ্ঞানদ্বারা আমার বিষয় বুদ্ধি বিনষ্ট হইয়াছে এবং প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তিগত হইয়াছে, অতএব আমি ইদং বাচ্য পদার্থ জানিতেছি না এবং ইদং ভিন্ন পদার্থ বাচ্যও জানিতেছি না অথবা ইহাতে যে কি পর্য্যন্ত সুখ এবং এই সুখের পার অর্থাৎ শেষসীমায় যে কি সুখ, তাহাও জানিতেছি না ॥ ৪৮৩ ॥ পরমানন্দময় অমৃত দ্বারা পরিপূর্ণ পরব্রহ্ম-

স্বানন্দামৃতপূরপূরিতপরব্রহ্মাম্বুধের্বৈভবং।
অম্ভোরাশিবিশীর্ণবার্ষিকশিলাভাবং ভজন্মে মনো
যস্যাংশাংশলবে বিলীনমধুনানন্দাত্মনা নির্বৃতম্ ॥ ৪৮৪ ॥
ক্ব গতং? কেন বা নীতং? কুত্র লীনমিদং জগৎ?।
অধুনৈব ময়া দৃষ্টং নাস্তি কিং? মহদদ্ভুতম্ ॥ ৪৮৫ ॥
কিং হেয়ং? কিমুপাদেয়ং? কিমন্যৎ? কিং বিলক্ষণম্।
অখণ্ডানন্দপীযূষ-পূর্ণে ব্রহ্মমহার্ণবে ॥ ৪৮৬ ॥
ন কিঞ্চিদত্র পশ্যামি ন শৃণোমি ন বেদ্ম্যহম্।
স্বাত্মনৈব সদানন্দরূপেণাস্মি বিলক্ষণঃ ॥ ৪৮৭ ॥

রূপ সমুদ্রের মহিমা বাক্যদ্বারা বলা যায় না, এবং মনঃ দ্বারা ও মনন করা যায় না, যদ্রূপ জলধিজলে পতিত বর্ষোপল * জলযুক্ত হইয়া তজ্জলাংশের অংশ কণাতে বিলীনবশতঃ মহত্ত্ব ভাবকে প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ ব্রহ্মবারিধির অমৃত রূপ জলাংশের অংশ কণাতে মিলিত আমার মনোরূপ উপল, তন্ময় ভাব প্রাপ্ত হইয়া সম্প্রতি সদানন্দ স্বরূপে সুখী হইয়াছে ॥ ৪৮৪ ॥ এই জগৎ কোথায় গমন করিল কেবা গ্রহণ করিল এবং কোন স্থানেই বা বিলয় প্রাপ্ত হইল, যে জগৎ আমি এই ক্ষণমাত্র দেখিলাম, সেই জগৎ পুনঃ পরক্ষণে নাই, অতএব কি অতি অদ্ভুত কৌশল ॥ ৪৮৫ ॥ অখণ্ড আনন্দস্বরূপ অমৃত দ্বারা পরিপূর্ণ ব্রহ্মরূপ মহাসাগরে ত্যাজ্য বা কি? গ্রাহ্যই বা কি? সামান্যই বা কি? অসামান্যই বা কি? অর্থাৎ সর্ব্বসমদর্শন হইল ॥ ৪৮৬ ॥ আমি এই ব্রহ্মরূপ মহার্ণবে কিছুই দেখিতেছি না ও কিছুই শুনিতেছি না এবং কিছুই জানিতেছি না, সদানন্দস্বরূপ স্বকীয় আত্মা দ্বারা বিশেষলক্ষণযুক্ত হইয়া আছি ॥ ৪৮৭ ॥ মহাত্মা মুক্তসঙ্গ

* মেঘজাতশিলা।

নমো নমস্তে গুরবে মহাত্মনে
বিমুক্তসঙ্গায় সদুত্তমায়।
নিত্যাদ্বয়ানন্দরসস্বরূপিণে
ভূম্নে সদাঽপারদয়াম্বুধাম্নে ॥ ৪৮৮ ॥
যৎকটাক্ষশশি-সান্দ্র-চন্দ্রিকা-
পীতধূতভবতাপজশ্রমঃ।
প্রাপ্তবানহমখণ্ডবৈভবা-
নন্দমাত্মপদমক্ষয়ং ক্ষণাৎ ॥ ৪৮৯ ॥
ধন্যোঽহং কৃতকৃত্যোঽহং বিমুক্তোঽহং ভবগ্রহাৎ।
নিত্যানন্দস্বরূপোঽহং পূর্ণোঽহং ত্বদনুগ্রহাৎ ॥ ৪৯০ ॥
অসঙ্গোঽহমনঙ্গোঽহমলিঙ্গোঽহমভঙ্গুরঃ।
প্রশান্তোঽহমনন্তোঽহমমলোঽহং চিরন্তনঃ ॥ ৪৯১ ॥
অকর্ত্তাহমভোক্তাহমবিকারোঽহমক্রিয়ঃ।

পণ্ডিতপ্রধান নিত্য অদ্বয় আনন্দরসস্বরূপ মহিমাবিশিষ্ট সর্ব্বদা অপরিসীম দয়ারূপ অম্বুর আশ্রয়ভূত গুরু যে আপনি আপনাকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম করি॥ ৪৮৮ ॥ যাঁহার ক্ষণিক অবলোকনরূপ নিবিড় চন্দ্রিকা পানদ্বারা আমি ভবতাপ জন্য ক্লেশ বিনষ্ট করিয়া অল্পকালমধ্যে অখণ্ড ঐশ্বর্য্য আনন্দস্বরূপ অক্ষয় ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হইলাম ॥ ৪৮৯ ॥ আমি ধন্য, আমি কৃতকৃতার্থ, আমি সংসার-বন্ধন হইতে বিমুক্ত, আমি নিত্য আনন্দস্বরূপ, আমি আপনার অনুগ্রহে অদ্য পূর্ণ ব্রহ্মস্বরূপ হইলাম ॥৪৯০॥ আমি অসঙ্গ, আমি অশরীর, আমি অলিঙ্গ *, আমি অনশ্বর, আমি অতিশান্ত, আমি অনন্ত, আমি অমল, আমি চিরস্থায়ী ॥ ৪৯১ ॥ আমি অকর্ত্তা, আমি

* স্ত্রীত্বপুংস্ত্বক্লীবত্বরূপ চিহ্নরহিত।

শুদ্ধবোধস্বরূপোঽহং কেবলোঽহং সদাশিবঃ ॥ ৪৯২ ॥
দ্রষ্টুঃ শ্রোতুর্ব্বক্তুঃ কর্ত্তুর্ভোক্তুর্ব্বিভিন্নএবাহম্ ।
নিত্যনিরন্তরনিষ্ক্রিয়ো নিঃসীমাসঙ্গপূর্ণবোধাত্মা ॥ ৪৯৩ ॥
নাহমিদং নাহমদোঽপ্যুভয়োরবভাসকং পরং শুদ্ধম্ ।
বাহ্যাভ্যন্তরশূন্যং পূর্ণং ব্রহ্মাদ্বিতীয়মেবাহম্ ॥ ৪৯৪ ॥
নিরুপমমনাদিতত্ত্বং ত্বমহমিদমদইতি কল্পনাদূরম্ ।
নিত্যানন্দৈকরসং সত্যং ব্রহ্মাদ্বিতীয়মেবাহম্ ॥ ৪৯৫ ॥

নারায়ণোঽহং নরকান্তকোঽহং
পুরান্তকোঽহং পুরুষোঽহমীশঃ ।
অখণ্ডবোধোঽহমশেষসাক্ষী
নিরীশ্বরোঽহং নিরহঞ্চ নির্ম্মমঃ ॥ ৪৯৬ ॥
সর্ব্বেষু ভূতেষ্বহমেব সংস্থিতো-
জ্ঞানাত্মনান্তর্ব্বহিরাশ্রয়ঃ সন্ ।

অভোক্তা, আমি অবিকার, আমি অক্রিয, আমি শুদ্ধবোধস্বরূপ, আমি কেবল সদাশিব ॥ ৪৯২ ॥ আমি দ্রষ্টা, শ্রোতা, বক্তা, কর্ত্তা, ভোক্তা হইতে বিভিন্ন, আমি নিত্য নিরন্তর নিষ্ক্রিয় সীমাশূন্য সঙ্গশূন্য পূর্ণবোধস্বরূপ ॥ ৪৯৩ ॥ আমি ইদং শব্দবাচ্য ইহা নহি এবং অদস্ শব্দবাচ্য উহাও নহি, আমি এ উভযের প্রকাশক শুদ্ধ বাহ্য অভ্যন্তর শূন্য পূর্ণ অদ্বিতীয় পরম ব্রহ্মই ॥৪৯৪॥ আমি অনুপম অনাদি তত্ত্বস্বরূপ এবং তুমি, আমি, ইহা, উহা ইত্যাদি কল্পনার দূরবর্ত্তী নিত্য আনন্দ একরসরূপ সত্য অদ্বিতীয় ব্রহ্মই ॥ ৪৯৫ ॥ আমি নারায়ণ, আমি নরকনিবারক, আমি পুরান্তক, আমি পুরুষ *, আমি ঈশ্বর, আমি অখণ্ড বোধ, আমি অশেষ সাক্ষী, আমি নিরীশ্বর অর্থাৎ নিয়ন্তৃবিহীন, আমি নিরহঙ্কার, আমি মমতাশূন্য ॥৪৯৬॥ আমি জ্ঞানস্বরূপে অন্তর্বহিরাশ্রয় হইয়া সকল ভূতেতে অবস্থিতি করিতেছি।

* প্রকৃতির পর যে পুরুষ অর্থাৎ পরমাত্মা।

ভোক্তা চ ভোগ্যং স্বয়মেব সর্ব্বং
যদ্‌যৎ পৃথগ্‌ দৃষ্টমিদন্তয়া পুরা ॥ ৪৯৭ ॥
ময়্যখণ্ড-সুখাম্ভোধৌ বহুধা বিশ্ববীচয়ঃ।
উৎপদ্যন্তে বিলীয়ন্তে মায়ামারুত-বিভ্রমাৎ ॥ ৪৯৮ ॥
স্থূলাদিভাবা ময়ি কল্পিতা ভ্রমা-
দারোপিতানুস্ফুরণে ন লোকৈঃ।
কালে যথাকল্পক-বৎসরায়-
নর্ত্ত্বাদয়ো নিষ্কলনির্ব্বিকল্পে ॥ ৪৯৯ ॥
আরোপিতং নাশ্রয়দূষকং ভবেৎ
কদাপি মূঢ়ৈরতিদোষদূষিতৈঃ।
নার্দ্রীকরোত্যূষরভূমিভাগং
মরীচিকাবারিমহাপ্রবাহঃ ॥ ৫০০ ॥
আকাশবৎ কল্পবিদূরগোঽহ-
মাদিত্যবদ্ভাস্যবিলক্ষণোঽহম্।

আমি স্বয়ং ভোক্তা ও ভোগ্য এবং অজ্ঞানকালে ইদং বুদ্ধিদ্বারা যে যে বস্তু পৃথগ্‌ রূপে দৃষ্ট হইয়াছিল সে সমস্তই আমি ॥৪৯৭॥ অখণ্ড সুখসাগর-স্বরূপ আমাতে বহুরূপ সংসারতরঙ্গশ্রেণী মায়ারূপ বায়ুদ্বারা বিচালিত হইয়া উৎপন্ন হইতেছে এবং বিলীন হইতেছে ॥ ৪৯৮ ॥ নিষ্কল নির্বিকল্প-স্বরূপ যে আমি, আমাতে লোক সকল ভ্রমবশতঃ স্থূলাদি ভাব কল্পনা করে, এবং পশ্চাৎ স্ফূর্ত্তিদ্বারা একে অন্য মিথ্যারোপণ করে, যেরূপ কালেতে কল্প, বৎসর, অয়ন, ঋতু প্রভৃতি কল্পিত ও আরোপিত হয় সেই-রূপ ॥ ৪৯৯ ॥ অতিদোষে দূষিত মূঢ় ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক আরোপিত আধেয় বস্তু কখনই অসঙ্গ আধার বস্তুকে দূষিত করিতে পারে না, যেরূপ মৃগতৃষ্ণা-রূপ জলের মহাপ্রবাহ ক্ষার ভূমিভাগকে আর্দ্র করিতে পারে না সেই-রূপ ॥ ৫০০ ॥ আমি আকাশের ন্যায় কল্পনার দূরগত ও সূর্য্যের ন্যায়

অহার্য্যবন্নিত্য-বিনিশ্চলোঽহ-
মম্ভোধিবৎ পারবিবর্জ্জিতোঽহম্ ॥ ৫০১ ॥
ন মে দেহেন সম্বন্ধো মেঘেনেব বিহায়সঃ।
অতঃ কুতো মে তদ্ধর্ম্মা জাগ্রৎস্বপ্নসুষুপ্তয়ঃ ॥ ৫০২ ॥
উপাধিরায়াতি স এব গচ্ছতি
স এব কর্ম্মাণি করোতি ভুঙ্‌ক্তে।
স এব জীর্য্যন্ ম্রিয়তে সদাহং
কুলাদ্রিবন্নিশ্চল এব সংস্থিতঃ ॥ ৫০৩ ॥
ন মে প্রবৃত্তির্ন চ মে নিবৃত্তিঃ
সদৈকরূপস্য নিরংশকস্য।

অবিকাব প্রদীপ্ত ও পর্ব্বতের ন্যায় নিত্য নিশ্চল এবং অসীমসাগরের ন্যায় পবপারবর্জ্জিত ॥ ৫০১ ॥ যেরূপ আকাশেব মেঘের সহিত সংশ্রব থাকে না, সেইরূপ আমার দেহের সহিত সংশ্রব নাই, অতএব জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্তি রূপ দেহধর্ম্মসকল আমার সম্বন্ধে কোথায় ? ॥ ৫০২ ॥ উপাধিই আগত হয় ও উপাধিই বিগত হয়, উপাধিই কর্ম্মকরে ও কর্ম্মের ফলভোগ করে, এবং উপাধিই জীর্ণ হইয়া মৃত হয়, কিন্তু আমি সর্ব্বদা কুলপর্ব্বতের * ন্যায় নিশ্চলরূপে অবস্থিত আছি † ॥ ৫০৩ ॥ সর্ব্বদা একরূপ পূর্ণস্বরূপ যে আমি আমার প্রবৃত্তিও নাই, নিবৃত্তিও নাই, হে

* "অষ্টকুলাচলসপ্তসমুদ্রাঃ" অর্থাৎ অষ্টকুলপর্ব্বত এবং সপ্ত সাগর [লবণ, ইক্ষু, সুরা সর্পিঃ, দধি, দুগ্ধ, জল] ইহা সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ আছে, অতএব সেই অচল ধরাধরস্বরূপ এব আত্মামাত্র সমাধি সময়ে দৃশ্য হন।

† মৎস্যপুরাণ এবং মহাভারতমতে মহেন্দ্র, মলয়, সহ্য, শুক্তিমান্, ঋক্ষ [ভারতমতে ঋক্ষস্থলে গন্ধমাদন উক্ত হইয়াছে], বিন্ধ্য, পারিযাত্র, এই সপ্তই কুলপর্ব্বতরূপে বিখ্যাত কিন্তু ভাগবতীয় পঞ্চমস্কন্ধে প্রকাশ আছে যে, সুমেরু সমুদায় কুলপর্ব্বত মধ্যে প্রধান সুতরাং অষ্টকুলাচল স্থলে বোধ হয় সুমেরুই অষ্টমস্থানীয় হইবে।

ঐকাত্মকো যো নিবিড়ো নিরন্তরো
ব্যোমেব পূর্ণং স কথং নু চেষ্টতে ? ॥ ৫০৪ ॥
পুণ্যানি পাপানি নিরিন্দ্রিয়স্য
নিশ্চেতসো নির্ব্বিকৃতের্নিরাকৃতেঃ।
কুতোমমাখণ্ডসুখানুভূতে
র্ব্রূতে হ্যনন্বাগতমিত্যপি শ্রুতিঃ ॥ ৫০৫ ॥
ছায়য়া স্পৃষ্টমুষ্ণং বা শীতং বা সুষ্ঠু দুষ্ঠু বা।
ন স্পৃশত্যেব যৎ কিঞ্চিৎ পুরুষং তদ্বিলক্ষণম্ ॥ ৫০৬ ॥
ন সাক্ষিণং সাক্ষ্যধর্ম্মাঃ সংস্পৃশন্তি বিলক্ষণম্।
অবিকারমুদাসীনং গৃহধর্ম্মাঃ প্রদীপবৎ ॥ ৫০৭ ॥
রবের্যথা কর্ম্মণি সাক্ষিভাবো-
বহ্নের্যথা দাহনিয়ামকত্বম্।

গুরো! যে ব্যক্তি এক স্বরূপ নিরন্তর নিবিড় এবং আকাশবৎ পরিপূর্ণ সে ব্যক্তিকর্তৃক কর্ম্মাদি ব্যাপার কিরূপে হইতে পারে? ॥ ৫০৪ ॥ ইন্দ্রিয়শূন্য চিত্তশূন্য বিকারশূন্য আকারশূন্য অখণ্ডসুখানুভবস্বরূপ যে আমি আমার সম্বন্ধে পুণ্য পাপ কোথায়? অপিচ অসংস্পৃষ্টই * ব্রহ্ম এই বাক্য শ্রুতি বলিয়া থাকেন ॥ ৫০৫ ॥ ছায়াকর্তৃক সংস্পৃষ্ট উষ্ণগুণই হউক বা শীত গুণই হউক এবং উত্তম গুণই হউক বা অধম গুণই হউক, ছায়া হইতে বিশেষ লক্ষণ বিশিষ্ট পুরুষকে সে সকল গুণ অল্পমাত্রও স্পর্শকরিতে পারে না ॥ ৫০৬ ॥ সাক্ষীর ধর্ম্মসকল বিলক্ষণ নির্ব্বিকার উদাসীন সাক্ষীকে সংস্পর্শ করিতে পারে না, যেরূপ গৃহধর্ম্ম সকল প্রদীপকে স্পর্শ করিতে পারে না সেই-রূপ ॥ ৫০৭ ॥ সূর্য্যের যেরূপ কর্ম্মে সাক্ষিভাব ও অগ্নির যেরূপ দাহ কর্তৃত্ব-

* যিনি সকল পদার্থ হইতে পৃথক্।

রজ্জোর্যথারোপিতবস্তুসঙ্গ-
স্তথৈব কূটস্থচিদাত্মনোমে ॥ ৫০৮ ॥
কর্ত্তাপি বা কারয়িতাপি নাহং
ভোক্তাপি বা ভোজয়িতাপি নাহম্।
দ্রষ্টাপি বা দর্শয়িতাপি নাহং
সোঽহং স্বয়ংজ্যোতিরনীদৃগাত্মা ॥ ৫০৯ ॥
চলত্যুপাধৌ প্রতিবিম্বলৌল্য-
মৌপাধিকং মূঢ়ধিয়ো নয়ন্তি।
স্ববিম্বভূতং রবিবদ্বিনিষ্ক্রিয়ং
কর্ত্তাস্মি ভোক্তাস্মি হতোঽস্মি হেতি ॥ ৫১০ ॥

ভাব এবং রজ্জুর যেরূপ আরোপিত বস্তু সম্বন্ধভাব, সেইরূপ কূটস্থ চিদাত্মা স্বরূপ আমার অনির্ব্বচনীয অসঙ্গভাব ॥ ৫০৮ ॥ আমি কর্ম্মকর্ত্তাও নহি এবং কর্ম্মের প্রয়োজকও নহি, আমি ভোজন কর্ত্তা ও নহি এবং ভোজনের প্রয়োজকও নহি, আমি দর্শনকর্ত্তাও নহি এবং দর্শনের প্রয়োজকও নহি, আমি অলৌকিক জ্যোতিঃস্বরূপ স্বয়ং সেই ব্রহ্মই ॥৫০৯॥ উপাধি চলত হইলে মূঢ়বুদ্ধিজনগণ উপাধি সম্বন্ধীয় প্রতিবিম্বেরও চপলতা স্বীকার করে * যেরূপ রবির প্রতিবিম্ব জলাদি উপাধিগত হইলে জলাদির চঞ্চলতায় চঞ্চল বোধ করে সেইরূপ, নিষ্ক্রিয় আত্মার প্রতিবিম্ব দেহাদি উপাধিগত হইলে আমি কর্ত্তা, আমি ভোক্তা, হায়! আমি হত হইলাম ইত্যাদিরূপ স্বীকার করে ॥ ৫১০ ॥ এই জড়রূপ দেহাদি উপাধি

* অদ্বৈতানুভূতিতে প্রকাশ আছে যেরূপ জলে প্রতিবিম্বিত সূর্য্যে জলধর্ম্ম শৈত্যাদি-গুণ সংস্পর্শ সম্ভব হয় না; সেইরূপ বুদ্ধিধর্ম্ম কাম ক্রোধ লোভ মোহাদি চিদাভাসে সংস্পর্শ সম্ভব হয় না; যেরূপ শরাবস্থজলে প্রতিবিম্বিত সূর্য্যকে জলবিকারে বিকারবিশিষ্ট বলিয়া বোধ হয়, সেইরূপ শরীরে কর্তৃত্ব ভোক্তৃত্ব দুঃখিত্বাদি যে বুদ্ধিধর্ম্ম তাহাতে চিদাভাসকে তদ্ধর্ম্ম সংস্পৃষ্ট বলিয়া বোধ হয়।

জলে বাপি স্থলে বাপি লুঠত্ত্বেষ জড়াত্মকঃ।
নাহং বিলিপ্যে তদ্ধর্ম্মৈর্ঘটধর্ম্মৈর্নভো যথা ॥ ৫১১ ॥

কর্ত্তৃত্বভোক্তৃত্বখলত্বমত্ততা-
জড়ত্ববদ্ধত্ববিমুক্ততাদয়ঃ।
বুদ্ধের্ব্বিকল্পা ন তু সন্তি বস্তুতঃ
স্বস্মিন্ পরে ব্রহ্মণি কেবলেঽদ্বয়ে ॥ ৫১২ ॥

সন্তু বিকারাঃ প্রকৃতের্দ্দশধা শতধা সহস্রধা বাপি তৈঃ।
কিং মেঽসঙ্গচিত্তস্য ন হ্যম্বুদাবরমম্বরং স্পৃশন্তি (১) ॥ ৫১৩ ॥

অব্যক্তাদিস্থূলপর্য্যন্তমেত-
দ্বিশ্বং যত্রাভাসমাত্রং প্রতীতম্।
ব্যোমপ্রখ্যং সূক্ষ্মমাদ্যন্তহীনং
ব্রহ্মাদ্বৈতং যত্তদেবাহমস্মি ॥ ৫১৪ ॥

জলেই মগ্ন হউক অথবা স্থলেই পতিত হউক, আমি সে সকল উপাধি-ধর্ম্মে লিপ্ত নহি যেরূপ আকাশ ঘটাদি ধর্ম্মে লিপ্ত নহে সেইরূপ ॥ ৫১১ ॥ কর্ত্তৃত্ব, ভোক্তৃত্ব, খলত্ব, সাধুত্ব, জড়ত্ব, বদ্ধত্ব, মুক্তত্বপ্রভৃতি ধর্ম্ম সকল বুদ্ধিব বিকল্পমাত্র, বস্তুতঃ অদ্বয় কেবল পরব্রহ্মস্বরূপ যে আমি আমাতে এ সকল কিছুই নাই ॥ ৫১২ ॥ প্রকৃতির বিকার দশবিধ হউক বা শতবিধ হউক অথবা সহস্রবিধই হউক, অসঙ্গচিত্ত যে আমি আমাব তদ্দ্বারা কি হইতে পারে? যেরূপ * মেঘসমূহ মহাকাশকে স্পর্শ করিতে পারে না সেইরূপ ॥ ৫১৩ ॥ সূক্ষ্মপ্রকৃতি অবধি এই স্থূল বিশ্বপর্য্যন্ত যাঁহাতে প্রতিবিম্বরূপ প্রতীয়মান হইতেছে, সেই আকাশ-তুল্য সূক্ষ্ম আদ্যন্ত রহিত যে অদ্বৈত ব্রহ্ম তাহা আমিই হইতেছি ॥ ৫১৪ ॥

(১) "কিং মেঽসঙ্গভিরেভির্ন হ্যম্বুদাড়ম্বরমম্বরং স্পৃশতি।"—ইতি দ্বিপাঠঃ।

* যেরূপ মেঘের গর্জ্জন ও বর্ষণাদি আকাশকে স্পর্শ করিতে পারে না সেইরূপ, ইহা মতান্তর পাঠ।

সর্ব্বাধারং সর্ব্ববস্তুপ্রকাশং
সর্ব্বাকারং সর্ব্বগং সর্ব্বশূন্যম্ ।
নিত্যং শুদ্ধং নিশ্চলং নির্ব্বিকল্পং
ব্রহ্মাদ্বৈতং যত্তদেবাহমস্মি ॥ ৫১৫ ॥
যস্মিন্নস্তাশেষমায়াবিশেষং
প্রত্যগ্রূপং প্রত্যয়াগম্যমানম্ ।
সত্যজ্ঞানানন্দমানন্দরূপং ।
ব্রহ্মাদ্বৈতং যত্তদেবাহমস্মি ॥ ৫১৬ ॥
নিষ্ক্রিয়োঽস্ম্যহবিকারোঽস্মি নিষ্কলোঽস্মি নিরাকৃতিঃ ।
নির্ব্বিকল্পোঽস্মি নিত্যোঽস্মি নিরালম্বোঽস্মি নির্দ্বয়ঃ ॥ ৫১৭ ॥
সর্ব্বাত্মকোঽহং সর্ব্বোঽহং সর্ব্বাতীতোঽহমদ্বয়ঃ ।
কেবলাখণ্ডবোধোঽহমানন্দোঽহং নিরন্তরম্ ॥ ৫১৮ ॥
স্বারাজ্যসাম্রাজ্যবিভূতিরেষা
ভবৎকৃপাশ্রীমহিমপ্রসাদাৎ ।

সর্ব্বাধাব সর্ব্বাকাব সর্ব্ববস্তুপ্রকাশক সর্ব্বপদার্থ মধ্যগত অথচ সর্ব্ব-পদার্থ পবিশূন্য শুদ্ধ নিত্য নিশ্চল নির্ব্বিকল্প যে অদ্বৈত ব্রহ্ম তাহা আমিই হইতেছি ॥ ৫১৫ ॥ যাঁহাতে সমস্ত মাযা নিহিত বহিযাছে অথচ যিনি সমস্ত মায়া হইতে বিলক্ষণ, প্রত্যগ্রূপ জ্ঞানগম্য সত্য চিদানন্দ সুখস্বরূপ যে অদ্বৈত ব্রহ্ম তাহা আমিই হইতেছি ॥ ৫১৬ ॥ আমি নিষ্ক্রিয়, মির্ব্বিকাব, নিষ্কল, নিবাকাব, নির্ব্বিকল্প, নিত্য, নিবালম্ব এবং অদ্বয-স্বরূপ হইতেছি ॥৫১৭॥ আমি সর্ব্বান্তবাত্মা, আমি সর্ব্বাবযব, আমি সর্ব্বা-তীত, আমি অদ্বিতীয়, আমি শুদ্ধ অখণ্ড বোধস্বরূপ, আমি নিবন্তব আনন্দ-মূর্ত্তি ॥ ৫১৮ ॥ আপনার কৃপা এবং শ্রীমহিমা প্রসাদাৎ এই ব্রহ্মস্বরূপ যে সাম্রাজ্যবিভূতি তাহা আমি প্রাপ্ত হইলাম, অতএব মহাত্মা শ্রীগুরু যে

প্রাপ্তা ময়া শ্রীগুরবে মহাত্মনে
নমো নমস্তেঽস্তু পুনর্নমোঽস্তু ॥ ৫১৯ ॥
মহাস্বপ্নে মায়াকৃত-জনি-জরামৃত্যুগহনে
ভ্রমন্তং ক্লিশ্যন্তং বহুলতরতাপৈরনুদিনম্ ।
অহঙ্কারব্যাঘ্রব্যথিতমিমমত্যন্তকৃপয়া
প্রবোধ্য প্রস্বাপাৎ পরমবিতবান্মামসি গুরো ! ॥ ৫২০ ॥
নমস্তস্মৈ সদেকস্মৈ কস্মৈচিন্মহসে নমঃ ।
যদেতদ্বিশ্বরূপেণ রাজতে গুরুরাজ তে ! ॥ ৫২১ ॥
ইতি নতমবলোক্য শিষ্যবর্য্যং
সমধিগতাত্মসুখং প্রবুদ্ধতত্ত্বম্ ।
প্রমুদিতহৃদয়ঃ স দেশিকেন্দ্রঃ
পুনরিদমাহ বচঃ পরং মহাত্মা ॥ ৫২২ ॥
ব্রহ্মপ্রত্যয়সন্ততির্জ্জগদতো ব্রহ্মৈব সৎ সর্ব্বতঃ

আপনি আপনাকে নমস্কার, নমস্কার, পুনর্ব্বার নমস্কার হউক ॥ ৫১৯ ॥ হে গুরো! মায়াকৃত জন্ম, জরা ও মৃত্যুদ্বারা দুর্গম মহাস্বপ্নরূপ সংসারে বহুদিন ভ্রমণকারী ও বহুবিধ তাপদ্বারা ক্লিশ্যমান এবং অহঙ্কাররূপ ব্যাঘ্রকর্ত্তৃক ব্যথিত যে আমি, আমাকে আপনি অতিশয় অনুকম্পা পুরঃসর মোহরূপ নিদ্রাহইতে জাগরিত করিয়া পরম ব্রহ্মপদ বিজ্ঞাত করাইয়াছেন ॥ ৫২০ ॥ হে গুরুরাজ! সৎস্বরূপ অদ্বিতীয় সেই ব্রহ্মকে প্রণাম এবং অনির্ব্বচনীয় তেজঃস্বরূপ সেই ব্রহ্মকে প্রণাম, যে ব্রহ্ম এই বিশ্বরূপে আপনার সম্বন্ধে প্রকাশ পাইতেছেন ॥ ৫২১ ॥ অনন্তর সেই মহাত্মা গুরুরাজ এইরূপে প্রণত শিষ্যবরকে সম্যক্ প্রকারে প্রাপ্ত আত্মানুভব সুখ ও বিজ্ঞাত তত্ত্ব বিলোকন করিয়া প্রফুল্লমনে পুনরায় এই পবিত্র বচন বলিলেন ॥ ৫২২ ॥ এই বিশ্ব সংসার ব্রহ্মহেতুই বিস্তার অতএব আত্মতত্ত্ব দর্শন

পশ্যাধ্যাত্মদৃশা প্রশান্তমনসা সর্ব্বাস্ববস্থাস্বপি।
রূপাদন্যমবেক্ষিতং কিমভিতশ্চক্ষুষ্মতাং দৃশ্যতে
তদ্বদ্ ব্রহ্মবিদঃ সতঃ কিমপরং বুদ্ধের্ব্বিহারাস্পদম্ ॥ ৫২৩ ॥
কস্তাং পরানন্দরসানুভূতি-
মুৎসৃজ্য শূন্যেষু রমেত বিদ্বান্ ?।
চন্দ্রে মহাহ্লাদিনি দীপ্যমানে
চিত্রেন্দুমালোকয়িতুং ক ইচ্ছেৎ ? ॥ ৫২৪ ॥
অসৎপদার্থানুভবেন কিঞ্চি-
ন্ন হ্যস্তি তৃপ্তির্ন চ দুঃখহানিঃ।
তদদ্বয়ানন্দরসানুভূত্যা
তৃপ্তঃ সুখং তিষ্ঠ সদাত্মনিষ্ঠয়া ॥ ৫২৫ ॥
স্বমেব সর্ব্বতঃ পশ্যন্মন্যমানঃ স্বমদ্বয়ম্।
স্বানন্দমনুভুঞ্জানঃ কালং নয় মহামতে ! ॥ ৫২৬ ॥

দ্বারা শান্তমনে সর্ব্বাবস্থায় সর্ব্বপদার্থে সৎস্বরূপ ব্রহ্মকে সমবলোকন কর, যেরূপ চক্ষুষ্মান্‌দিগের সর্ব্বত্র রূপভিন্ন পদার্থ ঈক্ষিত হয় না, সেইরূপ ব্রহ্মবিৎ সাধুজন সম্বন্ধে বুদ্ধির বিহার স্থান ব্রহ্মব্যতীত অন্য কিছুই বিলোকিত হয় না ॥ ৫২৩ ॥ কোন্ বিদ্বান্ ব্যক্তি সেই ব্রহ্মানন্দ রসানুভব পরিহারপূর্ব্বক তুচ্ছ প্রপঞ্চে সুখজ্ঞান করে ? যেরূপ পরমাহ্লাদজনক দীপ্যমান চন্দ্রবিদ্যমানে কোন্ ব্যক্তি চিত্রিত চন্দ্রাবলোকনে অভিলাষ প্রকাশ করে ? ॥ ৫২৪ ॥ অনিত্য পদার্থের যে অনুভব তদ্দ্বারা কিছুমাত্র তৃপ্তিলাভ হয় না এবং দুঃখনাশও হয় না, অতএব অদ্বৈত আনন্দরসের অনুভবদ্বারা তৃপ্ত হইয়া ব্রহ্মনিষ্ঠা অবলম্বনপূর্ব্বক সুখে অবস্থান কর ॥ ৫২৫ ॥ হে মহাবুদ্ধে ! স্বকীয় অদ্বয় আত্মাকে সর্ব্বতোভাবে সন্দর্শন ও সম্যগ্ বিজ্ঞাত হইয়া ব্রহ্মানন্দ অনুভব করতঃ কালযাপন কর ॥৫২৬॥ অখণ্ডবোধস্বরূপ অবিকল্প

অখণ্ডবোধাত্মনি নির্ব্বিকল্পে
বিকল্পনং ব্যোম্নি পুরঃপ্রকল্পনম্।
তদদ্বয়ানন্দময়াত্মনা সদা
শান্তিং পরামেত্য ভজস্ব মৌনম্॥ ৫২৭॥
তূষ্ণীমবস্থা পরমোপশান্তি-
র্বুদ্ধেরসৎকল্পবিকল্পহেতোঃ।
ব্রহ্মাত্মনা ব্রহ্মবিদো মহাত্মনো-
যত্রাদ্বয়ানন্দসুখং নিরন্তরম্॥ ৫২৮॥
নাস্তি নির্ব্বাসনান্মৌনাৎ পরং সুখকৃদুত্তমম্।
বিজ্ঞাতাত্মস্বরূপস্য স্বানন্দরসপায়িনঃ॥ ৫২৯॥
গচ্ছংস্তিষ্ঠন্নুপবিশঞ্ছয়ানোবাহন্যথাপি বা।
যথেচ্ছয়া বসেদ্বিদ্বানাত্মারামঃ সদা মুনিঃ॥ ৫৩০॥
ন দেশকালাসনদিগ্‌যমাদি-
লক্ষ্যাদ্যপেক্ষা প্রতিবদ্ধবৃত্তেঃ।

আত্মাতে যে বিবিধকল্পনা সে কেবল আকাশে গৃহনির্ম্মাণের ন্যায় অপলাপ মাত্র, অতএব অদ্বয় আনন্দ পরিপূর্ণ মনে পরম শান্তিলাভকরতঃ সর্ব্বদা মৌনাবলম্বন কর॥ ৫২৭॥ ব্রহ্মস্বরূপ ব্রহ্মজ্ঞ মহাত্মার মৌনাবস্থাই অসৎ-কল্প ও বিকল্পের কারণভূত যে বুদ্ধি সেই বুদ্ধির পরম শান্তিস্বরূপ, যে শান্তিতে নিরবচ্ছিন্ন অদ্বয় আনন্দ সুখের অনুভব হয়॥ ৫২৮॥ বিজ্ঞাত আত্মতত্ত্ব ও পরমানন্দরসপায়িজনসম্বন্ধে প্রব্রজ্যাশ্রম এবং তূষ্ণীম্ভাব অপেক্ষা উত্তম সুখজনক আর কিছুই নাই॥ ৫২৯॥ বিদ্বান্ আত্মারাম গমনকালে, স্থিতিকালে, উপবেশনকালে, শয়নকালে এবং অন্যান্য কার্য্যকালে স্বইচ্ছা ক্রমে সর্ব্বদা মৌনাবলম্বন পূর্ব্বক অবস্থান করিবেন॥ ৫৩০॥ নিবৃত্তেন্দ্রিয়বৃত্তি ও সংসিদ্ধতত্ত্ব মহাত্মা সম্বন্ধে দেশ,

সংসিদ্ধতত্ত্বস্য মহাত্মনোঽস্তি
স্ববেদনে কা নিয়মাদ্যবস্থা ॥ ৫৩১ ॥
ঘটোঽয়মিতি বিজ্ঞাতুং নিয়মঃ কোঽন্বপেক্ষ্যতে ?।
বিনা প্রমাণসুষ্ঠুত্বং যস্মিন্ সতি পদার্থধীঃ ॥ ৫৩২ ॥
অয়মাত্মা নিত্যসিদ্ধঃ প্রমাণে সতি ভাসতে।
ন দেশং নাপি বা কালং ন শুদ্ধিং বাপ্যপেক্ষতে ॥ ৫৩৩ ॥
দেবদত্তোঽহমিত্যেতদ্বিজ্ঞানং নিরপেক্ষকম্
তদ্বদ্ ব্রহ্মবিদোঽপ্যস্য ব্রহ্মাহমিতি বেদনম্ ॥ ৫৩৪ ॥
ভানুনেব জগৎ সর্ব্বং ভাসতে যস্য তেজসা।
অনাত্মকমসত্তুচ্ছং কিং নু ? তস্যাবভাসকম্ ॥ ৫৩৫ ॥
বেদশাস্ত্রপুরাণানি ভূতানি সকলান্যপি।

কাল, আসন এবং যম, নিয়মাদি লক্ষ্যের কিছুমাত্র অপেক্ষা থাকে না, কারণ আত্মজ্ঞান বিষয়ে বিধি নিয়মাদির প্রতীক্ষা কি ? অর্থাৎ স্বরূপাবস্থায় সর্ব্বাকাঙ্ক্ষা সর্ব্বদা বিরহ জ্ঞাতব্য ॥ ৫৩১ ॥ উৎকর্ষ প্রমাণ ব্যতীত এই বস্তুই ঘট, ইহা অবগত হইতে অন্য নিয়মের অপেক্ষা করে না, অতএব প্রমাণোৎকর্ষই পদার্থ পরিজ্ঞান প্রতি প্রধান কারণ স্বরূপ ॥৫৩২॥ প্রশস্ত প্রমাণ প্রযুক্ত এই পরমাত্মা নিত্যসিদ্ধ বলিয়া প্রদীপ্তি পাইতেছেন, তাহাতে দেশ কাল বা শুদ্ধতাদি অপেক্ষা করে না ॥ ৫৩৩ ॥ আমি দেবদত্ত এই জ্ঞান অববোধে যেরূপ অন্য প্রমাণাপেক্ষা থাকে না, সেইরূপ ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তির আমি ব্রহ্ম এই জ্ঞান বিজ্ঞানে প্রমাণাপেক্ষা থাকে না ॥৫৩৪॥ হে শিষ্য ! সূর্য্যের ন্যায় যাঁহাব তেজঃ প্রভাবে সমস্ত জগৎ আলোকিত হইয়াছে, জড় অনিত্য অসার জগৎ কি তাঁহার অবভাসক হইতে পারে ? ॥৫৩৫॥ হে শিষ্য ! বেদশাস্ত্র পুরাণ চরাচর ভূত সকল যাঁহা কর্ত্তৃক অর্থবিশিষ্ট হইয়াছে, সেই বিশ্ববিদ্ ব্রহ্মকে কি কেহ প্রকাশ করিতে

যেনার্থবন্তি তং কিং নু বিজ্ঞাতারং প্রকাশয়েৎ ? ॥ ৫৩৬ ॥

এষ স্বয়ং জ্যোতিরনন্তশক্তি-
রাত্মাঽপ্রমেয়ঃ সকলানুভূতিঃ।
যমেব বিজ্ঞায় বিমুক্তবন্ধো-
জয়ত্যয়ং ব্রহ্মবিদুত্তমোত্তমঃ ॥ ৫৩৭ ॥

ন খিদ্যতে ন বিষয়ৈঃ প্রমোদতে
ন সজ্জতে নাপি বিরজ্যতে চ।
স্বস্মিন্ সদা (১) ক্রীড়তি নন্দতি স্বয়ং
নিরন্তরানন্দরসেন তৃপ্তঃ ॥ ৫৩৮ ॥

ক্ষুধাং দেহব্যথাং ত্যক্ত্বা বালঃ ক্রীড়তি বস্তুনি।
তথৈব বিদ্বান্ রমতে নির্ম্মমো নিরহং সুখী ॥ ৫৩৯ ॥

পাবে ? ॥ ৫৩৬ ॥ এই আত্মা স্বয়ং জ্যোতিঃস্বরূপ অনন্ত শক্তিস্বরূপ, অপ্রমেয়স্বরূপ এবং সকল পদার্থের অনুভবকর্ত্তা, অতএব ব্রহ্মজ্ঞগণ মধ্যে যিনি সর্ব্বপ্রধানরূপে অধিকারী হন তিনিই এই ব্রহ্মকে বিজ্ঞাত হইয়া ভববন্ধন হইতে বিমুক্তি লাভ করতঃ উৎকৃষ্টরূপে অবস্থান করেন ॥ ৫৩৭ ॥ নিরন্তর আনন্দরস দ্বারা তৃপ্তব্যক্তি কখন খেদযুক্ত হন না, বিষয়দ্বারা হৃষ্ট হন না, বিষয়ে আসক্ত হন না এবং বিরক্তও হন না, শুদ্ধ স্বয়ং স্বস্বরূপ ব্রহ্মেতেই ক্রীড়া করেন ও তদ্দ্বারা আনন্দিত থাকেন ॥ ৫৩৮ ॥ বালক যেরূপ কোন বস্তু পাইলে ক্ষুধা ও দৈহিক পীড়াদি পরিত্যাগপূর্ব্বক ক্রীড়া করে, সেইরূপ মমতাহীন অহঙ্কারশূন্য সুখী বিদ্বান্ ব্যক্তি বাহ্য ব্যাপার বর্জ্জন পুরঃসর আত্মাতে রমণ করেন ॥ ৫৩৯ ॥

(১) "স্বস্মিন্ সমং ক্রীড়তি"—ইতি দ্বিপাঠঃ।

চিন্তাশূন্যমদৈন্যভৈক্ষ্যমশনং পানং সরিদ্বারিষু
স্বাতন্ত্র্যেণ নিরঙ্কুশা স্থিতিরভী (১) র্নিদ্রা শ্মশানে বনে।
বস্ত্রং ক্ষালনশোষণাদিরহিতং দিগ্বাস্ত শয্যা মহী
সঞ্চারো নিগমান্তবীথিষু বিদাং ক্রীড়া পরে ব্রহ্মণি ॥ ৫৪০ ॥

বিমানমালম্ব্য শরীরমেতদ্
ভুনক্ত্যশেষান্ বিষয়ানুপস্থিতান্।
পরেচ্ছয়া বালবদাত্মবেত্তা
যোঽব্যক্তলিঙ্গোঽননুসক্ত্যবাহ্যঃ ॥ ৫৪১ ॥

দিগম্বরো বাপি চ সাম্বরো বা
ত্বগম্বরো বাপি চিদম্বরস্থঃ।
উন্মত্তবদ্ বাপি চ বালবদ্ বা
পিশাচবদ্ বাপি চরত্যবন্যাম্ ॥ ৫৪২ ॥

আত্মবিৎ যোগিদিগের চিন্তাশূন্য দীনতাপ্রকাশবিহীন ভিক্ষান্ন ভোজন, নদীতেই জলপান ও আপন ইচ্ছাক্রমে অনিবার্য্য রূপে অবস্থিতি, নির্ভয় প্রযুক্ত শ্মশানে বা বনে নিদ্রা, প্রক্ষালন অথবা শোষণাদি শূন্য দিগ্ রূপ বস্ত্র, গৃহশয্যা ভূমি ও বেদান্তরূপ পথে গতিবিধি এবং পরম ব্রহ্মেতেই ক্রীড়া হয় ॥ ৫৪০ ॥ যিনি আত্মজ্ঞ ও অব্যক্ত চিহ্ন এবং বাহ্যবিষয়াসক্তি বিহীন হন, তিনি দিব্যরথরূপ এই দেহকে আশ্রয় করিয়া বালকের ন্যায় পরেচ্ছাক্রমে উপস্থিত বিষয় সকল ভোগ করেন ॥ ৫৪১ ॥ আত্মজ্ঞ ব্যক্তি কখন দিগম্বর হইয়া, কখন বা বস্ত্র পরিধান করিয়া, কখন বল্কল বা চর্ম্মাম্বর ধারণ করিয়া কখন বা জ্ঞানরূপ অম্বর গ্রহণকরিয়া, কখন উন্মত্তের ন্যায় কখন বালকের ন্যায় এবং কখন পিশাচের ন্যায় পৃথিবী পর্য্যটনকরেন ॥৫৪২॥

(১) "স্থিতিরসৌ নিদ্রা"—ইতি পাঠান্তরম্।

স্বাত্মনৈব সদা তুষ্টঃ স্বয়ং সর্ব্বাত্মনা স্থিতঃ ॥ ৫৪৩ ॥
ক্কচিন্মূঢ়ো বিদ্বান্ ক্কচিদপি মহারাজবিভবঃ
ক্কচিদ্ভ্রান্তঃ সৌম্যঃ ক্কচিদজগরাচারকলিতঃ।
ক্কচিৎ পাত্রীভূতঃ ক্কচিদবমতঃ ক্কাপ্যবিদিত-
শ্চরত্যেবং প্রাজ্ঞঃ সততপরমানন্দসুখিতঃ ॥ ৫৪৪ ॥
নির্ধনোঽপি সদা তুষ্টোঽপ্যসহায়ো মহাবলঃ।
নিত্যতৃপ্তোঽপ্যভুঞ্জানোঽপ্যসমঃ সমদর্শনঃ ॥ ৫৪৫ ॥
অপি কুর্ব্বন্নকুর্ব্বাণশ্চাভোক্তা ফলভোগ্যপি।
শরীর্য্যপ্যশরীর্য্যেষ পরিচ্ছিন্নোঽপি সর্ব্বগঃ ॥ ৫৪৬ ॥
অশরীরং সদা সন্তমিমং ব্রহ্মবিদং ক্কচিৎ।

স্বকীয় আত্মা দ্বারাই সর্ব্বদা সন্তুষ্ট ও স্বয়ং সর্ব্বস্বরূপে সমবস্থিত এবং ব্রহ্মনিষ্ঠ যে মুনি, তিনি নিষ্কাম রূপী হইয়া বিষয় সকল উপভোগ করেন ॥ ৫৪৩ ॥ নিত্য পরমানন্দ দ্বারা সুখী প্রাজ্ঞব্যক্তি, কোন স্থলে মূঢ়ভাবে, কোন স্থলে পণ্ডিতভাবে, কোন স্থলে মহারাজবৎ বিভবশালী, কোন স্থলে ভ্রান্ত, কোন স্থলে শান্ত, কোন স্থলে অজগর ধর্ম্মাবলম্বন, কোন স্থলে দানের পাত্র, কোন স্থলে অবমানিত, কোন স্থলে অপবিচিত ইত্যাকার ভাবে বিচরণ করেন ॥ ৫৪৪ ॥ নিত্য পরমানন্দসুখে সুখী যে ব্যক্তি তিনি নির্ধন হইয়াও সর্ব্বদা সন্তুষ্ট, সহায়হীন হইয়াও মহাবলবান্, ভোজন না করিয়াও নিত্যতৃপ্ত এবং অসমান হইয়াও সকলকে সমানরূপ সন্দর্শন করেন ॥ ৫৪৫ ॥ এইরূপ মহাত্মা ব্যক্তি কর্ম্ম করিয়াও অকর্ত্তা, ফলভোগী হইয়াও অভোক্তা, শরীরী হইয়াও অশরীরী এবং পরিচ্ছিন্ন হইয়াও সর্ব্বব্যাপী হন ॥ ৫৪৬ ॥ অনুদিন শরীরস্থ হইয়াও অশরীর, এরূপ ব্রহ্ম-

প্রিয়াপ্রিয়ে ন স্পৃশতস্তথৈব চ শুভাশুভে ॥ ৫৪৭ ॥

স্থূলাদিসম্বন্ধবতোঽভিমানিনঃ
সুখঞ্চ দুঃখঞ্চ শুভাশুভে চ।
বিধ্বস্তবন্ধস্য সদাত্মনো মুনেঃ
কুতঃ শুভং ? বাপ্যশুভং ফলং বা ? ॥ ৫৪৮ ॥

তমসা গ্রস্তবদ্ভানাদগ্রস্তোঽপি রবির্জ্জনৈঃ।
গ্রস্ত ইত্যুচ্যতে ভ্রান্ত্যা হ্যজ্ঞাত্বা বস্তুলক্ষণম্ ॥ ৫৪৯ ॥

তদ্বদ্দেহাদিবন্ধেভ্যো বিমুক্তং ব্রহ্মবিত্তমম্।
পশ্যন্তি দেহবন্মূঢ়াঃ শরীরাভাসদর্শনাৎ ॥ ৫৫০ ॥

অহিনির্ল্বয়নীবায়ং যুক্তদেহস্তু তিষ্ঠতি।
ইতস্ততশ্চাল্যমানো যৎকিঞ্চিৎ প্রাণবায়ুনা ॥ ৫৫১ ॥

বেত্তাকে প্রিয় বা অপ্রিয় শুভ বা অশুভ কর্ম্ম সকল কদাচিৎ স্পর্শ করিতে পারে না ॥ ৫৪৭ ॥ স্থূল শরীরাদিতে আত্মসম্বন্ধবিশিষ্ট অভিমানিব্যক্তির সুখ দুঃখ ও শুভ অশুভাদি আবহমান অবধারিত আছে, কিন্তু বিমুক্ত-বন্ধব্রহ্মস্বরূপসাধুজনসম্বন্ধে তত্তৎ শুভাশুভ সুখদুঃখাদি ফলবিধান কোথায় ? ॥ ৫৪৮ ॥ জনগণ যেরূপ পদার্থ লক্ষণ অপরিজ্ঞাতপ্রযুক্ত ভ্রম-বশতঃ রবি রাহুকর্তৃক ভুক্ত না হইলেও অন্ধকার দ্বারা ভুক্তবৎ প্রত্যয় হেতু তাঁহাকে রাহুভুক্ত বলিয়া থাকে ॥ ৫৪৯ ॥ সেইরূপ দেহাদি বন্ধহইতে বিমুক্ত ব্রহ্মজ্ঞশ্রেষ্ঠকে মূঢেরা শরীরাভাস অর্থাৎ প্রতিবিম্বভূত দেহ মাত্র দর্শন করিয়া প্রকৃত দেহবিশিষ্টবৎ বিলোকন করে ॥ ৫৫০ ॥ এই যোগী সর্পনির্ম্মোকের ন্যায় মুক্তদেহ প্রযুক্ত প্রাণ বায়ু কর্তৃক ঈষৎ ইতস্ততঃ চালিত হইয়া অবস্থিতি করেন * ॥ ৫৫১ ॥ যেরূপ কাষ্ঠ নদীস্রোতোদ্বারা

* সর্প যেরূপ পরিত্যক্ত সর্পত্বক্ প্রতি আত্মদর্শন করে না যোগীও সেইরূপ মুক্তদেহ হইলে দেহে অহং দর্শন করেন না, অহিকোষ যেরূপ বাহ্য বায়ুকর্তৃক চালিত হয়, যোগীর দেহরূপ পঞ্চকোষও সেইরূপ অন্তর্ব্বায়ুকর্তৃক চালিত হয়।

স্রোতসা নীয়তে দারু যথা নিম্নোন্নতস্থলম্।
দৈবেন নীয়তে দেহস্তথা কালোপভুক্তিষু॥ ৫৫২॥
প্রারব্ধকর্ম্মপরিকল্পিতবাসনাভিঃ
সংসারিবচ্চরতি ভুক্তিষু মুক্তদেহঃ।
সিদ্ধঃ স্বয়ং বসতি সাক্ষিবদত্র তুষ্ণীং
চক্রস্য মূলমিব কল্পবিকল্পশূন্যঃ॥ ৫৫৩॥
নৈবেন্দ্রিয়াণি বিষয়েষু নিযুঙ্ক্ত এষ-
নৈবাপযুঙ্ক্ত উপদর্শনলক্ষণস্থঃ।
নৈব ক্রিয়াফলমপীষদবেক্ষতে স
সানন্দসান্দ্ররসপানসুমত্তচিত্তঃ॥ ৫৫৪॥
লক্ষ্যালক্ষ্যগতিং ত্যক্ত্বা যস্তিষ্ঠেৎ কেবলাত্মনা।
শিবএব স্বয়ং সাক্ষাদয়ং ব্রহ্মবিদুত্তমঃ॥ ৫৫৫॥
জীবন্নেব সদা মুক্তঃ কৃতার্থো ব্রহ্মবিত্তমঃ।

উচ্চ নীচ স্থলে নীত হয়, সেইরূপ দেহ দৈবদ্বারা কালের উপভোগনিমিত্ত নীত হয়॥৫৫২॥ দেহাভিমানবিমুক্ত যোগী প্রারব্ধ কর্ম্মদ্বারা পূর্ব্বনির্ধারিত বাসনা সমূহের বশবর্ত্তী হইয়া সংসারীর ন্যায় ভোগপথে বিচরণ করেন, কিন্তু তিনি স্বয়ং সিদ্ধ এবং কুলালচক্রের মূল দেশসদৃশ সুস্থির, ও সংকল্প বিকল্প বিশূন্য তূষ্ণীম্ভাবাবলম্বন পূর্ব্বক এই শরীরে সাক্ষিস্বরূপে অবস্থান করেন॥ ৫৫৩॥ এই বিমুক্ত যোগী পরমানন্দ রস দ্বারা সুমত্ত চিত্ত হইয়া ইন্দ্রিয়গণকে বিষয়ে নিযুক্ত করেন না ও উপদেষ্টা লক্ষণে অবস্থিত প্রযুক্ত ইন্দ্রিয়গণকে বিষয় হইতে বিমুক্তও করেন না এবং কর্ম্মফলপ্রতি কদাচিৎ ঈষৎ মাত্রও অবলোকন করেন না॥ ৫৫৪॥ যে যোগী লক্ষ্য ও অলক্ষ্যাদি পরিত্যাগ পূর্ব্বক ব্রহ্মস্বরূপে অবস্থিতি করেন, তিনি ব্রহ্মজ্ঞগণমধ্যে শ্রেষ্ঠ ও স্বয়ং সাক্ষাৎ শিবস্বরূপ॥ ৫৫৫॥ ব্রহ্মজ্ঞশ্রেষ্ঠ যোগী জীবিত থাকি-

উপাধিনাশাদ্ ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্মাপ্যেতি নির্দ্বয়ম্ ॥ ৫৫৬ ॥
শৈলূষবংশসদ্ভাবাভাবয়োশ্চ যথা পুমান্।
তথৈব ব্রহ্মবিচ্ছ্রেষ্ঠঃ সদা ব্রহ্মৈব নাপরঃ ॥ ৫৫৭ ॥
যত্র ক্বাপি বিশীর্ণং সৎ পর্ণমিব তরোর্ব্বপুঃ পতনাৎ।
ব্রহ্মীভূতস্য যতেঃ প্রাগেব তচ্চিদগ্নিনা দগ্ধম্ ॥ ৫৫৮ ॥
সদাত্মনি ব্রহ্মণি তিষ্ঠতো মুনেঃ
পূর্ণাদ্বয়ানন্দময়াত্মনা সদা।
ন দেশকালাদ্যুচিতপ্রতীক্ষা
ত্বঙ্‌মাংসবিট্‌পিণ্ডবিসর্জ্জনায় ॥ ৫৫৯ ॥
দেহস্য মোক্ষো ন মোক্ষো ন দণ্ডস্য কমণ্ডলোঃ।
অবিদ্যাহৃদয়গ্রন্থিমোক্ষোমোক্ষো যতস্ততঃ ॥ ৫৬০ ॥

য়াও সর্ব্বদা মুক্ত ও কৃতার্থ, অতএব উপাধি নাশ হেতু তিনি ব্রহ্মস্বরূপ হইয়া অদ্বয় ব্রহ্মকেই প্রাপ্ত হন ॥ ৫৫৬ ॥ নট যেরূপ বেশের সত্তা বা অসত্তাতে যে পুরুষ সেই পুরুষ মাত্রই প্রতীত হয়, সেইরূপ ব্রহ্মজ্ঞশ্রেষ্ঠ উপাধির সত্তা বা অসত্তাতে সর্ব্বদা ব্রহ্মস্বরূপেই প্রতীত হন, ব্রহ্মভিন্ন অন্যরূপ হন না ॥৫৫৭॥ পর্ণ যে কোন স্থানেই পতিত হউক তাহাকে যেরূপ তদ্বৃক্ষের অঙ্গই বলা যায়, সেইরূপ ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত যতিকে ব্রহ্মস্বরূপই বলা যায়, পর্ণ যেরূপ পতনের পূর্ব্বেই বিশীর্ণ হয় যোগীর শরীরও সেইরূপ পঞ্চত্ব প্রাপ্তির পূর্ব্বেই জ্ঞানাগ্নি দ্বারা দগ্ধ হয় ॥ ৫৫৮ ॥ সৎস্বরূপ পরব্রহ্মে পূর্ণ অদ্বয় আনন্দ পরিপূর্ণ চিত্তে সর্ব্বদা অবস্থিতিকারী যে মুনি, তাঁহার সম্বন্ধে ত্বক্ মাংস বিষ্ঠাপূর্ণ দেহের বিসর্জ্জন নিমিত্ত দেশ কালাদির উচিত প্রতীক্ষা নাই ॥ ৫৫৯ ॥ মোক্ষ দেহের দর্শনে হয় না এবং দণ্ড কমণ্ডলুর দর্শনেও হয় না, যখন অবিদ্যারূপ হৃদয়গ্রন্থির মোচন হয় তখনই মোক্ষ

কুল্যায়ামথ নদ্যাং বা শিবক্ষেত্রেঽপি চত্বরে।
পর্ণং পততি চেত্তেন তরোঃ কিং নু শুভাশুভম্॥ ৫৬১॥
পত্রস্য পুষ্পস্য ফলস্য নাশবদ্
দেহেন্দ্রিয়প্রাণধিয়াং বিনাশঃ।
নৈবাত্মনঃ স্বস্য সদাত্মকস্যা-
নন্দাকৃতের্বৃক্ষবদস্তি চৈষঃ॥ ৫৬২॥
প্রজ্ঞানঘন-ইত্যাত্মলক্ষণং সত্যসূচকম্।
অবিদ্যোপাধিকস্যৈব কথয়ন্তি বিনাশনম্॥ ৫৬৩॥
অবিনাশী বা অরেঽয়মাত্মেতি শ্রুতিরাত্মনঃ।
প্রব্রবীত্যবিনাশিত্বং বিনশ্যৎসু বিকারিষু॥ ৫৬৪॥
পাষাণবৃক্ষতৃণধান্যকটাম্বরাদ্যা
দগ্ধা ভবন্তি হি মৃদেব যথা তথৈব।

লাভ হয়॥ ৫৬০॥ হে শিষ্য! কুল্যাতে * নদীতে শিবালয়ে অথবা অঙ্গনে যদি পত্র পতিত হয় তাহা হইলে তদ্দ্বারা বৃক্ষের শুভাশুভ কি?॥ ৫৬১॥ পত্র পুষ্প ফলের নাশের ন্যায় দেহ ইন্দ্রিয় প্রাণ ও বুদ্ধির বিনাশ হয়, কিন্তু সৎস্বরূপ আনন্দমূর্ত্তি স্বকীয় আত্মার বিনাশ কদাচ হয় না, এই আত্মা বৃক্ষের ন্যায় নিত্য অবস্থিতি করেন॥ ৫৬২॥ প্রজ্ঞানঘন অর্থাৎ নিবিড় প্রকৃষ্টজ্ঞানস্বরূপ আত্মা, এই আত্মার যথার্থ লক্ষণ, অতএব অবিদ্যারূপ যে উপাধি শুদ্ধ তাহার বিনাশই পণ্ডিতেরা বলিয়া থাকেন॥ ৫৬৩॥ ও হে! এই আত্মা অবিনাশী এই শ্রুতি আছে, অতএব বিকারবিশিষ্ট পদার্থ সকল বিনষ্ট হইলেও অবিকারী আত্মার অবিনাশিত্ব শ্রুতি বলিয়া থাকেন॥ ৫৬৪॥ প্রস্তর, বৃক্ষ, তৃণ, ধান্য, কট, † বস্ত্র প্রভৃতি পদার্থ সকল

* নর্দ্দামা।

† মাদুর দর্ম্মাদি।

দেহেন্দ্রিয়াসুমন আদি সমস্তদৃশ্যং
জ্ঞানাগ্নিদগ্ধমুপযাতি পরাত্মভাবম্ ॥ ৫৬৫ ॥
বিলক্ষণং যথা ধ্বান্তং লীয়তে ভানুতেজসি।
তথৈব সকলং দৃশ্যং ব্রহ্মণি প্রবিলীয়তে ॥ ৫৬৬ ॥
ঘটে নষ্টে যথা ব্যোম ব্যোমৈব ভবতি স্ফুটম্।
তথৈবোপাধিবিলয়ে ব্রহ্মৈব ব্রহ্মবিৎ স্বয়ম্ ॥ ৫৬৭ ॥
ক্ষীরং ক্ষীরে যথা ক্ষিপ্তং তৈলং তৈলে জলং জলে।
সংযুক্তমেকতাং যাতি তথাত্মন্যাত্মবিন্মুনিঃ ॥ ৫৬৮ ॥
এবং বিদেহকৈবল্যং সন্মাত্রত্বমখণ্ডিতম্।
ব্রহ্মভাবং প্রপদ্যৈষ যতির্নাবর্ত্ততে পুনঃ ॥ ৫৬৯ ॥
সদাত্মৈকত্ববিজ্ঞানদগ্ধাবিদ্যাদিবর্ম্মণঃ।
অমুষ্য ব্রহ্মভূতত্বাদ্ব্রহ্মণঃ কুত উদ্ভবঃ? ॥ ৫৭০ ॥

দগ্ধ হইলে যেরূপ মৃত্তিকাই হয়, সেইরূপ দেহ, ইন্দ্রিয়, প্রাণ, মনঃ প্রভৃতি সমস্ত দৃশ্য পদার্থ জ্ঞানাগ্নি দ্বারা দগ্ধ হইলে পরমাত্মভাব প্রাপ্ত হয় ॥ ৫৬৫ ॥ যেরূপ প্রগাঢ় অন্ধকাব সূর্য্যতেজে লয় প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ সমস্ত দৃশ্য পদার্থ পরব্রহ্মে বিলয় প্রাপ্ত হয় ॥ ৫৬৬ ॥ যেরূপ ঘট নষ্ট হইলে তদবচ্ছিন্ন আকাশ ব্যক্ত রূপে প্রকৃত আকাশই হয়, সেইরূপ উপাধি বিলয় প্রাপ্ত হইলে ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি স্বয়ং ব্রহ্মই হন ॥ ৫৬৭ ॥ যেরূপ দুগ্ধে দুগ্ধ তৈলে তৈল জলে জল নিক্ষিপ্ত ও মিশ্রিত হইয়া একভাব প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ আত্মতত্ত্বজ্ঞ যোগী পরমাত্মাতে জীবাত্মার যোগে একভাব প্রাপ্ত হন॥৫৬৮॥ এইরূপ শুদ্ধ ব্রহ্মস্বরূপতাই যোগীদিগের অখণ্ডনীয় বিদেহ কৈবল্য স্বরূপ, অতএব এই যোগী ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হইয়া আর পুনরাবৃত্ত হন না, অর্থাৎ পরম-নির্ব্বাণপদকে লাভ করেন॥ ৫৬৯ ॥ পরমাত্মা ও জীবাত্মার একত্ব বিজ্ঞান দ্বারা বিদগ্ধ হইয়াছে অবিদ্যা ও শরীরাদি যাঁহার, এতাদৃশ যোগি-ব্যক্তির ব্রহ্মস্বরূপতা হেতু ব্রহ্মের উৎপত্তি সম্ভব কোথায়? ॥ ৫৭০ ॥

মায়াকৢপ্তৌ বন্ধমোক্ষৌ ন স্তঃ স্বাত্মনি বস্তুতঃ।
যথা রজ্জৌ নিষ্ক্রিয়ায়াং সর্পাভাসবিনির্গমৌ ॥ ৫৭১ ॥
আবৃতেঃ সদসত্ত্বাভ্যাং বক্তব্যে বন্ধমোক্ষণে।
নাবৃতির্ব্রহ্মণঃ কাচিদন্যাভাবাদনাবৃতম্।
যদ্যস্ত্যদ্বৈতহানিঃ স্যাৎ দ্বৈতং নো সহতে শ্রুতিঃ ॥ ৫৭২ ॥
বন্ধশ্চ মোক্ষশ্চ মৃষৈব মূঢ়া বুদ্ধেগু্র্ণং বস্তুনি কল্পয়ন্তি।
দৃগাবৃতিংমেঘকৃতাংযথারবৌযতোঽদ্বয়াসঙ্গচিদেতদক্ষরম্(১)॥৫৭৩॥
অস্তীতি প্রত্যয়ো যশ্চ যশ্চ নাস্তীতি বস্তুনি।

মায়া কল্পিত যে বন্ধ ও মোক্ষ তাহা বাস্তবিক আপনার আত্মাতে নাই, যেরূপ ক্রিয়াশূন্য রজ্জুতে সর্পের আগম ও নির্গম নাই * ॥৫৭১॥ আবরণের সত্তা ও অসত্তা হেতু বন্ধ ও মোক্ষ বিষয় বক্তব্যমাত্র হইয়াছে, ব্রহ্মের কোন আবরণ নাই অতএব অন্য পদার্থের অভাব হেতু আত্মা অবিরত আবরণশূন্য, যদি অন্য পদার্থের সত্তা স্বীকার কর, তাহা হইলে ব্রহ্মের অদ্বৈত বাদের হানি হয়, শ্রুতি দ্বৈতবাদ সহ্য করেন না ॥ ৫৭২ ॥ বন্ধ ও মোক্ষ দুই মিথ্যা, শুদ্ধ মূঢ়েরা বস্তুতে বুদ্ধির গুণমাত্র কল্পনা করে, যেরূপ মেঘকৃত চক্ষুরাবরণ রবিতে কল্পনা করে সেইরূপ অদ্বয় অসঙ্গ অবিনাশী চিন্ময় আত্মাতে বন্ধ ও মোক্ষ কল্পনা করে ॥ ৫৭৩ ॥ অস্তি এই যে বস্তুতে জ্ঞান এবং নাস্তি এই যে বস্তুতে

(১) "চিদেকমক্ষরম্"—ইতি পাঠান্তরম্।

* রজ্জুতে সর্পজ্ঞান ও সেই জ্ঞানের অভাব যাহা দৃষ্ট হয়, তাহাতে যেরূপ রজ্জুর গুণাগুণ ক্রিয়াধীন নহে, অর্থাৎ রজ্জু যে সে রজ্জুই আছে, কেবল ভ্রমবশতই লোকে তাহাতে সর্পজ্ঞান এবং সর্পজ্ঞানাভাব অনুভব করে, সেইরূপ নিষ্ক্রিয় নির্ব্বিকার চৈতন্যরূপ আত্মা নিত্য সমভাবেই আছেন, তাঁহাতে বন্ধমোক্ষাদির যে অনুভব তাহা শুদ্ধ অজ্ঞানবশতই হয়।

বুদ্ধেরেব গুণাবেতৌ ন তু নিত্যস্য বস্তুনঃ ॥ ৫৭৪ ॥
অতস্তৌ মায়য়া কৢপ্তৌ বন্ধমোক্ষৌ ন বাত্মনি।
নিষ্কলে নিষ্ক্রিয়ে শান্তে নিরবদ্যে নিরঞ্জনে।
অদ্বিতীয়ে পরে তত্ত্বে ব্যোমবৎ কল্পনা কুতঃ? ॥ ৫৭৫ ॥
ন নিরোধো ন চোৎপত্তি র্ন বদ্ধো ন চ সাধকঃ।
ন মুমুক্ষু র্ন বৈ মুক্ত ইত্যেষা পরমার্থতা ॥ ৫৭৬ ॥
সকলনিগমচূড়াস্বান্তসিদ্ধান্তগুহ্যং
পরমিদমতিগুহ্যং দর্শিতং তে ময়াদ্য।
অপগতকলিদোষং কামনির্ম্মুক্তবুদ্ধিং
ত্বমনুবদ সকৃত্যং ভাবয়িত্বা মুমুক্ষুম্ ॥ ৫৭৭ ॥

জ্ঞান এই উভয় জ্ঞানই বুদ্ধির গুণমাত্র, কিন্তু নিত্যবস্তুস্বরূপ যে আত্মা তাঁহার সম্বন্ধে এ সকল গুণ নাই ॥ ৫৭৪ ॥ অতএব মাযাকল্পিত কথিত বন্ধ ও মোক্ষ আত্মাতে নাই, নিষ্কল নিষ্ক্রিয শান্ত নির্দ্দোষ নিরঞ্জন অদ্বিতীয আকাশস্বরূপ পরব্রহ্মে বন্ধ মোক্ষ কল্পনা কোথায? ॥ ৫৭৫ ॥ নিরোধ নাই, উৎপত্তি নাই, বন্ধ নাই, সাধক নাই, মুমুক্ষু নাই, মুক্ত নাই এই ব্রহ্ম-স্বরূপত্ব ॥৫৭৬॥ সমস্ত বেদের চূড়া অর্থাৎ শিরোভাগস্বরূপ যে বেদান্ত সেই বেদান্তের নিগূঢ় সিদ্ধান্তের গুহ্য অতএব অতিশয গুহ্য এই পরম আত্মতত্ত্ব-জ্ঞান, যাহা অদ্য আমাকর্ত্তৃক তোমার সম্বন্ধে দর্শিত হইল, তাহা তুমি কলিদোষ * শূন্য ও ভোগাভিলাষরহিতবুদ্ধি যে মুমুক্ষু তাঁহাকে কৃতকার্য্য ভাবিযা অর্থাৎ সাধন চতুষ্টযাদি সম্পন্নরূপ অধিকার দর্শন করিযা, এই

* মদ্যপান, দ্যূতক্রিয়া, স্ত্রী, প্রাণিহিংসা, সুবর্ণ, মত্ততা, কপটতা, কলহ, দম্ভ, চৌর্য্য, লোভ, মিথ্যা, স্বধর্ম্মত্যাগ ইত্যাদি অধর্ম্ম সকল কলিদোষরূপে পরিগণিত হয়, ইহা ভাগবতাদিপুরাণে বিশেষরূপে ব্যক্ত আছে।

ইতি শ্রুত্বা গুরোর্ব্বাক্যং প্রশ্রয়েণ কৃতানতিঃ।
স তেন সমনুজ্ঞাতো যযৌ নির্ম্মুক্তবন্ধনঃ ॥ ৫৭৮ ॥
গুরুরেব সদানন্দসিন্ধৌ নির্ম্মগ্নমানসঃ।
পাবয়ন্ বসুধাং সর্ব্বাং বিচচার নিরন্তরঃ ॥ ৫৭৯ ॥
ইত্যাচার্য্যস্য শিষ্যস্য সংবাদেনাত্মলক্ষণম্।
নিরূপিতং মুমুক্ষূণাং সুখবোধোপপত্তয়ে ॥ ৫৮০ ॥
হিতমিমমুপদেশমাদ্রিয়ন্তাং
বিহিতনিরস্তসমস্তচিত্তদোষাঃ।
ভবসুখবিরতাঃ প্রশান্তচিত্তাঃ
শ্রুতিরসিকা যতয়ো মুমুক্ষবো যে ॥ ৫৮১ ॥

আত্মতত্ত্ব আমার অনুরূপ অভিব্যক্ত কর * ॥ ৫৭৭ ॥ সেই শিষ্য এইরূপ গুরুবাক্য শ্রবণকরতঃ সবিনয়ে প্রণাম পুরঃসর তাঁহার অনুজ্ঞা গ্রহণকরিয়া নির্ম্মুক্তবন্ধন হওতঃ গমন করিলেন ॥ ৫৭৮ ॥ মহাত্মা গুরুও ব্রহ্মসিন্ধুতে নিঃশেষে নিমগ্নচিত্ত হইয়া সমস্ত পৃথিবী পবিত্র করিবার নিমিত্ত নিরন্তর বিচরণ করিতে লাগিলেন ॥ ৫৭৯ ॥ এইরূপ গুরু শিষ্য সংবাদদ্বারা ব্রহ্মের স্বরূপ লক্ষণাদি মুমুক্ষুদিগের মনোহর জ্ঞানোৎপত্তির নিমিত্ত নিরূপণ করিলাম ॥ ৫৮০ ॥ বিহিতরূপে সমস্ত চিত্তদোষশূন্য এবং সংসারসুখ হইতে বিরত প্রশান্তচিত্ত বেদরসজ্ঞ মুমুক্ষু যে সকল যোগী, তাঁহারা আমার এই হিতকর উপদেশকে আদর করুন ॥ ৫৮১ ॥ সংসাররূপ পথে আধ্যাত্মিকাদি

* আচায্য মহাশয় মহাত্মা শিষ্যকে প্রশিষ্যাদি করণে অনুমতি প্রদানক্রমে কহিতেছেন যে, যে তত্ত্ব সর্ব্বশাস্ত্রে অতিরহস্যরূপে কথিত হইয়াছে তাহা অনধিকাব পাত্রে অর্পিত না হইয়া যেন তোমার ন্যায় অধিকারবান্ পাত্রে অর্পিত হয়, কারণ অধিকার হীনে সকল চর্চ্চাই অসুখকর গণ্য হয়।

সংসারাধ্বনি তাপভানুকিরণপ্রোদ্ভূতদাহব্যথা-
খিন্নানাং জলকাঙ্ক্ষয়া মরুভুবি শ্রান্ত্যা পরিভ্রাম্যতাম্
অত্যাসন্নসুধাম্বুধিং সুখকরং ব্রহ্মাদ্বয়ং দর্শয়-
ন্ত্যেষা শঙ্করভারতী বিজয়তে নির্ব্বাণসন্দায়িনী ॥ ৫৮২ ॥

ইতি শ্রীমৎপরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্যগোবিন্দভগবৎপূজ্যপাদশিষ
শ্রীমচ্ছঙ্করভগবৎকৃতো বিবেকচূড়ামণিঃ
সমাপ্তঃ ॥

ত্রিতাপরূপ সূর্য্যকিরণ হইতে প্রকৃষ্টরূপে উৎপন্ন যে দাহ, সেই দাহরূপ ব্যথায় ব্যথিত প্রযুক্ত অতি কাতর এবং ক্লান্তিবশতঃ জলাকাঙ্ক্ষায় মরু-ভূমিতে ভ্রমণকারিজনগণসম্বন্ধে সুখকর অদ্বয় ব্রহ্মস্বরূপ অতি নিকটবর্ত্তি-সুধাম্বুধির দর্শনকারিণী নির্ব্বাণপ্রদায়িনী শঙ্করাচার্য্যের এই বিবেকচূড়া-মণি-বাণী সর্ব্বোৎকৃষ্টরূপে প্রকাশ পাইতেছে ॥ ৫৮২ ॥

ইতি শ্রীমৎ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য গোবিন্দ ভগবৎ পূজ্যপাদ শিষ্য
শ্রীমচ্ছঙ্কর ভগবৎকৃত বিবেকচূড়ামণি ভাষা
বিবরণ সমাপ্ত।

আত্মানাত্মবিবেকঃ।

দৃশ্যং সর্ব্বমনাত্মা স্যাদ্ দৃগেবাত্মা বিবেকিনঃ।
আত্মানাত্মবিবেকোঽয়ং কথ্যতে গ্রন্থকোটিভিঃ॥

আত্মানাত্মবিবেকঃ কথ্যতে। আত্মনঃ কিং নিমিত্তং দুঃখং? শরীরপরিগ্রহনিমিত্তং। ন হ বৈ সশরীরস্য সতঃ প্রিয়াপ্রিয়-

বিবেকিব্যক্তির সম্বন্ধে দৃশ্য সমস্ত পদার্থই অনাত্মা [মাযা] এবং দৃক্ * অর্থাৎ সকলের সাক্ষিস্বরূপ অদ্বিতীয ব্রহ্মই আত্মা। এই আত্ম ও অনাত্ম বিচার পূব্বতন মনীষিগণ কর্ত্তৃক কোটি কোটি গ্রন্থে বিবৃত হইয়াছে। অধুনা এই আত্ম ও অনাত্ম বিচার অতি অল্পবাক্যবিশিষ্ট গ্রন্থদ্বারা পবিব্যক্ত হইতেছে।

আত্মাব দুঃখ কি নিমিত্ত হয়? শবীরপরিগ্রহ নিমিত্ত †, অর্থাৎ আমি শবীর এইরূপ বোধে দেহে অহংভাব স্বীকার করাই দুঃখের

* ব্রহ্মনামাবলিমালাব অষ্টাদশ শ্লোকে দৃক দৃশ্যাদি পদের অর্থ ব্যাখ্যাত আছে।

† "স্থূলং সূক্ষ্মং কাবণাখ্যমুপাধিত্রিতয়ং চিতেঃ।
এতৈর্ব্বিশিষ্টো জীবঃ স্যাদ্ বিযুক্তঃ পরমেশ্বরঃ॥ ২৩॥"

অধ্যাত্মবামাযণ, অযোধ্যাকাণ্ড, ১ অধ্যায়।

আত্মা, অর্থাৎ চিদ্ব্রহ্মেব স্থূল সূক্ষ্ম ও কারণ, এই শরীরত্রয় রূপ উপাধিই জীবত্বের প্রতি কারণ ও শরীরাদি উপাধিরহিত আত্মাই পরমেশ্বর; সুতরাং যে স্থলে জীবভাব, সেই স্থলেই দুঃখ; পবব্রহ্মের দুঃখ সংগত নহে। এ স্থলে যদি কেহ এরূপ আশঙ্কা করেন যে, মৃত্যুর পর তবে জীব ব্রহ্ম হউক? যেহেতু মৃত্যুর পর আত্মার শরীরসম্বন্ধাভাব দৃষ্ট হইতেছে। এ সংশয় নিরাকরণ বিষয়ে ভগবদ্গীতার দ্বিতীয়াধ্যায়ে ভূরি ভূরি প্রমাণ আছে।—"জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যু ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ।
তস্মাদপরিহার্য্যেঽর্থে ন ত্বং শোচিতুমর্হসি॥" ২৭॥

য়োরপহতিরস্তীতি শ্রুতেঃ। শরীরপরিগ্রহঃ কেন ভবতি? কর্ম্মণা। কর্ম্ম বা কেন ভবতীতি চেৎ? রাগাদিভ্যঃ। রাগাদিঃ কেন ভবতীতি চেৎ? অভিমানাৎ। অভিমানঃ কেন ভবতীতি চেৎ? অবিবেকাৎ। অবিবেকঃ কেন ভবতীতি চেৎ? অজ্ঞানাৎ। অজ্ঞানং কেন ভবতীতি চেৎ? ন

কারণ। শ্রুতিতে কথিত আছে যে, শরীরের সহিত বিদ্যমান নিত্য-স্বরূপ আত্মার জীবত্বহেতু প্রিয় ও অপ্রিয়ের বিনাশ নাই, অর্থাৎ আত্মার যেপর্য্যন্ত শরীরসম্বন্ধ থাকে, সেপর্য্যন্ত সুখদুঃখাদি ভোগ হয়। শরীর স্বীকার কি নিমিত্ত হয়? কর্ম্মজন্য হয়। যদি বল, কর্ম্মই বা কি নিমিত্ত হয়? রাগ [বিষয়েচ্ছা] প্রভৃতি * হইতে হয়। যদি বল, রাগপ্রভৃতিই বা কি কারণে হয়? অভিমান হইতে হয়। যদি বল, অভিমানই বা কি কারণে হয়? অবিবেক হইতে হয়। যদি বল, অবিবেকই বা কি কারণে হয়? অজ্ঞান হইতে হয়। যদি বল অজ্ঞানই বা কি কারণে হয়? কোন

জাত ব্যক্তির মৃত্যু এবং মৃত ব্যক্তির পুনর্জ্জন্ম অবশ্যম্ভাবী। অপরঞ্চ—

" বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায় নবানি গৃহ্লাতি নরোঽপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণান্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী॥" ২২॥

লোক যেরূপ জীর্ণবস্ত্র ত্যাগ করিয়া নূতন বস্ত্র গ্রহণ করে, আত্মাও সেইরূপ জীর্ণ শরীর ত্যাগ করিয়া নূতন শরীর গ্রহণ করেন ইত্যাদি। অপিচ ভাগবতীয় দশমস্কন্ধে কথিত আছে।—" যথা তৃণজলৌকৈবং দেহী কর্ম্মগতিং গতঃ।"

জলৌকা [জোঁক] যেরূপ একটি তৃণ গ্রহণ না করিয়া একটি তৃণ ত্যাগ করে না, আত্মাও সেইরূপ কর্ম্মগতিক্রমে দেহান্তর গ্রহণ না করিয়া গৃহীত দেহকে ত্যাগ করেন না।

" যাবজ্জননং তাবন্মরণং তাবজ্জননীজঠরে শয়নম্।"

এইরূপ শত শত প্রমাণ শাস্ত্র সকলে দর্শিত আছে। বস্তুতস্ত জীবের আত্মানাত্ম বিবেকদ্বারা যে পর্য্যন্ত শুভাশুভ কর্ম্মক্ষয় না হয়, সে পর্য্যন্ত তিনি নিরুপাধি ব্রহ্মপদ লাভ করিতে সক্ষম হন না। এ স্থলে বিবেকচূড়ামণির ৩৩১ শ্লোকের পাদটীকাও দ্রষ্টব্য হইয়াছে।

* বিষয়ের অনুকূলে রাগ ও প্রতিকূলে দ্বেষ, ইহা অবশ্যম্ভাবী বলিয়া সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ

কেনাপি ভবতীতি। অজ্ঞানমনাদ্যনির্ব্বচনীয়ং। অজ্ঞানাদবিবেকো জায়তে। অবিবেকাদভিমানো জায়তে। অভিমানাদ্রাগাদয়ো জায়ন্তে। রাগাদিভ্যঃ কর্ম্মাণি জায়ন্তে। কর্ম্মভ্যঃ শরীরপরিগ্রহো জায়তে। শরীরপরিগ্রহাদ্দুঃখং জায়তে। দুঃখস্য কদা নিবৃত্তিঃ? সর্ব্বাত্মনা শরীরপরিগ্রহনাশে সতি দুঃখস্য নিবৃত্তির্ভবতি। সর্ব্বাত্মপদং কিমর্থং? সুষুপ্ত্যবস্থায়াং দুঃখে নিবৃত্তেঽপি পুনরুত্থানসময়ে উৎপদ্যমানত্বাদ্ বাসনাস্থিতং (১) ভবতি। অতস্তন্নিবৃত্ত্যর্থং সর্ব্বাত্মপদং সর্ব্বাত্মনা শরীরপরিগ্রহনিবৃত্তে সতি দুঃখস্য নিবৃত্তির্ভবতি। শরীরপরিগ্রহনিবৃত্তিঃ কদা ভবতি? সর্ব্বাত্মনা কর্ম্মণি নিবৃত্তে সতি শরীর-

কারণেই হয় না। অজ্ঞান * অনাদি [আদিরহিত] ও অনির্ব্বচনীয় [অবাচ্য]। অজ্ঞান হইতে অবিবেক উৎপন্ন হয়। অবিবেক হইতে অভিমান উৎপন্ন হয়। অভিমান হইতে রাগাদির উৎপত্তি হয়। রাগাদি হইতে অখিল কর্ম্মের উৎপত্তি হয়। কর্ম্মবৃন্দ হইতে শরীর স্বীকার হয়। শরীর স্বীকাব হইতে দুঃখ উৎপন্ন হয়। দুঃখের নিবারণ কোন্ সময়ে হয়? সর্ব্বপ্রকারে শরীর স্বীকারের ধ্বংস হইলেই দুঃখের নিবৃত্তি হয়। "সর্ব্বাত্ম" পদ কি নিমিত্ত প্রযুক্ত হইল? সুষুপ্তি অবস্থায় দুঃখনিবৃত্তি হইলেও উত্থান সময়ে ঐ দুঃখ পুনরুৎপন্ন হয় বলিয়া মনঃ বাসনাতে অবস্থিত হয়; অতএব সেই বাসনার নিবৃত্তির নিমিত্ত সর্ব্বাত্মপদ পরিগৃহীত হইল। "সর্ব্বাত্মনা" অর্থাৎ সর্ব্বতোভাবে শরীর স্বীকারের বিরতি [নিবৃত্তি] হইলে দুঃখেরও বিরতি হয়। শরীরস্বীকারের বিরতি

---

(১) "বাসনাত্মনাস্থিতং"—ইতি পাঠান্তরং। অর্থাৎ মনঃ বাসনাকারে।

* বেদান্তসারে ব্যক্ত আছে, সৎ অথবা অসৎ পদার্থ হইতে বিভিন্ন সত্ত্বগুণ, রজোগুণ ও তমোগুণরূপ বোধের বিবোধিভাবস্বরূপ যে কোন বস্তু, তাহাকেই অজ্ঞান কহে; ইহার প্রমাণস্থল এই—" আমি অজ্ঞ, আমি আমাকে অবগত নহি" ইত্যাদি।

পরিগ্রহনিবৃত্তির্ভবতি। কর্ম্মনিবৃত্তিঃ কদা ভবতি? সর্ব্বাত্মনা রাগাদিনিবৃত্তে সতি কর্ম্মনিবৃত্তির্ভবতি। রাগাদিনিবৃত্তিঃ কদা ভবতি? সর্ব্বাত্মনা অভিমাননিবৃত্তে সতি রাগাদিনিবৃত্তির্ভবতি। কদাভিমাননিবৃত্তিঃ? সর্ব্বাত্মনা অবিবেকনিবৃত্তে সতি অভিমাননিবৃত্তিঃ। অবিবেকনিবৃত্তিঃ কদা ভবতি? সর্ব্বাত্মনা অজ্ঞাননিবৃত্তে সতি অবিবেকনিবৃত্তিঃ। কদা অজ্ঞাননিবৃত্তিঃ? ব্রহ্মাত্মৈকত্বজ্ঞানে জাতে সতি সর্ব্বাত্মনাঽবিদ্যানিবৃত্তিঃ। নন্নু নিত্যানাং কর্ম্মণাং বিহিতত্বান্নিত্যেভ্যঃ কর্ম্মভ্যোঽবিদ্যানিবৃত্তিঃ স্যাৎ কিমর্থং জ্ঞানেনেত্যাশঙ্ক্য। ন কর্ম্মাদিনা অবিদ্যানিবৃত্তিঃ। তৎ কুত ইতি চেৎ। কর্ম্মাজ্ঞানয়োর্ব্বিরোধো ন

কথন হয়? সর্ব্বপ্রকাবে কর্ম্মেব বিবতি হইলে শরীরস্বীকারের বিবতি হয়। কর্ম্মের বিরতি কথন হয়? সর্ব্বতোভাবে বাগাদির অভাব হইলে কর্ম্মের বিরতি হয়। রাগাদির অভাব কখন হয়? অশেষরূপে অভিমানের অভাব হইলে রাগাদির অভাব হয়। অভিমানের নিবৃত্তি কখন হয়? সর্ব্বতোভাবে অবিবেকের অভাব হইলে অভিমানের অভাব হয়। কখন অবিবেকের অভাব হয়? সর্ব্বতোভাবে অজ্ঞানের অভাব হইলেই অবিবেকের অভাব হয়। অজ্ঞানের অভাব কোন্ কালে হয়? ব্রহ্ম ও আত্মার একত্ব জ্ঞান হইলেই সর্ব্বপ্রকারে অবিদ্যার * অভাব হয়। যদি বল, নিত্য ক্রিয়াকলাপের বেদবিহিতত্বহেতু নিত্যকর্ম্ম হইতেই অবিদ্যা নিবৃত্তি হয়, তবে জ্ঞানসাধনে প্রয়োজন কি? এই সংশয় নিরাস নিমিত্ত কথিত হইতেছে যে, কর্ম্মাদিদ্বারা অবিদ্যার নিবৃত্তি হয় না। যদি বল, কি কারণ বেদবিহিত নিত্যকর্ম্মাদির অনুষ্ঠানদ্বারা অবিদ্যা নিবৃত্তি হয় না? এই আশঙ্কাক্রমে কথিত হইতেছে যে, কর্ম্ম ও অজ্ঞান, এই উভয়ের বিরোধ হয় না, অর্থাৎ পরস্পর প্রতিবন্ধকতাভাব নাই; কিন্তু

* "অবিদ্যাহস্মতিঃ" অর্থাৎ আত্ম শরীরে অহং ভাবকেই অবিদ্যা কহে।

ভবেৎ। জ্ঞানাজ্ঞানয়োর্ব্বিরোধো ভবেৎ। অতোজ্ঞানেনৈবাঽজ্ঞাননিবৃত্তিঃ। তজ্জ্ঞানং কুত ইতি চেৎ? বিচারাদেব ভবতি। আত্মানাত্মবিবেকবিষয়বিচারাদেব ভবতি। আত্মানাত্মবিবেকে কো বাঽধিকারী? সাধনচতুষ্টয়সম্পন্নোঽধিকারী। সাধনচতুষ্টয়ং নাম? নিত্যানিত্যবস্তুবিবেকঃ। ইহামুত্রার্থফলভোগবিরাগঃ শমদমাদিষট্কসম্পত্তিঃ। মুমুক্ষুত্বঞ্চেতি। নিত্যানিত্যবস্তুবিবেকোনাম?। ব্রহ্মৈব সত্যং জগন্মিথ্যেতি নিশ্চয়ো নিত্যানিত্যবস্তুবিবেকঃ। ইহামুত্রার্থফলভোগবিরাগোনাম? ইহাস্মিন্ লোকে দেহধারণব্যতিরিক্তবিষয়েষু স্রক্‌চন্দনবনিতাদিষু বান্তাশনমূত্রপুরীষাদৌ যথেচ্ছা নাস্তি তথেচ্ছারাহিত্যমিতি ইহ লোকে ফলভোগবিরাগঃ।

জ্ঞান ও অজ্ঞান, এই উভয়ের বিরোধ বিলক্ষণ লক্ষ্য হয়। অতএব অজ্ঞানের নিবৃত্তি কেবল জ্ঞানদ্বারাই হয়। যদি বল, সে জ্ঞান কোথা হইতে লব্ধ হয়? আত্মানাত্ম, অর্থাৎ চিৎ ও জড়, এই উভয়ের স্বরূপ নিশ্চয়বিষয়ক বিচার হইতেই হয়। কোন্ ব্যক্তি আত্মানাত্ম বিচারে অধিকারী হন? চতুর্ব্বিধ সাধনসম্পত্তিযুক্ত ব্যক্তিই ইহাতে অধিকারী হন। চতুর্ব্বিধ সাধন কাহাকে বলে? নিত্য ও অনিত্য, এই উভয় পদার্থের বিচার, ইহলোকে ও পরলোকে অর্থফলভোগে অনুরাগশূন্যতা, শমদমাদি ষট্ সংখ্যক্ সম্পত্তি এবং মুমুক্ষুতা, এই সাধন চতুষ্টয়। নিত্য ও অনিত্য বস্তুর বিচার কাহাকে কহে? ব্রহ্মই সত্যস্বরূপ, তাহা ভিন্ন সমস্ত জগৎ অসত্যরূপ এইরূপ সিদ্ধান্তই নিত্যানিত্যবস্তুবিবেক নামে অভিহিত হয়। ইহ ও অমুত্র অর্থফলভোগবিরাগ কাহাকে কহে? এই জগতে দেহধারণ ভিন্ন, বিষয় [ইন্দ্রিয়ার্থ—শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ], পুষ্পমালা, চন্দন, যোষিৎসঙ্গ প্রভৃতি ভোগ্যবস্তুতে বমিত অন্ন, প্রস্রাব, পুরীষাদিতে যেরূপ ইচ্ছা থাকে না, সেইরূপ ইচ্ছারাহিত্যকেই ঐহিক

অমুত্র স্বর্গলোকাদিব্রহ্মলোকান্তর্ব্বর্ত্তিষু রম্ভাসম্ভোগাদিবিষয়েষু তদ্বৎ পূর্ব্ববৎ। শমদমাদি ষট্কং নাম? শমদমোপরতি-তিতিক্ষা-সমাধান-শ্রদ্ধাঃ। শমোনাম? অন্তরিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ। অন্তরিন্দ্রিয়ং নাম? মনঃ তস্য নিগ্রহোঽন্তরিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ। শ্রবণাদি-ব্যতিরিক্তবিষয়েভ্যোনিগ্রহঃ শ্রবণাদৌ বর্ত্তনং শমঃ। দমোনাম? বাহ্যেন্দ্রিয়নিগ্রহঃ। বাহ্যেন্দ্রিয়াণি কানি? কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়াণি পঞ্চ। তেষাং নিগ্রহঃ শ্রবণাদি ব্যতিরিক্তবিষয়েভ্যো নিবৃত্তির্দ্দমঃ। উপরতিনাম? বিহিতানাং কর্ম্মণাং বিধিনা ত্যাগঃ। শ্রবণাদিষু বর্ত্তমানস্য মনসঃ শ্রবণাদিষেব বর্ত্তনং বোপরতিঃ। তিতিক্ষা নাম? শীতো-

ফলভোগবিরাগ কহে। জন্মান্তরে স্বর্গাদি লোক হইতে ব্রহ্মলোকপর্য্যন্ত, সেই সেই লোকে উপস্থিত রম্ভা প্রভৃতি অপ্সরোগণ সম্ভোগ বিষয়ে পূর্ব্বের ন্যায় কথিতরূপ যে ইচ্ছারাহিত্য, তাহাকেই অমুত্র ফলভোগবিরাগ কহে। শমদমাদি ছয়টী কি? শম, দম, উপরতি, তিতিক্ষা, সমাধান ও শ্রদ্ধা, ইহাকেই শমদমাদি ষট্ সংখ্যক কহে। শম কাহাকে কহে? অন্তরিন্দ্রিয়ের সংযমকে শম কহে। অন্তরিন্দ্রিয় কাহাকে বলে? মনঃই অন্তরিন্দ্রিয় নামে কথিত হয়; অতএব সেই মনের নিগ্রহকেই অন্তরিন্দ্রিয়-নিগ্রহ কহে; অথবা পরমাত্মবিষয়ক শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন ভিন্ন সংসার সম্বন্ধীয় বিষয়বর্গ হইতে অন্তঃকরণের যে সংযম এবং ব্রহ্মবিষয়ক শ্রবণাদিতে যে মনের প্রবর্ত্তন, তাহাকেও শম কহে। দম কাহাকে কহে? বহিরিন্দ্রিয়ের নিগ্রহকে দম কহে। বহিরিন্দ্রিয়গণ কাহারা? পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় ও পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়কে বহিরিন্দ্রিয় কহে। অতএব আত্মবিষয়ক শ্রবণাদি বিনা সাংসারিক বিষয় বৃন্দহইতে ঐ সমস্ত বাহ্যেন্দ্রিয়গণের নিগ্রহকে দম কহে। উপরতি কাহাকে বলে? বেদাদি বিহিত কর্ম্মকাণ্ডের যথা-বিধানে পরিত্যাগকে উপরতি কহে; অথবা সাংসারিক শ্রবণাদিতে নিত্য

ক্ষাদিদ্বন্দ্বসহনং দেহবিচ্ছেদব্যতিরিক্তং। নিগ্রহশক্তাবপি পরাপরাধে সোঢ়ৃত্বং বা তিতিক্ষা। সমাধানং নাম? শ্রবণাদিষু বর্ত্তমানং মনো বাসনাবশাদ্ বিষয়েষু গচ্ছতি যদা যদা তদা তদা দোষদৃষ্ট্যা তেষু সমাধানং। শ্রদ্ধা নাম? গুরুবেদান্তবাক্যেষু অতীব বিশ্বাসঃ। ইদং তাবৎ শমাদি ষট্‌ক মুক্তং। মুমুক্ষুত্বং নাম? মোক্ষেঽতিতীব্রেচ্ছাবত্ত্বং। এতৎসাধনচতুষ্টয়সম্পত্তি স্তদ্বান্ সাধনচতুষ্টয়সম্পন্নঃ। তস্যাত্মানাত্মবিবেক বিচারেঽধিকারো নান্যস্য। তস্যাত্মানাত্মবিচারঃ কর্ত্তব্যোঽস্তি। যথা ব্রহ্মচারিণঃ কর্ত্তব্যান্তরং নাস্তি তথাঽন্যৎ কর্ত্তব্যং নাস্তি।

প্রবৃত্ত মনঃকে সেই সেই বিষয় হইতে আকর্ষণ করিয়া আত্মবিষয়ক শ্রবণাদিতে প্রবর্ত্তনকেও উপরতি কহে। তিতিক্ষা কাহাকে কহে। শরীর বিনষ্ট না হয়, এরূপ শীত উষ্ণ প্রভৃতি দ্বন্দ্ব পদার্থের সহিষ্ণুতাকে তিতিক্ষা কহে; অথবা নিগ্রহকরণ সামর্থ্যসত্ত্বেও অপরের অপরাধ সহনকে তিতিক্ষা কহে। সমাধান কাহাকে কহে? পরমাত্ম শ্রবণাদিতে বিদ্যমান মনঃ যে যে সময়ে বাসনাবশতঃ বিষয়গত হয়, সেই সেই সময়ে বিষয় পদার্থে ক্ষণিকত্বাদি দোষ দর্শন করিয়া পরমাত্মাতে ঐ মনের যে ঐকাগ্র্য, তাহাকেই সমাধান কহে। শ্রদ্ধা কাহার নাম? গুরু ও বেদান্তাদি বাক্যে দৃঢ় বিশ্বাসকে শ্রদ্ধা কহে। এই সমস্ত শমাদি ষট্ সম্পত্তি কথিত হইল। মুমুক্ষুত্ব কি? মুক্তিবিষয়ে আত্যন্তিক অভিলাষবিশিষ্টতাকেই মুমুক্ষুতা কহে। সাধনচতুষ্টয় সম্পত্তির স্বরূপ এই অভিব্যক্ত হইল। এই সম্পত্তি যাঁহার আছে, তিনিই সাধনচতুষ্টয়সম্পন্ন বলিয়া বিখ্যাত হন। সেই ব্যক্তির আত্ম ও অনাত্ম বস্তুর স্বরূপনিশ্চয় বিচারে অধিকার আছে, অপরের নাই; সেই ব্যক্তিরই আত্মানাত্মবিচার উপযুক্ত হয়। যেরূপ ব্রহ্মচারিব্যক্তির অন্য কিছুই কর্ত্তব্য নাই, সেইরূপ তাঁহারও অন্য কিছুই কর্ত্তব্য নাই। প্রসিদ্ধ সাধনচতুষ্টয় সম্পত্তি না থাকিলেও গৃহিদিগের

সাধনচতুষ্টয়সম্পত্ত্যভাবেঽপি গৃহস্থানামাত্মানাত্মবিচারে ক্রিয়মাণে সতি তেন প্রত্যবায়োনাস্তি কিন্তুতীব শ্রেয়ো ভবতি। দিনে দিনে তু বেদান্তবিচারাদ্ ভক্তিসংযুতাদ্। গুরুশুশ্রূষয়া লব্ধাৎ কৃচ্ছ্রাশীতিফলং লভেদিত্যুক্তং। আত্মানাত্মবিচারঃ কর্ত্তব্যঃ ইত্যুক্তং। আত্মা নাম? স্থূলসূক্ষ্মকারণশরীরত্রয়ব্যতিরিক্তঃ পঞ্চকোষবিলক্ষণোঽবস্থাত্রয়সাক্ষী সচ্চিদানন্দস্বরূপঃ। অনাত্মা নাম? অনিত্যজড়দুঃখাত্মকং সমষ্টিব্যষ্ট্যাত্মকং শরীরত্রয়মনাত্মা। শরীরত্রয়ং নাম? স্থূলসূক্ষ্মকারণশরীরত্রয়ং। স্থূল-

আত্মানাত্ম বিচার করাতে কোনরূপ অনিষ্ট আশঙ্কা নাই, পরন্তু ইহা অত্যন্ত শুভকরই হইয়া থাকে। প্রতিদিন গুরুশুশ্রূষা [পরিচর্য্যা] দ্বারা প্রাপ্ত ভক্তিযুক্ত বেদান্ত বিচার হইতে অশীতি সংখ্যক প্রাজাপত্য * ব্রতের ফললাভ হয়, ইহা শাস্ত্রে উক্ত আছে। অতএব আত্ম ও অনাত্মবিচার সর্ব্বদা কর্ত্তব্য হইয়াছে, ইহা বিচারসিদ্ধ হইল। আত্মা [ব্রহ্ম] কাহার নাম? যিনি স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ নামক দেহত্রয় হইতে বৈলক্ষণ্যযুক্ত, পঞ্চ কোষাতিরিক্ত, অবস্থাত্রয়ের সাক্ষী এবং সৎ [নিত্যস্বরূপ], চিৎ [জ্ঞানস্বরূপ] ও আনন্দ [সুখস্বরূপ] রূপ হন, তিনিই আত্মা, অনাত্মা কাহাকে কহে?। নশ্বর, জড, দুঃখরূপ ও সমষ্টিব্যষ্টিস্বরূপ এই শরীরত্রয়কেই অনাত্মা কহে। শরীরত্রয় কি? স্থূলশরীর, সূক্ষ্মশরীর এবং কারণশরীর, এই তিনকেই শরীরত্রয় কহে। স্থূলশরীর কাহার নাম? পঞ্চীকৃত ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ, মরুৎ ও ব্যোম এই পঞ্চ মহাভূতের কার্য্য, পুণ্যাপুণ্য কর্ম্ম হেতু জন্ম প্রভৃতি ষড়্‌বিধ বিকারযুক্ত যে শরীর, তাহাকে স্থূলশরীর কহে। ইহার

* প্রাজাপত্যব্রত দ্বাদশ দিন সাধ্য। তন্মধ্যে প্রথম তিন দিন প্রাতঃকালে ভোজন করিবে, দ্বিতীয় তিন দিন সায়ংকালে ভোজন করিবে, তৃতীয় তিন দিন অযাচিত ভোজন করিবে এবং চতুর্থ তিন দিন উপবাস করিবে, ইহা স্মৃতিশাস্ত্রে ব্যাখ্যাত আছে।

শরীরং নাম? পঞ্চীকৃতমহাভূতকার্য্যং কর্ম্মজন্যং জন্মাদিষড়্‌-ভাববিকারং। তথাচোক্তং।

পঞ্চীকৃতমহাভূতসম্ভবং কর্ম্মসঞ্চিতং।
শরীরং সুখদুঃখানাং ভোগায়তন মুচ্যতে॥

শীর্য্যতে বয়োভির্ব্বাল্যকৌমারযৌবনবার্দ্ধক্যাদিভিশ্চেতি শরীরং। দহ ভস্মীকরণে ইতি ব্যুৎপত্ত্যা চ দেহো ভস্মীভাবং প্রাপ্নোতীত্যর্থঃ। ননু কেচিদ্দেহা ভস্মীভাবং প্রাপ্নুবন্তি কেচিদ্দেহা খননাদি প্রাপ্নুবন্তি। কথমুচ্যতে সর্ব্বং স্থূলাদিকং স্থূলদেহজাতং ভস্মীভাবং প্রাপ্নোতি। যদ্যপ্যেবং তথাপি কেনাগ্নিনা দাহত্বং সম্ভবতীত্যতআহ। সর্ব্বেষাং স্থূলাদিদেহানামাধ্যাত্মিকাধিভৌতিকাধিদৈবিকতাপত্রয়াগ্নিনা দাহত্বং সম্ভবতীত্যর্থঃ। আধ্যাত্মিকং নাম? আত্মানং দেহমধিকৃত্য বর্ত্ততে

অনুরূপ প্রমাণ শাস্ত্রে অভিব্যক্ত আছে যে, পঞ্চীকৃত উক্ত মহাভূতপঞ্চক হইতে উদ্ভূত পাপপুণ্য কর্ম্মের অধীন সুখদুঃখাদির যে ভোগায়তন [পাত্র], তাহাকেই স্থূলশরীর কহে। শৄধাতুর অর্থ শীর্ণ; সুতরাং যাহা শৈশব, কৌমার, তারুণ্য, বৃদ্ধত্বাদি বয়োদ্বারা শীর্ণ হয়, তাহার নাম শরীর॥ দহ ধাতু ভস্মীকরণ অর্থে আরূঢ়; অতএব এই সাধনদ্বারা দেহ শব্দ ব্যুৎপন্ন হইল। ইহার অর্থ, যাহা ভস্ম হয়, তাহার নাম দেহ। যদি বল, কতকগুলি দেহ ভস্মীভাব প্রাপ্ত এবং কতকগুলি দেহ মৃত্তিকায় প্রোথিত দৃষ্ট হয়, তবে কিরূপে সকল স্থূলদেহের ভস্মাকারে পরিণতি সঙ্গত হয়? এই প্রশ্নের উত্তরে ব্যক্ত হইতেছে যে, সমস্ত স্থূলদেহই ভস্মসাৎ হয়। যদি এরূপ হইল, তাহা হইলে তবে কোন্ অগ্নিদ্বারা দাহত্ব সম্ভব হয়? একারণ কথিত হইতেছে যে, সমস্ত স্থূলশরীরের আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিকরূপ তাপত্রয়াগ্নিদ্বারা দাহত্ব

ইতি তদ্দুঃখং আধ্যাত্মিকং শিরোরোগাদি। আধিভৌতিকং নাম? ভূতমধিকৃত্য বর্ত্তত ইত্যাধিভৌতিকং ব্যাঘ্রতস্করাদি জন্যং দুঃখং। আধিদৈবিকং নাম? দেবমধিকৃত্য বর্ত্তত ইত্যাধিদৈবিকং দুঃখমশনিপাতাদি জন্যং। সূক্ষ্মশরীরং নাম? অপঞ্চীকৃত ভূতকার্য্যং সপ্তদশকং লিঙ্গং। সপ্তদশকং নাম? জ্ঞানেন্দ্রিয়াণিপঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়াণিপঞ্চ প্রাণাদিপঞ্চবায়বো বুদ্ধির্ম্মনশ্চেতি। জ্ঞানেন্দ্রিয়াণি কানি? শ্রোত্রত্বক্‌চক্ষুর্জ্জিহ্বা-ঘ্রাণাখ্যানি। শ্রোত্রেন্দ্রিয়ং নাম? শ্রোত্রব্যতিরিক্তং কর্ণ-শষ্কুল্যবচ্ছিন্নং নভোদেশাশ্রয়ং শব্দগ্রহণশক্তিমদিন্দ্রিয়ং শ্রোত্রে-ন্দ্রিয়মিতি। ত্বগিন্দ্রিয়ং নাম? ত্বগ্‌ব্যতিরিক্তং ত্বগাশ্রয়মা-পাদতলমস্তকব্যাপিশীতোষ্ণাদিস্পর্শশক্তিমদিন্দ্রিয়ং ত্বগিন্দ্রিয়-

সম্ভব হয়। আধ্যাত্মিক কাহাকে কহে? শরীরকে অবলম্বন করিয়া যে দুঃখ হয়, তাহার নাম আধ্যাত্মিক, অর্থাৎ শিরঃ [মস্তক]-রোগাদি। আধিভৌতিক কাহার নাম? চৌর ব্যাঘ্র প্রভৃতি ভয়ানক জন্তুকে অবলম্বন করিয়া যে দুঃখ জন্মে, তাহাকে আধিভৌতিক বলে। আধিদৈবিক কিরূপ? দেবতাকে অবলম্বন করিয়া কুলিশ [বজ্র] পাতাদি জন্য যে দুঃখ উপস্থিত হয, তাহাকেই আধিদৈবিক বলা যায়। সূক্ষ্মশরীর কি? অপঞ্চীকৃত ক্ষিত্যাদি পঞ্চ মহাভূতের কার্য্যস্বরূপ সপ্তদশকযুক্ত যে লিঙ্গশরীর, তাহাকে সূক্ষ্মশরীর কহে। সপ্তদশটি কি? পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ প্রাণাদি বায়ু, মনঃ ও বুদ্ধি, ইহাকে সপ্তদশক কহে। জ্ঞানেন্দ্রিয়গণ কি? কর্ণ, চর্ম্ম, নেত্র, রসনা ও নাসিকা। কর্ণেন্দ্রিয় কাহাকে কহে? কর্ণ ভিন্ন অথচ কর্ণরন্ধ্রকে অধিকার করিয়া আছে, এমন যে নভোদেশাশ্রিত ও শব্দগ্রহণশক্তিযুক্ত ইন্দ্রিয়, তাহাকেই কর্ণেন্দ্রিয় কহে। চর্ম্মেন্দ্রিয় কাহার নাম? চর্ম্ম ব্যতিরিক্ত, কিন্তু চর্ম্মকে আশ্রয় করিয়া আছে, এরূপ

মিতি। চক্ষুরিন্দ্রিয়ং নাম? গোলকব্যতিরিক্তং গোলকাশ্রয়ং কৃষ্ণতারকাগ্রবর্ত্তি রূপগ্রহণশক্তিমদিন্দ্রিয়ং চক্ষুরিন্দ্রিয়মিতি। জিহ্বেন্দ্রিয়ং নাম? জিহ্বাব্যতিরিক্তং জিহ্বাশ্রয়ং জিহ্বাগ্রবর্ত্তি রসগ্রহণশক্তিমদিন্দ্রিয়ং জিহ্বেন্দ্রিয়মিতি। ঘ্রাণেন্দ্রিয়ং নাম? নাসিকাব্যতিরিক্তং নাসিকাশ্রয়ং নাসিকাগ্রবর্ত্তি গন্ধগ্রহণশক্তিমদিন্দ্রিয়ং ঘ্রাণেন্দ্রিয়মিতি। কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি কানি?। বাক্‌পাণিপাদপায়ূপস্থাখ্যানি। বাগিন্দ্রিয়ং নাম? বাগ্‌ব্যতিরিক্তং বাগাশ্রয়মষ্টস্থানবর্ত্তি শব্দোচ্চারণশক্তিমদিন্দ্রিয়ং বাগিন্দ্রিয়মিতি। অষ্টস্থানং নাম? হৃদয়কণ্ঠশির-উর্দ্ধৌষ্ঠাধরৌষ্ঠ-

যে পাদতল অবধি মস্তক পর্য্যন্ত ব্যাপক ও শীত উষ্ণ প্রভৃতি স্পর্শ * গ্রহণ শক্তিযুক্ত ইন্দ্রিয়, তাহাকেই চর্ম্ম (অর্থাৎ ত্বক্) ইন্দ্রিয় কহে। নেত্রেন্দ্রিয় কাহার নাম?। মণ্ডলাকৃতি নেত্র স্থান ব্যতিরিক্ত, পরন্তু নেত্রকেই আশ্রয় করিয়া আছে, এবম্বিধ যে নেত্রমধ্যস্থ কৃষ্ণবর্ণ চিহ্নের পুরোবর্ত্তী ও রূপগ্রহণ-শক্তি বিশিষ্ট ইন্দ্রিয়, তাহাকে নেত্রেন্দ্রিয় কহে। রসনেন্দ্রিয় কাহার নাম? রসনাব্যতিরিক্ত অথচ রসনাকে অবলম্বন করিয়া আছে এতাদৃশ রসনার পুরোবর্ত্তী ও রসগ্রহণ-শক্তিযুক্ত ইন্দ্রিয়কে রসনেন্দ্রিয় কহে। নাসিকেন্দ্রিয় কাহার নাম? নাসিকা ব্যতিরিক্ত অথচ নাসিকাকেই অবলম্বন করিয়া আছে, এইরূপ যে নাসিকার পুরোবর্ত্তী ও গন্ধগ্রহণ শক্তিবিশিষ্ট ইন্দ্রিয়, তাহাকেই নাসিকেন্দ্রিয় কহে। কর্ম্মেন্দ্রিয়গণ কাহাকে কহে? বাক্ [বাক্য], পাণি [হস্ত], পাদ [চরণ], পায়ু [গুহ্যদ্বার] ও উপস্থ [লিঙ্গ], এই সকলকেই কর্ম্মেন্দ্রিয় কহে। বাগিন্দ্রিয় কাহার নাম? বাক্য বিভিন্ন, অথচ বাক্যকে সমাশ্রয় করিয়া আছে, ঈদৃশ অষ্টস্থানস্থায়ী ও শব্দের উচ্চারণ শক্তি-বিশিষ্ট ইন্দ্রিয়কে বাক্যেন্দ্রিয় কহে। অষ্টস্থান কোথা? হৃদয়স্থল [বক্ষঃ], কণ্ঠ [গল-

* পুরাণমতে স্পর্শ একাদশবিধ;—শীত, উষ্ণ, সুখ, দুঃখ, স্নিগ্ধ, বিসদ [অস্নিগ্ধ], খর [তীক্ষ্ণ], মৃদু, শ্লক্ষ্ণ [সূক্ষ্ম], লঘু ও গুরু।

তালুদ্বয়-জিহ্বা ইত্যষ্টস্থানানি। পাণীন্দ্রিয়ং নাম? পাণিব্যতিরিক্তং করতলাশ্রয়ং দানাদানশক্তিমদিন্দ্রিয়ং পাণীন্দ্রিয়মিতি। পাদেন্দ্রিয়ং নাম? পাদব্যতিরিক্তং পাদাশ্রয়ং পাদতলবর্ত্তি গমনাগমনশক্তিমদিন্দ্রিয়ং পাদেন্দ্রিয়মিতি। পায়্বিন্দ্রিয়ং নাম? গুদব্যতিরিক্তং গুদাশ্রয়ং। পুরীষোৎসর্গশক্তিমদিন্দ্রিয়ং পায়্বিন্দ্রিয়মিতি। উপস্থেন্দ্রিয়ং নাম? উপস্থব্যতিরিক্তং উপস্থাশ্রয়ং মূত্রশুক্রোৎসর্গশক্তিমদিন্দ্রিয়ং উপস্থেন্দ্রিয়মিতি। এতানি কর্ম্মেন্দ্রিয়াণ্যুচ্যন্তে। অন্তঃকরণং নাম? মনোবুদ্ধিশ্চিত্তমহঙ্কারশ্চেতি। মনঃস্থানং গলান্তং। বুদ্ধের্বদনং। চিত্তস্য নাভিঃ। অহঙ্কারস্য হৃদয়ং। অন্তঃকরণচতুষ্টয়স্য বিষযাঃ

দেশ], মস্তক, ঊর্দ্ধ ওষ্ঠ [উপবেব ঠোঁট], অধব ওষ্ঠ [নীচেব ঠোঁট], তালুদ্বয় [জিহ্বার ঊর্দ্ধ ও অধঃ অবিষ্ঠান স্থান] এবং জিহ্বা, এই অষ্টবিধ স্থান। হস্তেন্দ্রিয় কাহার নাম? হস্তব্যতিবিক্ত অথচ হস্ততলকে সমাশ্রয় করিয়া আছে এইরূপ আদান প্রদান শক্তিযুক্ত যে ইন্দ্রিয়, তাহাকে হস্তেন্দ্রিয় কহে। পাদেন্দ্রিয় কাহার নাম? পদব্যতিরিক্ত অথচ পদকে আশ্রয় করিযা আছে, এমন যে পদতলস্থিত গমনাগমন শক্তি-বিশিষ্ট ইন্দ্রিয়, তাহাকে পাদেন্দ্রিয় কহে। পায়ু ইন্দ্রিয় কাহাব নাম? গুহ্যদেশ ভিন্ন কিন্তু গুহ্যদেশকে অবলম্বন করিযা আছে, এমন বিষ্ঠাবিসর্জ্জন শক্তিযুক্ত যে ইন্দ্রিয়, তাহাকে পায়ু ইন্দ্রিয় কহে। উপস্থেন্দ্রিয় কাহার নাম? লিঙ্গ ব্যতিবিক্ত অথচ লিঙ্গকে আশ্রয় করিয়া আছে, ঈদৃশ প্রস্রাব ও রেতঃ বিসর্গ শক্তিবিশিষ্ট ইন্দ্রিয়কে উপস্থেন্দ্রিয় কহে। এই সকল কর্ম্মেন্দ্রিয় নামে কথিত হয়। অন্তঃকরণ কাহার নাম? মনঃ, বুদ্ধি, চিত্ত এবং অহঙ্কার, এই চতুষ্টয়কে অন্তঃকরণ কহে। গলদেশমধ্যে মনের স্থিতি, মুখে বুদ্ধির স্থিতি, নাভিদেশে চিত্তের স্থিতি এবং হৃদয়স্থলে অহঙ্কারের স্থিতি। সংশয়, নিশ্চয়, ধারণ এবং অভিমান, অন্তঃকরণের এই চতুর্ব্বিধ বিষয়, অর্থাৎ

সংশয়নিশ্চয়ধারণাভিমানাঃ। প্রাণাদিবায়ুপঞ্চকং নাম? প্রাণাপানব্যানোদানসমানাঃ। তেষাং স্থানবিশেষা উচ্যন্তে।

হৃদি প্রাণো গুদেঽপানঃ সমানো-নাভিসংস্থিতঃ।
উদানঃ কণ্ঠদেশস্থো ব্যানঃ সর্ব্বশরীরগঃ॥

তেষাং বিষয়াঃ। প্রাণঃ প্রাগ্‌গমনবান্। অপানোঽবাগ্‌গমনবান্। উদান ঊর্দ্ধগমনবান্। সমানঃ সমীকরণবান্। ব্যানো-বিশ্বগ্‌গমনবান্। এতেষামুপবায়বঃ পঞ্চ।

মনের বিষয় সংশয়, বুদ্ধির বিষয় নিশ্চয়, চিত্তের * বিষয় ধারণ এবং অহঙ্কারের বিষয় অভিমান। প্রাণাদি পঞ্চ বায়ু কাহার নাম? প্রাণ, অপান, ব্যান, উদান এবং সমান, ইহাদিগকে প্রাণাদি পঞ্চ বায়ু কহে। সেই প্রাণাদির স্থান প্রভেদরূপে ব্যক্ত হইতেছে। বক্ষঃস্থলে প্রাণবায়ু, গুহ্য-স্থলে অপানবায়ু, নাভিস্থলে সমান বায়ু, কণ্ঠস্থলে উদান বায়ু এবং সর্ব্ব-শরীরে ব্যান বায়ু সম্যগ্‌রূপে অবস্থান করে। সেই প্রাণাদি বায়ুগণের বিষয় সকল ব্যক্ত হইতেছে।—বহির্গমনশীল বায়ুকে প্রাণ †, অধোগমনশীল বায়ুকে অপান, ঊর্দ্ধগমনশীল বায়ুকে উদান ‡, ভুক্ত অন্নাদি সমতাকরণশীল

---

* বেদান্তসারে অনুসন্ধানাত্মিকা অন্তঃকরণবৃত্তি চিত্ত নামে কথিত হইয়াছে।

† যে বায়ু মুখ এবং নাসিকা এই উভয়ের মধ্যে সর্ব্বদা প্রকাশ পাইতেছে, তাহাকেই প্রাণ বায়ু কহে। এ বিষয় উত্তরগীতায় ভগবান্ স্বয়ং কহিয়াছেন; যথা—

"মুখ-নাসিকয়োর্ম্মধ্যে প্রাণঃ সঞ্চরতে সদা।"

অপিচ বেদান্তসারেও বর্ণিত আছে; যথা—

"প্রাণো নাম? প্রাগ্‌গমনবান্ নাসাগ্রস্থানবর্ত্তী।"

নাসাগ্রস্থায়ী ঊর্দ্ধগামী বায়ুকে প্রাণ কহে।

‡ "উদানঃ? কণ্ঠস্থানীয়ঃ ঊর্দ্ধগমনবানুৎক্রামণবায়ুঃ।"

কণ্ঠস্থায়ী ঊর্দ্ধগামী উৎক্রামণ [বিপরীত গতি বিশিষ্ট] বায়ুকে উদান কহে।

নাগঃ কূর্ম্মশ্চ কৃকরো দেবদত্তো-ধনঞ্জয়ঃ ॥

এতেষাং বিষয়াঃ।

নাগাদুদ্গীরণঞ্চাপি কূর্ম্মাদুন্মীলনন্তথা।

ধনঞ্জয়াৎ পোষণঞ্চ দেবদত্তাচ্চ জৃম্ভণং।

কৃকরাচ্চ ক্ষুতং জাতমিতি যোগবিদো বিদুঃ ॥

নাগ উদ্গীরণকরঃ। কূর্ম্ম উন্মীলনকরঃ। ধনঞ্জয়ঃ পোষণ-করঃ। দেবদত্তো জৃম্ভণকরঃ। কৃকরঃ ক্ষুৎকরঃ। এতেষাং জ্ঞানেন্দ্রিয়াদীনামধিপতয়ো দিগাদয়ঃ।

বায়ুকে সমান এবং সমস্ত শবীবে গমনশীল বায়ুকে ব্যান কহে *। এই প্রাণাদি পঞ্চবায়ুব পঞ্চ উপবায়ু যথাক্রমে কথিত হইতেছে।—নাগ, কূর্ম্ম, কৃকব, দেবদত্ত এবং ধনঞ্জয়। নাগাদি পঞ্চবায়ুব বিষয় ব্যক্ত হইতেছে। উদ্গী-রণকারি †-বায়ুকে নাগ, চক্ষুর উন্মীলনকারিবায়ুকে কূর্ম্ম, ক্ষুধাকারিবায়ুকে কৃকর, পুষ্টিকারিবায়ুকে ধনঞ্জয় এবং জৃম্ভণকারিবায়ুকে দেবদত্ত কহে। এই জ্ঞানেন্দ্রিয়াদির অধিপতি [প্রভু] দিক্ প্রভৃতিব নাম উল্লিখিত হইতেছে।

* শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাব চতুর্থাধ্যায়ে সপ্তবিংশ শ্লোকের শ্রীধরস্বামিকৃত টীকায় প্রাণাদি দশ বায়ুব কর্ম্ম সকল যথাক্রমে ব্যাখ্যাত আছে; যথা—

"প্রাণস্য বহির্গমনং অপানস্যাধোগমনং ব্যানস্য ব্যায়নাকুঞ্চনপ্রসাবণাদীনি সমানস্যাশিত পীতাদীনাং সমুন্নযনং উদানস্যোর্দ্ধ্বনয়নং।"

"উদ্গারে নাগ আখ্যাতঃ কূর্ম্ম উন্মীলনে স্মৃতঃ।
কৃকরঃ ক্ষুৎকরোজ্ঞেয়ো দেবদত্তোবিজৃম্ভণে।
ন জহাতি মৃতঞ্চাপি সর্ব্বব্যাপী ধনঞ্জয়ঃ ॥"

প্রাণের বহির্গমন, অপানেব অধোগমন, ব্যানেব চাঞ্চল্য আকুঞ্চন [সঙ্কোচকবণ] প্রসারণ [বিস্তাবকরণ] প্রভৃতি, সমানের ভুক্ত পীত অন্ন জলাদির সমত্বকরণ এবং উদা-নের উর্দ্ধগমন শক্তি আছে। অপর পঞ্চ উপবায়ুর কার্য্য, যথা—নাগের উদ্গার, কূর্ম্মেব উন্মীলন, কৃকরের ক্ষুধাকরণ ও দেবদত্তের জৃম্ভণ [হাই]। ধনঞ্জয় বায়ু সমস্ত শরীরব্যাপী। ইহা মৃত ব্যক্তিকেও পরিহার করে না।

† ঢেকুর।

দিগ্‌বাতার্কপ্রচেতোঽশ্বিবহ্নীন্দ্রোপেন্দ্রমৃত্যুকাঃ।
তথা চন্দ্রশ্চতুর্বক্ত্রোরুদ্রঃ ক্ষেত্রজ্ঞ ঈশ্বরঃ॥
বিশিষ্টৌ বিশ্বস্রষ্টা চ বিশ্বযোনিরযোনিজঃ।
ক্রমেণ দেবতাঃ প্রোক্তাঃ শ্রোত্রাদীনাং যথাক্রমাৎ॥

এতৎ সর্ব্বং মিলিতং লিঙ্গশরীরমিত্যুচ্যতে। তথাচোক্তং।

পঞ্চপ্রাণমনোবুদ্ধিদশেন্দ্রিয়সমন্বিতং।
অপঞ্চীকৃতভূতোত্থং সূক্ষ্মাঙ্গং ভোগসাধনং॥

লীনমর্থং গময়তীতি ব্যুৎপত্ত্যা লিঙ্গমিত্যুচ্যতে। শীর্য্যতে ইতি ব্যুৎপত্ত্যা শরীরমিত্যুচ্যতে। কথং শীর্য্যত ইতি চেৎ?

কর্ণের অধিপতি দিক্ [আকাশ], চর্ম্মের অধিপতি অনিল, নেত্রের অধিপতি আদিত্য, রসনার অধিপতি প্রচেতাঃ [বরুণ], নাসিকার অধিপতি অশ্বিনীকুমার যুগল, বাগিন্দ্রিয়ের অধিপতি বহ্নি, হস্তের অধিপতি ইন্দ্র, পাদের অধিপতি উপেন্দ্র [বিষ্ণু], পায়ুর অধিপতি মৃত্যু, লিঙ্গের অধিপতি ব্রহ্মা, মনঃ ও চিত্তের অধিপতি চন্দ্র, অহঙ্কারের অধিপতি রুদ্র এবং বুদ্ধির অধিপতি প্রধান সৃষ্টিকর্ত্তা সকলের কারণ স্বয়ম্ভূ ক্ষেত্রজ্ঞ ঈশ্বর *। এইরূপ দিক্ প্রভৃতি চতুর্দ্দশগণ যথাক্রমে কর্ণাদি ইন্দ্রিয় সমূহের অধিষ্ঠাতৃদেবতাস্বরূপে উক্ত হন। এই সমস্ত মিলিত হইয়া লিঙ্গদেহ [সূক্ষ্মশরীর] শব্দের বাচ্য হয়, ইহা পণ্ডিতেরা কহিয়া থাকেন। সেইরূপ শাস্ত্রে উক্ত আছে। পঞ্চ প্রাণাদি বায়ু, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, মনঃ ও বুদ্ধি একত্রিত অপঞ্চীকৃত পঞ্চ মহাভূত হইতে সমুৎপন্ন এবং ভোগের অনুসাধন যুক্ত [যদ্দ্বারা সুখদুঃখাদি ভোগ নিষ্পন্ন হয়] শরীরকে, সূক্ষ্মশরীর কহে। লীন অর্থাৎ ব্রহ্মেতে আপনার একতারূপ লয়প্রাপ্ত করান, এই

* "চন্দ্রচতুর্ম্মুখশঙ্করাচ্যুতৈঃ।"

বেদান্তসারে লিখিত আছে,—চন্দ্র, ব্রহ্মা, শঙ্কর এবং অচ্যুত।

অহং ব্রহ্মাঽস্মীতি জ্ঞানেন শীর্য্যতে। দহ ভস্মীকরণে ইতি ব্যুৎপত্ত্যা লিঙ্গদেহস্য পৃথিবীপুরঃসরং ক্ষয়ইত্যুচ্যতে। কথং? বাগাদ্যাকারেণ পরিণামোবৃদ্ধিঃ। তৎসঙ্কোচো নাম জীর্ণতা। কারণশরীরং নাম? শরীবদ্বয়হেত্বনাদ্যনির্ব্বাচ্যং সাভাসং ব্রহ্মাত্মৈকত্বজ্ঞাননিবর্ত্ত্যমজ্ঞানং কারণশরীরমিত্যুচ্যতে। তথা চোক্তং।

অনাদ্যঽবিদ্যাঽনির্ব্বাচ্যা কারণোপাধিরুচ্যতে।
উপাধিত্রিতয়াদন্যমাত্মানমবধারয়েৎ॥

শীর্য্যত ইতি বুৎপত্ত্যা শরীরং কথমিতি চেৎ? ব্রহ্মাত্মৈকত্বজ্ঞানেন শীর্য্যতে। দহ ভস্মীকরণ ইতি ব্যুৎপত্ত্যা কারণশরীরস্য পৃথিবীপুরঃসরং ক্ষয়-ইত্যুচ্যতে। অনৃতজড়দুঃখাত্মক-

ব্যুৎপত্তি [জ্ঞান] দ্বাবা লিঙ্গ নাম হয়। শৄধাতুর অর্থ শীর্ণ, এই সংস্কারদ্বাবা শরীর নাম হয়। যদি বল, কিরূপে শীর্ণ হয়? আমি ব্রহ্মস্বরূপ হই, এই বোধদ্বারা শীর্ণ হয়। দুহ ধাতুর অর্থ ভস্মীকবণ, এই সংস্কারদ্বাবা লিঙ্গ শরীর সম্বন্ধীয় ক্ষিত্যাদি পঞ্চভূত ক্ষয় পায়। কি কারণ ক্ষয় পায়? কথনাদি চেষ্টার আবিস্কারদ্বারা লিঙ্গশবীবের পরিণাম [অন্যথাভাব] ও বৃদ্ধি প্রাপ্তি হয়; অতএব ঐ কথনাদির সংরোধ হইলে লিঙ্গশরীর জীর্ণতাকে পায়। কারণশরীর কাহার নাম? স্থূল ও সূক্ষ্ম, এই উভয় দেহেব কারণ, আদিরহিত, অবাচ্য, জীব এবং ব্রহ্মের একত্বজ্ঞানেব নিবর্ত্তক যে অজ্ঞান, তাহাই কারণশরীর নামে কথিত হয়। সেইরূপ শাস্ত্রে উক্ত আছে। অনাদি ও অনির্ব্বচনীয় অবিদ্যাই কারণশবীররূপ উপাধিবিশিষ্ট হয়; অতএব স্থূল, সূক্ষ্ম এবং কারণশবীরস্বরূপ, এই উপাধিত্রয় হইতে প্রভিন্ন পরমাত্মাকে অবধারণ [নিশ্চয়] কবিবে। যদি বল, শীর্ণ অর্থাৎ ক্ষয় পায়, এই অববোধদ্বাবা শরীবশব্দ কিরূপে সিদ্ধ হয়? ব্রহ্মেতে আপনার একতা [অভেদ]-বোধদ্বারা বিশীর্ণ হয়। দহ, ভস্মীকরণ, এই

মিত্যুক্তং। অনৃতং নাম? কালত্রয়েষবিদ্যমানবস্তু অনৃত-মিত্যুচ্যতে। জড়ং নাম? স্ববিষয়পরবিষয়জ্ঞানরহিতং বস্তু জড়মিত্যুচ্যতে। দুঃখং নাম? অপ্রীতিরূপং বস্তু দুঃখমিত্যুচ্যতে। সমষ্টিব্যষ্ট্যাত্মকমিত্যুক্তং। কা সমষ্টিঃ? কা ব্যষ্টিঃ? যথা বনস্য সমষ্টিঃ যথা বৃক্ষস্য ব্যষ্টির্জ্জলসমূহস্য সমষ্টির্জ্জলস্য ব্যষ্টিস্তদ্বদনেকশরীরস্য সমষ্টিরেকশরীরস্য ব্যষ্টিঃ। অবস্থাত্রয়ং নাম? জাগ্রৎস্বপ্নসুষুপ্তয়ঃ। জাগরণং নাম? ইন্দ্রিয়ৈরর্থোপলব্ধির্জ্জাগরিতং। স্বপ্নো নাম? জাগরিতসংস্কারজন্যপ্রত্যয়ঃ

জ্ঞানদ্বারা কারণনামক শরীরসম্বন্ধীয় ক্ষিত্যাদি পঞ্চভূত ক্ষয় পায়, ইহা কথিত হইতেছে। অনৃত কাহার নাম? অনৃত [অসত্য] জড় [অকর্ম্মণ্য], ইহা উক্ত আছে। অতীত, অনাগত এবং বর্ত্তমান, এই কালত্রিতয়ে অবর্ত্তমান পদার্থ অনৃতনামে উক্ত হয়। জড় কাহার নাম? স্বকীয় বিষয় বা পরকীয় বিষয় বোধবিরহিত বস্তুই জড় নামে অভিহিত হয়। দুঃখ কাহার নাম? সন্তোষশূন্য বস্তুই দুঃখস্বরূপ। সমষ্টি ও ব্যষ্টি স্বরূপ, ইহাও আখ্যাত আছে। সমষ্টি ও ব্যষ্টি কাহাকে কহে? অনেকের সংক্ষেপ কথনকে সমষ্টি এবং প্রত্যেকের বিস্তার কথনকে ব্যষ্টি বলা যায়। যেরূপ বৃক্ষের সমষ্টিশব্দে বন এক বলা যায় এবং বনের ব্যষ্টি শব্দে বহু বৃক্ষ বলা যায় ও জল সমূহের সমষ্টিশব্দে জলাশয় এক বলা যায় এবং জলাশয়ের ব্যষ্টি শব্দে বহু জল বলা যায়, সেইরূপ অনেক শরীরের সমষ্টি, অর্থাৎ সংক্ষেপ কথন অভিপ্রায়ে এক এবং প্রত্যেক শরীরের ব্যষ্টি অর্থাৎ বিস্তারকথন অভিপ্রায়ে অনেক বলা যায়। অবস্থাত্রয় কাহার নাম? জাগ্রৎ, স্বপ্ন এবং সুষুপ্তি, এই তিনকে অবস্থাত্রয় কহে। জাগরণ কাহার নাম? ইন্দ্রিয়দ্বারা ইন্দ্রিয়ার্থের যে জ্ঞান, অর্থাৎ শ্রোত্রদ্বারা শ্রবণজ্ঞান, ত্বক্‌দ্বারা স্পর্শজ্ঞান, জিহ্বাদ্বারা রসজ্ঞান, চক্ষুর্দ্বারা রূপজ্ঞান এবং নাসিকাদ্বারা গন্ধজ্ঞান, এইরূপ উপলব্ধিকেই জাগরণ কহে। স্বপ্ন কাহার

সবিষয়ঃ স্বপ্নঃ। সুষুপ্তির্নাম? সর্ব্ববিষয়জ্ঞানাভাবঃ। জাগ্রৎ স্থূলশরীরাভিমানী বিশ্বঃ। স্বপ্নঃ সূক্ষ্মশরীরাভিমানী তৈজসঃ। সুষুপ্তিঃ কারণশরীরাভিমানী প্রাজ্ঞঃ। কোষপঞ্চকং নাম? অন্নময়-প্রাণময়-মনোময়-বিজ্ঞানময়ানন্দময়াখ্যাঃ। অন্নময়োঽন্নবিকারঃ। প্রাণময়ঃ প্রাণবিকারঃ। মনোময়ো মনোবিকারঃ। বিজ্ঞানময়োবিজ্ঞানবিকারঃ। আনন্দময়-আনন্দবিকারঃ। অন্নময়কোষোনাম? স্থূলশরীরং। কথং? মাতৃপিতৃভ্যামন্নে ভুক্তে সতি শুক্রশোণিতাকারেণ পরিণতং তয়োঃ সংযোগাদেব দেহাকারেণ পরিণতেন কোষবদাচ্ছাদকত্বাৎ কোষ ইত্যুচ্যতে। ইতি ব্যুৎপত্ত্যাঽন্নবিকারত্বে সতি আত্মান-

নাম? জাগরণ-কালের অভ্যাস জনিত যে বাসনা, সেই বাসনাজনিত বিষয়ের সহিত যে বোধ, তাহাকেই স্বপ্ন কহে। সুষুপ্তি কাহাকে কহে? যে অবস্থাতে সমস্ত বিষয় জ্ঞানেব অভাব হয়, তাহাকেই সুষুপ্তি কহে। জাগরিত অবস্থায় স্থূল শবীবাভিমানবিশিষ্ট চৈতন্যকে বিশ্ব, স্বপ্নকালে সূক্ষ্মশরীরাভিমানবিশিষ্ট চৈতন্যকে তৈজস এবং সুষুপ্তিকালে কাবণশবীবাভিমানবিশিষ্ট চৈতন্যকে প্রাজ্ঞ বলা যায়। পঞ্চকোষ কাহাকে কহে?- অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় এবং আনন্দময়, এই পঞ্চতরকে পঞ্চকোষ কহে। অন্নবিকারবিশিষ্টকে অন্নময়, প্রাণবিকারবিশিষ্টকে প্রাণময়, মনোবিকারবিশিষ্টকে মনোময়, বিজ্ঞানবিকারবিশিষ্টকে বিজ্ঞানময় এবং আনন্দবিকাববিশিষ্টকে আনন্দময় কোষ বলা যায়। অন্নময়কোষ কাহার নাম? এই স্থূলদেহের নাম। কি নিমিত্ত? জনক ও জননীকর্ত্তৃক ভক্ষিত অন্নাদি বস্তু সকল শুক্রশোণিত আকারে পরিণাম [অবস্থান্তর] প্রাপ্ত হয়; পরে পিতৃ-মাতৃ-সংযোজন [মিলন] নিমিত্ত ঐ শুক্র ও শোণিত শরীরাকারে পরিণাম প্রাপ্ত হয়। অসিকোষ যেরূপ অসির আচ্ছাদক হয়, সেইরূপ অন্নময় কোষ আত্মার আচ্ছাদক হয়; এই হেতু ইহা

মাচ্ছাদয়তি। কথমপরিচ্ছিন্নমাত্মানং পরিচ্ছিন্নমিব জন্মাদিষড়্বিকাররহিতমাত্মানং জন্মাদিষড়্ভাববন্তমিব তাপত্রয়রহিতমাত্মানং তাপত্রয়বন্তমিবাচ্ছাদয়তি। যথা কোষঃ খড়্গমাচ্ছাদয়তি। যথা তুষস্তণ্ডুলমাচ্ছাদয়তি। যথা গর্ভঃ সন্তানমাবারয়তি (১) তথাত্মানমাবারয়তি। প্রাণময়কোষোনাম? কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি পঞ্চ বায়বঃ পঞ্চ এতৎ সর্ব্বং মিলিতং সৎ প্রাণময়কোষ ইত্যুচ্যতে। প্রাণবিকারে সতি বক্তৃত্বাদিরহিতমাত্মানং বক্তারমিব দাতৃত্বাদিরহিতমাত্মানং দাতারমিব গমনাদিরহিতমাত্মানং গন্তারমিব ক্ষুৎপিপাসাদিরহিতমাত্মানং ক্ষুৎপিপাসা-

স্থূলশরীর শব্দের বাচ্য হয় এবং এই জ্ঞানদ্বারা অন্নের পরিণামত্ব হইলে আত্মাকে আবরণ করে। যদি বল, অপরিমিত আত্মাকে পরিমিত তুল্য, জন্মাদি [জন্ম, স্থিতি, বৃদ্ধি, পরিণাম, ক্ষীণতা ও বিনাশ] ষড়্বিকারবিহীন আত্মাকে জন্মাদি ষড়্বিকারবিশিষ্ট তুল্য এবং তাপত্রয় [আধিদৈবিক আধিভৌতিক ও আধ্যাত্মিক] রহিত আত্মাকে তাপত্রয়বিশিষ্ট তুল্য আবরণ কিরূপে করে? তাহার উত্তরে পরিব্যক্ত হইতেছে। যেরূপ কোষ অসিকে, তুষ তণ্ডুলকে এবং গর্ত্ত গর্ত্তস্থবালককে আবরণ করে, সেইরূপ এই অন্নময় কোষরূপ স্থূলশরীর আত্মাকে আবরণ করে। প্রাণময় কোষ কাহার নাম? পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় [বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ] পঞ্চ প্রাণ [প্রাণ, অপান, ব্যান, উদান ও সমান] বায়ুর সহিত মিলিত হইয়া প্রাণময়কোষ সংজ্ঞা হয়। এই প্রাণময়কোষ প্রাণ বায়ুর বিক্রিয়া উপস্থিত হইলে কথনাদিরহিত আত্মাকে কথকের ন্যায়, বদান্যতাদিবিহীন আত্মাকে দানশীলের ন্যায়, গমনাদি ক্রিয়াশূন্য আত্মাকে গমনশীলের

(১) "গর্ব্ভং জরায়ুরাচ্ছাদয়তি"।—ইতি পাঠান্তরং। অর্থাৎ গর্ত্তবেষ্টনচর্ম্ম যেরূপ গর্ত্তস্থ বালককে আচ্ছাদন করে।

বন্তমিবাবাবযতি। মনোময়কোষোনাম? জ্ঞানেন্দ্রিয়াণি পঞ্চ মনশ্চ এতৎ সর্ব্বং মিলিত্বা মনোময়কোষ ইত্যুচ্যতে। কথং? মনোবিকাবে সতি সংশয়বহিতমাত্মানং সংশযবন্তমিব শোক-মোহাদিরহিতমাত্মানং শোকমোহাদিবন্তমিব দর্শনাদিবহিত-মাত্মানং দ্রষ্টাব (১) মিবাবারয়তি। বিজ্ঞানময়কোষোনাম? জ্ঞানেন্দ্রিয়াণি পঞ্চ বুদ্ধিশ্চ এতৎ সর্ব্বং মিলিত্বা বিজ্ঞানময় কোষ ইত্যুচ্যতে। কথং কর্তৃত্বভোক্তৃত্বাদ্যভিমানেন ইহলোকপবলোক-গামী ব্যবহারিকো জীব ইত্যুচ্যতে? বিজ্ঞানবিকাবে সতি অকর্ত্তাবমাত্মানং কর্ত্তাবমিব অবিজ্ঞাতারমাত্মানং বিজ্ঞাতাবমিব নিশ্চয়বহিতমাত্মানং নিশ্চয়বন্তমিব মান্দ্যজাড্যবহিতমাত্মানং

ন্যায় এবং ক্ষুধাতৃষ্ণাদিবর্জ্জিত আত্মাকে ক্ষুধাতৃষ্ণাদিযুক্তেব ন্যায় আচ্ছাদন কবে। মনোময়কোষ কাহাব নাম? শ্রোত্র, ত্বক্, চক্ষুঃ, জিহ্বা ও ঘ্রাণ, এই পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিযেব সহিত মনঃ মিলিত হইযা মনোময়কোষশব্দে উক্ত হয। যদি বল, কি নিমিত্ত উক্ত হয? তজ্জন্য বিবৃত হইতেছে। ইহা মনেব বিক্রিযা উপস্থিত হইলে সংশযশূন্য আত্মাকে সংশযাপন্নেব ন্যায় ও শোক [খেদ] মোহ [দেহাদিতে আত্ম বুদ্ধি] প্রভৃতি বহিত আত্মাকে শোকমোহাদিযুক্তেব ন্যায আববণ করে। বিজ্ঞানময়কোষ কাহাব নাম? শ্রোত্রাদি পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিযেব সহিত বুদ্ধি মিলিত হইয়া বিজ্ঞানমযকোষ নামে কথিত হয। যদি এরূপ আপত্তি কর যে, কর্তৃত্ব-ভোক্তৃত্ব-প্রভৃতি অভিমানদ্বাবা ইহলোক [এই জন্ম] ও পর-লোক [পবজন্ম] গামী ব্যবহাবী জীব কি নিমিত্ত বিজ্ঞানমযকোষশব্দে কথিত হয? ইহাব উত্তবে সুব্যক্ত হইতেছে যে, এই বিজ্ঞানময় কোষ বিজ্ঞানেব বিক্রিযা উপস্থিত হইলে অকর্ত্তাস্বরূপ আত্মাকে কর্ত্তাস্বরূপ, অবিজ্ঞাতাস্বরূপ আত্মাকে বিজ্ঞাতাস্বরূপ, নিশ্চযবহিত আত্মাকে নিশ্চয

(১) "দর্শনাদিমন্তমিব"—ইতি পাঠান্তরম্।

জাড্য দিমন্তমিবাবারয়তি। আনন্দময়কোষোনাম? প্রিয়-মোদপ্রমোদবৃত্তিমদজ্ঞানপ্রধানমন্তঃকরণমানন্দময়ঃ কোষ ইত্যু-চ্যতে। কথং? প্রিয়মোদপ্রমোদরহিতমাত্মানং প্রিয়মোদ-প্রমোদবন্তমিবাভোক্তারমাত্মানং ভোক্তারমিব পরিচ্ছিন্নসুখ-রহিতমাত্মানং পরিচ্ছিন্নসুখমিবাচ্ছাদয়তি। শরীরত্রয়বিল-ক্ষণত্বমুচ্যতে। কথং? সত্যরূপোঽসত্যরূপো ন ভবতি। অসত্যস্বরূপঃ সত্যস্বরূপো ন ভবতি। জ্ঞানস্বরূপো জড়-স্বরূপো ন ভবতি। জড়স্বরূপো জ্ঞানস্বরূপো ন ভবতি। সুখস্বরূপো দুঃখস্বরূপো ন ভবতি। দুঃখস্বরূপঃ সুখস্বরূপো ন ভবতি। এবং শরীরত্রয়বিলক্ষণত্বমুক্ত্বা অবস্থাত্রয়সাক্ষী উচ্যতে। কথং? জাগ্রদবস্থা জ্ঞাতা জাগ্রদবস্থা ভবতি

যুক্ত রূপ এবং মন্দতা জড়তাদিবিহীন আত্মাকে মন্দতা জড়তাদি যুক্ত রূপ আবরণ করে। আনন্দময় কোষ কাহাকে কহে? প্রীতি, আনন্দ এবং উল্লাসস্বরূপ বৃত্তিবিশিষ্ট অজ্ঞান প্রধান যে অন্তঃকরণ, তাহাকে আনন্দ-ময় কোষ কহে। কি নিমিত্ত কহে? তাহার হেতু বিবৃত হইতেছে যে, ইহা প্রীতি, আনন্দ এবং উল্লাস রহিত আত্মাকে প্রীতি, আনন্দ এবং উল্লাস যুক্তের ন্যায়, অভোক্তাস্বরূপ আত্মাকে ভোজনকর্ত্তার ন্যায় ও পরি-মিতসুখ শূন্য আত্মাকে পরিমিত সুখ সংযুক্তের ন্যায় আচ্ছাদন করে। অতএব আত্মা স্থূল, সূক্ষ্ম এবং কারণ এই শরীরত্রয় হইতে বিশেষ লক্ষণাক্রান্ত হন, ইহা পণ্ডিতেরা কহিয়া থাকেন। যদি বল কিরূপ? তাহা ব্যক্ত হইতেছে, সত্যস্বরূপ আত্মা অসত্যস্বরূপ শরীরত্রয় হন না এবং অসত্যস্বরূপ শরীরত্রয় সত্যস্বরূপ আত্মা হয় না। বোধস্বরূপ আত্মা জড়স্বরূপ দেহত্রয় হন না এবং জড়স্বরূপ দেহত্রয় বোধস্বরূপ আত্মা হয় না। অতএব সুখস্বরূপ আত্মা দুঃখস্বরূপ দেহত্রয় হন না এবং দুঃখস্বরূপ দেহত্রয় সুখস্বরূপ আত্মা হয় না। এইরূপ দেহত্রয় হইতে

জাগ্রদবস্থা ভবিষ্যতি। স্বপ্নাবস্থা জাতা স্বপ্নাবস্থা ভবতি স্বপ্নাবস্থা ভবিষ্যতি। সুষুপ্ত্যবস্থা জাতা সুষুপ্ত্যবস্থা ভবতি সুষুপ্ত্যবস্থা ভবিষ্যত্যেবমবস্থাত্রয়মধিকারিতয়া জানাতি। অথাত্মনঃ পঞ্চকোষ-বিলক্ষণত্বমুচ্যতে। পঞ্চকোষবিলক্ষণত্বমাত্মনঃ কথং। দৃষ্টান্তরূপেণ প্রতিপাদয়তি। মমেয়ং গৌঃ। মমায়ং বৎসঃ। মমায়ং কুমারঃ। মমেয়ং কুমারী। মমেয়ং স্ত্রী এবমাদিপদার্থবান্ পুরুষো ন ভবতি। তথা মমান্নময়কোষঃ মম প্রাণময়কোষ। মম মনোময়কোষঃ। মম বিজ্ঞানময়কোষঃ। মমানন্দময়কোষঃ এবং পঞ্চকোষবানাত্মা ন ভবতি। তেভ্যো বিলক্ষণসাক্ষী।

আত্মার বৈলক্ষণ্য [প্রভেদ] ব্যক্ত হইয়া জাগ্রৎ, স্বপ্ন এবং সুষুপ্তি, এই তিন অবস্থার সাক্ষিস্বরূপ আত্মা হন, ইহা উক্ত হইল। কি প্রকারে হন? তাহার প্রমাণ প্রদর্শিত হইতেছে। জাগ্রৎ অবস্থা উৎপন্ন হইয়াছে, জাগ্রৎ অবস্থা উৎপন্ন হইতেছে এবং জাগ্রৎ অবস্থা উৎপন্ন হইবে। স্বপ্ন অবস্থা উৎপন্ন হইয়াছে, স্বপ্ন অবস্থা উৎপন্ন হইতেছে এবং স্বপ্ন অবস্থা উৎপন্ন হইবে। সুষুপ্তি অবস্থা উৎপন্ন হইয়াছে, সুষুপ্তি অবস্থা উৎপন্ন হইতেছে এবং সুষুপ্তি অবস্থা উৎপন্ন হইবে। এইরূপ আত্মা এই তিন অবস্থাকে অধিকারিতাস্বরূপে অবগত হইতেছেন, সুতরাং আত্মা সাক্ষিস্বরূপ সিদ্ধ হইল। অতঃপর আত্মা যে পঞ্চকোষ হইতে বৈলক্ষণ্যযুক্ত, তাহা ব্যক্ত হইতেছে। পঞ্চকোষ হইতে আত্মাব বিভিন্নতা কিরূপ, তাহা দৃষ্টান্তরূপে প্রতিপাদিত [জ্ঞাপিত] হইতেছে। যেরূপ এই গাভীটী আমার, এই বৎস [গোশিশু] টি আমার, এই কুমার [পঞ্চবর্ষীয় বালক] টি আমার, এই কুমারী [দ্বাদশবর্ষীয়া কন্যা] টী আমার, এই আমার পত্নী, আত্মা এই কথিত রূপাদি পদার্থযুক্ত হন না, সেইরূপ এই অন্নময়কোষ আমার, এই প্রাণময় কোষ আমার, এই মনোময় কোষ আমাব, এই বিজ্ঞানময় কোষ আমার এবং এই আনন্দময় কোষ আমার, এইরূপ

অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ং তথারসং নিত্যমগন্ধবচ্চ যৎ।
অনাদ্যনন্তং মহতঃ পরং ধ্রুবং বিচার্য্য তং মৃত্যুমুখাৎ প্রমুচ্যতে॥

ইতি শ্রুতেঃ। তস্মাদাত্মনঃ সচ্চিদানন্দস্বরূপত্বমুক্তং। সদ্রূপত্বং নাম? কেনাপ্যবাধ্যমানত্বেন কালত্রয়েঽপ্যেকরূপেণ বিদ্যমানত্বমুচ্যতে। চিদ্রূপত্বং নাম? সাধনান্তরনিরপেক্ষতয়া স্বয়ং প্রকাশমানং স্বস্মিন্নারোপিতসর্ব্বপদার্থাঽবভাসকবস্তুত্বং চিদ্রূপত্বমিত্যুচ্যতে। আনন্দস্বরূপত্বং নাম? পরমপ্রেমাস্পদত্বং নিত্যনিরতিশয়ত্বমানন্দস্বরূপত্বমিত্যুচ্যতে। বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম রাতের্দাতুঃ পরায়ণমিতি শ্রুতেঃ। এবং নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাবব্রহ্মাহমস্মীতি

পঞ্চকোষযুক্ত আত্মা হন না। আত্মা এই সমুদায় হইতে ভিন্ন ও সাক্ষিস্বরূপ। শব্দশূন্য, স্পর্শশূন্য, রূপশূন্য, ব্যয় [ক্ষয়] শূন্য, রসশূন্য, নিত্য, গন্ধবর্জ্জিত, অনাদি, অনন্ত ও প্রকৃতির পর এইরূপ ব্রহ্মকে নিশ্চিতরূপে বিজ্ঞাত হইযা আত্মা [জীব] মৃত্যু মুখ হইতে মুক্ত হন, হহা শ্রুতিতে কথিত হইয়াছে; সেই কারণপ্রযুক্ত আত্মাব সৎ-চিৎ আনন্দস্বরূপতা অভিব্যক্ত হ ইল সৎরূপত্ব কাহার নাম? কোন জন কর্ত্তৃক বাধ্যমান [প্রতিরুদ্ধ] না হইয়া কালত্রয়ে [ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান] একরূপে বর্ত্তমানতাকে সৎরূপতা কহে। চিৎরূপত্ব কাহার নাম? সাধনান্তর অপেক্ষা না করিয়া স্বয়ং অর্থাৎ আপনাহইতে আপনি প্রকাশমান স্বকীয় আত্মাতে আরোপিত সমস্ত পদার্থের অবভাসক [প্রকাশক] রূপ যে বস্তুত্ব [পদার্থ ধর্ম্ম], তাহাকেই চিৎরূপতা কহে। আনন্দরূপত্ব কাহার নাম? সর্ব্বদা নিরতিশয় [নাই অতিশয় যাহা অপেক্ষা] এরূপ যে পরমপ্রীতির স্থানতা, তাহাকেই আনন্দস্বরূপতা কহে। ব্রহ্ম বিজ্ঞানস্বরূপ ও আনন্দস্বরূপ এবং দানদাতার পরম আশ্রয়স্বরূপ, ইহা শ্রুতিতে অভিব্যক্ত আছে। এইরূপ নিত্য [জন্মমৃত্যুরহিত], শুদ্ধ [কেবল] ও মুক্তস্বভাব ব্রহ্ম আমিই হই,

সংশয়সম্ভাবনা বিপরীতভাবনারাহিত্যেন যস্তু জানাতি স জীবন্মুক্তো ভবতি ॥

ইতি পরমহংস-পরিব্রাজকাচর্য্য-শ্রীমচ্ছঙ্করভগবদ্‌বিরচিত-আত্মানাত্মবিবেকঃ সমাপ্তঃ।

এবিষয়ে সন্দেহ চিন্তা ও বিপর্য্যয়চিন্তা বিশূন্য হইয়া যিনি আত্মাকে অবগত হন, তিনিই জীবন্মুক্তিপদ লাভ করেন।

ইতি পরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীমচ্ছঙ্করভগবদবিরচিত আত্মানাত্ম বিবেকভাষা বিবরণ সমাপ্ত।

ব্রহ্মনামাবলিমালা।

সকৃৎশ্রবণমাত্রেণ ব্রহ্মজ্ঞানং যতো-ভবেৎ।
ব্রহ্মনামাবলীমালা সর্ব্বেষাং মুক্তিসিদ্ধয়ে ॥ ১ ॥
অসঙ্গোঽহ-মসঙ্গোঽহ-মসন্দেহঃ পুনঃ পুনঃ।
সচ্চিদানন্দরূপোঽহ-মহ-মেবাহ-মব্যয়ঃ ॥ ২ ॥
নিত্যশুদ্ধো বিমুক্তোঽহং নিরাকারোঽহ-মব্যয়ঃ।
ভূমানন্দস্বরূপোঽহ-মহমেবাহমব্যয়ঃ ॥ ৩ ॥
নিত্যোঽহং নিরবদ্যোঽহং নিরাকারোঽহমক্ষরঃ।
পরানন্দস্বরূপোঽহ-মহমেবাহমব্যয়ঃ ॥ ৪ ॥
শুদ্ধচৈতন্যরূপোঽহ মাত্মারামোঽহ-মেব চ।
অখণ্ডানন্দরূপোঽহ-মহমেবাহ-মব্যয়ঃ ॥ ৫ ॥

একবার শ্রবণমাত্রেই যাহা হইতে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয়, সেই ব্রহ্মনামাবলি [নামশ্রেণী] রূপ মালা সকলের মুক্তিসিদ্ধির নিমিত্ত হয় ॥ ১ ॥ আমি অসঙ্গ, আমি সঙ্গশূন্য অর্থাৎ নির্লিপ্ত, আমি বারম্বার দ্বৈতবোধ-বর্জ্জিত, আমি নিত্যজ্ঞানসুখস্বরূপ এবং আমিই অহং পদের বাচ্য অবিনশ্বর ব্রহ্ম ॥ ২ ॥ আমি নিত্য, পবিত্র ও বিমুক্ত; আমি নিরাকার ও অনশ্বর; আমি প্রভূত আনন্দস্বরূপ এবং আমিই অহং পদের বাচ্য অবিনশ্বর ব্রহ্ম ॥ ৩ ॥ আমি অবিনাশী, আমি অনিন্দনীয়, আমি আকারবিহীন ও অচ্যুত, আমি পরম আনন্দস্বরূপ এবং আমিই অহং পদের বাচ্য অবিনশ্বর ব্রহ্ম ॥ ৪ ॥ আমি কেবল চৈতন্যস্বরূপ, আমি আত্মারামরূপ, আমি অখণ্ড আনন্দস্বরূপ এবং আমিই অহং পদের বাচ্য অবিনশ্বর ব্রহ্ম ॥ ৫ ॥ আমি

স্বয়ং প্রকাশরূপোঽহং চিন্ময়োঽহং পরোঽস্ম্যহং।
অদ্বৈতানন্দরূপোঽহ-মহমেবাহ-মব্যয়ঃ ॥ ৬ ॥
শাশ্বতানন্দরূপোঽহং শান্তোঽহং প্রকৃতেঃ পরঃ।
প্রত্যক্ চৈতন্যরূপোঽহ-মহমেবাহ-মব্যয়ঃ ॥ ৭ ॥
তত্ত্বাতীতঃ পরাত্মাহং মধ্যাতীতঃ পরঃ শিবঃ।
মায়াতীতঃ পরং জ্যোতিরহমেবাহ-মব্যয়ঃ ॥ ৮ ॥
নামরূপব্যতীতোঽহং চিদাকারোঽহমচ্যুতঃ।
সুখপ্রকাশরূপোঽহ-মহমেবাহ-মব্যয়ঃ ॥ ৯ ॥
মায়া তৎকার্য্যদেহাদি মম নাস্ত্যেব সর্ব্বদা।
স্বপ্রকাশৈকরূপোঽহ-মহমেবাহ-মব্যয়ঃ ॥ ১০ ॥
গুণত্রয়ব্যতীতোঽহং ব্রহ্মাদীনাঞ্চ সাক্ষ্যহং।

স্বয়ং প্রকাশস্বরূপ, আমি চিন্ময়, আমি পরমাত্মা, আমি অদ্বৈত আনন্দ স্বরূপ এবং আমিই অহং পদের বাচ্য অবিনশ্বর ব্রহ্ম ॥ ৬ ॥ আমি শ্বাশত, [নিত্য] সুখস্বরূপ, আমি শান্ত ও প্রকৃতির পর, আমি সর্ব্বপদার্থগত চৈতন্যস্বরূপ এবং আমিই অহং পদের বাচ্য অবিনশ্বর ব্রহ্ম ॥৭॥ আমি চতুর্ব্বিংশতিতত্ত্ব * হইতে অতিরিক্ত পরমাত্মা, মধ্যভাবহীন পরমশিব ও মায়াগুণাতীত পরমপ্রকাশস্বরূপ এবং আমিই অহং পদের বাচ্য অবিনশ্বর ব্রহ্ম ॥ ৮ ॥ আমি নামরূপরহিত জ্ঞানমূর্ত্তি, আমি অচ্যুত, আমি সুখকর আলোকস্বরূপ এবং আমিই অহং পদের বাচ্য অবিনশ্বর ব্রহ্ম ॥ ৯ ॥ মায়া ও মায়াকার্য্যরূপ দেহ, ইন্দ্রিয়, মনঃ প্রভৃতি আমার সম্বন্ধে নাই। আমি সর্ব্বদা অদ্বিতীয় স্বপ্রকাশস্বরূপ এবং আমিই অহং পদের বাচ্য অবিনশ্বর ব্রহ্ম ॥ ১০ ॥ আমি সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই গুণত্রয়ের অতীত ও ব্রহ্মাদি

* ক্ষিতি, অপ, তেজঃ, মরুৎ ও ব্যোম ; শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ ; কর্ণ, ত্বক্, জিহ্বা, নেত্র ও নাসিকা ; পাদ, পাণি, পায়ু, লিঙ্গ ও মুখ এবং প্রকৃতি, মনঃ, বুদ্ধি ও অহঙ্কার।

অনন্তানন্দরূপোঽহ-মহমেবাহ-মব্যয়ঃ ॥ ১১ ॥
অন্তর্যামিস্বরূপোঽহং কূটস্থঃ সর্ব্বগোঽস্ম্যহং।
পরমানন্দরূপোঽহ-মহমেবাহ-মব্যয়ঃ ॥ ১২ ॥
দ্বন্দ্বাদিসাক্ষিরূপোঽহ-মচলোঽহং সদোদিতঃ।
সর্ব্বরূপস্বরূপোঽহ-মহমেবাহ-মব্যয়ঃ ॥ ১৩ ॥
নিষ্কলোঽহং নিষ্ক্রিয়োঽহং সর্ব্বাত্মা চ সনাতনঃ।
অপক্ষয়স্বরূপোঽহ-মহমেবাহ-মব্যয়ঃ ॥ ১৪ ॥
প্রজ্ঞানঘন-এবাহং বিজ্ঞানঘন-এব চ।
অকর্ত্তাহ-মভোক্তাহ-মহমেবাহ-মব্যয়ঃ ॥ ১৫ ॥

দেবগণের সাক্ষিস্বরূপ, আমি অনন্ত আনন্দস্বরূপ এবং আমিই অহং পদের বাচ্য অবিনশ্বর ব্রহ্ম ॥ ১১ ॥ আমি অন্তর্যামিস্বরূপ, আমি নির্ব্বিকার ও সর্ব্বগত, আমি পরমাত্মস্বরূপ এবং আমিই অহং পদের বাচ্য অবিনশ্বর ব্রহ্ম ॥ ১২ ॥ আমি দ্বন্দ্ব [শীত ও উষ্ণ, সুখ ও দুঃখ, রাগ ও দ্বেষ-প্রভৃতি] পদার্থের সাক্ষিস্বরূপ, আমি অচল ও নিত্য উদয়শালী, আমি সর্ব্বরূপস্বরূপ এবং আমিই অহং পদের বাচ্য অবিনশ্বর ব্রহ্ম ॥ ১৩ ॥ আমি নিষ্কল [পূর্ণস্বরূপ], আমি নিষ্ক্রিয়, সর্ব্বাত্মা ও সনাতন, আমি অক্ষয়-স্বরূপ এবং আমিই অহং পদের বাচ্য অবিনশ্বর ব্রহ্ম ॥ ১৪ ॥ আমি নিবিড় জ্ঞানস্বরূপ ও নিবিড় বিজ্ঞান * স্বরূপ, আমি অকর্ত্তা, আমি অভোক্তা এবং আমিই অহং পদের বাচ্য অবিনশ্বর ব্রহ্ম ॥ ১৫ ॥ আমি নিরাধার

* মহাত্মা শ্রীধরস্বামী শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতার ষষ্ঠাধ্যায়ের অষ্টমশ্লোকের এবং সপ্তমাধ্যায়ের দ্বিতীয় শ্লোকের টীকাতে জ্ঞান ও বিজ্ঞানপদের অর্থ লিখিয়াছেন; যথা—"জ্ঞানমৌপদেশিকং, বিজ্ঞানমপরোক্ষানুভবঃ।" "জ্ঞানং শাস্ত্রীয়ং বিজ্ঞানমনুভবঃ।" জ্ঞানশব্দের অর্থ, উপদেশলভ্য অপ্রত্যক্ষবোধ এবং বিজ্ঞানশব্দের অর্থ, আমিই সেই ব্রহ্ম ইত্যাকার প্রত্যক্ষ অনুভব জন্য বোধ [জ্ঞান, শাস্ত্রীয়জ্ঞান এবং বিজ্ঞান, ব্রহ্মানুভবজ্ঞান]।

নিরাধারস্বরূপোঽহং সর্ব্বাধারোঽহমেব চ।
আত্মকামস্বরূপোঽহ-মহমেবাহ-মব্যয়ঃ॥ ১৬॥
তাপত্রয়বিমুক্তোঽহং দেহত্রয়বিলক্ষণঃ।
অবস্থাত্রয়সাক্ষ্যস্মি অহ-মেবাহমব্যয়ঃ॥ ১৭॥
দৃগ্‌দৃশ্যাদিপদার্থোঽস্তি পরস্পরবিলক্ষণঃ।
দৃগ্‌ব্রহ্ম দৃশ্যমায়েতি সর্ব্ববেদান্তডিম্ ডিমঃ॥ ১৮॥
ঘটকুড্যাদিকং সর্ব্বং মৃত্তিকামাত্রমেব হি।
তদ্বদ্‌ব্রহ্ম জগৎ সর্ব্বমিতি বেদান্তডিম্‌ডিমঃ॥ ১৯॥

[আধাররহিত] ও আমি সকলের আধারস্বরূপ, আমি স্বয়ং স্বীয় অভিলাষস্বরূপ এবং আমিই অহং পদের বাচ্য অবিনশ্বর ব্রহ্ম॥ ১৬॥ আমি আধ্যাত্মিক আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক তাপত্রয় রহিত স্থূল সূক্ষ্ম ও কারণ শরীরত্রয় বৈলক্ষণ্যবিশিষ্ট ও জাগ্রৎ স্বপ্ন ও সুষুপ্তি অবস্থাত্রয়সাক্ষী এবং আমিই অহং পদের বাচ্য অবিনশ্বর ব্রহ্ম॥ ১৭॥ দৃক্ দৃশ্য * ইত্যাদি পদার্থ সকল পরস্পর বৈলক্ষণ্যযুক্ত হয়। দৃক্ ব্রহ্ম ও দৃশ্য মায়া. ইহাই সকল বেদান্তের ডিম্ ডিম বাদ্যস্বরূপ [সমুদায় বেদান্তের অভিপ্রায়]॥১৮॥ যেরূপ ঘট, কুড়ীপ্রভৃতি সমস্ত বস্তুই মৃত্তিকামাত্র, সেইরূপ সমস্ত জগৎ এক ব্রহ্মমাত্র, ইহাই সকল বেদান্তের † ডিম্ ডিম্ বাদ্যস্বরূপ [সমুদায়

* দৃক্, অর্থাৎ যিনি দেখেন, তিনিই দ্রষ্টা স্বাক্ষিস্বরূপ ব্রহ্ম এবং দৃশ্য, অথাৎ যাহা দেখে, তাহাই বিশ্বপ্রপঞ্চ মায়া ; অতএব দ্রষ্টা জীব চিন্ময় ও দৃশ্য জগৎ মায়াময় ; সুতরাং পরস্পর বিভিন্নলক্ষণবিশিষ্ট বলিয়া ব্যক্ত হইয়াছে ; পরন্তু দ্রষ্টা [জীব] সম্বন্ধে যখন দৃশ্য [মায়া] বিলয়প্রাপ্ত হয়, তখন তিনি সর্ব্বোপাধিপরিশূন্য হইয়া অদ্বিতীয় ব্রহ্মস্বরূপে অবস্থিত হন, ইহাই সর্ব্ববেদান্তের সিদ্ধান্ত ডঙ্কাস্বরূপ কথিত হইয়াছে।

† এইস্থলে অপরাপর শাস্ত্রসমুহের নাম উল্লেখ না করিয়া যে বেদান্তশাস্ত্রের নাম সমুল্লিখিত হইয়াছে, তাহার তাৎপর্য্য এই যে, বেদান্তের সারসিদ্ধান্তই ব্রহ্মবিষয়ক বোধ প্রদানে সমর্থ। অপিচ মুক্তিকোপনিষতে শ্রীরামচন্দ্র হনুমানকে জ্ঞানপ্রদান স্থলে কহিয়াছেন,—আমি বেদান্তশাস্ত্রেই অবস্থিত আছি, অতএব আমার স্বরূপ অবগতির কারণ তুমি

অহং সাক্ষীতি যো বিদ্যাদ্ বিবিচ্যৈব পুনঃ পুনঃ।
স এব মুক্তো বিদ্বান্ স ইতি বেদান্তডিম্ডিমঃ ॥ ২০ ॥
ব্রহ্ম সত্যং জগন্মিথ্যা জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ।
ইদমেব তু সচ্ছাস্ত্রমিতি বেদান্তডিম্ডিমঃ ॥ ২১ ॥
অন্তর্জ্জ্যোতির্ব্বহির্জ্জ্যোতিঃ প্রত্যক্ জ্যোতিঃ পরাৎপরঃ।
জ্যোতির্জ্যোতিঃ স্বয়ং জ্যোতিরাত্মজ্যোতিঃশিবোঽস্ম্যহম্॥২২॥

ইতি পরমহংস-পরিব্রাজকাচার্য্য-শ্রীমচ্ছঙ্করভগবদ্‌বিরচিতা
ব্রহ্মনামাবলিমালা সমাপ্তা।

বেদান্তের অভিপ্রায়] ॥ ১৯ ॥ আমি সাক্ষিস্বরূপ, ইহা যে ব্যক্তি পুনঃ পুনঃ পর্য্যালোচনা করিয়া জানিতে পারেন, তিনিই মুক্ত এবং তিনিই বিদ্বান্, ইহাই সকল বেদান্তের ডিম ডিম বাদ্যস্বরূপ [সমুদায় বেদান্তের অভিপ্রায়] ॥ ২০ ॥ ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা ও জীবই ব্রহ্ম, অপর নহে, ইহাই উত্তম শাস্ত্র এবং ইহাই সকল বেদান্তের ডিম্ ডিম বাদ্যস্বরূপ [সমুদায় বেদান্তের অভিপ্রায়] ॥ ২১ ॥ আমি অন্তর্জ্জ্যোতিঃ [সকল প্রাণীর মধ্যস্থিত তেজঃস্বরূপ] বহির্জ্জ্যোতিঃ [বাহ্য তেজঃস্বরূপ] ও প্রত্যক্ জ্যোতিঃ [শূন্যস্থ তেজঃস্বরূপ] জ্যোতির জ্যোতিঃস্বরূপ, স্বয়ং জ্যোতিঃ স্বরূপ ও স্বপ্রকাশস্বরূপ পরাৎপর এবং শিবস্বরূপ ॥ ২২ ॥

ইতি পরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীমচ্ছঙ্করভগবদবিরচিত
ব্রহ্মনামাবলিমালা ভাষাবিবরণ সমাপ্ত।

সম্যগরূপে বেদান্তকে আশ্রয় কর। প্রভৃত উক্ত উপনিষতে পুনশ্চ কহিয়াছেন,—বিষ্ণু-স্বরূপ আমি, আমার নিশ্বাসহইতে বিস্তৃত বেদসকল সমুদ্ভূত হইয়াছে এবং সেই বেদে তিলমধ্যে তৈলতুল্য বেদান্তশাস্ত্র সুন্দররূপে স্থিত আছে। এই কারণবশতঃ মহাত্মা শঙ্করাচার্য্য সর্ব্বশাস্ত্রের সাররূপ বেদান্তবাক্যকে আদরপূর্ব্বক পুনঃ পুনঃ গ্রহণ করিয়াছেন।

আত্মপূজা।

—oo—

আনন্দে সচ্চিদানন্দে নির্ব্বিকল্পৈকরূপিণি।
স্থিতেদ্বিতীয়াভাবে বৈ কথং পূজা বিধীয়তে ॥ ১ ॥
পূর্ণস্যাবাহনং কুত্র সর্ব্বাধারস্য চাসনং।
স্বচ্ছস্য পাদ্যমর্ঘ্যঞ্চ শুদ্ধস্যাচমনং কুতঃ ॥ ২ ॥
নির্ম্মলস্য কুতঃ স্নানং বস্ত্রং বিশ্বোদরস্য চ।

আনন্দস্বরূপ, বিকল্পরহিত, একরূপ ও সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মেতে দ্বিতীয়ের অভাব বশতঃ স্থিতিহেতু কিরূপে পূজাকরা যায় *॥ ১ ॥ পূর্ণস্বরূপ পদার্থের আবাহন কোথায়? সকলের আধারস্বরূপ পদার্থের আসন কোথায়? সুনির্ম্মল পদার্থের পাদ্য ও অর্ঘ কোথায়? এবং পবিত্র পদার্থের আচমন কোথায়?॥ ২ ॥ নির্ম্মল বস্তুর স্নান কোথায়? ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডোদরের বস্ত্র কোথায়? অবলম্বনশূন্য পদার্থের যজ্ঞোপবীত

---

* এই আত্মপূজা পাঠে অনেকে ধর্ম্মশাস্ত্রসঙ্গত যে কর্ম্মকাণ্ড [পূজা, পাঠ, জপ, যজ্ঞ, হোম, নিয়ম, প্রদক্ষিণ প্রভৃতি] তাহার বিরুদ্ধ বলিয়া মনে করিতে পারেন এবং কেহ কেহ বা কর্ম্মকাণ্ড না করাই শ্রেয়ঃ ইত্যাকার ভাবও গ্রহণ করিতে পারেন; কিন্তু উভয় পক্ষীয় সজ্জনগণের আত্মপূজাবিষয়ক অধিকারসম্বন্ধ আপনাদিগের কতদূর অধিকৃত হইয়াছে, তাহা তাঁহাদিগের বিচারকরা কর্ত্তব্য; অর্থাৎ আত্মতত্ত্ব অপ্রাপ্তবান্ ব্যক্তির কর্ম্মত্যাগ বিধি নহে, ইহা রামগীতার সপ্তদশাদি শ্লোকে কথিত হইয়াছে;—

"যাবচ্ছরীরাদিষু মায়য়াত্মধীস্তাবদ্বিধেয়ো বিধিবাদকর্ম্মণাং।
নেতীতি বাক্যৈরখিলং নিষিধ্য তজ্জ্ঞাত্বা পরাত্মানমথ ত্যজেৎ ক্রিয়াঃ॥

যে পর্য্যন্ত মায়াদ্বারা দেহাদিতে অহং বুদ্ধি থাকিবে, সে পর্য্যন্ত বেদবিহিত কর্ম্মকাণ্ডাদি করিবে, কিন্তু যখন আত্মতত্ত্বপ্রভাবে, "ইহা নহে, ইহা নহে" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যদ্বারা আত্মশরীরাদিতে অহং বুদ্ধি নাশ পাইবে, তখন কর্ম্মত্যাগে এবং আত্মপূজাপ্রকরণে অধিকারী হইবে।

নিরালম্বস্যোপবীতং রম্যস্যাভরণং কুতঃ ॥ ৩ ॥
নির্লেপস্য কুতোগন্ধঃ পুষ্পং নির্ব্বাসনস্য চ।
নির্গন্ধস্য কুতোধূপঃ স্বপ্রকাশস্য দীপিকা ॥ ৪ ॥
নিত্যতৃপ্তস্য নৈবেদ্যং নিষ্কামস্য ফলং কুতঃ।
তাম্বূলঞ্চ বিভোঃ কুত্র নিত্যানন্দস্য দক্ষিণা ॥ ৫ ॥
স্বয়ং প্রকাশমানস্য কুতোনীরাজনাবিধিঃ।
প্রদক্ষিণমনন্তস্যাদ্বিতীয়স্য চ কা নতিঃ ॥ ৬ ॥
অন্তর্বহিশ্চ পূর্ণস্য কথং মুদ্রাসনং ভবেৎ।
ইদমেব পরা পূজা বিষ্ণোঃ সত্ত্বস্বরূপিণী ॥ ৭ ॥
দেহো-দেবালয়ঃ প্রোক্তো জীবো-দেবঃ সদাশিবঃ।
ত্যজেদজ্ঞাননির্ম্মাল্যং সোঽহংভাবেন পূজয়েৎ ॥ ৮ ॥
তুভ্যং মহ্যমনন্তায় মহ্যং তুভ্যং শিবাত্মনে।

কোথায়? এবং রমণীয় পদার্থের অলঙ্কার কোথায়? ॥ ৩ ॥ নিঃসম্পর্কের চন্দন কোথায়? সৌরভশূন্য পদার্থের পুষ্প কোথায়? গন্ধরহিতের ধূপ কোথায়? এবং স্বয়ং জ্যোতিঃস্বরূপ পদার্থের দীপ কোথায়? ॥ ৪ ॥ সর্ব্বদা তৃপ্তিযুক্তের নৈবেদ্য কোথায়? নিষ্কামের ফল কোথায়? সর্ব্বগত প্রভুর তাম্বূল কোথায়? এবং নিত্যানন্দময়ের দক্ষিণা কোথায়? ॥ ৫ ॥ স্বয়ং প্রকাশমান পদার্থের আরাত্রিকবিধান কোথায়? অপ্রমেয় পদার্থের প্রদক্ষিণ কোথায়? এবং অদ্বিতীয়ের অভিবাদন কোথায়? ॥ ৬ ॥ বাহ্য এবং অভ্যন্তর পরিপূর্ণ রূপের মুদ্রাবিধি কিরূপে হইবে? অতএব ইহাই বিষ্ণুর সাত্ত্বিকী পরমাপূজা ॥ ৭ ॥ দেহ দেবমন্দির রূপে কথিত হয় এবং তাহাতে জীব সদাশিবরূপ দেবতা হন; অতএব অজ্ঞানরূপ নির্ম্মাল্য পরিত্যাগ করিয়া, "সেই ব্রহ্ম আমি" এইরূপ ভাবে পূজা করিবে ॥ ৮ ॥ তুমি ও আমি অনন্ত, এবং আমি ও তুমি শিবস্বরূপ;

নমোদেবাদিদেবায় পরায় পরমাত্মনে॥ ৯॥
যোগী দেহাভিমানী স্যাদ্ ভোগী কর্ম্মণি তৎপরঃ।
জ্ঞানী মোক্ষাভিমানেব তত্ত্বজ্ঞে নাভিমানিতা॥ ১০॥
কিং করোমি ক্বগচ্ছামি কিং গৃহ্লামি ত্যজামি কিং।
আত্মনা পূরিতং সর্ব্বং মহাকল্লাম্বুনা যথা (১)॥ ১১॥

ইতি পরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্য-শ্রীমচ্ছঙ্করভগবদ্‌বিরচিতা আত্মপূজা সমাপ্তা॥

অতএব দেবাদিদেব পরমপুরুষ পরমেশ্বররূপ আত্মাকে প্রণাম॥ ৯॥ যোগী দেহাভিমানী হন, ভোগী কর্ম্মরত হন ও জ্ঞানী [ধর্ম্মজ্ঞ পণ্ডিত] মোক্ষাভিমানী হন, কিন্তু তত্ত্বজ্ঞানী অভিমানী হন না॥ ১০॥ মহা-প্রলয়কালে জলদ্বারা যেরূপ সমস্ত জগৎ ব্যাপ্ত হয়, আত্মাদ্বারা সেইরূপ অখিল বিশ্বব্যাপ্ত হইয়াছে; অতএব কি করিব? কোথায় যাইব? কি গ্রহণ করিব? কি ত্যাগ করিব? অর্থাৎ কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য কিছুই দেখিনা, কেবল অদ্বিতীয় আত্মামাত্র আছেন॥ ১১॥

ইতি পরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীমচ্ছঙ্করভগবদ্‌বিরচিত আত্মপূজা ভাষাবিবরণ সমাপ্ত।

---

(১) এই শ্লোকটি যোগবাশিষ্ঠে ষোড়শসর্গীয় কচোপাখ্যানে বর্ণিত আছে, কেবল "সর্ব্বং" পদস্থলে "বিশ্বং" পদমাত্র ভেদ দৃষ্ট হয়, এইরূপ আত্মপূজার অপরাপর শ্লোকও অন্যত্র প্রায় অবিকল দৃষ্ট হয়।

কৌপীনপঞ্চকম্।

বেদান্তবাক্যেষু সদা রমন্তো ভিক্ষান্নমাত্রেণ চ তুষ্টিমন্তঃ।
অশোক-মন্তঃকরণে চরন্তঃ কৌপীনবন্তঃ খলু ভাগ্যবন্তঃ॥ ১॥
মূলং তরোঃ কেবল-মাশ্রয়ন্তঃ পাণিদ্বয়ং ভোক্তুমমন্ত্রয়ন্তঃ।
কন্থামিব শ্রীমপি কুৎসয়ন্তঃ কৌপীনবন্তঃ খলু ভাগ্যবন্তঃ॥ ২॥
স্বানন্দভাবে পরিতুষ্টিমন্তঃ সুশান্ত-সর্ব্বেন্দ্রিয়-বৃত্তিমন্তঃ।
অহর্নিশং ব্রহ্মণি যে রমন্তঃ কৌপীনবন্তঃ খলু ভাগ্যবন্তঃ॥ ৩॥
দেহাদিভাবং পরিবর্ত্তয়ন্তঃ স্বাত্মানমাত্মন্যবলোকয়ন্তঃ।

বেদান্তবাক্যেতে সর্ব্বদা অনুরক্ত, ও শুদ্ধ ভিক্ষালব্ধ অন্নদ্বারাই সন্তোষযুক্ত এবং শোকরহিত অন্তঃকরণে ভ্রমণ করেন, এরূপ ব্যক্তিগণ কৌপীনবিশিষ্ট হইয়াও নিশ্চয় ভাগ্যবান্ *॥ ১॥ কেবল বৃক্ষমূলকে আশ্রয়, অর্থাৎ গৃহ রূপে অবলম্বন করেন ও নিজ করদ্বয়কে ভোজনের নিমিত্ত নিয়োগ করেন না, এবং কন্থার ন্যায় সম্পত্তিকে তুচ্ছবোধ করেন, এরূপ ব্যক্তিগণ কৌপীনবিশিষ্ট হইয়াও নিশ্চয় ভাগ্যবান্॥ ২॥ আত্মানন্দভাবে পরিতোষযুক্ত, ও নিবৃত্ত সকল ইন্দ্রিয় বৃত্তিদ্বারা সম্পূর্ণ এবং দিবারাত্র ব্রহ্মেতে অভিরত এরূপ ব্যক্তিগণ কৌপীনবিশিষ্ট হইয়াও নিশ্চয় ভাগ্যবান্॥ ৩॥ শরীরাদিতে অহংভাব দূরে পরিহারপূর্ব্বক আপনাতে

---

* প্রায় সর্ব্বসাধারণের চিত্তক্ষেত্রে এরূপ ধ্রুবজ্ঞানরূপ বীজ আরোপিত আছে যে, জগতে যত কৌপীনধারিগণ দৃষ্টিগোচর হয়, সকলেই দুর্ভাগ্যবান নিরাশ্রয়, দীন ও দুর্দ্দশাগ্রস্ত, এ বিষয় সত্য? কিন্তু মহাত্মা শঙ্করাচার্য্যের কৌপীনপঞ্চকের অভিমতে যে সকল পুরুষ আশ্রম পরিত্যাগপূর্ব্বক মহাশাকা অবলম্বন করিয়া অকপট সন্ন্যাসে সংস্থিত হন, তাঁহারা কৌপীনবিশিষ্ট হইয়াও যে নিশ্চয় মহভাগ্যবিশিষ্ট বলিয়া বিখ্যাত, তাহা বলা বাহুল্য।

নান্তং ন মধ্যং ন বহিঃ স্মরন্তঃ কৌপীনবন্তঃ খলু ভাগ্যবন্তঃ ॥ ৪ ॥
ব্রহ্মাক্ষরং পাবনমুচ্চরন্তঃ ব্রহ্মাহমস্মীতি বিভাবয়ন্তঃ।
ভিক্ষাশিনো দিক্ষু পরিভ্রমন্তঃ কৌপীনবন্তঃ খলু ভাগ্যবন্তঃ ॥৫॥

ইতি পরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্য-শ্রীমচ্ছঙ্করভগবদ্-
বিরচিতং কৌপীনপঞ্চকং
সমাপ্তম্ ॥

আত্মাকে অবলোকন করেন এবং অন্তরেব, অথবা বাহ্যেব, কিম্বা মধ্যেব কোন বিষয় স্মরণ করেন না, এরূপ ব্যক্তিগণ কৌপীনবিশিষ্ট হইয়াও নিশ্চয় ভাগ্যবান্ ॥ ৪ ॥ পবিত্র কারক ব্রহ্মাক্ষর [প্রণব] উচ্চাষণ কবেন, "আমি ব্রহ্মস্বরূপ হই" এইরূপ ভাবে ভাবনা কবেন এবং ভিক্ষাভোজী হইয়া যথা তথা পরিভ্রমণ করেন, এরূপ ব্যক্তিগণ কৌপীনবিশিষ্ট হইয়াও নিশ্চয় ভাগ্যবান্ ॥ ৫ ॥

ইতি পরমহংসপবিব্রাজকাচার্য্য শ্রীমচ্ছঙ্কবভগবদ্‌বিবচিত
কৌপীনপঞ্চকভাষাবিবরণ সমাপ্ত।
